মহাভারত কোয়েস্ট সিরিজ # ২

দ্য সিক্রেট অফ দ্য ড্রুইডস

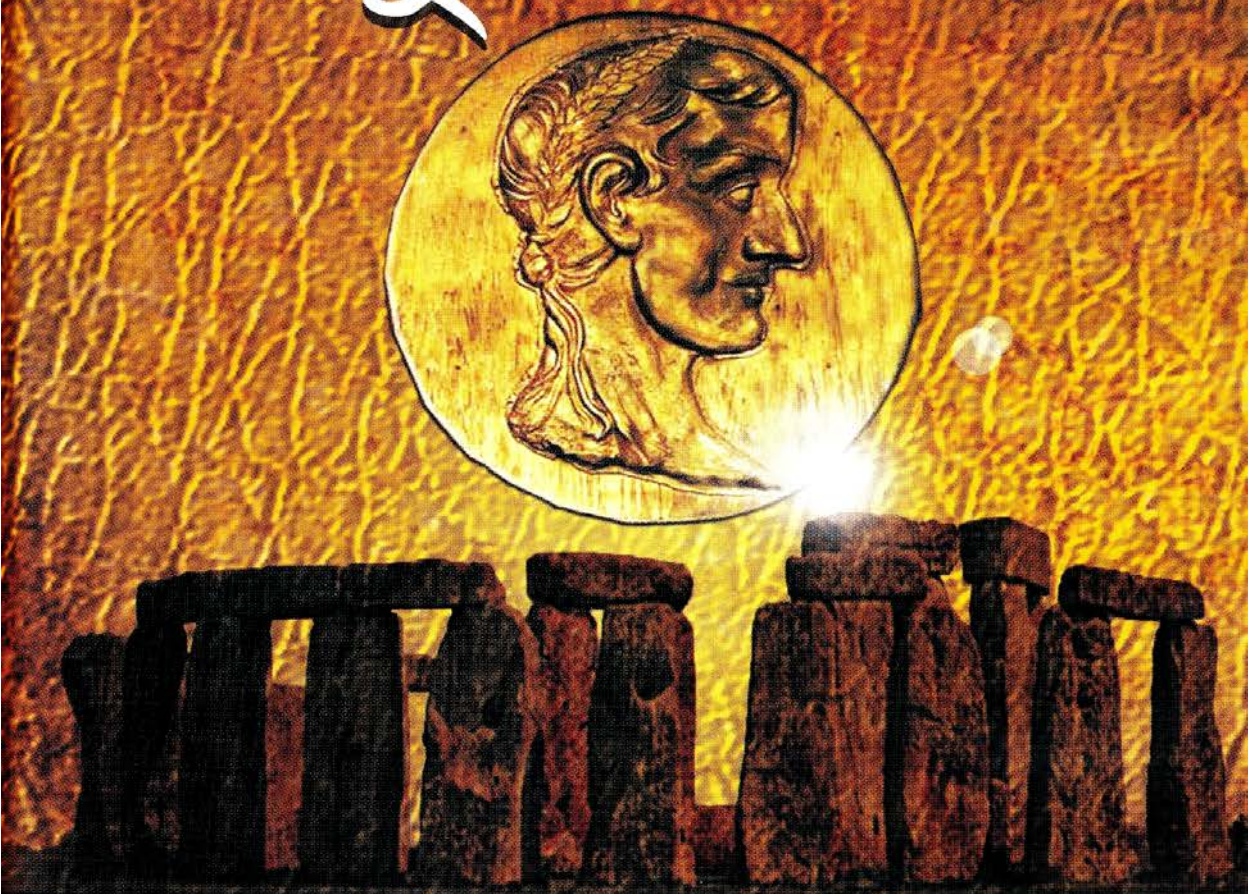

ক্রিস্টোফার সি ডয়েল

অনুবাদঃ অসীম পিয়াস

খ্রিস্টপূর্ব ৫৫-৫৪

জুলিয়াস সিজার দুই বার ব্রিটেন দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় তাকে।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০

রোমানেরা সমূলে ড্রুইডদেরকে উৎখাত করা শুরু করে। তাদের সমস্ত পবিত্র স্থাপনা ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু কিসের ভয়ে এই কাজ করলো তারা?

বর্তমান সময়

ড্রুইড কারা? তারা কি ধর্মপ্রচারক ছিলো নাকি ছিলো জ্যোতির্বিদ? বিজ্ঞানী নাকি জাদুকর?

মহাভারতে কি এমন প্রাচীন আর মারাত্মক রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেলো যা ব্রিটেনের পাথরের বিশাল স্থাপনাগুলোর সাথে ড্রুইড, জুলিয়াস সিজার আর ৪০০০ বছর আগের এক দিগ্বিজয়ী সম্রাজ্ঞীকে এক সুতোয় গেঁথে দিচ্ছে?

ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চাইতেও মারাত্মক এক পরিণতির হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে চাইলে বিজয় সিং আর টাস্কফোর্সকে আগে এই ধাঁধার সমাধান করতে হবে। কিন্তু হাতে যে সময় একদম নেই...

দুর্দান্ত একশন, টানটান উত্তেজনা আর অতীত রহস্যে ভরা বিস্ফোরক এই বইটাতে আপনি আরও খুঁজে পাবেন মহাভারতের পিছনের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো।

ISBN 978-984-92381-1-9

9 789849 238119

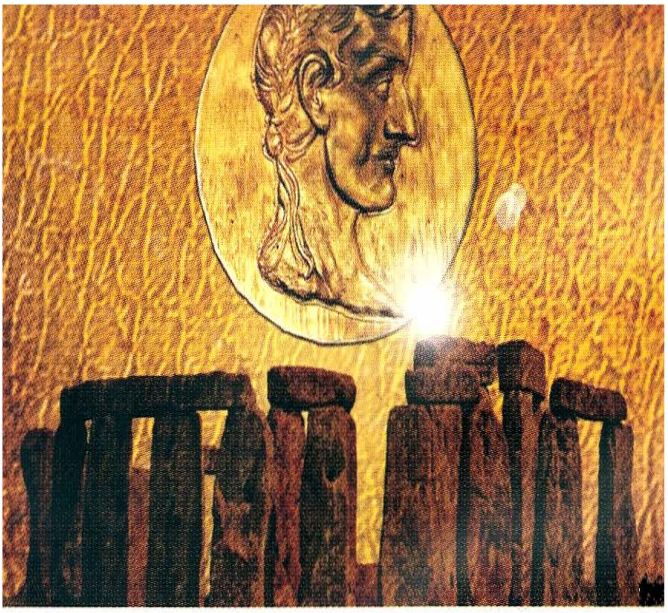

মিশরীয় আর মায়ান সভ্যতার গল্প পড়তে পড়তে অরুচি ধরে গিয়েছে?

তাহলে চলে আসুন এক নতুন জগতে।

ঘুরে যান চার হাজার বছরের আগের দিগ্বিজয়ী সম্রাজ্ঞী সেমিরামিসের সময়ে।

ডুবে যান ড্রুইডদের মায়ার জালে।

জুলিয়াস সিজারের পরাক্রমশালী রোমান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পুচকে গলিকদের সাফল্যের রহস্য জেনে যান।

রহস্যময় সংগঠন 'দ্য অর্ডার' আর সেটার একনিষ্ঠ কর্মী ডি আর তার নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচিত হন।

মহাভারতের সাথে সেই সুদূরের কেল্টিক আর আইরিশ সভ্যতার কেন এতো মিল সেই কৌতূহল মিটিয়ে যান।

দেখে যান বিজয় আর ওর সঙ্গী সাথীদের আরো একটি শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান।

আপনার সময়টা আনন্দে কাটবে নিশ্চিত!

মহাভারত কোয়েস্ট সিরিজ # ২

দ্য সিক্রেট অফ দ্য ড্রুইডস

ক্রিস্টোফার সি. ডয়েল

অনুবাদ : অসীম পিয়াস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোদেলা

[দ্য সিক্রেট অফ দ্য ড্রুইডস]
মূল : ক্রিস্টোফার সি ডয়েল
অনুবাদ : অসীম পিয়াস

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৭

রোদেলা ৪৪৬

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
রোমেল রায়হান [মুল প্রচ্ছদ অবলম্বনে]

অনলাইন পরিবেশক
http: //rokomari.com/rodela

বর্ণবিন্যাস
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে
আল-কাদের প্রিন্টিং প্রেস
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪৫০·০০ টাকা মাত্র

THE SECRET OF THE DRUIDS By Christopher C. Doyle
Translated by Oseem Peeas
Firs : Published Ekushe Boimela 2017
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web: www.rodela prokashani.com

Price: Tk. 450.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-92381-1-9 Code: 446

হায়রে ড্রুইড! যুদ্ধ যখন থামলো অবশেষে
দেখা গেলো মাঠটা ভরা সব তোমাদের লাশে।
তোমরাই শুধু পেয়েছিলে দেবতাদের দান-
থাকার জন্যে সবুজ বন আর নির্জন উদ্যান,
তার-ই সঙ্গে পেয়েছিলে জ্ঞান সাধনার বর।

তালে তালে বলছি শোনো, কথাটা খুব সোজা,
মানুষ কভু চায় না হতে এরেবাস*-এর প্রজা।
মরণ মানে নয়তো সেটা জীবন অবসান
জীবন ঘোরে দেহে দেহে–মৃত্যু করে ম্লান।
এক দেহকে ছাড়লে গড়ে অন্য দেহে ঘর।

–মার্কাস অ্যানিয়াস লুকানাস,
ফারসালিয়া, প্রথম খণ্ড, ৪৫০-৮

*এরেবাস : অন্ধকারের মনুষ্য রূপ

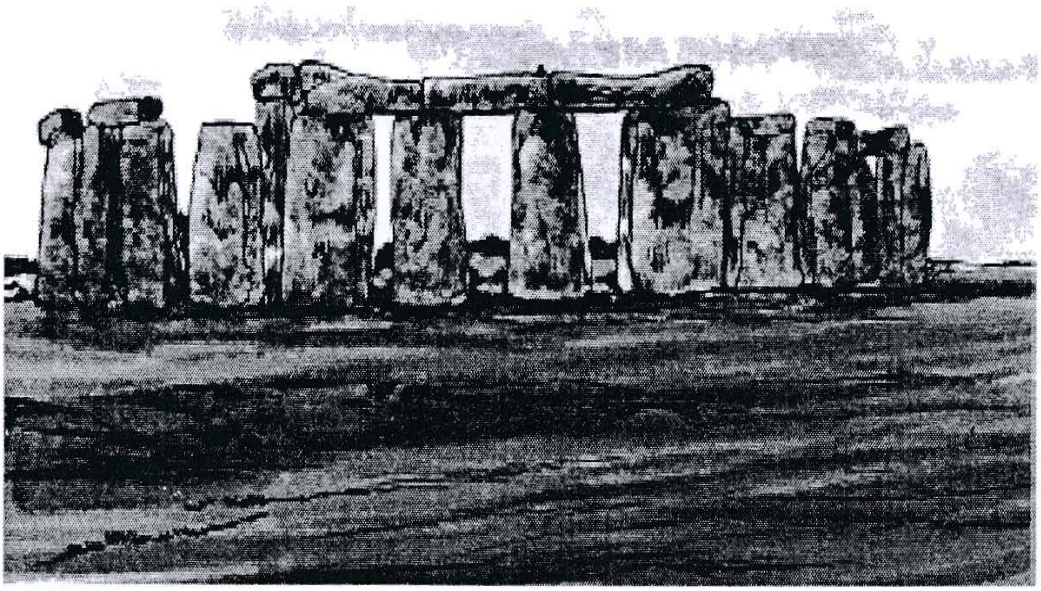

পাঠকদের উদ্দেশ্যে-
আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন,
ভালোবাসা আর প্রশংসার জন্য ॥

লেখকের কথা

দ্য আলেকজান্ডার সিক্রেটের ছোট্ট সিক্যুয়েল এ সিক্রেট রিভিলড পড়েছেন? ওটাকে এই বইয়ের প্রিকুয়েল-ও বলা যায়।

যদি না পড়ে থাকেন তাহলে একটা ব্যাখ্যা আপনার প্রাপ্য। ২০১৫ এর অক্টোবরে যখন আমি বুঝতে পারি যে দ্য সিক্রেট অফ দ্য ড্রুইডস ২০১৬ এর আগে আর প্রকাশ হবে না তখন আমি আমার পাঠকদের একটা সারপ্রাইজ গিফট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। গিফটটা হচ্ছে একটা ফ্রি ই-বুক। ই-বুকটা আমার নিজের ওয়েবসাইটেই ছয়টা পার্টে প্রকাশিত হয়–অক্টোবর ২০১৫ থেকে প্রতি মাসে একটা করে।

এই ই-বুকটার নাম দেওয়া হয় এ সিক্রেট রিভিলড- আর দ্য আলেকজান্ডার সিক্রেটের কাহিনি যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই এটার কাহিনি শুরু। অনেক পাঠক-ই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ঐ রহস্যময় ফোনটা করেছিলো কে কিংবা বিজয়ের সাথে গার্গনের সাইবার হাবের স্টারবাকসে কে দেখা করতে চেয়েছিলো সেসব জানার জন্যে। আমার মনে হয়েছিলো যে আমার পাঠকদের এটুকু জানার এখতিয়ার আছে, তাই আমি এই ই-বুকটা লিখি। দ্য আলেকজান্ডার সিক্রেটের বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব এতে পাওয়া যাবে।

পরবর্তিতে বেশ কিছু পাঠক আমাকে লিখে জানান যে তারা এ সিক্রেট রিভিলড-এর ছাপা কপি পেতে চান। কিন্তু বিনামূল্যে ছাপা কপি বিতরণ সম্ভব না হওয়ায় আমি নতুন একটা বুদ্ধি বের করলাম। বিশ্ব বই দিবসে বিশ্বব্যাপী লেখকদের নভেলা প্রকাশের ঐতিহ্যকে পালন করতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে প্রথম ভারতীয় লেখক হিসেবে ঐতিহ্যটাকে পালন শুরু করবো। সে জন্যেই ৩ মার্চ ২০১৬-তে, নামমাত্র মূল্যে এ সিক্রেট রিভিলড পেপারব্যাকে প্রকাশিত হয়।

আপনি যদি কোয়েস্ট ক্লাবের মেম্বার না হন তাহলে সে সম্পর্কে দুয়েকটি কথা জানিয়ে রাখি। এখানকার মেম্বারশিপ ফ্রি–আর মেম্বার হলেই বিনামূল্যে এ সিক্রেট রিভিলড-এর ইলেকট্রিক কপি পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে আপনি কোয়েস্ট ক্লাবের সব কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেন–ভারত জুড়ে আমার সাথে

অনলাইন বা অফলাইনে সংঘটিত যে কোনো আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন। সামনে আরো বেশ কয়েকটা ফ্রি ই-বুক আসবে। সেই সাথে কুইজ, ধাঁধা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আর আমার পরবর্তি বইগুলোর এক্সক্লুসিভ সব প্রিভিউ তো থাকছেই। আর সবই শুধুমাত্র কোয়েস্ট ক্লাবের সদস্যদের জন্য। আর এর বাইরে আপনি আমার সাথে যোগ দিতে পারবেন। বই লেখার সময় আমি যেসব গবেষণা করি সেসবের ছবি, ভিডিও এমনকি আমার রিসার্চ নোটসেও চোখ বুলাতে পারবেন। এতে আমার বইয়ের চরিত্র, ঘটনা কিংবা জায়গা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন। কোয়েস্ট ক্লাবের মেম্বারদের জন্যে তাই এক রোমাঞ্চ আর রহস্যে ভরপুর এক উত্তেজনাকর ভ্রমণ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। www.christophercdoyle.com/the-quest-club-এ ফ্রি রেজিস্টার করুন আর বিনামূল্যে এ সিক্রেট রিভিলড পড়ে নিন।

আমি এই বইতেও এ সিক্রেট রিভিলড-এর পটভূমিকা যোগ করে দিয়েছি, তাই কোনো কারণে যদি আপনার সেটা পড়া না-ও থাকে তাহলেও আপনার দ্য সিক্রেটস অফ দ্য ড্রুইডস-এর পুরো কাহিনিটা ধরতে বা এর চরিত্রদের কর্মকাণ্ড বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না।

তবে যদি সম্ভব হয় তাহলে দয়া করে এ সিক্রেট রিভিলড অনলাইনে বা পেপারব্যাকে যেভাবে পারেন পড়ে নেবেন। ওখানে কিছু সূত্র আছে যেগুলো এই বইটা পড়াকে আরো বেশি আনন্দদায়ক করবে।

হ্যাপি রিডিং!

ক্রিস্টোফার সি. ডয়েল
ওয়েবসাইট: www.christophercdoyle.com
ই-মেইল: contact@christophercdoyle.com
ফেসবুক: www.facebook.com/authorchristophercdoyle

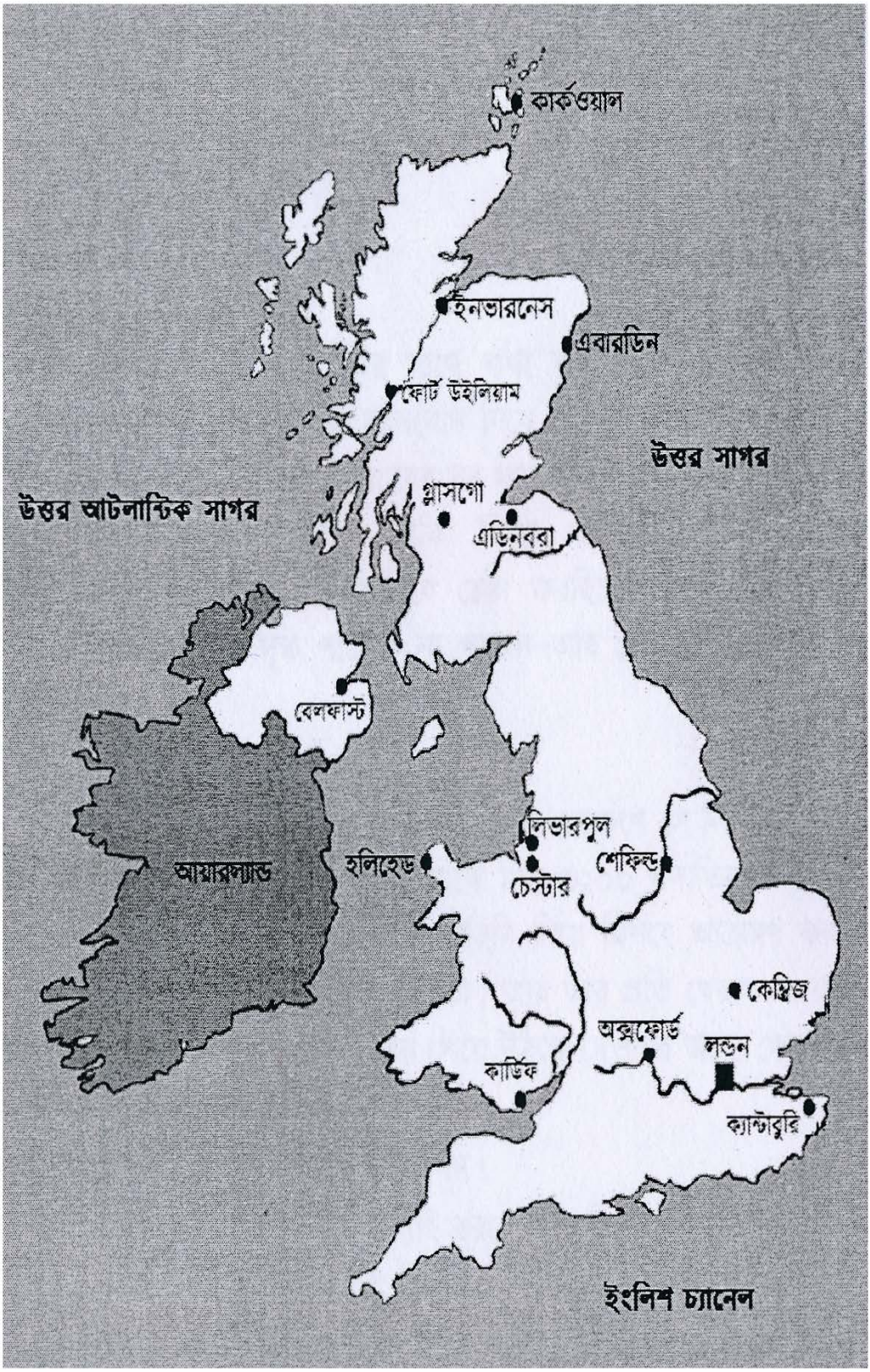
কার্কওয়াল
ইনভারনেস
এবারডিন
ফোর্ট উইলিয়াম
উত্তর সাগর
উত্তর আটলান্টিক সাগর
গ্লাসগো
এডিনবরা
বেলফাস্ট
লিভারপুল
আয়ারল্যান্ড
হলিহেড
চেস্টার
শেফিল্ড
কেম্ব্রিজ
অক্সফোর্ড
লন্ডন
কার্ডিফ
ক্যান্টারবুরি
ইংলিশ চ্যানেল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পূর্বকথা

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ সাল
আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর

জুলিয়াস সিজার তার সেনাপতির সাথে কথা বলছেন। বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে আছে তার । সেনাপতি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে–সিজারের পালানোর রাস্তা নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সিজারের সব মূল্যবান সামগ্রী সম্বলিত জাহাজটা যখন অবরোধকারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালালো, তখন থেকেই অবরোধকারী মিশরীয়রা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছিলো যাতে উনি এশিয়া মাইনরে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাতে না পারেন–আর সে চেষ্টায় তারা সফল হয়েছে।

ফাঁদে আটকে গিয়েছেন সিজার।

একজন সাধারণ মানুষের সাথে এমনটা হলে এতক্ষণে সে নিজের ভাগ্যকে শাপ-শাপান্ত শুরু করতো। গৃহযুদ্ধের মাঝে মাত্র ৩২০০ পদাতিক আর ৮০০ অশ্বারোহী দিয়ে গড়া খর্বশক্তির দুটো বাহিনি নিয়ে মিশরে আক্রমণ করাকে নিজের নির্বুদ্ধিতা ভেবে আফসোস করতো। আর তার প্রতি খেয়াল না রাখার জন্যে আর মিশরীয়দেরকে তার উপর পেরে উঠতে দেওয়ার জন্যে দেবতাদের নিন্দা করা শুরু করতো।

কিন্তু সিজার কোনো সাধারণ মানুষ নন।

আর এই অবরোধ বরং তার উপকারই করছে, এমনকি পুরো অবরোধটাই ছিলো অনেকটা সৌভাগ্য স্বরূপ। এজন্য বরং সিজারের দেবতাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

সেনাপতির কথা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সিজার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন। লোকটার কথাতেই বোঝা গেলো সে মারাত্মক দুশ্চিন্তা করছে। তবে কণ্ঠে ভয়ের ছোঁয়া নেই। একজন রোমান কখনো কিছুতে ভয় পায় না। তবে দুশ্চিন্তা হতেই পারে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এখন তাদের প্রতিকূলে। সিজার এখন কি করবেন?

সেনাপতির কথা শেষ হওয়ার পরেও সিজার কিছু **বললেন না। যা বলবেন** সেটার প্রতি গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যেই এই নীরবতা।

"মিশরীয়রা এখনও সবগুলো জাহাজ বের করেনি," সিজার বললেন। "জিনিয়াসের অধীনের পঞ্চাশটা জাহাজ বন্দরে ফিরে গিয়েছে। এখনও সেখানেই আছে।" বলে সিজার জানালার দিকে ইঙ্গিত করলেন। মিশরীয় জাহাজ ওদিকে নোঙ্গর করা।

"আপনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরো বাইশটা জাহাজ ওগুলোর সাথে যোগ দিয়েছে। তার মানে ওরা চাচ্ছে যাতে বাহাত্তরটা জাহাজই একদম রেডি থাকে।" কথাটা হজম করার সুযোগ দিতে আবারও বিরতি নিলেন সিজার।

"আপনি কি করবেন শোনেন," সিজার আবার শুরু করলেন। তারপর কি কি করতে হবে দ্রুত সেই কৌশল বিস্তারিত বললেন। রোমান সৈন্যরা জায়গামতো অবস্থান নিয়ে লুকিয়ে থাকবে, তারপর সুযোগ পাওয়া মাত্র জাহাজ আর ঘাটে আগুন লাগিয়ে দেবে।

আগুন লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশরীয় জাহাজ, ঘাট আর লাগোয়া গোলাঘরগুলো এমনকি সাথের ভবনগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া। কোনো কিছুই তার লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা হতে পারবে না...

তবে একটা ব্যাপার বাকি আছে।

সিজার সেনাপতিকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। "আলেকজান্দ্রিয়াকে পুড়তেই হবে," নরম স্বরে বললেন সিজার। "আর তোমাকেই সেই দায়িত্ব দিলাম।" তারপর কি কি করতে হবে সব বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন। আলাদা একদল সৈন্যকে বিশেষ একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো।

একটা ভবনকে ধ্বংস করতে হবে।

তাহলেই তার কাজের সমস্ত প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে যাবে।

সেনাপতি মাথা ঝাঁকিয়ে স্যালুট করলো। কাজ হয়ে যাবে।

লোকটা বের হয়ে যেতেই সিজার পিছনে হেলান দিলেন–ভাবনায় মগ্ন। এই অবস্থানে আসতে তার প্রায় আট বছর সময় লেগেছে। আট বছর আগে গল-এ তিনি এক মহারহস্যের সন্ধান পান যা তাকে সামান্য রোম শাসনের তুলনায় আরো অনেক বেশি গৌরব এনে দেবে।

রহস্যটা জানামাত্র উনি আর সময় নষ্ট করেননি। সাত বছর আগে প্রথম উনি ব্রিটানিয়াতে অভিযান চালান। কিন্তু রহস্য উদ্ধারে ব্যর্থ হন। হাল না ছেড়ে পরের বছর আবার অভিযান চালান। এবার অবশ্য উনি সাফল্য পান কিন্তু সেটা আংশিক। রহস্যটা কোথায় লুকানো আছে শুধু এ সম্পর্কে খোঁজ পাওয়া গেলেও আসল রহস্যটা তার নাগালের বাইরেই থেকে যায়। ফলে সেটা কাজে লাগিয়ে যে উদ্দেশ্য হাসিলের চিন্তা তার মাথায় ছিলো সেটাও এখনও অধরা রয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

তারপরেই কেন যেন তার মনে হতে থাকে যে তিনি এই রহস্যের খোঁজ আলেকজান্দ্রিয়াতেই পাবেন। ৩০০ বছর আগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট শহরটা প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানকার মিশন শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ হলো। উনি এখন আত্মবিশ্বাসী যে উনি রহস্যটা উদ্ধার করতে পেরেছেন। এখন একমাত্র কাজ হলো এই রহস্যটার অস্তিত্বের কথা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

আর সেটা আজই হবে।

রোমে ফিরতে তার আর কতদিন লাগবে সেটা কোনো ব্যাপার না। তিনিই ওখানকার শাসক, আর যখন উনি সেখানে ফিরবেন তখন মানব জাতিকে শাসন করার শ্রেষ্ঠ রহস্য তার করায়ত্তে থাকবে। এমনকি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এরও সেই ক্ষমতা ছিলো না।

জুলিয়াস সিজার-ই হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

সর্বযুগের- সর্বকালের।

১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ
বাথগেট-এর কাছে, পশ্চিম লোথিয়ান, যুক্তরাজ্য
মধ্যরাত

জেরেমি ম্যাকগ্রেগর নামের লোকটা নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে নার্ভাসভাবে ঠোঁট চাটলো। লোকগুলো কঠোর পরিশ্রম করছে। লম্বা লম্বা ওক গাছ ওদের চারপাশটা ঘিরে রেখেছে। ফলে ওদের বাতির আলো আশেপাশের কারো নজরে পড়ছে না। ওরা এখন আছে কার্নেপোপল নামের একটা পাহাড়ের চূড়ায়। রাতের এই সময়টা এখানে একদম নীরব, আশেপাশে কারো থাকার সম্ভাবনা একদমই নেই।

সেই বিকালে শীতের সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত গেলো তখন থেকেই লোকগুলো খেটে যাচ্ছে। একটা সমাধিস্তম্ভের উপর গত তিন হাজার বছর ধরে জমা মাটির আস্তরণ খুঁড়ে পরিষ্কার করছে ওরা।

ম্যাকগ্রেগরের নার্ভাসনেসের যথেষ্ট কারণ আছে। সে এই বিচিত্র কবর চোরদের সর্দার। এরা হচ্ছে পেশাদার চোর যারা প্রাচীন সমাধিস্তূপ খুঁড়ে বের করার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ। গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় সারা স্কটল্যান্ড জুড়ে ওরা এই কাজ করে বেড়ায়।

এইসব সমাধিগুলো অত্যন্ত প্রাচীন। কিংবদন্তি মতে একেকটা প্রায় তিন চার হাজার বছরের পুরনো। সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লোক, কোনো গোত্রের সর্দার বা

BanglaBook.org

কোনো বিশিষ্টজনের সমাধি এগুলো। প্রায়ই দেখা যায় এদেরকে দামি দামি সব রত্ন আর অলংকারসমেত সমাহিত করা হয়েছে। বাজারে এগুলোর খুবই কদর। এমনকি কিছু বাদে যদি শুধু হাড্ডি পাওয়া যায় সেগুলোও বিক্রি করা যায়।

ওদের ইচ্ছা এই সমাধিক্ষেত্রের একটা কবর খুঁড়ে দেখবে। ওরা জানে না কবরের ভিতর কি পাবে–তবে এটুকু জানে যে হাড্ডি পাওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম। কবরগুলো কয়েক শতাব্দী পুরনো। আর এখানকার এসিডমাখা মাটির এতদিনে সম্পূর্ণ দেহটাকেই মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলার কথা।

কিন্তু ভিতরে দামি কিছু পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। দামী পাথর বা কাছেই যে খনিগুলো আছে সেখানকার রূপাও পাওয়া যেতে পারে। কয়েক শতাব্দী ধরে এদিক দিয়ে মানুষ চলাচলের পরেও এই কবরে কেউ হাত দেয়নি। ওদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কবরের ভিতর যা যা পাওয়া যায় তার সবটাই যেন নিয়ে যাওয়া হয়।

গত কয়েক শতাব্দী কবর চোরেরা এমনি এমনি কার্নেপোপল পাহাড়ের সমাধিক্ষেত্রকে এড়িয়ে চলেনি। পাহাড়টা রূপার খনিগুলোর খুব কাছেই, ফলে অন্য যে কোনো কবরের চাইতে এখানে গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে কোনো কবরের চাইতে বেশি। কিন্তু গুজব আছে যে পাহাড়টা–বিশেষ করে এই সমাধিক্ষেত্রটা থেকে এক রহস্যময় আর খুব শক্তিশালী শক্তি বিকিরিত হয়। প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে পাহাড়োটাকে একজন উর্বরতার দেবীর বসত হিসেবে মনে করা হতো কিন্তু এখন সেই দেবীর নামও সবাই ভুলে গিয়েছে। শোনা যায় সেই দেবীকে নাকি এই সমাধিক্ষেত্রেই কবর দেওয়া হয়েছিলো।

এই উপকথাগুলো ছড়িয়েছে মূলত রোমানরা। এই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা এই সমাধিক্ষেত্রটাকে 'মেডিয়া নেমেটন' নাম দিয়ে চিহ্নিত করে। এর মানে হচ্ছে 'সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান'। এটা হচ্ছে ড্রুইডদের সর্বোচ্চ সম্মান। আর সবাই জানে যে, নিজেদের সমৃদ্ধির সময়ে ড্রুইডরা ছিলো শ্রেষ্ঠ জাদুকর। প্লিনী দ্য এল্ডার নামে প্রথম শতকে মৃত্যুবরণকারী এক পণ্ডিত তাদেরকে ম্যাজাই নামে অভিহিত করেন। এবং প্রায় প্রত্যেক নামকরা গ্রিক বা রোমান পণ্ডিত জনগণের উপর ড্রুইডদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং বিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের দখল সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন।

এ কারণেই ম্যাকগ্রেগর বা ওর দলবল এই পাহাড়টাকে সবসময় এড়িয়ে চলেছে। তবে এবার আর পারেনি। কারণ এবার এই সমাধি খোঁড়ার পুরস্কারের অংকটা এত বেশি যে সেটা সমস্ত ভয় আর শঙ্কাকে সরিয়ে দিয়েছে। ও নিজেকে বুঝিয়েছে যে এই পাহাড়কে ঘিরে সব কাহিনি আসলে নিছক গল্প ছাড়া কিছু নয়।

BanglaBook.org

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এই সমাধির পাশে ওদের লোকদেরদের দিকে তাকিয়ে ম্যাকগ্রেগরের মনে হচ্ছে সে অতি লোভে সব নষ্ট করে ফেললো না-তো?

শুধু ধরা পড়ার ভয়ে ও চিন্তিত না। এ ভয় হচ্ছে অজানার ভয়- এই জায়গাকে ঘিরে প্রচলিত কিংবদন্তি আর বিশ্বাসের ভয়। ওরা আসলে এখানে কবর দেওয়া প্রাচীন সেই দেবীর সমাধি খুঁড়ে বের করছে–সেই ভয়। ওরা তার কবর চুরি করছে সেই ভয়।

যে লোকটা ম্যাকগ্রেগরকে কাজটা দিয়েছে তাকে ও চেনে না। একদল লোক ওকে লিনলিটগো-তে ডেকে পাঠায়। সেখানেই ওকে সব নির্দেশনা আর এক ব্যাগ স্বর্ণ ধরিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় যে ঠিকমতো কাজটা শেষ করতে পারলে এরকম আরো কয়েক ব্যাগ দেওয়া হবে।

কিন্তু ম্যাকগ্রেগর বোকা না। স্বর্ণটা আসলে কোত্থেকে আসছে সেটা বোঝা আসলে খুবই সহজ। নয় বছর হয় ইংল্যান্ডের প্রথম এডওয়ার্ড স্কটল্যান্ড দখল করেছেন। তাকে 'হ্যামার অফ দ্য স্কটস' নামে ডাকা হয়। তিন বছর আগে উনি লিনলিটগো-র রাজকীয় প্রাসাদের চারপাশে বিশাল এক প্রতিরক্ষা বূহ্য তৈরি করেছেন। সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য পীল'। উইলিয়াম ওয়ালেস নামে একজন লোক ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাকে গ্রেফতার করে লন্ডনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। এবছরই তাকে ফাঁসি দিয়ে লাশ টুকরো টুকরো করে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়।

স্কটদের বিদ্রোহ কঠিন হাতে দমন করতে পারলেও তাতে এডওয়ার্ডকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। ম্যাকগ্রেগরের ধারণা তাকে এই কবর চুরি করতে বলার সাথে রাজা এডওয়ার্ডের ঝামেলার কোনো যোগসূত্র আছে। ওর ধারণা রাজা যা খুঁজছেন তা মূল্যবান পাথরের গুপ্তধন নয়- এর বাইরে অন্য কিছু। যদি এডওয়ার্ড এই কবরের ভিতর যা আছে সেটার দখল পেয়ে যায় তাহলে ইংরেজ রাজা সম্ভবত আজীবন স্কটদের উপর দখলদারিত্ব করতে পারবে। ম্যাকগ্রেগর জানে যে এই দেবীর কবরের জিনিসপত্র এডওয়ার্ডের দখলে থাকলে স্কটরা ভুলেও আর কখনো ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর কিছু করার সাহস করবে না।

ম্যাকগ্রেগর আর ওর লোকদের আসলে কবরটার কোথায় সে সম্পর্কে ধারণা ছিলো না। উপকথা অনুযায়ী এই সমাধিক্ষেত্রে তিনটা কবর আছে। এর মাঝে সবচে বড়টা হচ্ছে ঐ দেবীর। ওরা এখানে এসে মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসা একটা পাথর খুঁজে পায় আর ওখানেই খোঁড়া শুরু করে। ওদের যুক্তি হচ্ছে যেহেতু সমাধিক্ষেত্রের সবকিছুই মাটির গভীরে, সেহেতু মাটির উপরে বেরিয়ে থাকা এত বড় একটা পাথর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিহ্নিত করতেই বসানো হবে।

BanglaBook.org

ওদের ধারণা সঠিক। পাথরটা আসলে বিশাল একটা সমাধিফলক। তারমানে ওরা যে কবরটা খুঁজছে এটা সেটা-ই হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

"তাড়াতাড়ি হাত লাগাও সবাই," লোকদের তাড়া দিলো ম্যাকগ্রেগর। "ভিতরে নেমে যা নিতে এসেছি সেটা নিয়ে কেটে পড়ি চলো।"

সমাধিফলকের মাথাটা এর পাশের পাথরগুলো থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে। ওদের বাতির আলোয় এখন ওটার ফুটখানেক দেখা যাচ্ছে। মাটির উপর এটার খুব সামান্যই বেরিয়ে ছিলো।

"কাজে লেগে যাও সবাই," ম্যাকগ্রেগর আবার বললো। ওর লোকেরা আশেপাশের পাথরগুলো দূরে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলো। ধীরে ধীরে পাথরগুলোর মাঝ থেকে সমাধিক্ষেত্রটা বেরিয়ে এলো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে লম্বা সমাধিফলকটার পুরোটা দৃষ্টিগোচর হলো। বাতির আলোয় এতে বসানো স্ফটিকগুলো ঝিকমিক করছে।

লোকেরা কিছুক্ষণ অপলক তাদের সদ্য আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে রইলো। সমাধিফলকটার পাশ দিয়ে আরো কয়েকটা ছোট ছোট দাঁড় করানো পাথর বের হয়ে একটা উপবৃত্ত রচনা করে বড় সমাধিক্ষেত্রের ভিতর ছোট আর একটা সমাধিক্ষেত্র রচনা করেছে।

এটাই কি সেই কবর?

তখনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটলো।

"দেখো!" কেউ একজন সমাধিফলকটার দিকে দেখালো। দৃশ্যটা এক কথায় ভয়াবহ, যদিও বাতির আলোয় প্রকৃত দৃশ্যের চাইতে ভয়ানক দেখাচ্ছে বেশি।

ফলকটার চারপাশের মাটি থেকে নীলচে শিখা বের হচ্ছে।

একজন বিড়বিড় করে বললো, "নরকের আগুন!"

এখানেই শেষ না। সমাধি ফলকের উপরে চার ইঞ্চিমতো লম্বা একটা আলোকশিখা কিছুক্ষণ জ্বলজ্বল করে আবার নিভে গেলো। কয়েক সেকেন্ড পরই সেটা কয়েকটা আলোকরশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে মাটির উপর ভাসতে লাগলো।

আরেকজন লোক সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "এত সেই দেবী!"

বলতে না বলতেই লোকটার পায়ের নীচের মাটি কাঁপতে লাগলো। কয়েকজন হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা শুরু করলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো লোকগুলো যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তাদের পায়ের নীচের মাটি কাঁপতেই থাকলো।

তারপর যেমন আচমকা শুরু হয়েছিলো তেমনি কাঁপাকাঁপি থেমে গিয়ে আলোর গোলকগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবার অন্ধকারে ঢেকে গেলো চারপাশ, শুধু বাতিগুলো মিটমিটিয়ে জ্বলছে।

BanglaBook.org

সবার কেমন আজব একটা অনুভূতি হতে থাকলো। এতদিন ধরে শুনে আসা কাহিনিগুলোর জন্যেই হোক বা কবরের ভিতরে আসলেই কিছু থাকার জন্যে হোক, সবাই মাথার ভিতর এক ব্যাখ্যার অতীত এক বেদনা অনুভব করতে লাগলো।

একজন লোক সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হওয়ার রাস্তার দিকে দৌড় দিলো। "আমি শ্বাস নিতে পারছি না," গোঁ গোঁ করতে করতে বললো লোকটা। "মরে গেলাম আমি।" বলতে বলতে এক ছুটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

"রাবিশ!" ম্যাকগ্রেগর বিরক্তি ঝাড়লো। যদিও ও নিজেও বমিবমি ভাব আর আঙুলের মাথার ঝিঁঝিঁ ধরা ভাবটা জোর করে চেপে রেখেছে। ওর কোমরের ঘুনশিতে বাঁধা স্বর্ণ ভরা ব্যাগটার ওজন-ই ওর আর ওর লোকের এই অভিজ্ঞতার মাঝেও টিকে থাকতে সাহায্য করছে। "এটা সামান্য একটু ভূমিকম্প। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কেটে পড়ি চলো। ফিরে গেলেই রাশি রাশি স্বর্ণ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

লোকগুলো কেমন দ্বিধা ভরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। এক বিশালদেহী লোক ধীর লয়ে সামনে এগিয়ে এলো।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা সামান্য একটা ভূমিকম্প!" বলে মাটিতে থুতু ফেললো লোকটা। "আর আগুন আর আলোটা তাহলে কি? যদি শয়তান এসে আমার আত্মাকেই দখল করে নেয় তাহলে আমার স্বর্ণ দিয়ে কোনো কাজ নেই। এই পাহাড় অভিশপ্ত। ঐ দেবীর সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই জানতাম। আমরা সবাই বুদ্ধু বলেই এরকম একটা পাগলাটে কাজে আসতে রাজি হয়েছি।" বলে লোকটা ঘুরে ফিরে যেতে লাগলো। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে।

"আমরা এখনও কবরটা খোঁড়া-ই শুরু করিনি," আরেকজন লোক বললো। "আর ভূমিকম্প আরম্ভ হলো আর...আর..." লোকটা ভাষা হারিয়ে ফেললো। আসলে সে যা দেখেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা এক রকম অসম্ভব-ই বলা যায়। "কবরটা খুঁড়ে ফেললে কি হবে একবার চিন্তা করেন।"

বাকি লোকগুলোও তার কথায় সম্মত হলো।

ম্যাকগ্রেগর কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। বহু কষ্টে ও বাকিদের দলে যোগ দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। একটু আগে মাথার ভিতরে ওর আবেগ নিয়ে খেলা করা আজব অনুভূতিটা কেটে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু মনের ভিতর জেঁকে বসা ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। ওর লোকদের কথায় যুক্তি আছে। ঐ সময়ের কুসংস্কারগুলো এত বেশি শক্তিশালী ছিলো যে চাইলেই এড়ানো সম্ভব না। এডওয়ার্ড ওনার স্বর্ণ রেখে দিতে পারেন। একজন ইংরেজ রাজার জন্য এক দেবীর কোপানলে পড়া ওর জন্যে শোভা পায় না।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," ম্যাকগ্রেগর শেষমেশ মন ঠিক করে ফেলেছে। "এখানে কাজ শেষ, চলো চলে যাই।"

লোকগুলো যত দ্রুত সম্ভব সরে গেলো ওখান থেকে। পাথরগুলো আবার আগের জায়গায় রাখার কথা কারো মাথায়ও এলো না।

তিন হাজার বছর ধরে যে কবরটাকে কেউ ধরেনি বা কেউ বিরক্ত করেনি সেটা এরপর থেকে আবার শান্তি ফিরে পায়। ম্যাকগেগরের অভিজ্ঞতার কথা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর তাতে কবর চোরেরা ভুলেও আর এদিকে পা দেয়নি। ওরা এই পাহাড় বিশেষ করে এই সমাধিক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে। পরবর্তী প্রায় ছয়শ বছর এভাবেই পড়ে থাকে কবরটা । এরপর আবার খনন করা হয়।

কিন্তু ততদিনে কবরটা সম্পর্কিত সত্যি ঘটনা আর এর রহস্যময় অধিবাসীর কথা কালের অতলে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে।

ফলে পৃথিবীবাসী জানতেও পারলো না যে তারা কি এক দুর্ভাগ্যের দিকে ধেয়ে চলেছে। যে ভাগ্য মৃত্যুর চাইতেও ভয়ঙ্কর।

BanglaBook.org

০১

নভেম্বর, গত বছর
ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার

ইমরান ওর ডেস্কের উল্টোদিকে বসা এজেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছে। লোকটা টাস্কফোর্সের সেরা লোকদের একজন। সে-ই যদি কিছু বের করতে না পারে, তাহলে ইমরানের আসলে-ই তেমন কিছু করার নেই।

ইমরান তবুও নাছোড়বান্দা। "কিছু না কিছু সূত্রতো থাকবেই," এজেন্টটাকে চাপ দিলো ও। "বা ওরা কোথায় গিয়েছে তার কোনো ইঙ্গিত।"

"স্যরি স্যার," এজেন্টের গলা শুনে মনে হলো এ জন্যে সে অনুতপ্ত। "আমি জানি যে ব্যাপারটা আপনার জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সবদিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি। নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে আমরা আবুধাবির আল-শারাফাহ হাসপাতালে সাক্সেনার খোঁজ পেয়েছিলাম। এর কারণ হচ্ছে রাধা ওদের সাথে ছিলো আর আমরা রাধার খোঁজ বের করতে পেরেছিলাম। একটা লাশকে একজন রোগী হিসাবে চালিয়ে দিতে চাইলে আসলে নিজেকে লুকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।"

কথাটা শুনে ইমরান খুব হতাশ হয়ে পড়লো। এজেন্ট যদিও জানে যে রাধা আসলে টাস্কফোর্সের প্রাক্তন সদস্য, কিন্তু সে এটা জানে না যে ইমরান আর রাধা কতটা ঘনিষ্ট ছিলো। দুই বছর আগে ইমরান রাধাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। তখন থেকেই ওদের মাঝে অন্যরকম একটা সম্পর্ক। রাধার গুলি খাওয়ার ভিডিও দেখে বিজয় যতটা না কষ্ট পেয়েছে, ইমরান তার চাইতে কম পায়নি। আর প্রথম যারা ভিডিওটা দেখেছিলো ইমরান তাদের মাঝে অন্যতম। রাধা মারা গিয়েছে ব্যাপারটা এখনও ও মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু ও জানে যে আগে পরে যখনই হোক, ওকে বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে।

"তারমান আমরা শুধু জানি যে রাধা ঐ হাসপাতালে ছয়দিন ছিলো," এজেন্টের বলা কথাটাই আবার নিজে বললো ইমরান। পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চাইছে। "সে সময়ে হাসপাতালে ওকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

BanglaBook.org

সাক্সেনা তাই ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অথবা আপনার ধারণা মতে সাক্সেনা ইচ্ছে করেই রাধাকে অর্ডারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো জায়গায় নিয়ে যায়। কারণ যদি ওরা ওর উপর কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চায়..." ইমরানের কপাল আবারও কুঁচকে গেলো। তবে এবার খুব দ্রুত সামলে নিলো ও। এখন কাজের সময়। আবেগের বশবর্তী হলে চলবে না। "ওরা যদি ওর উপর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়–আমি নিশ্চিত ওরা করবে–তাহলে ওরা অন্য কারো মেডিকেল সেন্টারে সেটা করতে পারবে না। এরকম পরীক্ষা চালানোর জন্যে অর্ডারের নিজস্ব ফ্যাসিলিটি আর বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার হবে। সমস্যা হচ্ছে আমরা জানি না যে এই মেডিকেল সেন্টারটা কোথায়। আবুধাবির পরে ওদের আর কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি।" এটুকু বলে ইমরান এজেন্টের দিকে তাকালো। "আমার কথা কি ঠিক আছে?"

এজেন্ট মাথা ঝাঁকালো, "জ্বী স্যার।"

"আচ্ছা তাহলে," ইমরান ওর পেটের ভিতরের ঠাণ্ডা আর অস্বস্তিকর অনুভূতিটা চেপে বললো। "ভালো কাজ দেখিয়েছেন।"

এজেন্ট যেতেই ইমরান নতুন চিন্তায় পড়ে গেলো। খবরটা বিজয়কে দেবে কিভাবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না। দুঃসংবাদ আসলে দুটো, প্রথমত রাধার মৃত্যুর ব্যাপারে হাসপাতালের কনফার্মেশন। দ্বিতীয়ত ওরা জানে না যে অর্ডার ওর লাশ কোথায় নিয়ে গিয়েছে। ইমরান মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। পরিস্থিতি খারাপ।

খুবই খারাপ।

ওর ফোন বেজে উঠলো। ডিসপ্লেতে কোনো নাম নেই- একটা প্রাইভেট নাম্বার। ভ্রু কুঁচকে গেলো ওর। কে হতে পারে এটা?

"হ্যালো?" ফোন রিসিভ করলো ইমরান। কিন্তু নিজের পরিচয় দিলো না। তারপরেই হঠাৎ জায়গায় জমে গেলো ও। ফোন কে করেছে বুঝতে পেরেছে। এই মুহূর্তে দুনিয়ার সর্বশেষ যার কাছ থেকে ও ফোন আশা করছে এ হচ্ছে সে।

বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে।

BanglaBook.org

০২

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
হার্টফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

আর্নেস্ট হ্যামিল্টন পাণ্ডুলিপি কক্ষে তার প্রিয় চেয়ারটায় বসে আছেন। সামনেই টেবিলে একটা প্রাচীন চামড়ার পাণ্ডুলিপি খোলা। সেটায় চোখ বুলাচ্ছেন উনি। পাণ্ডুলিপিটার পাতাগুলো বিশেষ ধরনের সংরক্ষণ উপযোগী প্লাস্টিকের শীটে মুড়ে রাখা হয়েছে যাতে আর কোনো ক্ষতি না হয়। দেখার ফাঁকে ফাঁকে টেবিলে রাখে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন উনি। পাণ্ডুলিপির লেখায় একদম মগ্ন হয়ে আছেন বলা যায়। অতি সম্প্রতি জিনিসটা খুঁজে পেয়েছেন। আর তার স্বভাবই হচ্ছে নতুন কিছু পেলেই গভীর মনোযোগে সেটা পড়ে দেখা। এন্টিক মার্কেটে চড়া দামের জন্যে উনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন না। শতাব্দী প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার কিনছেন- এই ব্যাপারটা ভাবতেই ওনার ভালো লাগে। এসব লিপির লেখকেরা কত আগেই মারা গিয়েছেন, কিন্তু তাদের সৃষ্টি শত শত বছর পরেও টিকে আছে। হয়তো লেখাটা একজন প্রাচীন ব্যবসায়ী কর্তৃক দূরের কোনো দেশে মালপত্র পাঠানোর ফরমায়েশ জানিয়ে মামুলি কোনো চিঠি–কিন্তু তবুও তার এসব পড়তে কেমন উত্তেজনা হয়–চিঠির প্রতিটা অক্ষর, এতে উল্লেখিত ঘটনা, লেখার পাতার ভাঁজ–সবকিছুই তাকে একটানে সুদূর অতীতে নিয়ে যায়। এই জন্যেই উনি পাঁচটা প্রাচীন ভাষা দক্ষতার সাথে আয়ত্তে এনেছেন। ফলে ওনার সংগ্রহের প্রায় সব লিপি-ই উনি ঠিকভাবে পড়তে পারেন।

বাড়ির নীচতলায় হঠাৎ শোরগোলের কারণে পড়ায় ব্যাঘাত ঘটলো। বিরক্তিতে ভ্রুকুঁচকে গেলো তার। এখন অনেক রাত। হ্যামিল্টন ওনার সব কর্মচারীকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। শুধু ওনার খানসামা হেনরি-র থাকার কথা। এই কিছুক্ষণ আগে সে রুম থেকে গিয়েছে।

"হেনরি?" হ্যামিল্টন ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

হ্যামিল্টন হাতের সাদা দস্তানাটা খুলে ফেললেন। যে কোনো পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করার সময় উনি এই দস্তানাটা পরেন। তারপর লম্বা পা ফেলে

BanglaBook.org

পাণ্ডুলিপি কক্ষের দরজার দিকে আগালেন। এই পাণ্ডুলিপি কক্ষটা বিশেষভাবে তৈরি–এখানে আছে অনেকগুলো তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত দেরাজ। হ্যামিল্টনের সব পাণ্ডুলিপি সেগুলোর ভিতরেই সংরক্ষিত হয়। বাড়ির পুরো একটা অংশই ব্যবহৃত হয়েছে তার সংগ্রহশালা হিসেবে। স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট সিকিউরিটি সিস্টেম লাগানো সেখানে।

হ্যামিল্টন দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই দড়াম করে দরজা খুলে গিয়ে কেউ একজন রুমের ভিতর প্রবেশ করলো।

মানুষটা অপরিচিত।

একজন মহিলা।

"হেনরি!" মহিলাকে পাত্তা না দিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যামিল্টন।

"হেনরি আসলে ডাকের জবাব দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই," বলতে বলতে মেয়েটা দুঃখ পাওয়ার ভঙ্গিতে একটা হাসি দিয়ে চিকন ফলার একটা অদ্ভুতদর্শন ছুরি তুলে ধরলো। ছুরিটায় রক্তমাখা। মহিলার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ। বয়সে তরুণী, একহারা গড়ন। পরনে কালো রঙের একটা পোশাক। মেয়েটার গায়ের রং কফি কালারের, নিজের ব্রিটিশ উচ্চারণ চেপে কথা বলার চেষ্টা করছে।

চশমার ভিতর দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন হ্যামিল্টন। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র মেয়েটার উপস্থিতি খেয়াল করলেন। ওর চেহারা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না উনি। এমন না যে এরকম সুন্দরী মেয়ে আগে কখনো দেখেননি। মেয়েটা আকর্ষণীয়া সন্দেহ নেই তবে হ্যামিল্টনের দৃষ্টি ফেরাতে না পারার কারণ সেটা না।

মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে আঁধারে জ্বলজ্বল করছে।

হ্যামিল্টন টলমলো পায়ে পিছিয়ে গেলেন। হাতের কাঁপুনিতে কার্পেটের উপর হুইস্কি চলকে পড়লো।

"আপনি...আপনি কে?" তোতলানো শুরু করলেন হ্যামিল্টন। ভয়ের একটা শীতল স্পর্শ ঘিরে ধরেছে তাকে।

'এই মেয়ে হেনরিকে কি করেছে?' রক্তমাখা ছুরি তাকে সবচে খারাপটাই ভাবতে বাধ্য করছে।

দরজার কাছে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেলো। আরও দুজন লোক রুমে ঢুকে মেয়েটার পিছনে এসে দাঁড়ালো।

ভয়ের ঠাণ্ডা ভাবটা এবার নিশ্চিত আতংকে রূপ নিলো।

এটা একটা ডাকাতি। এরা ওনার সংগ্রহ ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

হ্যামিল্টন নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে চিন্তিত না। সেসব একটা বুলেটপ্রুফ কাচের দেরাজের ভিতর নিরাপদেই আছে। প্রতিটা দেরাজের আলাদা আলাদা পাসকোড।

BanglaBook.org

আর তাকে অপহরণ করেও যাতে কেউ মুক্তিপণ আদায় করতে না পারে সেটা মাথায় রেখে হ্যামিল্টন ইচ্ছে করেই সেগুলোর কোনোটা মুখস্ত রাখেননি।

কিন্তু এরা তো ব্যাপারটা জানে না। পাসকোড জানার জন্যে তার উপর অত্যাচার করতে পারে।

কিন্তু এরকম একটা সুরক্ষিত বাড়িতে এরা ঢুকলো কিভাবে?

"আমার কোনো পাসকোড মুখস্ত নেই," হড়বড় করে বললেল হ্যামিল্টন। তারপর ত্রস্তভাবে পিছনে সরে যেতেই একটা লম্বা দেরাজে মাথা ঠুকে গেলো তার। দেরাজটার ভিতরে প্রাচীন রোম থেকে পাওয়া বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি ভরা।

মেয়েটা হেসে দিলো। কেমন হাত-পা ঠাণ্ডা করা একটা হাসি। দেখে হ্যামিল্টনের ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেলো। মহিলার গলার স্বর আরো শীতল-যেন ঠাণ্ডা ইস্পাত।

"ওহ! ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না,"হাসিটা ধরে রেখেই বললো মেয়েটা। "আমার ওসবের কিছুই লাগবে না।" বলে রুম ভর্তি কাগজপত্রের দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো ও। "আমি শুধু কয়েনগুলো চাই।"

"কয়েন?" হ্যামিল্টন মেয়েটার কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন। বোঝাই যাচ্ছে ধন্দে পড়ে গিয়েছেন "কিসের কয়েন?"

"ইনভার্নেসের গুপ্তধন," মেয়েটা জবাব দিলো। "তিনটা কয়েন মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছিলো। আপনার দাদা সেগুলো উইল করে দিয়েছিলেন।" মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকালো। "ওগুলো এখন কার কাছে আছে সেটা জানলেই আমার হবে। কোত্থেকে খোঁজা শুরু করবো সেটাই আমাদের জানা নেই। জানেনই তো অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে। ঠিক যেন খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজছি। তাই ভাবলাম এত কষ্ট না করে বরং আপনাকেই জিজ্ঞেস করি। এটাই সহজ রাস্তা। আমি নিশ্চিত আপনার দাদা ওগুলো কাকে দিয়েছিলেন সেটা কোথাও না কোথাও লেখা আছে। তথ্যটা দিয়ে দিন–তাহলে বাকি জীবন আরাম করে নিজের সংগ্রহশালায় কাটাতে পারবেন।"

হ্যামিল্টন মেয়েটার কথাটা ধরতে পারলেন। ১৯০৫ সালের দিকে ইনভার্নেসে একটা ভবনের ফাউন্ডেশন খোঁড়ার সময় একদল শ্রমিক একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যাগের ভিতরে তিনটা প্রাচীন রোমান কয়েন খুঁজে পায়। এটাকে গুপ্তধন হিসেবে ধরা যায় না, কিন্তু অতি প্রচারের কল্যানে সেটাই বিরাট গুপ্তধন হিসেবে প্রচার পেয়ে যায়। এর একটা কারণ ছিলো কয়েজ্গুলো ছিলো একদম খাঁটি স্বর্ণে তৈরি। হ্যামিল্টনের দাদা কয়েন তিনটি কিনে নেন। আর ১৯১৪ সালের দিকে কয়েনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

কয়েনগুলো খুঁজে পাওয়াটা একটা অসাধারণ ব্যাপার হলেও সেই সময়ে ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের খবরের আড়ালে খবরটা চাপা পড়ে যায়।

BanglaBook.org

মেয়েটার কথা ঠিক। তার দাদা সেগুলো দান করে দিয়েছিলেন। দুজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহক আর একটা যাদুঘরে আছে এখন ওগুলো। হ্যামিল্টনের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা ধারা নেমে গেলো আবার। উনি খুব ভালো করেই জানেন যে পাথরগুলো কাকে উইল করে দেওয়া হয়েছিলো। আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তথ্যটা ওনার কাছে থেকে বের করতে যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না এরা।

"ঐ কয়েনগুলোর দাম খুব বেশি না," চিঁচিঁ করে বললেন উনি। মনের ভিতর চিন্তার ঝড় চলছে। কিভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন? "ওগুলো মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্যে বানানো হয়নি। এগুলোর কোনো মূল্যই নেই বলা যায়।"

"সমস্যা নেই," মেয়েটা বললো। "এর দাম টাকায় পরিমাপ সম্ভব না।"

মেয়েটার ইঙ্গিতে লোকদুটো গিয়ে রুমের দরজা আটকে দাঁড়ালো।

ধ্যাত! এ দেখি ওনার মনের কথা পড়ে ফেলেছে।

হ্যামিল্টন মনে মনে ভাবছিলেন যে রুমের দরজা দিয়ে ঝেড়ে একটা দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা। কিন্তু সেই সম্ভাবনা এখন বাতিল হয়ে গেলো।

আরেকটা চিন্তা মাথায় উঁকি দিয়ে গেলো। ওনার আসলে আর কোনো উপায় নেই। এটা চেষ্টা করতেই হবে। আর বুদ্ধিটা কাজে লাগতেও পারে। এই পয়তাল্লিশ বছর বয়সেও ওনার স্বাস্থ্য একদম ফিট- প্রতি সকালে নিজের পুল-এ ষাটবার এপাশ-ওপাশ করতে পারেন।

উনি এখন নিজের কথা ভাবছিলেন না। এখন ওনার চিন্তা ঘুরছে নিজের মেয়েকে ঘিরে। ওরও বিপদ হতে পারে। ও এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। রাতে ওখান থেকে মেফেয়ারে হ্যামিল্টনের আরেকটা এপার্টমেন্টে গিয়ে থাকবে। ওকেও সাবধান করতে হবে।

আবারও ভয় এসে ওনাকে গ্রাস করার আগেই উনি কাজ শুরু করলেন।

যে দেরাজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার উল্টোদিকের জানালা বরাবর দিলেন দৌড়।

দ্রুত হাতে হুড়কো খুলে জানালার আড়কাঠে উঠে দাঁড়ালেন। একটা মুহূর্ত ওখানেই স্থির থাকলেন- যেন লাফ দেবেন কিনা দ্বিধান্বিত।

পরমুহূর্তেই দ্বিধা ঝেড়ে দিলেন লাফ।

BanglaBook.org

০৩

জানালার বাইরে

এমনি এমনি হ্যামিল্টন জানালা দিয়ে লাফ দেননি। এর ঠিক নীচ বরাবর একটা বিশাল সুইমিং পুল আছে। ওটার এক প্রান্তের গভীরতা ছয় ফুট, অন্য প্রান্তে চোদ্দ ফুট। হ্যামিল্টন একজন দক্ষ সাঁতারু।

পাণ্ডুলিপির কক্ষ থেকে একতলা নীচে নামতেই হ্যামিল্টন নিজের শরীরকে পেঁচিয়ে একটা গোলায় পরিণত করলেন, পানিতে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে উনি আবার প্যাঁচ খুলে সোজা হয়ে গেলেন। পতনের আঘাতে পানি ছিটকে গেলো চারপাশে।

একটু পরেই পানির উপর মাথা তুললেন উনি, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছেন। বহু বছর পরে এত উপর থেকে কোনো পুল-এ ঝাঁপ দিলেন। দ্রুত হাত চালিয়ে পুলের কিনারে পৌঁছে উঠে পড়লেন পানি থেকে। সারা শরীর থেকে পানি ঝরছে।

সব ঠিকই ছিলো, কিন্তু পানি থেকে উঠে দেখলেন যে ওনার মোবাইল ফোনটাও পানিতে ভিজে গিয়েছে।

এটা কি কাজ করবে?

কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা পরীক্ষা করে দেখার সময় তার হাতে নেই।

আগে এখান থেকে পালাতে হবে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে গ্যারেজের দিকে দৌড়ে গেলেন।

কোনোমতে একটা গাড়িতে উঠতে পারলেই...

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে।

"ধরো ওনাকে।" উপরের জানালে থেকে মেয়েটার গলা শোনা গেলো।

যেন মাটি ফুঁড়ে একটা অবয়ব উদয় হলো সামনে। তার মানে এরা মাত্র তিনজন আসেনি। মেয়েটার সাথে আরো লোক আছে। এদের একজনই গ্যারেজের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যামিল্টন আবার পুল-এর দিকে তাকালেন।

আরেকজন লোক পায়ে পায়ে তার দিকেই আগাচ্ছে।

দুজন লোকই পিস্তল বের করে হাতে নিলো।

ওনার সামনে রাস্তা খোলা মাত্র একটা।

সামনের বেড়া।

বেড়াটার উচ্চতা চার ফুটমতো। এক লাফে পার হওয়ার মতো নীচুও না আবার কিছুতে ভর দিয়ে পার হওয়ার মতো উঁচুও না।

BanglaBook.org

বহুতদিন হয় উনি এরকম কিছু করেন না। কিন্তু আজ চেষ্টা করে দেখতেই হবে। নিজের সুঠাম দেহের কারণে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন উনি। আজ জিনিসটা ভালোই কাজে দিচ্ছে।

উনি দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিলেন বেড়ার উপর দিয়ে।

বেড়া পার হতে সমস্যা না হলেও অপর পাশে ঠিকমতো নামতে পারলেন না। অনভ্যাসের ফল। বেকায়দায় পড়ে গোড়ালিতে ব্যথা পেলেন।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করে উনি হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দৌড় দিতে পারলে সুবিধা হতো কিন্তু গোড়ালির এই অবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। তারপরেও ব্যথা সামলে যতটা সম্ভব দ্রুত সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন ওখান থেকে।

ওরা ওনার দিকে গুলি করছে না। এটা একটা ভালো খবর। তারমানে ওরা ওনাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। এটা আবার খারাপ খবর। এর মানে দাঁড়াচ্ছে ওরা যে কোনো মূল্যে তথ্যটা ওনার কাছ থেকে আদায় করবেই।

মোবাইল ফোন।

হ্যামিল্টন বের করে চেক করে দেখলেন।

নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুইমিং পুলে পড়ার কারণেই এই দশা।

উনি মনে মনে গালাগাল শুরু করলেন। এখন পেনিকে এই বিপদের ব্যাপারে কিভাবে সতর্ক করবেন?

ধীরে ধীরে ব্যথা চেপে উনি সামনে আগাতে লাগলেন। থামা চলবে না। ওনাকে এগিয়ে যেতেই হবে।

সর্বগ্রাসী আতংকটাকে বহু কষ্টে দমন করে উনি মনে মনে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে হিসাব কশা শুরু করলেন।

ঘরে একটা ফোন আছে কিন্তু নিশ্চিতভাবে কেউ না কেউ ভবনে ঢোকার গেটে পাহারা দিচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টারেও একটা ফোন আছে। উনি কাউকে ডেকে তুলে সাহায্য চাইতে পারেন। কিন্তু কোয়ার্টারগুলো এখান থেকে উল্টো দিকে। উনি যদি সেদিকে রওনা দেন আর ওখানে পৌঁছানোর আগেই ধরা পড়ে যান, তাহলে পালানোর বা লুকানোর কোনো জায়গা পাবেন না।

অন্ধকারে একটা পরিচিত ছায়া ফুটে উঠলো। নিজের চোখকেও বিশ্বাস হতে চাইলো না হ্যামিল্টনের। জিনিসটা ওনার মোটরসাইকেল। গ্যারেজের বাইরে এখানে এটা কি করছে?

এখন এসব ভাবার সময় নেই। মোটরসাইকেল এখানে কে এনেছে সেই চিন্তাটা পরে করলেও চলবে।

এই পরিস্থিতিতে এটা একটা আশীর্বাদ।

ওনার সামনে আরো একটা দরজা খুলে গিয়েছে।

উনি লাফ দিয়ে বাইকে উঠে চালু করে দিলেন। ৫০০ সিসির শক্তিশালী বিএমডব্লিউ বাইক। কবজির মোচড়ে বাইক লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন হ্যামিল্টন।

বাঁচার একটা সুযোগ এতক্ষণে পেয়েছেন।

BanglaBook.org

০৪
মোটরসাইকেলে

মোটরসাইকেলের টায়ার কাঁকর বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটলো। সামনেই লম্বা সদর দরজাটা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো ভেজানো কিন্তু তালা যে লাগানো নেই এ ব্যাপারে উনি নিশ্চিত। এই লোকগুলো- এই মেয়ে আর এর স্যাঙ্গাৎগুলো যারাই হোক না কেন- অবশ্যই ইলেকট্রিক তালাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

হ্যামিল্টন লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা একটা মোটরসাইকেল বের হওয়ার মতো ফাঁক করে আবার ফিরে এলেন।

সাথে সাথেই পিছনে একটা গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠলো।

ওরা নিশ্চয়ই মোটরসাইকেল স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। আর ওনার উদ্দেশ্য কি সেটাও ধরতে পেরেছে।

ওরাও তাই ধাওয়া করে পিছনে আসছে। হ্যামিল্টনকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে।

উনি আবারও লাফ দিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় উঠে এলেন।

একটু থেমে যে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করবেন সেই অবকাশ নেই। বামের ব্রিজটার দিকে বাইক চালিয়ে দিলেন। ওনার বাড়ির পিছন দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ছোট খাড়ির উপর বানানো ব্রিজটা। এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে।

এই রাস্তা ওনার খুব ভালো মতোই চেনা। ব্রিজ পার হয়ে কয়েক মাইল গেলেই একটা ফিলিং স্টেশন পড়বে। ওখানে পে-ফোন পাওয়া যাবে। সেটা দিয়েই ফোন করতে পারবেন।

এই গভীর রাতে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজ তীব্র হয়ে কানে লাগছে।

পিছনেই গাড়িটার আওয়াজ শুনতে পেলেন উনি। সাথে সাথে গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন।

মেয়েটা কেন কয়েনগুলো চায় বহু ভেবেও উনি বের করতে পারছেন না। কয়েনগুলো স্বর্ণ দিয়ে বানানো আর মূল্যবান ধাতু হিসেবে তার একটা দাম অবশ্যই আছে। কিন্তু এই কয়েনগুলো কখনোই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। যেসব বিশেষজ্ঞ কয়েনগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন তারা সবাই এ ব্যাপারে

BanglaBook.org

একমত। সত্যি কথা হচ্ছে এই ব্যাপারটা কয়েনগুলো ঘিরে সৃষ্ট রহস্যের পিছনে অনেকাংশেই দায়ী। রহস্যের পিছনের আরেকটা কারণ হচ্ছে কয়েন তিনটা পাওয়া গিয়েছিলো একটা ছোট পাথরে তৈরি বাক্সে। সূক্ষ্ম চিমটা ছাড়া ওগুলো বের করার উপায় ছিলো না। যে লোকটা কয়েনগুলো ওখানে রেখেছে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে ওগুলোর অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখার জন্যে। তার কাছে নিশ্চয়ই কয়েনগুলোর মূল্য অনেক বেশি ছিলো। নইলে এত যত্ন করে এটাকে ওখানকার ভূ-গর্ভস্থ মন্দিরে লুকিয়ে রাখতো না।

আবিষ্কারের পর প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর কেউ ওগুলো নিয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখায় নি।

এই একটু আগ পর্যন্ত।

এর দাম টাকায় পরিমাপ সম্ভব না।

মেয়েটা এটা দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছে?

অন্ধকার ভেদ করে বাইকটা ছুটে চলেছে সামনে। ওটার হেডলাইটের আলো রাতের আধারকে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিচ্ছে।

একটু দূরেই খাড়ির উপরের কাঠের ব্রিজটা দেখা গেলো। একটানে সেটা পেরিয়ে এলেন হ্যামিল্টন।

এরপরে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারেই সার ধরে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেগুলোও অন্ধকারে ডুবে আছে আর এদের অধিবাসীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সামনেই পেট্রল স্টেশনটা দেখা গেলো। কোনো বাতি জ্বলছে না ওখানে। মানে ওটা বন্ধ। তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। পে-ফোন বুথটা খোলা থাকার কথা।

হ্যামিল্টন পেট্রল স্টেশনে ঢুকে পে-ফোনের বুথে পাশে এসে থেমে প্রায় পিছলে বাইকে থেকে নেমে দ্রুত বুথের দরজা পরীক্ষা করে দেখলেন। কোনো ঝামেলা ছাড়াই খুলে গেলো দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উনি।

কিন্তু নতুন একটা ঝামেলা দেখা দিলো তখন। পেনি কিংবা মেফেয়ারে তার এপার্টমেন্ট কোনোটার নাম্বারই তার মনে নেই। দুটোই ওনার মোবাইলে সেভ করা ছিলো। তাই কখনো সেগুলো মুখস্ত করার কথা মাথায়-ও আসেনি।

দুঃখে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে হলো তার।

ওনার মাথায় এখন একটা নাম্বারই আছে। নাম্বারটা এমন একজনের যার কিনা তারই মতো প্রাচীন লিপিতে অনেক আগ্রহ।

সল গোল্ডফেল্ড- প্রাচীন লিপির ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক।

যদিও এখন অনেক রাত, কিন্তু তার আর কোনো উপায় নেই।

হ্যামিল্টন ওনার ক্রেডিট কার্ডের পানি মুছে স্লটে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর গোল্ডফেল্ডের নাম্বার ডায়াল করলেন। কলটায় ভালোই টাকা কাটবে কারণ ল্যান্ডলাইন থেকে মোবাইল ফোনে কল করা হয়েছে।

BanglaBook.org

কয়েকবার রিং হওয়ার পর অপর প্রান্তে আওয়াজ পাওয়া গেলো "গোল্ডফেল্ড বলছি।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," হ্যামিল্টন সত্যি কৃতজ্ঞবোধ করছেন এই মূহূর্তে। "শুনুন, আমার হাতে সময় নেই। আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আমি বহু কষ্টে পালিয়ে এসেছি। আপনি কষ্ট করে একটু পুলিশে ফোন করে ব্যাপারটা জানাতে পারবেন? আর পেনিকেও জানানো দরকার যে ওরও বিপদ হতে পারে। ও এখন আমার মেফেয়ারের এপার্টমেন্টে আছে। আপনারতো ঠিকানাটা জানা আছে, তাই না?"

"অবশ্যই," লাইনের এপাশ থেকেও বোঝা গেলো গোল্ডফেল্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। "আমি এখনি পুলিশকে ফোন করে সব জানাচ্ছি, তারপর নিজে গিয়ে পেনিকে সব বলছি। আপনি কি করবেন?"

"পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত এই লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যাবো," হ্যামিল্টন বললেন। "কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা না। ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা ঐ কয়েনগুলো চায়। আমার যদি কিছু হয়ে যায়..."

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন হ্যামিল্টন। কারণ পেট্রল স্টেশনের বাইরের রাস্তাটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

০৫
ট্যাসিটাস

গাড়িটা কাছাকাছি চলে এসেছে। ওটার শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয় পুরো রাস্তা আলোকিত হয়ে আছে।

কিন্তু ওটার আরোহীরা পেট্রল স্টেশনের পিছনের পে-ফোন বুথ বা ওটার পাশেই রাখা মোটরসাইকেল কোনোটাই খেয়াল করলো না। শিকার ধরার আশায় গতি না কমিয়েই সাঁ করে স্টেশনটা পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

"রাখি তাহলে, আমাকে পালাতে হবে," হ্যামিল্টন বললেন ফোনে। "বাসায় একটা সিন্দুক আছে। ওখান থেকে ডায়রিটা নিয়ে কয়েনগুলোর মালিকদেরকে সতর্ক করে দিন। ট্যাসিটাস।"

হ্যামিল্টন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইকটার কাছে ফিরে এসে আবার তাতে চড়ে বসলেন। এই মুহূর্তে বাড়ির দিকের রাস্তায় ফিরে যাওয়াটাই সবচে ভালো হবে। উনি মনে মনে সবগুলো সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে লাগলেন। ঐ হামলাকারীরা যারা-ই হোক না কেন, ওরা অবশ্যই কয়েকজনকে পাহারায় রেখে যাবে। যাতে উনি ফিরে এলেই ধরতে পারে। ওনাকে বাড়ি ছাড়িয়ে আরো দূর চলে যেতে হবে। কোনো একটা বাড়িতে ঢুকে সেখানকার লোকদের ঘুম থেকে ডেকে তোলাটা খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। এতে করে তারাও বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। ওনাকে এখান থেকে যত দূর সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। এটাই একমাত্র রাস্তা।

হ্যামিল্টন বাইক স্টার্ট দিলেন। গোড়ালির ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেলো তার। সেটা সামলে বাড়ির রাস্তা ধরে ফিরে চললেন আবার। আঁধারে মোড়া বাড়িগুলো পেরিয়ে সেই ছোট ব্রিজটা পার হয়ে এলেন।

তবে যাওয়ার সময়ের চাইতে এই মুহূর্তে তার মন বেশ শান্ত। গোল্ডফেল্ড কথা দিলে কথা রাখেন। পেনি নিরাপদেই থাকবে।

পূর্ণ গতিতে একটা মোড় ঘুরতেই একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। গালাগাল করতে করতে উনি গতি কমিয়ে রাস্তার বামদিকে মোটরসাইকেল নামিয়ে দিলেন যাতে গাড়িটার সাথে সংঘর্ষ না হয়।

কিন্তু ওনাকে অবাক করে দিয়ে গাড়িটা ডান দিকেই চেপে আসতে লাগলো, একেবারে সোজা ওনার দিকে।

BanglaBook.org

তারমানে এই গাড়িটাও ঐ হামলাকারীদের।

একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন হ্যামিল্টন।

আবার গতি বাড়িয়ে ঝড়ের বেগে গাড়িটা পাশ কাটালেন উনি। গাড়ির সাথে ঘষা লাগতে লাগতেও লাগলো না। পিছনে গাড়িটাও ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। তারপর ওনার দিকে ঘুরে পিছু নেওয়ার শুরু করলো।

পিছনে গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন কানে এলো হ্যামিল্টনের। উনি গতি বাড়ার আশায় গিয়ার বদলালেন।

কিন্তু উনি নিশ্চিত জানেন যে এই দৌড়ে ওনার পরাজয় নিশ্চিত।

প্রতি সেকেন্ডে গাড়িটা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আচমকা পিছনে একটা ঝাঁকি লাগলো আর বাইক থেকে উড়ে সামনে গিয়ে পড়লেন হ্যামিল্টন। বাইকটা কাত হয়ে রাস্তার পাশে নেমে গেলো। চাকা বো বো করে ঘুরছেই।

হারামজাদারা ওনাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে!

প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আছড়ে পড়লেন হ্যামিল্টন। মস্তিষ্কে ব্যথার অনুভূতি পৌছার মিলিসেকেন্ড আগে হাড় ভাঙ্গার গা শিউরানো আওয়াজ কানে পৌছালো তার।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। নিজের গলায় যে এত জোর-জানা ছিলো না।

গাড়িটা ওনার কাছে এসে থেমে গেলো।

হেডলাইটের আলো কমিয়ে দিতেই গাড়ির সামনের রাস্তাটকু শুধু নরম আলোয় আলোকিত হয়ে থাকলো।

রাস্তার ওপাশ থেকে বাইকটাও আর কোনো শব্দ করছে না।

রাতের এই নিকশ অন্ধকার আর নিঃসীম নীরবতায় ওনার কাছে মনে হলো মৃত্যু তার অশুভ চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলেছে।

নুড়ি পাথরে বুটের আওয়াজ শুনতে পেলেন হ্যামিল্টন। খানিক বাদেই সে দুটো নজরে এলো তার। উনি মাথা সোজা করে চেহারা দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। ওনার ডান কাঁধে আর ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা করছে- ফলে মাথা নাড়াতে পারছেন না।

"তারমানে আপনি জানেন যে কয়েনগুলো কোথায়," মেয়েটা বললো। "কিন্তু আমাদেরকে বলবেন না, তাই তো? আহারে!" তারপর ওর লোকদের দিকে ঘুরে বললো "ওনার ফোনটা চেক করো। কাউকে ফোন করেছিলো কিনা দেখোতো।"

লোকটা তাকে মাটিতে সোজা করে দিয়ে কাপড় হাতড়ে ফোনটা বের করে আনলো।

"ফোন নষ্ট," কিছুক্ষণ টেপাটিপি করে জানালো সে।

BanglaBook.org

"হার্পারকে ফোন দাও," মেয়েটা আদেশ দিলো। "এনার মেয়েকে ধরে আনতে বলো। সে যদি এখানে না থাকে তাহলে নিশ্চিত মেফেয়ারের এপার্টমেন্টে আছে। আজ রাতের মধ্যে আমি তাকে এখানে চাই।" তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হ্যামিল্টনের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে নরম গলায় বললো, "দেখা যাক আপনার মেয়েকে কি করি সেটা দেখার পর কতক্ষণ আপনি নামটা গোপন রাখতে পারেন।"

মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো। "এনাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করো," নির্দেশ দিলো ও। "যা খুঁজছি সেটা পাওয়ার পর আমি চাইনা লাশটা কেউ খুঁজে পাক। এমনভাবে ঘটনাটা সাজাও যেন মনে হয় উনি নিজেই গা ঢাকা দিয়েছেন। কয়েকদিন ওনাকে সবাই খোঁজাখুঁজি করুক। মজা হবে তাতে।"

হ্যামিল্টন উঠে বসার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাতে জোর পেলেন না। "কুত্তী কোথাকার!" ব্যথা সামলে গোঁগোঁ করতে করতে বললেন উনি। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে ওনার। "তুই যা খুঁজছিস, জীবনেও তা পাবি না।"

মেয়েটা আবারও নরম ভঙ্গিতে হাসলো। "আমি যে কি খুঁজছি সেটা বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না মি. হ্যামিল্টন," হাসিটা বিদ্রূপে রূপ নিয়েছে এখন। "আর আমি যা চাই সেটা আদায় করেই ছাড়ি।"

মেয়েটা চুপ করতেই আবার নীরবতা নামলো চারপাশে। কাছেই খাড়িটার পানির কলকল ধ্বনি কানে এলো হ্যামিল্টনের।

মনে মনে একটাই আশা এখন ওনার–গোল্ডফেল্ড যেন তার ভরসার প্রতিদান দেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পর্ব ১

০৬

নভেম্বর, গতবছর
দ্য ডরচেস্টার হোটেল

ক্রিশ্চিয়ান ফন ক্লুয়েক ল্যাপটপের সামনে বসে আছে আর কি বলবে সেটা মনে মনে আওড়াচ্ছে। চেহারা কুঁচকে আছে তার–বোঝাই যাচ্ছে অসন্তুষ্ট সে।

দেড় বছর আগে তার মিশনের সাফল্যের পর তাকে অর্ডারের পক্ষ থেকে নতুন একটা কাজ দেওয়া হয়। কাজটা অনেক প্রাচীন একটা জিনিস খতিয়ে দেখার–প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো ব্যাপার সেটা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অর্ডার এই রহস্যটা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু অনেকগুলো সূত্রই কালের অতলে হারিয়ে গিয়েছে। ফলস্বরূপ প্রজেক্টটা শেলফে তুলে রাখা হয়। কিন্তু খোঁজাখুঁজি থেমে থাকেনি।

ক্রিশ্চিয়ানের কাছে মনে হয় যে এটাই অর্ডারের সবচে বড় শক্তি। এই ধৈর্য, এই অধ্যাবসায়। কোনো ব্যাপারে সফল না হলেও হাল ছেড়ে না দেওয়ার ক্ষমতা–সাম্প্রতিক জরুরি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিলেও পুরাতন ব্যাপারগুলোকে ভুলে না যাওয়া। আবার কয়েক শতাব্দী পরেও যদি নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কৃত হয়, তাহলে দ্রুত সেই প্রজেক্টটাকে আবার শুরু করার দক্ষতা শুধু অর্ডারের-ই আছে।

আর এই ক্ষেত্রে শতাব্দী হিসাব করলে হচ্ছে না, প্রায় দুই হাজার বছর পরে এই প্রজেক্টটা আবার চালু হয়েছে।

অর্ডারের একজন হতে পেরে গর্ব অনুভব করে ফন ক্লুয়েক। তার উপর ও মামুলি একজন না–গুরুত্বপূর্ণ একজন। পৃথিবীর আর কোন সংগঠন আছে যার ব্যবস্থাপনা আর সাংগঠনিক কাঠামো এত বেশি মজবুত যে হাজার বছর পরেও নিজের লক্ষ্যে ভালোভাবে টিকে আছে?

কয়েক মাস আগে ওরা নতুন একটা সূত্র খুঁজে পায়। সাথে সাথে প্রজেক্টের সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করে, পুরনো নথিপত্রের ধুলো ঝেড়ে ওর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

সে পর্যন্ত সব ঠিকই ছিলো। কিন্তু যখনই ওকে প্রজেক্টের হেড অফ দ্য অপারেশন্স আর মাঠ পর্যায়ের কাজের সুপারভাইজারের নাম জানানো হলো তখনই ওর খুশির বেশিরভাগটাই মিলিয়ে গিয়েছে।

আর এখন ওকে নিজের বিরক্তি চেপে ওর হেড অফ অপারেশন্সকে মিশন সম্পর্কে ব্রিফ করতে হবে।

স্যুইটের ডোরবেল বেজে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে আগালো।

"হ্যালো, ডি," দরজা খুলে বাইরের দাঁড়ানো মেয়েটাকে সম্ভাষণ জানালো ফন ক্লুয়েক। "আসো, ভিতরে আসো।"

BanglaBook.org

০৭

দ্য ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন

ডি নামের মেয়েটা ফন ক্লুয়েকের পিছু পিছু সুসজ্জিত বসার ঘরে এসে ঢুকলো।

ক্লুয়েক ওকে বসার ইঙ্গিত করে বললো "ড্রিংক?" যতটা সম্ভব অমায়িক হওয়ার চেষ্টা করছে।

সত্যি কথা হচ্ছে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ও মেয়েটাকে ঘৃণা করে। তার কারণ একটাই, মেয়েটা হচ্ছে ট্রু ব্লাডলাইন এর। ক্লুয়েক সেরকম কেউ না। শুধুমাত্র এই একটা কারণে ফন ক্লুয়েকের মতো সাধারণ সদস্যদের উপরে মেয়েটা নিরঙ্কুশ প্রভাব লাভ করেছে। ফন ক্লুয়েককে পদে পদে নিজের দক্ষতার, আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্লুয়েকের পরিবার এটা করে আসছে। কিন্তু ডি-র মতো যারা আছে তাদেরকে এসব কিছু করতে হয় না। ওদের আনুগত্য আর দায়িত্ববোধের দিকে আঙুল তোলার কেউ নেই। ওদের রক্ত-ই তার কারণ।

জন্মসূত্রেই ওরা সবচে ভালো ভালো এসাইনমেন্টগুলো পায়। বিশেষ করে যেসব কাজ অর্ডারের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ সেসব কাজ এদেরকেই দেওয়া হয়।

ক্লুয়েক জানে শুধু এই কারণেই ডি এই প্রজেক্টের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। আর ক্লুয়েককে আগের মিশনগুলোতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে তবেই এই যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। অর্ডারের দীর্ঘমেয়াদি যেসব পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে এই প্রজেক্টটা খুবই ঝামেলাপূর্ণ। এ কারণেই দুই হাজার বছরেও এটা সমাধান হয়নি।

ক্লুয়েক নিজের ঘৃণা জোর করে চেপে দুজনের জন্যেই দুই গ্লাস তিরিশ বছরের পুরনো ম্যাকালান ঢেলে নিলো। তারপর "এই নাও," বলে একটা গ্লাস ডি-কে ধরিয়ে দিলো।

"সূত্র যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা কতটা ঠিক তা যাচাই করা হয়েছে তো?" ফন ক্লুয়েকের পক্ষ থেকে কোনো ভূমিকার অপেক্ষা না করেই জিজ্ঞেস করলো ডি। প্রশ্নটা শুনে ক্লুয়েকের মুখ বাংলা পাঁচ-এর মতো হয়ে গেলো।

ক্লুয়েক মাথা ঝাঁকালো। "জিনিসটা অবশ্য পাওয়া গিয়েছে ভাগ্যক্রমেই।" তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললো, "জিনিসটা কি সেটা তো তুমি জানো, তাই না?"

BanglaBook.org

ডি মাথা নাড়লো। "আমাকে সেটা জানানো হয়নি," বলতে বলতে ওর ভ্রূ কুঁচকে গেলো। বোঝা-ই যাচ্ছে এরকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওকে না জানানোয় মোটেও খুশি না সে। "আমাকে বলা হয়েছে যে একটা সূত্র নাকি পাওয়া গিয়েছে কিন্তু কাজ শুরুর আগে সেটা আসল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। আর যদি সূত্রটা কাজের বলে প্রমাণ হয় তাহলে আমাকে খবর দেওয়া হবে।" তারপর ফন ক্লুয়েকের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, "আর এখন যেহেতু আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে, তাই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছি আরকি। কাজটা মোটেও কঠিন কিছু না।"

ফন ক্লুয়েক দাঁতে দাঁত চাপলো। এই অপারেশনের প্রধান হচ্ছে ও- এই ভুঁইফোড় মেয়েটা না। বোঝা-ই যাচ্ছে যে নিজের রক্তের কারণে অর্ডারের সদস্যদের মাঝে নিজের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ডি।

ফন ক্লুয়েক এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো যে, এত এত সুবিধাভোগের পরে-ও ওর কাছে এসেই ডি-কে নিজের কাজের খুঁটিনাটি জেনে নিতে হচ্ছে। ওর বিশেষ মর্যাদাও ডি-কে মিশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার অধিকার দেয়নি।

"কমেন্টারি দ্য বেলো গ্যালিকো'র কথা শুনেছ?" ক্লুয়েক জিজ্ঞেস করলো।

ডি আবারও মাথা নাড়লো। "শুনে ল্যাটিন বলে মনে হচ্ছে। কি এটা? এটাই কি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?"

"কমেন্টারি দ্য বেলো গ্যালিকো হচ্ছে গ্যালিক যুদ্ধের একটা বিবিরণী। জুলিয়াস সিজার নিজে লিখেছেন সেটা। ইতিহাস কেমন জানো তুমি?" বলে ডি-র দিকে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো ফন ক্লুয়েক।

"তেমন একটা না," ডি জবাব দিলো। "তবে জুলিয়াস সিজার কে সেটা জানি। এর বেশি কিছু জানা নেই।"

"সমস্যা নেই, এখুনি সব জানিয়ে দিচ্ছি," বলে ক্লুয়েক এক চুমুকে হাতের হুইস্কিটা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। তারপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা শুরু করলো।

BanglaBook.org

০৮
দ্য ব্রিফিং

"দ্য কমেন্টারি দ্য বেলো গ্যালিকো বা 'গ্যালিক যুদ্ধের বিবরণী' জুলিয়াস সিজারের নিজের হাতে লেখা। প্রাচীন আমলের সেনা অফিসারদের নিজ হাতে লেখা দুষ্প্রাপ্য বিবরণীগুলোর মধ্যে এটা একটা। ইতিহাসের ছাত্রী হলে তোমার জানা থাকতো যে খ্রিস্টপূর্ব আটান্ন সালে জুলিয়াস সিজার গল বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এর আগে সিনেট তাকে গাউলের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়- অবশ্য শোনা যায় নিয়োগটা ঠিক বৈধ ছিলো না।" এই পর্যন্ত বলে ফন ক্লুয়েক সরু চোখে ডি-র দিকে খেয়াল করলো। ডি কাহিনিতে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

ডি-র চেহারায় অধৈর্য ভাব থাকলেও শুনছে ঠিকমতোই। ক্লুয়েকও তাই আর কিছু না বলে আবার বলা শুরু করলো। "পরবর্তী কয়েক বছর ধরে সিজার গল-এর সমস্ত বিদ্রোহ আর শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেন। খ্রিস্টপূর্ব একান্ন-এর দিকে তিনি সমগ্র গলকে রোমের অধীনে নিয়ে আসেন। এর পরের বছর অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ-এ সিজার রোমের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পান। সেটা আরেক কাহিনি।"

"তারমানে গল-এ অভিযান চালানোর সময় সিজার গ্যালিক যুদ্ধ নিয়ে এই বইটা লেখেন," ডি পুনরাবৃত্তি করলো। চেষ্টা করেও কণ্ঠে অধৈর্য লুকাতে পারছে না। ফন ক্লুয়েকের ইতিহাস শিক্ষা দানে ওর কোনোই আগ্রহ নেই।

ফন ক্লুয়েক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ব্যাপারটা দুঃখজনক। এখন পর্যন্ত ট্রু ব্লাডলাইনের যতজনের সাথে ওর দেখা হয়েছে, তারা প্রায় সবাই-ই অর্ডারের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে খুব হালকাভাবে নিয়েছে। ক্লুয়েকের মতো সাধারণেরা-ই অর্ডারের আজ পর্যন্ত প্রতিটা কাজের পিছনের ইতিহাসকে সত্যিকার মূল্যায়ন করে আসছে। আর ইতিহাস সবসময়েই মূল্যবান শিক্ষা দেয়।

ক্লুয়েক সিদ্ধান্ত নিলো ডি-র এই অস্থিরতাকে পাত্তা দেবে না। "আসলে," কিছুটা কঠোরভাবেই বললো ক্লুয়েক। "সিজার সিনেটের কাছে অভিযানের প্রতিবেদন পাঠাতেন। উদ্দেশ্য ছিলো দুটো- যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিনেটকে ওয়াকিবহাল করা আর সেনা অফিসার হিসেবে নিজের সুনামকে

BanglaBook.org

আরো বেশি উচ্চকিত করা। যাতে উপযুক্ত সময়ে রোমের জনগণ তাকে তাদের শাসক হিসেবে স্বাগত জানায়।"

ডি পিছনে হেলান দিয়ে হাত ভাঁজ করে বসলো। যেন ক্লুয়েকের বকবকানির কাছে হার মেনে নিয়েছে।

"অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে বিবরণীটা বায়ান্ন বা একান্ন খ্রিস্টপূর্বে প্রকাশিত হয়। ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বের দিকে সিসেরো এটা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এই বিবরণীটা রোমে খুবই জনপ্রিয়। তাহলে বলা যায় যে একান্ন থেকে ছেচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বের মাঝামাঝি যে কোনো সময়ে এটা প্রকাশিত হয়।"

"এটা জেনে আমার কি লাভ?" ডি আবারও বাধা দিলো। এবার আর অধৈর্য চেপে রাখার কোনো চেষ্টা করছে না। "কবে বইটা প্রকাশিত হলো বা কে এটা সম্পর্কে মন্তব্য করলো তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

"আমাদের মিশনের লক্ষ্য আর গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে হলে তোমাকে আগে ইতিহাসটা জানতে হবে," দাঁত ঘষতে ঘষতে ক্লুয়েক জবাব দিলো। মেয়েটার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে যেন এই মিশনের মালিক। এই মিশনটা অর্ডারের জন্যে খুবই মুখ্য আর এটার পুরোটা একান্তই ক্লুয়েকের হওয়া উচিত ছিলো! ক্লুয়েকের চোখে ডি একজন নবীশের বাইরে কিছু না। এরকম একটা মিশনের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো যোগ্যতা ওর নেই।

কিন্তু ওর কিছুই করার নেই।

"দুই হাজার বছর আগে কি হয়েছে তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই," নম্র কিন্তু কঠিন স্বরে বললো ডি। যতই ব্লাডলাইন থাকুক এখনও ওর নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করা বাকি আর ফন ক্লুয়েক অর্ডারের একজন সম্মানিত লোক। অর্ডারের ইতিহাসে খুব কম মিশনই সফলতার মুখ দেখেছে। ক্লুয়েকের শেষ মিশনটা সেই স্বল্প কয়েকটার একটা। একটা খুব প্রাচীন রহস্যের সমাধান এর মাধ্যমে ওদের হাতে এসেছে; ফলে সংগঠনের ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে। তাই মিশন শুরুর আগেই ক্লুয়েকের বিরাগভাজন হওয়াটা ডি-র জন্যে ভালো হবে না।

কিন্তু একবার যখন মিশনটা সফলতার সাথে শেষ হবে... ডি মনে মনে হাসলো। বছর দেড়েক আগের মিশনটার চাইতেও এই মিশনটাকে আরো বড় করে তুলবে ও। আর একবার যখন সফল হবে তখন এসব ফন ক্লুয়ককে ও গুনবে-ও না।

"ইতিহাস জানা না থাকলে ব্যাপারটা সম্পর্কে ভালো বুঝ আসবে না তোমার," বিরক্তি চেপে ব্যাখ্যা করলো ফন ক্লুয়েক।

অবশ্য ডি-র ধারণা ফন ক্লুয়েক ওর পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুমান করতে পেরেছে, কিন্তু তবুও ও কোনো ভুল পদক্ষেপে সেটা কেঁচে ফেলতে চায় না। অন্তত এখন না।

BanglaBook.org

ডি মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লুয়েককে বলে যেতে ইঙ্গিত করলো।

"বিবরণীটায় বই আছে মোট আটটা," ফন ক্লুয়েক আরেক চুমুক হুইস্কি খেয়ে আবার শুরু করলো। "সাতটা সিজারের নিজের হাতে লেখা। অষ্টম বইটা লেখা আউলাস হিরটিয়াসের। সিজার একজন সেনাপতি ছিলেন উনি। খ্রিস্টপূর্ব আটান্ন থেকে একান্ন সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ আছে বইটায়।" এরপর ক্লুয়েক ডি-র দিকে এমনভাবে তাকালো যাতে বোঝা গেলো যে এরপর ও যা বলবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"তবে সম্প্রতি আমরা বিবরণীটার যে কপিটা খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে একাদশ শতকের চামড়ায় লেখা একটা পাণ্ডুলিপি। ব্রিটানির সান জিল্ডাস দ্য রুইসের আশ্রমের এক সন্নাসী হাতে লিখে পাণ্ডুলিপিটা তৈরি করেছিলো। এই কপিতে আছে মোট নয়টা বই। আর সেটা যে আসলেই সিজারের লেখা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।"

ডি ব্যাপারটা কিছুটা ধরতে পারছে এখন। এজন্যেই ফন ক্লুয়েক সিজার আর তার বই সম্পর্কে এতক্ষণ জ্ঞান দিলো। বিবরণীর আর কোনো কপিতে এই নবম বইটা নেই নিশ্চয়ই। আর ওটায় কি আছে সেটাই ওকে জানতে হবে।

এই বইতেই রহস্যটার বিস্তারিত জানা যাবে যা এই মিশনের মূলকথা।

আচমকা ফন ক্লুয়েকের কথায় খুব আগ্রহবোধ করা শুরু করলো ডি। গোপন কিছু একটা জানার শিহরণ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের মতোই যেন ওকে আবার উদ্যমী করে তুললো।

ডি হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে সামনে ঝুঁকে এলো। সরাসরি ফন ক্লুয়েকের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লুয়েকের কথায় অখণ্ড মনোযোগ এখন ওর।

ক্লুয়েক হাসলো। এইসব নবীশের ইতিহাস আর বিস্তারিত বর্ণনার প্রতি এরকম অরুচির কথা জানা আছে ওর। এসবের যে কি গুরুত্ব সেটা অনুধাবন করতে ওদের অনেক সময় লাগে। কিন্তু এসব ব্যাপার-ই সাফল্য আর ব্যর্থতার মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়।

"সব বলুন আমাকে," ডি বললো। "নয় নম্বর বইটাতে কি আছে?"

BanglaBook.org

০৯

জানুয়ারি, চলতি বছর
জেরুজালেম, ইসরায়েল

এলিস ওর হোটেল রুমের সোফায় হেলান দিয়ে হাতের হোয়াইট ওয়াইনের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র তাইবেরিয়াস-এ খোঁড়াখুঁড়ি শেষ করে ফিরেছে ও। ডিনারে যাওয়ার আগে তাই কিছুটা আরাম করে নিচ্ছে।

ভারত থেকে ফেরার পর গত একটা বছর ও ঘূর্ণিবায়ুর মতো একেক জায়গায় চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে। এর কারণ বিল প্যাটারসন- প্রাক্তন ইউএস নেভী সীল আর প্রযুক্তিগত অপরাধের বিরুদ্ধে গঠিত ইন্দো-আমেরিকান যৌথ টাস্ক ফোর্সের বর্তমান ডাইরেক্টর। ওনার মতে এলিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচে ভালো উপায় হচ্ছে একদম সবার সামনেই তাকে রাখা আর ঘড়ি ধরে পাহারা দেওয়া। কার্ট ওয়ালেস নামের এক বিলিয়নিয়ার সমাজসেবী কাজটার ভার নিয়েছেন। গ্রিসে ওনার ট্রাস্ট কর্তৃক চালিত এক খনন অভিযানে নানান ঝামেলা হওয়ায় খুশিমনেই উনি কাজটা করছেন।

ওয়ালেসের ব্যাপক পরিচিতি আর নানান গুরুত্বপূর্ণ লোকের সাথে যোগাযোগ থাকার কারণে একগাদা প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গা, যাদুঘর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরার সুযোগ পেয়েছে এলিস। ওয়ালেসের অনুরোধেই এলিস নানান প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, নানান কোর্স আর গবেষণা কার্যে অংশ নিয়েছে। এসব কাজে ওর আগ্রহ বহুদিন ধরেই ছিলো কিন্তু যাওয়ার বা করার সময় পাচ্ছিলো না।

এখন নিজের কাজ থেকে এই জোরপূর্বক বিশ্রামে পাঠিয়ে দেওয়ার কারণে ওর ইচ্ছেমতো জ্ঞানার্জনের এক অফুরন্ত সময় হাতে পেয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া নানান একাডেমিক কোর্স আর বিভিন্ন গবেষণা দলের সাথে যে কাজগুলো করেছে সেগুলোতে দারুণ মজা পেয়েছে এলিস। কিন্তু ওর মনটা পড়ে আছে মাঠ পর্যায়ের কাজে। এই এয়ার কন্ডিশন্ড রুমে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার চাইতে ওর কাছে তপ্ত রোদে পুড়ে মাটি খুঁড়ে পুরাকীর্তি উদ্ধার করা আর ব্রাশ দিয়ে সেগুলোর মাটি পরিষ্কার করা বেশি পছন্দ।

এ জন্যেই আবার সেই সুযোগ পেয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ করছে ও। ওর পড়াশোনা আর গবেষণার বেশিরভাগই মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন সভ্যতার উপরে। বেশ কিছু মুখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গা ইরাক আর সিরিয়ার ভিতর পড়েছে। কিন্তু ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের কারণে সেখানে খননকার্য চালানো

BanglaBook.org

একরকম অসম্ভব-ই বলা যায়। এ কারণেই বাধ্য হয়ে ওকে বিভিন্ন যাদুঘর ঘুরে ঘুরে ইতোমধ্যেই খুঁড়ে বের করা পুরাকীর্তিগুলো নিয়ে গবেষণা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এগুলোর অনেকগুলোই এখন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। গত বছর ঐ এলাকাগুলোতে অভিযান চালানো প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাথেও আলাপ আলোচনা করে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে এলিস। অবশেষে তাইবেরিয়াসে একটা খননকার্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে ও। নগরটা উনিশ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। রাজা হেরোদ অ্যান্টিপাস তার নতুন রাজধানী হিসেবে এটা নির্মাণ করেন। রোমান সম্রাট তাইবেরিয়াস সিজারের নামে জায়গাটার নামকরণ করা হয়।

কার্ট ওয়ালেস সম্পর্কে নিজের কৌতুহল মেটাতে এলিস তার লেখা দুটো বই পড়েছে। ওনার ধারণাগুলো চমৎকার কিন্তু সেগুলোকে ঠিক বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। উনি যেসব তথ্য প্রমাণ দেখিয়েছেন সেগুলো গবেষণা করেই বের করা সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও যে উপসংহার উনি টেনেছেন সেটা এলিসের কাছে জোরপূর্বক যুক্তি প্রদর্শন বলে মনে হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বিশ্বাস করেন যে কয়েক হাজার বছরের পুরোনো একটা সভ্যতাই মানব জাতির সূচনাবিন্দু। এটা বিশ্বাস করা আর এলিয়েনরা পৃথিবীতে এসে আধুনিক মানুষদের রেখে গিয়েছে এটা বিশ্বাস করা প্রায় একই কথা।

এলিস ভেবে পায়না ওয়ালেস এসব বই কেনো লিখেছেন। তার টাকার অভাব নেই–পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ ধনী উনি। আর তার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডও সবার কাছে সমাদৃত। এখন পর্যন্ত কারো কাছ থেকে কার্ট ওয়ালেস সম্পর্কে একটা খারাপ কথা শোনেনি এলিস। আর স্বীকার করতেই হবে যে উনি না থাকলে গতবছর গ্রিসে এলিসের অনেক খারাপ কিছু-ও হতে পারতো। শুধুমাত্র তার ঐকান্তিক চেষ্টাতেই এলিস সশরীরে ওই অভিযান থেকে ফিরতে পেরেছিলো। অভিযানের অনেকেই পারেনি।

ফোন বেজে উঠতেই চিন্তায় ছেদ পড়লো ওর। কলকারীর নামটা দেখতে পেতেই এলিসের হার্ট একটা বিট মিস করলো। কাঁপা হাতে কলটা রিসিভ করলো ও।

"এলিস!" এতদিন পরে বিজয়ের কণ্ঠ যেন মধুবর্ষণ করলো ওর কানে। কয়েকমাস হয়ে গিয়েছে ওদের মাঝে কোনো যোগাযোগ হয়নি। অবশ্য ভারত ছেড়ে আসার পর টুকটাক ই-মেইল আদান প্রদান হয়েছে। কিন্তু সেটাও নিয়মিত ছিলো না। প্রচণ্ড ব্যস্ততা আর লাগাতার ঘোরাঘুরির কারণেই মূলত ও যথাসময়ে ই-মেইলগুলোর জবাব দিতে পারেনি।

"কতদিন পর তোমার সাথে কথা হচ্ছে," বিজয় বললো। "কেমন আছ? কোথায় আছো এখন বলো দেখি? করছোটা-ই বা কি? গত সপ্তাহে একটা ই-মেইল দিলাম, কোনো জবাব নেই।"

BanglaBook.org

"সত্যি স্যরি আমি," হাসতে হাসতে বললো এলিস। এতদিন পর পুরোনো বন্ধুর গলা শুনে খুশি আটকাতে পারছে না। "গত সপ্তাহে অ্যাসিরিয়দের নিয়ে একটা গবেষণা প্রজেক্ট শেষ করলাম। তারপর এখন জেরুজালেম আছি।" সংক্ষেপে ও বিজয়কে গত এক বছরের পড়াশোনা আর আর তার ফলস্বরূপ এই ইসরায়েলে খনন কাজের সুযোগ পাওয়ার কথা জানালো। "আমার মনে হচ্ছে আবার বোধহয় কলেজের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছি," হাসতে হাসতে বললো এলিস। "যা-ই হোক আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে পেরেই আমি খুশি। তোমার কি অবস্থা?"

"ভালোই," বিজয় জবাব দিলো। "চলে যাচ্ছে আরকি।" তারপর একটু বিরতি দিয়ে বললো, "বেশ কিছুদিন ধরেই তোমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি আমি।"

অস্বস্তিকর নীরবতা নামলো ফোনের এপাশে।

"জানি," অপরাধী কণ্ঠে বললো এলিস। "আমি আসলে এক জায়গায় স্থির ছিলাম না।" এলিস আরো বিস্তারিত বলতে চাইলো কিন্তু পারলো না।

"আচ্ছা," বিজয় হাসলো। নার্ভাস ধরনের হাসি।

"কিছু হয়েছে নাকি?" বিজয় কেন ওর সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছে ভেবে পাচ্ছেনা এলিস।

"আমার...আমার আসলে তোমার সাহায্য দরকার।" বলে থেমে গেলো বিজয়।

এলিস ওকে সাহায্য করলো। "আরে এই প্রজেক্টের পর নতুন যে কোনো প্রজেক্টে যেতে এক পায়ে খাড়া আমি। শুধু আবার ঐ বই-পুস্তকের রাজ্যে ফিরে যেতে চাই না। কি সাহায্য দরকার বলো।"

"বছর দেড়েক আগে আমি একটা ই-মেইল পাই," বিজয় শুরু করলো। "তখন আমি মাত্রই কাজাখস্থান থেকে ফিরেছি। তখন আমি জানতাম না যে ই-মেইলটা কে পাঠিয়েছে। পাঠানোর পর, যে পাঠিয়েছে সে আমাকে ফোন করে বলে ছয় মাস পরে, মানে এপ্রিলে তার সাথে দেখা করতে।" একটু থামলো বিজয়।

এলিসও কিছু বললো না। যদিও আগ্রহবোধ করছে।

"পরে আমরা দেখা করি," বিজয় বলা শুরু করলো আবার। "আমি অবশ্য প্রথমে লোকটার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম কিন্তু পরে সেই সন্দেহ আর থাকেনি। ওনার নাম হচ্ছে কেএস। আমার বাবার সাথে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরে কাজ করতেন। তার কথা মতে, দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে আমার বাবা ওনাকে একটা প্রাচীন প্রিজম দিয়েছিলেন।" আবার থামলো বিজয়। বোঝাই যাচ্ছে সেদিনের দেখা করার কথা মনে করছে।

"আমি জানি না বাবা প্রিজমটা কোথায় পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে বের হলো এরকম হুবহু আরেকটা প্রিজম আছে," আবার শুরু করলো বিজয়। "সেটা আছে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। দুটোতেই খোদাই করে কিছু একটা লেখা

BanglaBook.org

আছে। আমি অবশ্য জানিনা কি লেখা। আমি কয়েকমাস আগে লন্ডন গিয়েছিলাম ওখানকার প্রিজমটা এক নজর দেখার আশায়। ভেবেছিলাম বাবা-মা কেন মারা গেলেন সেটার কোনো সূত্র হয়তো পাবো।" আবার একটু থেমে বললো, "আমার বিশ্বাস যে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে বাবা-মার মারা যাওয়াটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। ওনাদেরকে খুন করা হয়েছিলো।"

"ও মাই গড!" এলিস অবাক হলো খুব। "তুমি কি নিশ্চিত?"

"না," বিজয় স্বীকার করলো। "কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই প্রিজম দুটোয় এমন কিছু একটা আছে যা দিয়েই প্রমাণ হবে ঐ দুর্ঘটনাটা আসলে সত্যি নাকি মিথ্যা।"

"আর যাদুঘরের ঐ প্রিজমটা পেতে তোমার আমার সাহায্য দরকার," এলিস অনুমান করলো। যদি বিজয় শুধু এই প্রিজমের ব্যাপারে বলার জন্যেই ওকে ফোন করে থাকে তাহলে বোঝা-ই যাচ্ছে যে বিজয় নিজে ওই প্রিজমটা ভালো করে দেখার অনুমতি পায়নি। কেন পায়নি সেটা এলিসের বুঝে আসলো না। তবে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে এলিসের পরিচিতিটা বিজয়ের যে কাজে লাগবে এটা নিশ্চিত।

বিজয়ের নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। এটা ওর জন্যে এক প্রকার সংগ্রাম-ই বলা যায়। একদিকে রাধা খুন হয়েছে। অন্যদিকে ওর বাবা মায়ের কি হলো সেটা-ও জানা জরুরি। রাধার মৃত্যুর জন্যে ও যাকে দায়ী মনে করে তার প্রতি ওর ঘৃণার সীমা নেই। কিন্তু আজ একমাত্র এই মানুষটা-ই ওর বাবা মায়ের মৃত্যু রহস্য সমাধানের ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে পারে। ব্যাপারটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ওর হাতে আর কোনো উপায় নেই।

আর এলিস-ই পারবে ওই লোকটার সাহায্য এনে দিতে।

"শুধু তোমার সাহায্য না," দলা পাকানো আবেগটাকে গিলে ফেলে বললো বিজয়। এক বছর আগে হলেও পরের কথাটা ও ভাবতেও পারতো না। "ওয়ালেসের সাথে একটু কথা বলতে হবে তোমার। আমার আসলে ওনার সাহায্য দরকার।"

BanglaBook.org

১০

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার, নয়া দিল্লি

বিজয় ইমরানের ডেস্কের উল্টো পাশে বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখেমুখে কেমন অস্থির একটা ভাব।

"আমি আবার লন্ডন গেলে কি সমস্যা সেটাই বুঝতে পারছি না," ইমরানকে বললো বিজয়। "এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে প্যাটারসনের নাক গলানোর অধিকার নেই।"

ইমরান শব্দ করে শ্বাস ফেললো। "আমি জানি বিজয়। কিন্তু তুমি যে অর্ডর-এর একজন টার্গেট সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? প্যাটারসন সে জন্যেই টেনশন করছেন। অর্ডার যদি লন্ডনেও কিছু করার চেষ্টা করে? আর গুরগাও-এর ঘটনার পর উনি আশঙ্কা করছেন যে অর্ডার টাস্কফোর্সের ব্যাপারেও সব জেনে ফেলেছে কিনা।"

গত মার্চে ঘটা একটা ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে ইমরান। বিজয় তখন ঝোঁকের বশে গুরগাওতে টাইটান ফার্মাসিউটিক্যালের অফিসে গিয়ে ওদের চীফ মেডিকেল অফিসার বরুন সাক্সেনাকে পাকড়াও করে বসে। রাধার খুন হওয়ার জন্যে ও সরাসরি সাক্সেনাকে দায়ী করে আর হুমকি দেয় যে এর বদলা নিয়েই ছাড়বে। ঘটনা শুনে প্যাটারসন রেগে ফায়ার হয়ে যান। আর রাধার উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চলমান তদন্তে ওর যে কোনো ধরনের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

"প্যাটারসন কি মনে করেন যে আমি আবার রাধাকে খুঁজতে বের হবো?" রাগের স্বরে বললো বিজয়।

"সেরকম ইচ্ছা আছে নাকি?" ইমরান জিজ্ঞেস করলো।

"সাক্সেনার সাথে দেখা হওয়ার পরেই প্যাটারসনকে কথা দিয়েছি যে সেরকম কিছু আমি আর করবো না," তিক্ত স্বরে জবাব দিলো বিজয়। "আমি সেই ওয়াদা ভাঙ্গবো না। আর তুমিতো কথা দিয়েছো-ই যে তুমি ওকে উদ্ধারের সব ব্যবস্থা করবে। আমি তোমার উপর পুরোপুরি ভরসা করি।" একটু থেমে আবার যোগ করলো, "আবু ধাবিতে কিছু পেয়েছো নাকি?"

ইমরান জবাব দিলো না। ও এখনও বিজয়কে রাধার ব্যাপারে সর্বশেষ পাওয়া তথ্যটা জানায়নি। কিভাবে জানাবে সেটা ভেবে কূল পাচ্ছে না। সম্ভবত সত্যিটা বলে দিলেই ভালো হবে।

BanglaBook.org

"পেয়েছি," নরম গলায় বললো ইমরান।

বিজয় সামনে ঝুঁকে এলো। চেহারায় রাজ্যের টেনশন খেলা করছে। "কি পেয়েছ?" শান্ত ভঙ্গিতেই জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

"আমি স্যরি বিজয়," নীচু স্বরেই বলতে লাগলো ইমরান। "সাক্সেনা রাধাকে আবু ধাবির যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো সেটার সন্ধান পেয়েছি আমরা। ওখানে রাধা ছয়দিন ছিলো। তারপর ওখানেই মারা যায়।"

বিজয় ধপ করে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়লো। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভালোই ধাক্কা খেয়েছে। রাধার গুলি খাওয়ার ভিডিও ও দেখেছে, ও জানতো যে রাধার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদিও ওর লাশ খোঁজার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিলো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিজয় খুব করে আশা করছিলো এই সবকিছু যেন মিথ্যে হয়- সম্ভাবনা যত কম-ই হোক, রাধা যেন বেঁচে থাকে।

ওখন সেই আশাটুকুও উবে গেলো।

"লাশটা কোথায়?" আর্দ্র গলায় জানতে চাইলো বিজয়। "ওর লাশটা কেন উদ্ধার হয়নি?"

ইমরানের কপাল কুঁচকে গেলো। সবচে কঠিন সত্যিটা এখন বলতে হবে। এই জিনিসটাই ও গত দুই মাস ধরে এড়িয়ে চলছে।

"লাশ পাওয়া যায়নি বিজয়," অবশেষে বললো ইমরান। "সাক্সেনা হাসপাতাল থেকে ওর লাশটা কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। এখন সে কোথায় আছে আমরা তা জানি না। কিন্তু প্রমিজ আমরা সেটা খুঁজে বের করবো।"

বিজয়ের চোখের কোণে অশ্রু দেখা গেলো। ও মাথা ঝাঁকালো শুধু, কথা বলার শক্তি আর নেই। এক বছর হতে চললো রাধাকে হারিয়েছে ও, আর আজ ওকে ফিরে পাওয়ার শেষ সম্ভাবনাটুকুও আর থাকলো না।

BanglaBook.org

রিজেন্ট'স পার্ক, লন্ডন

লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে হার্পার। নিজের নার্ভাসনেস ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ও। রুমের ভিতর সোফা আছে- দেখে আরামদায়কই মনে হচ্ছে- কিন্তু ও দাঁড়িয়েই আছে। হাত ভাঁজ করা, এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের উপর টোকা দিচ্ছে।

রুমের অন্য লোকগুলো অবশ্য বেশ শান্ত। এরা হার্পারের-ই লোক। 'এদের আর টেনশন কি? বসের সাথেতো এদেরকে আর দেখা করতে হয় না,' ভাবতে ভাবতে মনে মনে বাঁকা হাসি হাসলো হার্পার। হার্পার দশাসই একজন মানুষ। ছয়ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, গা ভরা মাংস। কিন্তু ওর বসের একটা কুখ্যাতি আছে। দুই মাস আগে দায়িত্ব নেওয়ার পরে খুব কম মানুষ-ই তার সাক্ষাৎ পেয়েছে। আর খুব

দ্রুত-ই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে নতুন বস কাউকে তলব করা মানেই তার কপালে শনি আছে। শুধুমাত্র লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেই বস কারো সাথে দেখা করেন।

আর একবার যার সাথে বসের দেখা হয়েছে, তাকে আর কখনো জনসমক্ষে দেখা যায়নি।

ঝামেলা হচ্ছে হার্পার জানে না যে ওকে কেন ডাকা হয়েছে। ও যতদূর জানে এখন পর্যন্ত কোনো কাজে ত্রুটি করেনি ও। তাহলে বস ওর কাছে কি চান?

দরজা খুলতেই একজন কৃষ্ণকায় বেঁটেমতো লোক বেরিয়ে এলো। "বস ডেকেছেন।" বলে যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলো।

হার্পার গলা খাকারি দিয়ে রুমের ভিতর না ঢোকার ইচ্ছাটাকে বহু কষ্টে দমন করে এগিয়ে গেলো। বেঁটে লোকটা হার্পারের সাথে আসা বাকি চারজনকে ও ফেরার আগ পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করলো।

সঙ্গী চারজন কেমন অবাক দৃষ্টিতে একজন আরেকজনকে দেখতে লাগলো আর লোকটা হার্পারের পিছনে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

রুমে ঢুকতেই হার্পার আরেকটা ধাক্কা খেলো।

নতুন বস একজন মেয়ে!

মেয়েটা একহারা, কম বয়সী, মাঝারি উচ্চতার আর সুন্দরী। হার্পার ভেবে পাচ্ছে না মেয়েটা ওর দিকে তাকাতেই এত ভয় পেয়ে গেলো কেন।

একটু পর ব্যাপারটা ধরতে পারতেই ওর চোয়াল ঝুলে পড়লো।

"তোমার জন্যে আমার একটা স্পেশাল এসাইনমেন্ট আছে," বস বললো।

আড়ষ্ট ভাবটা না গেলেও, হার্পার মনোযোগ দিয়েই মেয়েটা যা বললো শুনলো।

"বুঝলাম না, বস," সাবধানে বললো হার্পার। মেয়েটার চেহারা থেকে মুখ ফেরাতে পারছে না ও। কেমন একটা রহস্যে ভরে আছে সেটা। "আমাকে শুধু আর্নেস্ট হ্যামিল্টনের কাজের লোকদের একজনকে ঘুষ দিয়ে বাগে আনতে হবে যাতে হার্টফোর্ডশায়ারের বাড়িতে আমাদেরকে ঢুকতে দেয়। আর কিছু না?"

বস তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো। "হুম। ঠিক এটাই চাই। যত টাকা লাগে ঘুষ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। একবার ঢুকে গেলেই তারপর ব্যাটার ব্যবস্থা করা হবে।"

হার্পার কেমন হতাশ হলো। ও আর ওর লোকেরা কাউকে খুঁজে বের করে খুন করার ব্যাপারে পারদর্শী। এ ব্যাপারে ওদের বিশেষ সুনামও আছে। এই কাজটা কেমন পানসে- ও কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না।

"তুমি না পারলে বলো। আর কাউকে কাজটা দেবো," বলে ঠাণ্ডা একটা দৃষ্টি দিয়ে হার্পারকে গেঁথে ফেললো বস। ওর স্বর যেন একটা ছুরির মতোই কেটে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। হঠাৎ রুমের ভিতরের পরিবেশটাও কেমন শীতল হয়ে গেলো। "কিন্তু তাহলে তো তোমাকে আর আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, তাই না?"

BanglaBook.org

হার্পার বেঁটে লোকটার দিকে তাকালো। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তার চেহারায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো হার্পার। মেয়েটার কণ্ঠে কিছু একটা আছে... ঠিক শীতল ইস্পাতের মতো। আর মনে হচ্ছে রুম থেকে সব বাতাস চুষে নিয়েছে।

"গুড। তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হলো তোমাকে।"

হার্পার হতবুদ্ধি অবস্থায় রুম থেকে বেরিয়ে এলো। বেরিয়েই লম্বা লম্বা কয়েকটা দম নিলো–যেন রুমের ভিতর দম আটকে রেখেছিলো। তারপর নিজের লোকেদের দিকে তাকালো। ওরা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ভিতরে কি হলো জানতে উৎসুক। হার্পারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

রুম থেকে বের হওয়ার আগে বেঁটে লোকটা ওর কানে কানে একটা কথা বলেছে। একটা সতর্কবাণী। "তোমার উপর কিন্তু নজর রাখা হবে হার্পার। ভজঘট পাকিয়ো না যেন।"

হার্পার ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করলো। ও কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। মনের ভিতর বসের চেহারাটা এখনও ভাসছে। সে একজন মহিলা, এর বাইরে আরও একটা বিশেষত্ব আছে তার।

ওর চেহারা। চেহারায় মানুষের যা যা থাকে তা-ই আছে, কিন্তু কেন যেন মানুষ বলে মনে হয় না। জিনিসটা যে কি সেটা মনে মনে ও ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। এটা অস্বাভাবিক একটা জিনিস। অবাস্তব। এই দুনিয়ার কিছুর পক্ষে এরকম হওয়া সম্ভব না।

ওর চেহারা থেকে আভা বের হয়- জ্বলজ্বল করে। একমাত্র এভাবেই জিনিসটাকে বর্ণনা করা সম্ভব।

BanglaBook.org

১১

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর ডেভিড বারোস সামনে বসা তিনজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। এখন বাজে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরেই। তবুও এ সময়েই এদের সাথে দেখা করার কারণ দুটো।

প্রথম কারণ হচ্ছে একটা প্রাচীন পুরাকীর্তির প্রতি এদের আগ্রহ। ওটার প্রতি আর কখনো কেউ আগ্রহ দেখায়নি। কারণ এন্টিক মূল্য বাদে ওটার আর কোনো গুরুত্ব নেই। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এমন দুজন ব্যক্তি এদের অনুরোধটা রাখতে সুপারিশ করেছেন যারা এই যাদুঘরের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একজন হচ্ছেন ক্লাইভ ডকিন্স। এই মিউজিয়ামের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ট্রাস্টি। আরেকজন হচ্ছেন কার্ট ওয়ালেস। এই মিউজিয়ামের পিছনে তার অবদান প্রচুর। বহু বছর ধরে অর্থ এবং পরামর্শ দুটো জিনিসই তিনি প্রয়জনমতো মিউজিয়ামকে দিয়ে আসছেন। বারোস নিশ্চিত যে ডকিন্স এদের ব্যাপারে অনুরোধ করার কারণ এরা ওয়ালেসের লোক। কিন্তু করে যখন ফেলেছেন তখন এদেরকে খাতির করা ছাড়া আর উপায় নেই।

"চিঠি পড়ে যা বুঝলাম তা হচ্ছে মি. ডকিন্স আর মি. ওয়ালেস দুজনেই আপনাদেরকে এই পুরাকীর্তিটা সরাসরি পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন, " সামনে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন বারোস।

"হ্যাঁ," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো এলিস। মুখে নম্র হাসি।

"আশা করি ব্যাপারটাকে অনধিকার চর্চা মনে করবেন না," বারোস বললেন। "কিন্তু আমি আসলে বেশ কৌতূহল অনুভব করছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনারা বেশ ভালো প্রত্নতাত্ত্বিক। কারণ তা না হলে এই দুজন আপনাদের উপর ভরসা করতেন না। কিন্তু, অ্যাসিরিয় ইতিহাসতো আপনার গবেষণার বিষয় ছিলো না কখনো। আমি আপনারা আসার আগে আপনাদের ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর করেছি। সেই সূত্রেই এটা জানি। আমি ঠিক এই পুরাকীর্তিটার ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহের কারণটাও বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

বিজয় আর এলিস মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বোঝা যাচ্ছে কয়েক মাস আগেও বিজয় একবার এটা দেখার অনুমতির জন্যে যে অনুরোধ করেছিলো সেটা ইনি ভুলে গিয়েছেন।

"ব্যাপারটা হচ্ছে," বারোস ব্যাখ্যা করলেন। "এই জিনিসটা যে কালেকশনে আছে সেটা গত বছর একবার ডাকাতি করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। একটা প্রদর্শনী শেষে ওটা ফিরিয়ে আনা হচ্ছিলো তখন। কালেকশন থেকে কিছু খোয়া না গেলেও দুজন সিকিউরিটি মার পড়ে। খুব দুঃখজনক ছিলো ব্যাপারটা।"

"বুঝতে পেরেছি মি. বারোস," এলিস আবার মাথা ঝাঁকালো। "আপনাকে খুলেই বলি তাহলে। গত এক বছর ধরে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আমি অ্যাসিরিয়দের উপরও বেশ পড়াশোনা করেছি।" কথাটা পুরোপুরি সত্যি। এলিস আসলেই মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্নতত্ত্বের উপর প্রচুর সময় ব্যয় করেছে। যদিও এর আগ পর্যন্ত ও এই এলাকাটা সবসময় অবহেলা-ই করেছে বলা যায়। "আর আমার ধারণা ঐ সময়কার বেশ কিছু রহস্যের জবাব সম্ভবত এই প্রিজমটায় পাওয়া যাবে। তবে অবশ্যই পরীক্ষা করার আগে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।"

"মিস টার্নার, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি আপনাকে প্রিজমটা এই যাদুঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবো না। সেই কারণেই জানতে চাচ্ছি যে আপনার এই প্রশ্নের জবাবগুলো আপনি কিভাবে বের করবেন।"

"আমি ভাবছি প্রিজমটার হাই রেজ্যুলুশন ছবি তুলে নেবো," এলিস দেখা করার আগেই সব প্রশ্নের জবাব রেডি করে রেখেছে। প্রিজমটা দেখার অনুমতি চাওয়ার সময়েই ও জানতো যে এসব প্রশ্ন করা হবে। "তারপর আমি সল গোল্ডফেল্ড-এর সহায়তায় এর খোদাইগুলোর অর্থ উদ্ধার করবো।"

বারোস মাথা ঝাঁকালেন। গোল্ডফেল্ডকে চেনেন উনি। লোকটা বেশ আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে প্রাচীন লিপিতে তার মতো দক্ষ লোক কমই আছে।

"ঠিক আছে তাহলে। আপনাদের আর সময় নষ্ট করবো না।" বলতে বলতে বারোস বিজয় আর ওর পাশে বসা লোকটার দিকে তাকালেন। লোকটা হচ্ছে হ্যারি ব্রিগস- সাবেক SAS (Special Air Service) মোবাইল ট্রুপার। ব্রিটেনের টাস্ক ফোর্স থেকে বিজয়ের পার্টনার হিসেবে ওকে দেওয়া হয়েছে। "আপনারা দুজন কি ততক্ষণ কষ্ট করে একটু সিকিউরিটি অফিসে অপেক্ষা করতে পারবেন?"

"এনাদেরকেও আমার সাথে যেতে দিলে খুশি হবো," এলিস বারোস এর দিকে তাকিয়ে হাসলো। "প্লিজ।"

বারোস মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এলিসের সাথে করমর্দন করে বললেন, "আশা করি যা খুঁজছেন তা ঠিক পেয়ে যাবেন।"

এলিস আর বিজয়ও মাথা ঝাঁকিয়ে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। তারপর হ্যারিকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কি খুঁজে পাবে সে ব্যাপারে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

১২

সল গোল্ডফেল্ড-এর বাসভবন
সাউথ কেনসিংটন, লন্ডন

ল্যাপটপের স্ক্রিনে খোদাইটার ছবি দেখে সল গোল্ডফেল্ড-এর ভ্রু কুঁচকে গেলো। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। উনি নিজের নোটগুলোর দিকে চোখ বুলাতে বুলাতে ডেস্কে পেন্সিল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন। এখানে গণ্ডগোলটা কোথায় ধরতে পারছেন না উনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সল। খোদাইটা পাওয়া গিয়েছে প্রায় হাজার বছরের পুরনো একটা তাম্রলিপিতে। জেরুজালেমের বাইরের একটা মন্দির থেকে ওটা উদ্ধার করা হয়েছে। উনি এখন তেল আবিব মিউজিয়ামের সাথে কাজ করছেন। যদিও উনি কদাচিৎ-ই ইসরায়েল গিয়েছেন। তার কাজ মূলত খুঁড়ে বের করা জিনিসগুলো নিয়ে গবেষণা করা। লিপিটা একটা সরু সিলিন্ডারের ভিতর শক্ত করে ঢোকানো ছিলো। কিন্তু তেল আবিব মিউজিয়ামের লোকেরা এটাকে না খুলেই বিশেষ একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে এটার লেখাগুলো উদ্ধার করেছে। এই প্রযুক্তিটা গোল্ডফেল্ড-এর মতো লোকদের জন্যে এক কথায় আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ এধরনের লিপি উদ্ধার করতে গেলে সবচে বড় যে সমস্যা যেটা হয় তা হলো ভাজ খুলতে গেলে বেশিরভাগ-ই নষ্ট হয়ে যায়।

ওনার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। নামটা দেখতেই ওনার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। ওনার খুব পছন্দের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ফোন করেছে।

"এলিস!" খুশি উপচে পড়ছে সল-এর কণ্ঠে। "কী সৌভাগ্য! কি খবর বলো।"

"আমি এখন লন্ডনে। আর আমার একটু সাহায্য দরকার," এলিস সরাসরি-ই বলে দিলো।

"লন্ডনে এসেছ আর আমার সাথে দেখা করতে আসোনি?" হালকা দুঃখের সাথে বললেন সল।

"আরে চিন্তা করবেন না। এক ঘণ্টার মাঝেই আসছি।"

"তাহলেতো ভালোই," গোল্ডফেল্ড বললেন। "এখানে আসার পরেই শুনবো তোমার কি দরকার, নাকি?"

BanglaBook.org

এলিস হাসলো। "আমি আপনাকে একটা ই-মেইল করেছি দেখেন। আমরা আসতে আসতে ওটায় একটু চোখ বুলান নাহয়।"

"আমরা?"

"আমার সাথে কয়েকজন বন্ধু আছে। আমি এসে সব বলছি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আমার এমনিতেও তেল আবিবের কাজটা থেকে একটু বিরতি নেওয়ার দরকার ছিলো। তুমি আসাতে ভালোই হলো। চলে আসো তাড়াতাড়ি।" গোল্ডফেল্ড লাইন কেটে স্ক্রিন থেকে খোদাইটা সরিয়ে এলিসের ই-মেইলটা ওপেন করলেন।

ষোলটা এটাচমেন্ট আছে ই-মেইলে। সবগুলোই ছবি। উনি সবগুলো ছবিতেই ক্লিক করে দেখে নিলেন কি আছে ওগুলোয়। ছবিগুলোতে কি আছে দেখতে পেয়ে ওনার চোখ চকচক করে উঠলো। দারুণ জিনিস সব।

গোল্ডফেল্ড ছবিগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মাঝেই ছবিগুলো কি তা ধরে ফেললেন সাথে কি খুঁজছেন সেটাও বুঝতে পারলেন। এখ শুধু সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে উনি যতভাবে সম্ভব ছবিগুলো মিলিয়ে দেখলেন।

তারপরেই মোটামুটি ধরা গেলো ব্যাপারটা। একটা প্যাটার্ন চোখে পড়লো ওনার। তারপর খোদাইয়ের লেখাগুলো পড়ামাত্র আক্ষরিক অর্থেই ওনার চোয়াল ঝুলে পড়লো।

এলিস এ কিসের পিছনে লেগেছে?

BanglaBook.org

১৩
প্রাচীন খোদাই

"এই ছবিগুলো পেয়েছো কোথায় তুমি?" কৌতুহলী চোখে জিজ্ঞেস করলেন সল। "ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা প্রিজমে এরকম একটা লেখা দেখেছিলাম বোধহয়। কিন্তু দুই নম্বর প্রিজমের ছবিগুলো একদমই নতুন আমার কাছে। আমি কোনোদিন ওটা চোখে দেখিনি। ওটা যদি কোনো যাদুঘরে থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি ওটার কথা জানতাম। আমার যদি ভুল না হয় তাহলে এই খোদাইগুলো অনেক আগের। অনেক প্রাচীন। হিসেবে ভুল না হলে সম্ভবত চার হাজারের বছরের পুরনো বলেই আমার ধারণা।"

"আপনার হিসেব ভুল হয় না সল," উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো এলিস। গোল্ডফেল্ড পুরনো একজন বন্ধু। ওরা আসা মাত্র উষ্ণ আলিঙ্গনে উনি সেটার প্রমাণ একবার দিয়েছেন।

এলিস, বিজয় আর হ্যারি এই মুহূর্তে ওনার স্টাডিরুমে বসে আছে। ওয়াইন দিয়ে ওদেরকে আপ্যায়ন করেছেন গোল্ডফেল্ড। গোল্ডফেল্ডের স্বাস্থ্য চিকন, চশমা পরেন, বয়স সবে পয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। উচ্চতাও টেনেটুনে ছয় ফুট। চুলে পাক ধরেছে, ফলে চেহারায় একটা গাম্ভীর্যের ভাব চলে এসেছে। ওনার পেশার জন্যে বেশ মানানসই ব্যাপারটা। কানের স্বর্ণের দুল দুটো অবশ্য সেই চেহারায় একটু দৃষ্টিকটু লাগছে। কিন্তু গোল্ডফেল্ড সেটাকে পাত্তা দেন না। প্রাচীন ইতিহাস, লিপি, খোদাই, আর নানান জিনিসপত্রই তার জীবন আর একমাত্র আগ্রহের বস্তু। আর কিছু তার কাছে ব্যাপার না।

গোল্ডফেল্ড শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। "তারমানে এই খোদাইটার উৎস সম্পর্কে আমার কৌতুহল তুমি মেটাবে না?"

"আপাতত না জানাই আমার মনে হয় আপনার জন্যে ভালো," এলিস বললো। "আপনি কি ওগুলো কি তা বের করতে পেরেছেন?"

"ব্যাপারটা আসলে তেমন কঠিন কিছু না," বলে গোল্ডফেল্ড ওনার ল্যাপটপ বাকিদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে সবাই পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। "তবে একটা প্রিজম থাকলে হবে না, দুটোই লাগবে। একা একটার কোনো দাম নেই। কারণ ওগুলোর খোদাইগুলো অসম্পূর্ণ। দুটো একসাথে মেলালেই কেবল খোদাইটা সম্পূর্ণ হয়।"

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ড স্ক্রিনে ক্লিক করতেই দুটো প্রিজমের ছবি একসাথে পাশাপাশি ভেসে উঠলো। অষ্টভুজাকার প্রিজম দুটোর একটা তল দেখা যাচ্ছে তাতে। ছবিটা কোণাকুণিভাবে এমনভাবে মেলানো হয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে পিছন থেকে সামনে বেরিয়ে আছে। "এ ধরনের খোদাই কিভাবে পড়তে হয় জানা না থাকলে প্রিজম দুটোকে একসাথে বসাতে পারবে না।"

উনি আঙুল দিয়ে দেখালেন। "প্রিজম দুটোকে এভাবে লম্বালম্বিভাবে বসালে লেখাগুলো পড়তে পারবে না।" উনি আবার ছবিটাতে ক্লিক করলেন আর ছবিদুটো ঘুরে গেলো। ফলে এখন প্রিজমের লম্বা ধারটা আনুভূমিক হয়ে ল্যাপটপের কী-বোর্ডের সাথে সমান্তরালে চলে এলো।

"এখন খোদাইটা পড়া যাবে। আনুভূমিকভাবে।" উনি খোদাইয়ের উপর আঙুল দিয়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে পড়তে হবে সেই লাইনটা দেখালেন। "কিন্তু এখনো কিন্তু লেখাটা সম্পূর্ণ হয়নি। তবে যদি এরকম করা হয়..." বলতে বলতে উনি আবার ছবিতে ক্লিক করলেন আর প্রিজম দুটো একসাথে জোড়া লেগে গেলো। একটার শেষ প্রান্ত অন্যটার শুরুর প্রান্তে লাগলো। "ব্যস, পুরো আটটা তলের লেখা-ই এখন পড়া যাবে।"

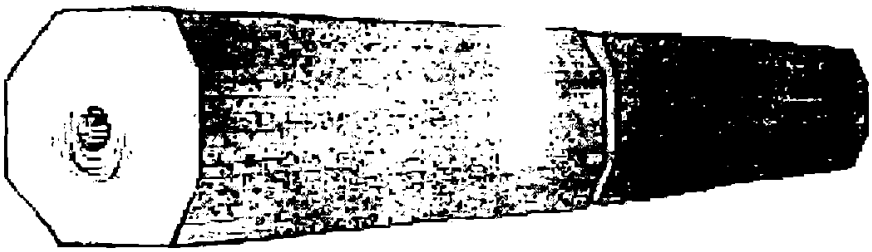

এভাবে ধরেই প্রিজমের লেখা পড়তে হবে

"ওয়াও!" বিজয় আর এলিস দৃষ্টি বিনিময় করলো। অরা এর আগেও এরকম অদ্ভুত খোদাই দেখেছে যেগুলো পড়তে গেলে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আর প্রতিবারই সেগুলো থেকে কোনো না কোনো মারাত্মক গোপন রহস্য বেরিয়েছে।

এই প্রিজমে কোন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে?

BanglaBook.org

১৪

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন

"কি লেখা আছে এতে সল?" এলিস বিস্তারিত বলার অনুরোধ করলো গোল্ডফেল্ডকে।

গোল্ডফেল্ড নড়েচড়ে বসলেন। "খুব মজার একটা জিনিস আছে এখানে। সেমিরামিস-এর কথা শুনেছেন আপনারা?"

বিজয় মাথা নাড়লো। হ্যারিকে কেমন বিভ্রান্ত দেখালো। শুধু এলিসকে দেখেই বোঝা গেলো যে সেমিরামিসের কথা আগেও শুনেছে। গত বছর অ্যাসিরিয় কিংবদন্তী নিয়ে গবেষণা করার সময়েই সেমিরামিসকে নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনার সুযোগ হয়েছিলো ওর।

"প্রিজমে কি সেমিরামিসকে নিয়ে কোনো কিছু লেখা আছে নাকি?" সম্ভাবনাটা বিশ্বাস হচ্ছে না এলিসের। "এর মানে এটা-ই হবে একমাত্র প্রমাণ যে সেমিরামিস কোনো কাল্পনিক চরিত্র না বরং বাস্তব।"

গোল্ডফেল্ড হাত তুলে এলিসকে থামালেন। "আরে আগেই এতকিছু ভেবে বসো না। আমার বিশ্বাস যে কাহিনিটা সেমিরমিসকে নিয়েই। কিন্তু আমি যে ঠিক সেটা তো নিশ্চিত না এখনো। এখানে যে কাহিনিটা আছে তার মূল চরিত্রের নাম বলা হয়েছে সামি-রামেসি। সেটাকেই আমি সেমিরামিস ধরে নিয়েছি। ইংরেজিটা এরকমই হওয়া উচিত। আর আমি যদি ঠিকও হই, তবুও এটাকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না। সেমিরামিস সংক্রান্ত অন্য সব প্রচলিত কিংবদন্তির মতো এটাও একটা গল্প। সেমিরামিসের অস্তিত্ব সম্পর্কিত আরো প্রমাণ আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত আসলে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না উনি আসলে ঐতিহাসিক চরিত্র নাকি নিছক কল্পনা।"

"কি নিয়ে আলাপ করছেন দয়া করে একটু বলবেন? আমি আর হ্যারি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না," অভিযোগের সুরে বললো বিজয়।

গোল্ডফেল্ড এলিসের দিকে ইঙ্গিত করলেন, "তুমি-ই বলো।"

"স্যরি। আমরা আসলে উত্তেজনায় খেয়াল করিনি," অপ্রস্তুত একটা হাসি দিলো এলিস। "আমাদের কথায় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে সেমিরামিস হচ্ছে একটা পৌরাণিক চরিত্র। তাই কেউই ঠিক করে বলতে পারে না উনি আসলে কে বা কোথায় তার বাড়ি। এছাড়া তার সম্পর্কিত একাধিক

BanglaBook.org

কাহিনি পাওয়া যায় যেগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। তবে সব কাহিনিতেই তাকে অ্যাসিরিয়দের এক মহান সম্রাজ্ঞী হিসেবে দেখানো হয়েছে। উনি মিশর, ইথিওপিয়া আর এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ জয় করেন। এমনকি আজকের এই ভারতীয় অঞ্চলেও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। সিন্ধু নদীর তীরের সেই যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন স্ট্রাব্রোবেটস নামের এক শাসক। গ্রিকরা তাকে এই নাম দিয়েছে।"

সিন্ধুর তীরের কথা উঠতেই বিজয়ের কিছু পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেলো। "দাঁড়াও দাঁড়াও। আমরা একবার আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের মাকরান মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন তুমি এনার কথা বলেছিলে না? সাইরাস দ্য গ্রেট আর সেমিরামিস আলক্সজান্ডারের আগেই মাকরান মরুভূমি পার হয়েছিলেন এধরনের কিছু একটা সম্ভবত।"

এলিস জানে যে বিজয়ের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। এতদিন আগের কথোপকথন মনে রাখায় ও তাই অবাক হলো না। "হ্যাঁ," এলিস জবাব দিলো। "মাকরান মরুভূমির ভিতর দিয়েই সেমিরামিস তার এই হেরে যাওয়া যুদ্ধযাত্রা করেন।"

হ্যারিকে কেমন বিভ্রান্ত দেখালো। "আমি আসলে ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। আপনারা যদি সেমিরামিস সম্পর্কে এত কিছু জানেন–কোথায় গিয়েছে কি করেছে–তাহলে ইনি কল্পনা হয় কিভাবে?"

"হতে পারে," গোল্ডফেল্ড পরিষ্কার করলেন ব্যাপারটা। "শুধু কিছু ঘটনা বা মানুষের কাজ এক করলেই সেটা ইতিহাস হয়ে যায় না। অন্তত সেরকম কিছু হওয়া উচিত না। ইতিহাস হতে হবে প্রমাণিত সত্য। সকল কাজ বা ঘটনাকে প্রতিপাদন করার মতো প্রমাণ থাকতে হবে। হয় কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিকের রচনায় সেটার উল্লেখ থাকতে হবে নাহয় কোনো পুরাকীর্তি থাকতে হবে যা প্রমাণ করবে যে ঘটনাটা ঘটেছিলো আর এ সংক্রান্ত লোকগুলোর অস্তিত্ব আসলেই ছিলো। এই প্রিজমটার কথা-ই ধরুন। এখানে দুর্দান্ত একটা কাহিনি খোদাই করা আছে, কিন্তু এর মানে এই না যে এটা সত্য। আমারা পাথরে লেখা একটা সুমেরিয়ান লিপি উদ্ধার করেছিলাম যাতে দারুণ একটা গল্প ছিলো। ওটাকে ডাকা হয় গিলগামেশের মহাকাব্য নামে। ওটাকে সত্য ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়নি। তবে যদি আমরা এটাকে সমর্থন করার মতো প্রমাণ হাতে পাই তাহলে এটা বাস্তব বা ইতিহাস-এ পরিণত হবে। তার আগ পর্যন্ত এটা কল্পকাহিনি বা কিংবদন্তী হিসেবেই পরিচিত হবে। হতে পারে কাহিনিটা মজাদার, কৌতূহলোদ্দীপক, দুর্দান্ত- কিন্তু সেটা ইতিহাস হবে না।"

BanglaBook.org

"আশোক দ্য গ্রেটের মতো," মাঝখান থেকে বললো বিজয়। "প্রিন্সেপ অশোকের কয়েকটা আদেশপত্রের অর্থ উদ্ধার করার আগ পর্যন্ত সবাই অশোককেও কাল্পনিক চরিত্র মনে করতো। এটার পরেই প্রমাণ হয় যে অশোক বলে আসলেই কেউ ছিলেন।"

"ঠিক," সবাই ব্যাপারটা ধরতে পারছে দেখে খুশি হলেন গোল্ডফেল্ড।

"কার্ট ওয়ালেসের সমস্যা ঠিক এই জায়গাতেই," চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো এলিস। "আমি ওনার কয়েকটা বই পড়েছি।"

"কি বলো এসব এলিস! তুমি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, সে কথা ভুলে গিয়েছ নাকি? এসব ছাইপাশ কিভাবে বিশ্বাস করো তুমি? "

"ওনার কথায় একটু হলে-ও যুক্তি আছে কিন্তু," আত্মপক্ষ সমর্থন করলো এলিস। "প্রত্নতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক হিসেবে আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় ধরে নিতে হয় যেগুলো আসলে আপাতদৃষ্টিতে সত্যি না। বিজয় যে অশোকের কথা বললো সেটাই ধরুন না। প্রিন্সেপ যদি ঐ আদেশনামগুলো কোনোদিন উদ্ধার করতে না পারতো তাহলে আমরা জীবনেও বিশ্বাস করতাম না যে অশোক আসলেই ছিলেন। কে জানে শুধু এই প্রমাণ খোঁজার গোঁড়ামি করতে গিয়ে আমরা আরো কত আবিষ্কারকে আমরা এড়িয়ে গিয়েছি। আমারতো মনে হয় যে ওগুলোর সত্য মিথ্যা যাচাই করার সাহস-ই আমাদের নেই।"

বিজর খুক করে কাশলো একটু। "আমরা কিন্তু বেলাইনে চলে যাচ্ছি। আপনি আমাদেরকে সেমিরামিস সম্পর্কে বলছিলেন।"

এবার গোল্ডফেল্ড অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। "এলিস তো ওনার সম্পর্কে ভালোই একটা ভূমিকা দিলো। সেমিরামিস সম্পর্কে সবচে বেশি জানা যায় ডিওডোরাস সিকুলাস নামের এক গ্রিক ঐতিহাসিকের কাছ থেকে। উনি সেই জুলিয়াস সিজারের আমলে লোক। অবশ্য শোনা যায় উনি ওনার সেমিরামিসের কাহিনির বেশ কিছু অংশ টেসিয়াস অফ নাইড-এর (গ্রিক ঐতিহাসিক) থেকে নিয়েছিলেন। তবে বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে ওনার বেশিরভাগ লেখা-ই বিশেষ করে সেমিরামিস সংক্রান্ত লেখাগুলো সব নিজের কল্পনা আর পুরাতন কাহিনির সংমিশ্রণ। এতে সত্যি ইতিহাসের পরিমাণ সামান্যই। ডিওডোরাসের মতে, অ্যাসিরিয়ার রাজা নাইনাস একটা শহর নির্মাণ করেন যেটা পরবর্তীতে নিনিভে নামে পরিচিত হয়। বাইবেলে শহরটার কথা উল্লেখ আছে। বাইবেলে অবশ্য নিনিভের নির্মাতা হিসেবে নমরুদ-এর কথা বলা হয়েছে। সে ছিলো নূহ নবীর বংশধর। টাওয়ার অফ বাবেলের খোদাদ্রোহীদের সর্দার হিসেবে বেশি পরিচিতি তার। পণ্ডিতদের মতে নাইনাস বা নমরুদ-এর জীবদ্দশা ছিলো খ্রিস্টপূর্ব দুইহাজার একশ আশি সালের দিকে আর দুজন একই লোক। তবে এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।"

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ড এক মুহূর্ত থেমে বিজয়ের দিকে তাকালেন ওর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা দেখার জন্যে। বিজয় কিছু বললো না দেখে উনি আবার শুরু করলেন। "নিনেভে একটা ঐতিহাসিক শহর। এর কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব আঠারশো সালে প্রথম শামসি আদাদ-এর শাসনামলে। এ শহরের মানুষ দীর্ঘদিন ইস্থার নামের এক দেবীর পূজা করতো। ইস্থার হচ্ছে আক্কাডিয়ানদের উর্বরতা আর ভালোবাসা, যুদ্ধ, বৃষ্টি আর বজ্রের দেবী। ডিওডোরাসের মতে নাইনাস যখন ব্যাকট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলেন তখন উনি সাহায্যের জন্যে অন্নেস নামে ওনার এক সেনাপতিকে ডেকে পাঠান। কারণ ব্যাকট্রিয়ারা সব উচ্চভূমি দখল করে রেখেছিলো। সেমিরামিস ছিলো অন্নেস এর স্ত্রী। আর যুদ্ধে জেতার জন্যে সে একটা পরিকল্পনার কথা জানায়। অ্যাসিরিয়ানরা তার কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ জিতে নেয়। নাইনাস তার বুদ্ধি আর সৌন্দর্যে খুবই মুগ্ধ হন আর তাকে বিয়ে করতে চান। শেষমেশ করেন-ও আর সেমিরামিস অ্যাসিরিয়ানদের রাণীতে পরিণত হন। নাইনাসের মৃত্যুর পর সেমিরামিস শাসনভার গ্রহণ করেন আর তার ছেলে নিনইয়াস ষড়যন্ত্র করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগ পর্যন্ত শাসনকার্য চালিয়ে যান। কারো কারো মতে তিনি প্রায় বেয়াল্লিশ বছর ক্ষমতাসীন ছিলেন। নিনইয়াস ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি একরকম হাওয়া হয়ে যান। কেউ জানতো না উনি কোথায় গিয়েছেন। ঠিক যেমন কেউ জানে না তার আগমন কোথা থেকে। তবে একটা কাহিনি শোনা যায় যে উনি ছিলেন এক দেবীর সন্তান, তবে জন্মের পর-ই দেবী তাকে ফেলে চলে যান। আসকালোন নামের একটা জায়গায় ঘুঘু পাখিরা তাকে বড় করে তোলে। জীবনের শেষ দিকে উনি উনি অ্যাস্টার্ট অস আসকালোন বা চন্দ্রদেবী হিসেবে পরিচিত হন। এটা ইস্থার এর আরেক রূপ।"

"আচ্ছা, অনেক কিছু জানলাম। আমার কাছে তাকে পৌরাণিক চরিত্র বলেই মনে হচ্ছে," হ্যারি বললো। "ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সেমিরামিস সম্পর্কিত কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

বিজয় চুপ করেই আছে। ওর অভিজ্ঞতা বলে হুট করেই উপসংহারে পৌঁছানো ঠিক না। তার উপর পৌরাণিক কাহিনি বলে পরিচিত মহাভারতের কাহিনিগুলো যে আসলে কল্পনা প্রসূত না সেটা ও নিজেই প্রমাণ করেছে। এসব তথাকথিত পুরাকাহিনির উৎপত্তি কিন্তু কোনো না কোনো সত্য ঘটনা থেকেই। সত্যটা এখানে কল্পনা আর রহস্যময়তার আবরণে ঢাকা থাকে। কে জানে সেমিরামিসের ক্ষেত্রেও হয়তো এরকমই হয়েছে। ইতিহাসের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া একজন সম্রাজ্ঞী। অস্পষ্টতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার অস্তিত্ব। হয়তো কোনো কারণে ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে চলা হয়েছে। প্রায়-ই এরকম করতে দেখা যায়।

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ড ঠোঁট গোল করলেন। "আপনি সেটা বলতেই পারেন। তবে ঐতিহাসিকেরা তাকে একজন বাস্তব ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রমাণের ভালোই চেষ্টা করেছেন। যেমন স্পেইসার বিশ্বাস করতেন যে অ্যাসিরিয় রাজা টুকুল্টি-নিনুর্তা হচ্ছেন নাইনাস। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে সেমিরামিস আসলে ছিলেন অ্যাসিরিয় রাজা তৃতীয় আদাদ-নিরারি-র মা আর পঞ্চম শামসি-আদাদ এর স্ত্রী সাম্মু-রামাত। আশার-এ তার নামে একটা সমাধিফলক পাওয়া গিয়েছে। আর নিমরুদেও একটা লিপি পাওয়া গিয়েছে যেখানে লেখা যে সেমিরামিস তার স্বামীর মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করেন আর ছেলে শাসন ক্ষমতা দখল করার আগ পর্যন্ত তাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। এসব ঐতিহাসিকের মতে তার শাসনকাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব আটশ দশ থেকে আটশ পাঁচ সাল পর্যন্ত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওখানকার পুরাতন আর নতুন দুটো প্রাসাদের মাঝেই একটা দেয়াল আছে যাতে জ্যাভেলিন ব্যবহার করে সেমিরামিসের একটা চিতা শিকারের ঘটনা খোদাই করে লেখা আছে। তার স্বামী নাইনাসের কথাও আছে সেখানে। সে ঘোড়ায় চড়ে সিংহ শিকার করছিলো।"

"তা প্রিজমে এই রহস্যময় সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? ওনার জীবদ্দশা কি একুশশো আশি খ্রিস্টপূর্বে ছিলো নাকি আটশ খ্রিস্টপূর্বে?"

গোল্ডফেল্ড আরো একবার ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। "কাহিনিটা দারুণ। কিন্তু আমি আসলে নিশ্চিত না যে এখানকার কাহিনিটা তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে নাকি তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা রহস্যময়তাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বলছি শোনেন।"

BanglaBook.org

১৫
প্রিজমে লেখা কাহিনি

"আমি প্রিজমের লেখাগুলোর ঠিক লাইন বাই লাইন অনুবাদ করছি না," গোল্ডফেল্ড পরিস্কার করে নিলেন ব্যাপারটা। "আমি সংক্ষেপে এখানকার কাহিনিটা বলছি শুধু। শুরুতেই সেমিরামিস কত মহান আর গৌরবান্বিত এসব গুণকীর্তন লেখা। কিভাবে সে চন্দ্রদেবী আর উর্বরতার দেবী এসব আরকি। আগে থেকেই আমরা এসব জানি। ডিওডোরাসের লেখাতেই সব আছে।"

গোল্ডফেল্ড নিজের নোটগুলোর দিকে একবার নজর বুলালেন। "মূল গল্পটা শুরু হয় সেমিরামিসের সাথে উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা এক ধর্মগুরু বা পুরোহিতের কথা দিয়ে। লোকটা বয়স্ক। এখানে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দাড়িওয়ালা, চুল লম্বা, ফর্সা ত্বক আর নীল চোখ। পরনে সাদা রোব। এই পুরোহিত সেমিরামিসকে একটা গোপন কিংবদন্তির সম্পর্কে জানায় যার উৎস হচ্ছে 'লর্ডস অফ দ্য লাইট' নামে একদল প্রাচীন লোক। আর এই রহস্যটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পুরোহিতেরা আগলে রেখেছেন। পুরোহিত একটা প্রাচীন আর শক্তিশালী যন্ত্রের কথা জানান যেটা সেমিরামিসের জন্মভূমির একটা গোপন স্থানে লুকানো আছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে পুরোহিত সেমিরামিসকে অনুরোধ করে সেটা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। পুরোহিত আরও জানায় যে 'ব্রাদারস ইন দ্য ইস্ট' নাকি এটা পাহারা দিচ্ছে। সেটা কি জিনিস আমি জানি না। আর সে নিজে থেকেই যন্ত্রটা কোথায় আছে সেটাও রাণীকে জানিয়ে দেয়। এই তথ্যটা শুধুমাত্র এই পুরোহিতেরা-ই মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

গোল্ডফেল্ড নোট থেক মুখ তুললেন। "তারপর গল্পটা যেদিকে মোড় নিয়েছে সেটা আমাদের জানা। যদিও এটার ফলাফল ডিওডেরাসের বর্ণনার উল্টো। এখানে বলা হয়েছে কিভাবে সেমিরামিস বিশাল একদল সৈন্যদল জড়ো করে সিন্ধু নদীতীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ওখানেই যন্ত্রটা লুকানো ছিলো। সেখানে 'ব্রাদারস ইন দ্য ইস্ট' তাকে বাধা দেয়। এই বাহিনির নেতৃত্বে ছিলো সিন্ধু নদীতীরের এক রাজ্যের রাজা স্থাভারাপতি। সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যুদ্ধে সেমিরামিস অনুপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখানে লেখা আছে যে ওনার সেনাপতিদেরকে

BanglaBook.org

যুদ্ধ করতে রেখে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই উনি মরুভূমিতে গায়েব হয়ে যান। ওনার অনুপস্থিতিতে সৈন্যদল হতোদ্যম হয়ে পড়ে আর প্রতিপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শেষমেশ তারা সিন্ধু পাড়ি দিয়ে অপর পাড় ধরে পালাতে শুরু করে। ঠিক এই সময়ে সেমিরামিস আবার নাটকীয়ভাবে প্রত্যাবর্তন করেন, সাথে সেই যন্ত্র যেটার জন্যে এত কষ্ট করে এখানে আসা। উনি স্থাভারাপতি আর 'ব্রাদারস ইন দ্য ইস্ট'কে যন্ত্রটার ব্যাপারে অবহিত করেন। ওরা পিছু হটে আর সেমিরামিসকে নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে দেয়। সেমিরামিস নিনেভে-তে ফিরে আসেন। যুদ্ধে পরাজিত হলেও নিজের লক্ষ্য পূরণে ঠিকই সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

"কিন্তু এই আনন্দ খুব বেশিদিন উপভোগের সুযোগ পাননি তিনি। কারণ তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার ছেলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে আর উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যাসিরিয়দের প্রকৃত শাসক হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পণ করে বসে। এখানকার কাহিনি অনুযায়ী সেমিরামিস একবার নাকি ইথিওপিয়ার জুপিটার-আম্মন নামে এক ভবিষ্যদ্বক্তার সাথে দেখা করেন আর সে তাকে জানায় যে তার ছেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেই তার রাজত্ব শেষ হবে। উনি বুঝতে পারেন যে সেই বাণী এতদিনে সত্যি হতে চলেছে, তাই উত্তর-পশ্চিমে সেই পুরোহিতদের দেশে চলে যান। সাথে নিয়ে যান যন্ত্রটা। গল্পের শেষটায় তার মৃত্যু আর শেষকৃত্যের কথা বলা হয়েছে। মরার পর তাকে পুরোহিতদের কাছে পবিত্র এক পাহাড়ে সমাহিত করা হয়। যন্ত্রটার কি হলো সে ব্যাপারে কিছু লেখা নেই।"

"যন্ত্রটা কি সেটা কি লেখা আছে?" জানতে চাইলো এলিস। "সেমিরামিস সম্পর্কে যত কাহিনি পড়েছি তার কোথাও কোনো যন্ত্রের উল্লেখ পাইনি। তবে প্রায় সবগুলোতেই এটা বলা হয়েছে যে উনি ভারতে এসেছিলেন আর কোনোমতে মরতে মরতে বেঁচে ফেরেন।"

"না, নেই," গোল্ডফেল্ড আরো একবার তার নোটগুলো উল্টেপাল্টে দেখে জানালেন। "সেমিরামিসকে বলা পুরোহিতের একটা কথায় যন্ত্রটা কি সে সম্পর্কে একটা মাত্র আভাস পাওয়া যায়। সে এটাকে বলেছিলো..." গোল্ডফেল্ড ইতস্তত করতে করতে একবার নিজের নোট আর একবার ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখতে লাগলেন। "ঠিকই আছে। প্রিজমে যা লেখা তার সবচে ভালো অনুবাদ এটাই দাঁড়ায়। এখানে লেখা আছে 'আলোর চাবুক'। অর্থটা আজব–আর এটা যে কি বোঝাচ্ছে তা আমি জানি না। পুরোহিত বলে যে এই 'আলোর চাবুক' হাতে থাকলে সেমিরামিস এমন ক্ষমতার অধিকারি হবেন যে ক্ষমতা একসময় লর্ড অফ দ্য লাইটদের হাতে ছিলো।"

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ডের কথা শেষ হওয়ার পরও কেউ কিছু বললো না। এলিস বিজয়ের দিকে তাকালো। প্রচণ্ড হতাশ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ওর মনে কি ভাবনা চলছে তা এলিস জানে। এই প্রিজমের লেখার পাঠোদ্ধারের উপরেই বিজয়ের সব আশা ভরসা ছিলো। ওর বাবা-মার দুর্ঘটনার পিছনের সত্যটা জানার এটাই ছিলো সম্ভবত একমাত্র উপায়। আর এই মাত্র যে গল্পটা শুনলো সেটার সাথে ঐ দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র যোগসূত্র নেই।

বিজয় প্রিজম আর এটার লেখাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে। ওর বাবা সম্ভবত এই প্রিজমটার জন্যেই মারা গিয়েছেন। ভেবেছিলো এবার অন্তত জানতে পারবে যে কেন? মোটামুটি নিশ্চিত ছিলো যে একবার দুটো প্রিজমের লেখাকে এক করতে পারলেই ও বুঝে যাবে যে কোথায় খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু এত কষ্ট করে যা পাওয়া গেলো সেটা অনেকাংশেই একটা রূপকথা ছাড়া কিছু না। বহু আগে মারা যাওয়া এক রাণী আর আলোর চাবুক নিয়ে দারুণ একটা কেচ্ছা শুনলো এতক্ষণ যে আসলেই পৃথিবীতে ছিলো কিনা সেটা একটা রহস্য।

ঠিক আরব্য রজনীর গল্পের মতো।

মনে মনে তিক্ত একটা হাসি হাসলো বিজয়। "কি আর করা! আর তো আগানোর রাস্তা নেই।" উঠে দাঁড়িয়ে গোল্ডফেল্ডের সাথে হাত মিলালো। "কষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা জানা নেই আমার। এখন অন্তত এটা জানি যে এটার পিছনে দৌড়ে আখেরে কোনো লাভ হবে না।"

গোল্ডফেল্ড মাথা ঝাঁকালেন। উনি জানেন না বিজয় আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু ওর চেহারার হতাশা ওনার চোখ এড়ায়নি। "যে কোনো ব্যাপারে সাহায্যের জন্য নিঃসংকোচে জানাবেন। আমি আমার যথাসাধ্য করবো।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে সদর দরজা খুলে লন্ডনের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এলো। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু ও পাত্তা দিলো না। একটু পর এলিস আর হ্যারি-ও এসে উপস্থিত হলো। বিজয় নিজের ওভারকোট শরীরের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে দ্রুত পা চালাতে লাগলো। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে চায় ও।

নৈরাশ্য কোনোভাবেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না বিজয়। কিন্তু সামনে আগানোর আর কোনো রাস্তা নেই। ওর রাধার কথা মনে পড়লো। সাক্সেনা ওকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে ইমরান সেই হদিস বের করতে পারেনি। ওটারও কি একই অবস্থা হবে?

BanglaBook.org

১৬

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবনের বাইরে

"ওরা গোল্ডফেল্ডের বাসা থেকে বের হচ্ছে," ফিসফিস করে পেত্রোভস্কি ওর মাইক্রোফোনে বললো। "ওদের পিছু নেবো?"

"অবশ্যই," অপর প্রান্ত থেকে হার্পারের কণ্ঠ শোনা গেলো। "এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না। টয়লেটে যাওয়াও বন্ধ।"

এপ্রান্তে পেত্রভস্কির মুখ বাংলা পাঁচের মতো হয়ে গেলো। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ও বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে বিজয় আর এলিসকে অনুসরণ করে এতদূর এসেছে। ঠাণ্ডা বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। এখন দেখা যাচ্ছে দুর্ভোগের আর বাকি আছে।

যাই হোক, কাজটা যখন করতেই হবে খামাখা ভাগ্যকে দুষে লাভ নেই। ওভারকোটের কলার ঘাড়ের উপর তুলে দিয়ে বিজয় আর এলিসের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। অবশ্যই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

কয়েক গজ আগাতেই একজন দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ লোক ওর পথ আগলে দাঁড়ালো।

পেত্রভস্কি নিজেও কোনো হেলাফেলার লোক না। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো। ইউক্রেনিয়ান মিলিটারির সাবেক সদস্য। ইউক্রেনের রাজনৈতিক ডামাডোল শুরু হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেয়। বিদ্রোহীদের দমন করার চাইতে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করাটা-ই ওর কাছে বেশি পছন্দ হয়। এই অন্ধকার আর দুষ্ট লোকদের জগতে মিলিটারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের খুব কদর।

আর ওরা নগদে টাকা দিয়ে দেয়।

কিন্তু ও সামনে দাঁড়ানো লোকটার পাশ কাটিয়ে যেতে পারলো না। লোকটা ওর চাইতেও পাঁচ ইঞ্চি বেশি লম্বা। পরনে একটা হাতাকাটা চামড়ার জ্যাকেট। পেশীবহুল বাহু বেরিয়ে আছে সেদিক দিয়ে। বৃষ্টিতে ভিজে আর তার উপর রাস্তার বাতির প্রতিফলনে পেশিগুলো চকচক করছে।

"ঘুরে দাঁড়াও," স্পষ্ট ব্রিটিশ উচ্চারণে বললো লোকটা।

পেত্রভস্কি বুঝতে পারলো যে এ হচ্ছে সামনের দুজনের সিকিউরিটি বা এধরনের কিছু। কিন্তু ওকে তো বলা হয়নি যে এদের সাথে সিকিউরিটি থাকবে। ওদের ধারণা তাহলে ভুল?

BanglaBook.org

"আমার, সামনে, থেকে, সরে যাও," প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করলো পেত্রভস্কি। এত সহজে ও হাল ছাড়বে না।

ওর প্রতিপক্ষ কাঁধ ঝাঁকালো। "সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখা যাচ্ছে।"

পেত্রভস্কির হঠাৎ খেয়াল হলো যে আরো তিনজন লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

"মে ডে," মাইক্রোফোনে হিসিয়ে উঠলো পেত্রভস্কি। "আমার আরো লোক লাগবে, এখনি!"

দুজন লোক এগিয়ে এসে পেত্রভস্কির হাত চেপে ধরলো আর এতক্ষণ যার সাথে কথা হলো সে এগিয়ে এসে দমাদম ওর মুখে, পেটে, বুকে ঘুষি চালাতে লাগলো।

পেত্রভস্কি পোড় খাওয়া লোক কিন্তু আঘাতের তীব্রতা এত বেশি ছিলো যে সেটা সহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব না। সামান্য পরেই ওর চারপাশে আধার নেমে এলো।

ধরে রাখা লোকদুটো পেত্রভস্কিকে ছেড়ে দিতেই ও ভাজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

"এদের কাছ থেকে দূরে থাকবি। নইলে পরেরবার আর জান হাতে নিয়ে ফিরতে পারবি না," অজ্ঞান হওয়ার আগমুহূর্তে কালো লোকটাকে এটাই বলতে শুনলো পেত্রভস্কি।

BanglaBook.org

১৭

খ্রিস্টপূর্ব ২০০২

সিন্ধু নদীর কাছাকাছি, বর্তমানে আধুনিক পাকিস্তান

সেমিরামিস সিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি অপর পাড়ে জড়ো হওয়া সৈন্যদলের দিকে। জীবনে প্রথমবারের মতো তার মনে হচ্ছে তিনি তার প্রতিপক্ষের সক্ষমতাকে সম্ভবত ছোট করে দেখেছেন।

দুই রাত আগে পুরোহিতদের সাথে হওয়া আলোচনাসভার কথা মনে পড়লো তার। উনি স্থাভারাপতি আর তার ভাইদের সাথে দেখা করতে চেয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন। উনি নিশ্চিত ছিলেন যে ওরা ওনার সাথে দেখা করবে। ওনার এই প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণ শুধু এটা না যে উনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর রাণী। কারণ হচ্ছে স্থাভারাপতিও জানেন যে সেমিরামিস আসলে কে। আর কোথা থেকেই বা তিনি এসেছেন। এরপর নিশ্চয়ই উনি তাকে না করবেন না।

ওনার ধারণা ঠিকই ছিলো। দূত খবর নিয়ে এলো যে নদীর অপর পাড় দিয়ে নিরাপদেই রাজার দরবারে যাওয়া যাবে।

কিন্তু এই একটা জিনিস-ই শুধু তার পরিকল্পনামতো হয়েছে এখন পর্যন্ত।

স্থাভারাপতি তাকে যথেষ্ট পরিমাণ শুভেচ্ছা আর সম্মানের সাথেই অভ্যর্থনা জানান। "আপনি অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছেন সামি-রামেসি," সেমিরামিসের আসল নাম ধরে ডেকে তাকে কুর্নিশ করে বললেন স্থাভারাপতি। "তা এই গরীবের দেশে কি খুঁজতে এসেছেন?"

স্থাভারাপতি পুরো প্রশ্নটা না করলেও সেমিরামিস জানতেন যে সে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে।

বহু বছর আগেই যে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন এতদিন পরে আবার সেখানে ফিরে এসেছেন?

সেমিরামিসও জবাবে হাসলেন। "বিশেষ একটা জিনিসের খোঁজেই এসেছি। জিনিসটা আপনাদের কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু একমাত্র আমি-ই জানি সেটা কোথায় আছে।"

BanglaBook.org

স্থাভারাপতির ভ্রু কুঁচকে গেলো। "কি জিনিস সেটা? আমার মাথায় তো এমন কিছু আসছে না যেটা আমাদের খুব পছন্দের কিন্তু আমরা তার খোঁজ জানি না কিন্তু আপনি জানেন।"

সেমিরামিস স্থাভারাপতিকে সব বললেন।

স্থাভারাপতির প্রতিক্রিয়া ছিলো তাৎক্ষণিক আর অপ্রত্যাশিত। রাগে ওনার চেহারা কালো হয়ে গেলো। "ঐ পবিত্র হাতিয়ারে আপনার কোনো অধিকার নেই," গমগম করে উঠলো স্থাভারাপতির কণ্ঠ। "এদেশে আপনার আর কোনো জায়গা নেই। আপনি এখন একজন রাণী হয়েছেন, এটাই হয়তো আপনার এই জীবনের নিয়তি ছিলো, কিন্তু দরকারের সময়ে আপনি যে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সেটা আমরা কোনোদিন ভুলবো না। আর এতদিন পর আপনি ফিরে এসেছেন আপনার অধিকার নেই এমন একটা জিনিস কেড়ে নিয়ে যেতে?"

রাণীর সুন্দর মুখটা দুশ্চিন্তার রেখায় ছেয়ে গেলো। উনি এদের সাহয্য পাবেন বলে আশা করেছিলেন। এদের সাহয্য পেলে ঐ পবিত্র যন্ত্রটা উদ্ধার করা হতো বা হাতের খেল। এরা বিরোধিতা শুরু করলে ব্যাপারটা খুব শক্ত হয়ে যাবে। এখনও পারা যাবে, তবে উনি চাচ্ছিলেন অতিরিক্ত ঝামেলাগুলো এড়িয়ে যেতে।

"একটু বোঝার চেষ্টা করুন," নরম গলায় রাজাকে বললেন সেমিরামিস। এত বছর ধরে সৈন্যদের সাথে ওঠাবসা, তাদেরকে যুদ্ধে পরিচালিত করা তাকে ব্যাটা ছেলের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয় সেটা শিখিয়েছে। উনি জানেন যে কিভাবে কথা বললে ছেলেরা কথা শোনে। "যদি দরকার হয় তাহলে আপনাদের সাহায্য ছাড়াই ঐ পবিত্র যন্ত্রটা আমি নিজেই খুঁজে বের করবো। ওটা পাওয়ার জন্যে আমি এখানে এসেছি আর ওটা না নিয়ে ফিরবো না। আপনি সাহায্য করতে না চাইলে করবেন না। আপনার চোখের সামনে দিয়েই আমি ওটা খুঁজে নিয়ে চলে যাবো।"

শুনে স্থাভারাপতির রাগ আরো বেড়ে গেলো। "আপনি কি ভেবেছেন? আপনি আমাদের মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবেন আর আমরা বসে বসে আঙুল চুষবো? আপনিও শুনে রাখুন ওটা খুঁজে পাওয়ার অনুমতি পাওয়ার জন্যে আগে আমাদেরকে যুদ্ধে হারাতে হবে।"

সম্রাজ্ঞীর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। এরা সাহায্য করবে না এতেই তার অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে। এই অবস্থায় যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য তার নেই। এটা ঠিক যে এধরনের পরিস্থিতি হতে পারে চিন্তা করেই উনি পূর্ণ শক্তির সৈন্যবাহিনি-ই নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মনে প্রাণে চাচ্ছিলেন যেন যুদ্ধ করা না লাগে।

সেমিরামিস চেহারা শক্ত করে ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, "আপনার যা মর্জি, মহামান্য। যা ইচ্ছা করুন। আমার সেনাবাহিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।"

BanglaBook.org

সেমিরামিস ঝড়ের বেগে স্থাভারাপতির প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নদী পেরিয়ে তার সৈন্যদলের কাছে ফিরে এসে ওদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন।

কিন্তু মনে মনে উনি ঠিকই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অ্যাসিরিয়ার শাসন ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর এই প্রথম ওনার এরকম অনুভূতি হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সেমিরামিস নেই এমনটা কখনো এর আগে ঘটেনি।

উনি প্রতিপক্ষের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে ওনার সেনাপতিদেরকে শেষ মুহূর্তের কিছু নির্দেশ মনে করিয়ে দিলেন। ওনার মতো তাদেরকেও এই যুদ্ধের ব্যাপারে কেমন দিশেহারা মনে হচ্ছে।

"চিন্তা করবেন না," সেমিরামিস বললেন। উনি নিজের সাথে খুবই বিশ্বস্ত একদল সৈন্য নিয়ে যাচ্ছেন। "আমি জানি আমি কোথায় যাচ্ছি। আমার ফিরে আসতে তিনদিনের বেশি লাগবে না। আপনার যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যা-ই ঘটুক আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কিছুতেই পিছু হটা চলবে না। আমি ফিরে আসতে পারলেই জয় আমাদের হবে। নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

সেনাপতিরা মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু তাদের আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছে অনেকখানি। তাদের জন্য, অ্যাসিরিয়ার জনগনের জন্যে সেমিরামিস শুধু একজন রাণী না, তার চেয়েও বেশি কিছু। উনি হচ্ছেন ওদের ইস্থার- উর্বরতা, যুদ্ধ আর বজ্রের দেবী। উনি হচ্ছেন বাল-এর সর্বশেষ অভিভাবক। যদি যুদ্ধের দেবী-ই যুদ্ধের ঠিক আগে তাদের ছেড়ে চলে যান, তাহলে আর তারা যুদ্ধে জিতবেন কিভাবে?

দুরুদুরু বুকে সেমিরামিস রওনা দিলেন। উনি জানেন যন্ত্রটা কোথায় খুঁজতে হবে। মাকরান মরুভূমিটা বিশাল বড়। কিন্তু ঐ উত্তর-পশ্চিমের পুরোহিত তাকে একেবারে নিখুঁতভাবে জায়গাটার অবস্থান শিখিয়ে দিয়েছে। সেই লর্ড অফ দ্য লাইট-দের সময় থেকে মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্মে এই তথ্য পরিচালিত হয়েছে। হয়তো আরো আগে থেকেই এরকম করা হচ্ছে। আরো প্রাচীনকাল থেকে- যখন মানুষ নয়, দেবতারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতেন।

উনি অবশ্যই ঐ স্বর্গীয় যন্ত্রটা খুঁজে বের করবেন। কারণ সেটা করতে পারলে উনি সত্যি সত্যি-ই একজন দেবীতে পরিণত হবেন।

BanglaBook.org

পর্ব ২

১৮

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
উইল্টশায়ার, ইংল্যান্ড

"কোন দুঃখে যে তোমার কথায় রাজি হয়েছিলাম কে জানে," গজগজ করতে করতে বললো বিজয়। এ৩০৩ ধরে ছুটে চলেছে গাড়ি। বিজয় শহরতলীর দিকে নিরিবিলি সময় কাটাতে চায় শুনে গোল্ডফেল্ড ওকে আর এলিসকে স্যালিসবুরিতে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। এক সপ্তাহ আগে সেদিন সন্ধ্যায় গোল্ডফেল্ডের বাসা থেকে ফেরার পর থেকেই বিজয়ের মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে। গত সপ্তাহ পুরোটা-ই বলতে গেলে ও নিজেকে একটা রুমের ভিতর বন্দী করে রেখেছিলো। শুধু খেতে বের হতো। তখনও দেখা যেত কোনো কথা বলছে না।

এলিস কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। একদিকে ইচ্ছে করছিলো আমেরিকা ফিরে গিয়ে আবার নিজের কাজ কর্ম শুরু করতে। আবার আরেক দিকে ইচ্ছে করছে বিজয়ের সাথে এখানেই থাকতে। ওর এই দুঃসময়ে ওকে ছেড়ে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না।

গত সন্ধ্যায় ওরা আবার গোল্ডফেল্ডের বাসায় আড্ডা দিতে গিয়েছিলো। বিজয় অবশ্য পুরোটা সময় চুপচাপ শুধু শুনছিলো। কথায় কথায় এলিস প্রস্তাব দেয় বিজয়কে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসার। গোল্ডফেল্ডও সাথে সাথে ওদেরকে যাত্রার ব্যবস্তা করে দিতে রাজি হয়ে যান।

"এটার জন্য," বলে এলিস গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ইঙ্গিত করলো। গোল করে সাজিয়ে রাখা একগাদা পাথর নজরে এলো ওদের। বিশাল সমতল একটা জায়গার ভিতর পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় ওগুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

মেজাজ খিচড়ে থাকার পরেও স্টোনহেঞ্জ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না বিজয়। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করতে পারলো ও। গত দুই বছর ধরে প্রাচীন জিনিসপত্র নিয়ে ও এত বেশি ঘাটাঘটি করেছে যে এরকম একটা দৃশ্য ওর ভিতর আলোড়ন না তুলে পারে না।

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ড গাড়ি পার্ক করতেই ওরা নেমে ভিজিটর সেন্টারের দিকে আগালো। মাত্রই খুলেছে ওটা। ঢোকার সারিতে দেখা গেলো ওরাই প্রথম, ফলে কিছুক্ষণের মাঝেই ওরা পাথরগুলোর কাছে যাওয়ার মিনিবাসে চেপে বসলো।

আকাশ কালো মেঘে ঢেকে আছে। ফলে কেমন একটা গুমোট আলো ঘিরে রেখেছে পাথরগুলোকে। ব্যক্তিগত পরিচিতিকে ব্যবহার করে গোল্ডফেল্ড পাথরগুলোকে একেবারে কাছে থেকে দেখার অনুমতি যোগাড় করেছেন। পাথরের বৃত্তটার ভিতর দিকেও বড় বড় পাথরগুলোর ছায়া পড়েছে। এ যেন উপরের আকাশের-ই প্রতিফলন।

"এখানকার গঠন আর স্থাপত্য কৌশল সম্পর্কে শুনবে নাকি?" গোল্ডফেল্ড বললেন।

বিজয় আর এলিস দুজনেই মাথা ঝাঁকালো। বিজয়কে এখন বেশ আগ্রহী দেখাচ্ছে। ও স্টোনহেঞ্জ সম্পর্কে অনেক শুনেছে, কিন্তু কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।

"ঠিক আছে," গোল্ডফেল্ড শুরু করলেন। উনি সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে কিছু বৃত্তাকারে সাজানো মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছে। ওগুলো চারপাশ দিয়ে পাথরগুলোকে ঘিরে রেখেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু জায়গায় ঢিবি নেই। সেখানকার মাটি অবতল না, বরং সমতল। "এটা হচ্ছে আসল হেঞ্জ। হেঞ্জ মানে হচ্ছে বৃত্তাকার মাটির ঢিবি, যার ভিতরটা ফাঁপা। পাথরগুলোকে কিন্তু হেঞ্জ বলে না। পাথরের স্তম্ভগুলো বানানো হয়েছিলো প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। এর আগে কাঠ দিয়ে একই রকম আরেকটা স্তম্ভ বানানো হয়েছিলো, সেটার নকশা অনুসরণ করেই পরে পাথর দিয়ে বানানো হয়।"

"পাথরের বয়স কিভাবে বের করে?" বিজয় জানতে চাইলো। "জৈব পদার্থের জন্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন দিয়ে বয়স বের করার পদ্ধতির কথা শুনেছি, ভাঙ্গা মাটির জিনিসপত্রের জন্যে থার্মো লুমিনেসেন্স পদ্ধতির কথা শুনেছি, কিন্তু পাথরের বয়স বের করা যায় সেটা শুনিনি।"

"আমরা সরাসরি পাথরের বয়স নির্ণয় করি না," এলিস ব্যাখ্যা করলো। "আমরা পাথরের নীচে বিভিন্ন জৈব বস্তু যেমন হাড় বা ছাই অথবা মাটির জিনিসের টুকরো খুঁজে বের করি। আর যদি পাথরটা স্টোনহেঞ্জেরগুলোর মতো খুব ভারী হয় তাহলে আশেপাশে খুঁজে দেখি। যদি পাথরের নীচে মানুষ বা পশুর হাড় বা কোনো তৈজসপত্রের টুকরো পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেগুলোর বয়স বের করি। কারণ সেক্ষেত্রে সেগুলো অবশ্যই ঐ পাথর বা স্থাপনাটা তৈরির আগে থেকে ওখানে ছিলো। আর ঐ জৈব বস্তু বা মাটির জিনিসের বয়সটাকেই ওই স্থাপনা তৈরির বয়স হিসেবে ধরা হয়।"

"কিন্তু পাথরগুলোতো তারও অনেক পরে স্থাপন করা হতে পারে," বিজয় বললো। "যেমন ধরো, তুমি খ্রিস্টপূর্ব পচিশশো সালের কোনো হাড় খুঁজে পেলে, কিন্তু পাথরগুলোতো এক হাজার সালের দিকেও বসানো হতে পারে।

BanglaBook.org

সেক্ষেত্রেতো সবাই ধরে নেবে যে স্থাপনাটা পচিশশো সালে তৈরি। তার মানে প্রায় পনেরশো বছরের ফাঁরাক।"

"বয়সটা অনুমানের ভিত্তিতেই ঠিক করা হয়," এলিস স্বীকার করলো। "কিন্তু পাথরে নির্মিত যে কোনো স্থাপনার বয়স নির্ণয়ের জন্যে এটা-ই স্বীকৃত পদ্ধতি।"

"শুধু তাই না," বিজয়ের কথা শেষ হয়নি। স্টোনহেঞ্জের কথা ধরো, তুমি যদি কোনো একটা মাটির ঢিবির ভিতর কোনো জৈব পদার্থ খুঁজে পাও আর দেখো যে ওটার ওখানে আছে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার থেকে, কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না যে ওটা আর পাথরগুলো একই সময়ে স্থাপন করা হয়েছে। পাথরগুলো হয়তো খাঁড়া করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার সালে। তাহলে জৈব পদার্থ মাটিতে পোতার বয়স হবে তিন হাজার বছর কম, তাই না? তাহলে কেমন হলো ব্যাপারটা?

"হিসাবে অতটা ফাঁরাক হয় না কখনো," এলিস বললো। "জৈব পদার্থ কোথাও পেলেই হয় না। নিখুঁত বয়স নির্ণয়ের জন্যে এমন কোনো জৈব পদার্থ লাগবে যার সাথে পাথরের নিবিড় সম্পর্ক আছে। স্টোনহেঞ্জের ক্ষেত্রে যেমন কয়েক বছর আগে একটা খননকার্য চালানো হয়- ১৯৪৬ সালের পর প্রথম এবারই প্রথম অনুমতি পাওয়া যায়- দুটো পাথরের মাঝের ঘাসের চাপড়া খুঁড়ে দেখা হয় তখন। উদ্দেশ্য ছিলো আসল ব্লস্টোনের মাটির নীচের দিকের ছিদ্রগুলো থেকে জৈব পদার্থ সংগ্রহ করা। ওখান থেকে সংগৃহীত নমুনাগুলোর আধুনিক পদ্ধতিতে কার্বন ডেটিং করা হয় আর সবগুলোর-ই বয়স চব্বিশশো থেকে বাইশশো খ্রিস্টাব্দের মাঝেই পাওয়া যায়।" বলে ও বিজয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "বুঝেছেন মি. সন্দেহবাতিক?"

এলিসের ওদের কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। বিজয় সবসময়-ই এরকম কৌতুহলী ছিলো। ইচ্ছে করেই প্রচলিত সব রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে বসতো। অন্তত এদিকে ওর কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখা যাচ্ছে।

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "বুঝলাম আরকি," বললো ও। অবশ্য সন্দেহের সুর যায়নি গলা থেকে। "তুমি-ই ভালো জানবে। তুমি কাজ করো এসব নিয়ে, আমি না। আমার সামান্য একটু খটকা লেগেছিলো এই যা।"

এলিস কনুই দিয়ে ওর বুকের কাছটায় গুতো দিলো। "তাহলে মুখটা এখন বন্ধ করে সল-এর কথা শুনি আমরা। কাহিনি শুরু না হতেই তুমি মাঝখানে বা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছো।" বলে এলিস সল-এর দিকে আন্তরিক একটা হাসি দিলো। সলও প্রত্যুত্তরে হাসি সিয়ে আবার শুরু করলেন।

"এই স্থাপনাটা এখন যেমন দেখা যাচ্ছে সেরকম করে বানানো হয়েছে মোট তিনটা পর্যায়ে," গোল্ডফেল্ড বললেন। ওরা ততক্ষণে পাথরের বৃত্তের বাইরের

BanglaBook.org

চক্রটার কাছাকাছি চলে এসেছে। এটাকে বলা হয় ট্রাইলিথন- এখানে দুটো খাঁড়া পাথরের মাথায় একটা আড়াআড়ি পাথর বসানো থাকে। "প্রথম পর্যায়ে বাইরের দিকের পরিখাগুলো খোঁড়া হয়। পরিখার দুটো পাড়। ভিতরের দিকেরটা উঁচু, এটাকে পেঁচিয়ে বাইরের দিকে আর একটা পাড়। পরিখার ভিতর আবার ছাপ্পান্নটা করে গর্ত খোঁড়া হয়। ওগুলোকে অব্রে হোল নামে ডাকা হয়। জন অব্রে নামের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ওগুলো প্রথম আবিষ্কার করেন। ধারণা করা হয় কাঠের খুটিগুলো এখানেই পোতা ছিলো।" উনি ইশারায় দেখালেন। কয়েকটা এখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চিহ্নিতও করা আছে।

"দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে অবশ্য এখনও বিতর্ক আছে," গোল্ডফেল্ড আবার শুরু করলেন। "তবে মোটামুটি যা ধারণা করা হয় তা হচ্ছে পাথরগুলো বসানোর আগে কাঠ দিয়ে এরকমই একটা স্টোনহেঞ্জ বানানো হয়, আর সেটার নকশা অনুসরণ করেই পরবর্তীতে পাথরেরটা বানানো হয়। তবে সমস্যা হচ্ছে যে কাঠ পোতার জায়গাগুলো মিলে মোটেও কোনো বৃত্ত সৃষ্টি করেনি বরং কেমন যেন এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু পাথরগুলো খুব ভেবে চিন্তে বসানো হয়েছে। শেষ পর্যায়ে পাথরগুলো বসানো হয়। স্টোনহেঞ্জের মূল নকশা বাস্তবায়নের পর এটার এই চেহারা হয়। একদম মাঝখানে ব্লুস্টোনে নির্মিত অশ্বখুরাকৃতির গঠন, সেটাকে ঘিরে ট্রাইলিথন দিয়ে বানানো আরো একটা অশ্বখুরাকৃতির নকশা। এরপর এগুলোকে ঘিরে ব্লুস্টোনের বৃত্ত। সবশেষে সবকিছুকে ঘিরে ট্রাইলিথনের বৃত্ত।"

কেউ কোনো কথা না বলে নির্মাণ শেষ করার পর স্থাপনাটা দেখতে কেমন হয়েছিলো সেটা মনে মনে ভাবতে লাগলো; মানে সবগুলো পাথর স্থাপন করার পর কেমন হয়েছিলো আরকি। কিছু কিছু পাথর হারিয়ে গিয়েছে। আর বাকিগুলো হেলে পড়েছে। কিন্তু স্থাপনাটার জৌলুশ এত বেশি যে দেখামাত্র যে কারো মনে শ্রদ্ধায় ভরে যাবে।

"এর বাইরে আলাদা আলাদা কিছু পাথরও আছে। ঐযে ওটাকে বলা হয় গোড়ালি পাথর।" গোল্ডফেল্ড বন্ধ করে রাখা এ৩৪৪ এর পাশেই দাঁড়ানো একটা পাথরের দিকে দেখালেন। "ঐ যে ওখানে যেটা পড়ে আছে ওটা হলো 'বলিদান পাথর'।" মাটিতে আড়াআড়িভাবে ডেবে থাকা একটা পাথরের স্তম্ভের দিকে দেখালেন গোল্ডফেল্ড। "আরে আমরাতো স্টেশন পাথরগুলোই দেখলাম না এখনও!" বলে উনি স্টোনহেঞ্জের বাইরের পাথরের বৃত্তটার ভিতরে ইঙ্গিত করলেন। বিজয় গলা লম্বা করে বৃত্তের বাইরের কিন্তু পরিখার ভিতরের ছোট পাথরগুলো দেখার চেষ্টা করলো। ওগুলো একটা চতুষ্কোণ গঠনের চার কোণায় বসানো।

BanglaBook.org

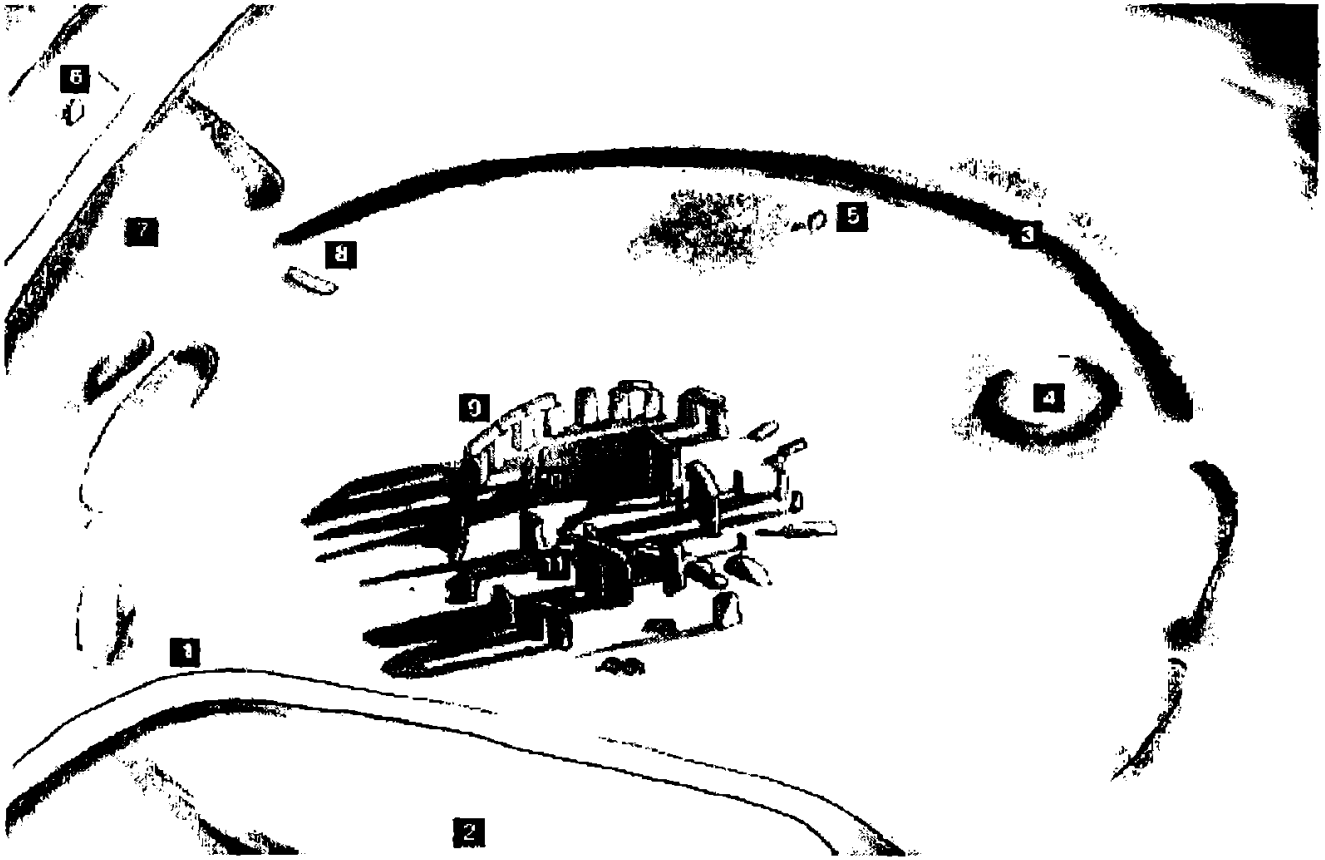

স্টোনহেঞ্জের বর্তমান নকশা

কিছুক্ষণ ওরা পাথরের ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়ালো। দিনের আলো আরো কমে এসেছে।

"বৃষ্টি নামবে," আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো এলিস। মেঘগুলো আগের চাইতে ভারি হয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে, যেন ট্রাইলিথনগুলোর উপর বিশ্রাম নেবে।

গোল্ডফেল্ড মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "এটা ইংল্যান্ড, বুঝলে বৎস। সারাদিন-ই মুষলধারে বৃষ্টি হয়। যখন মুষলধারে হয় না তখন গুঁড়িগুঁড়ি হয়।" উনি ব্লুস্টোনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। "যদি বৃষ্টি নামে তাহলে এগুলোকে ব্লুস্টোন কেন বলা হয় সেটা দেখতে পাবে। পানিতে ভিজলে এগুলোয় নীল আলো প্রতিফলিত হয় আর মনে হয় যেন এগুলো থেকে নীল দ্যুতি বের হচ্ছে।"

গোল্ডফেল্ড এতক্ষণ হাতে ধরে রাখা একটা কাগজের ভাঁজ খুললেন। "এখানে দেখো," বাকি দুজনকে ডাকলেন উনি। তারপর বিজয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন। "স্টোনহেঞ্জের পাথরগুলো যখন খাঁড়া ছিলো তখন এটা দেখতে এরকম-ই ছিলো।"

বিজয় কাগজটা হাতে নিয়ে দেখা শুরু করলো। কিন্তু বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা কাগজের উপর পড়তেই দ্রুত হাতে আবার ওটা ভাজ করে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। ওরা সবাই ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে জ্যাকেট পরে আছে। লন্ডন থেকে রওনা দেওয়ার সময়েই আকাশের অবস্থা দেখে বুঝেছিলো যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কড়াৎ কড়াৎ করে কয়েকবার মেঘ ডেকে উঠলো। পরমুহূর্তেই ঝুপ করে নামলো বৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই আশেপাশের পুরোটা ঝাপসা হয়ে গেলো। যে কয়জন পর্যটক ওখানে ছিলো তারা সবাই কারপার্কের দিকে দৌড় দিলো। শুধু ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলো। ভেজার পর ব্লুস্টোনগুলো দেখতে কেমন হয় সেটা না দেখে বিজয় যাবে না।

বিজয়ের নড়ার কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে গোল্ডফেল্ড তাড়া দিলেন, "চলো চলো। বৃষ্টি আরো জোরে আসবে।"

বিজয় সম্মোহিতের মতো ব্লুস্টোনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ভিজে গেলে অদ্ভুত যাদুকরী একটা চেহারা হয়ে যায় ওগুলোর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও পাথর থেকে ওর দৃষ্টি সরিয়ে এলিস আর গোল্ডফেল্ডের পিছু পিছু গাড়ির দিকে চললো।

গাড়ি চালু হতেই বিজয় ওর হাত মুছে আবার গোল্ডফেল্ডের দেওয়া নকশাটা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। সেসময় ভালোভাবে দেখতে পারেনি। এখন ভালো করে দেখতে দেখতে ওর ভ্রু কুঁচকে গেলো।

ও আগে কখনো স্টোনহেঞ্জে আসেনি। তবে ইন্টারনেটে এই বিখ্যাত পাথরের বৃত্তাকার সজ্জাটার ছবি দেখেছে। সবগুলোই বর্তমান অবস্থার। কিছু খাঁড়া আছে, কিছু হেলে পড়েছে, কয়েকটা হারিয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ডের দেওয়া আঁকা ছবিটায় সম্পূর্ণ স্থাপনাটা আছে। এর আগে কখনো এটা দেখেনি ও।

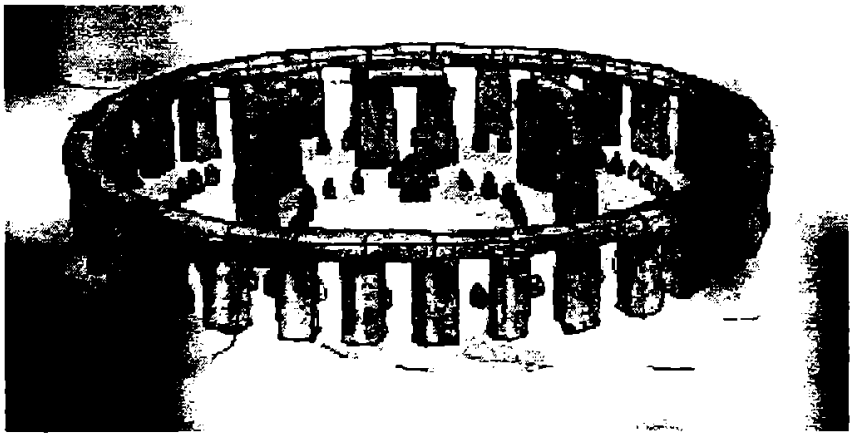

২৪০০ খ্রিস্টপূর্বে স্টোনহেঞ্জকে এমনই দেখাতো

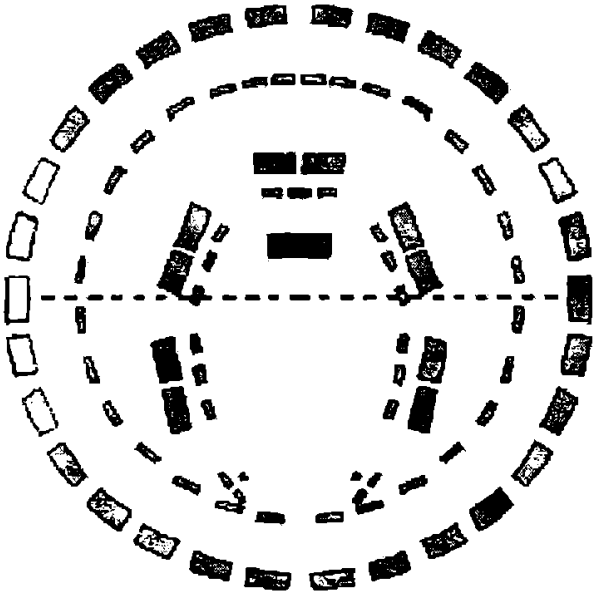

২৪০০ খ্রিস্টপূর্বে উপর থেকে দৃশ্যমান স্টোনহেঞ্জের নকশা

কিন্তু তবুও দেখতে দেখতে ওর কেমন একটা খটকা লাগতে লাগলো।

মনে হতে লাগলো ছবিটা অনেক পরিচিত।

যে জিনিস এর আগে কখনোই দেখেনি সেটা কিভাবে এত পরিচিত লাগতে পারে? ও অনেক ভেবেও কূল পেলো না।

কিন্তু আরো কিছুক্ষণ যেতেই ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলো।

ও যেহেতু এর আগে কখনো এই ছবিটা দেখেনি তার মানে এটার কথা ও কোথাও শুনেছে। কিন্তু কোথায় শুনেছে বা কেন শুনেছে সেটা ও জানে না।

BanglaBook.org

১৯
পিকাডেলি সার্কাস, লন্ডন

অলস ভঙ্গিতে গ্রীষ্মের সূর্যটা পশ্চিমাকাশে ঝুলে আছে। নীচ দিয়ে তুলতুলে মেঘ উড়ে যাচ্ছে অজানায়। বিজয় পাথরের চক্রটার ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ কিরণ এসে চক্রটার ঠিক মাঝখানের পাথরটাকে আলোকিত করে রেখেছে।

পাথরটার গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর খাঁজ কাটা। বিজয় একবার সূর্য আর একবার সেগুলোর দিকে খেয়াল করছে। সূর্য ধীরে ধীরে নীচে নামছে আর আলো বিশাল ট্রাইলিথনগুলোর ফাঁক দিয়ে একটা খাঁজ থেকে অন্য খাঁজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ও ট্রাইলিথনগুলোর বাইরে দিয়ে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আশেপাশের এলাকাটা দেখতে লাগলো।

যতদূর চোখ যায় সবুজে ভরা সমতল বাদে আর কিছু নেই। জায়গায় জায়গায় উঁচুনিচু। দুর্দান্ত দৃশ্য, তবে এটা না অন্য কিছু একটা দেখে বিজয় শ্বাস নিতেও ভুলে গেলো।

পুরো উপত্যকা জুড়ে আরো অনেকগুলো পাথরের স্থাপনা দেখা যাচ্ছে- কোথাও বৃত্তাকারে সাজানো, সেখান থেকে দুপাশে পাথরের সারি বসানো রাস্তা বেরিয়ে এসেছে। পাথরের ঢিবি আর চারকোণা খণ্ডও দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিজয় নিজেকে অন্ধকারের ভিতর আবিষ্কার করলো। আশে পাশে তাকিয়ে দেখে ও হাঁটতে হাঁটতে একটা ঢিবির ভিতর ঢুকে পড়েছে। সূর্যের ক্ষীণ একটা কিরণ ছাড়া ওটার ভিতর আর কোনো আলো নেই।

বুঝতে পারলো যে ও একটা গোলাকার কক্ষের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। কক্ষের ঠিক মাঝের একটা পিলারের উপর এসে সূর্যের আলোটা পড়ছে। এই পিলারটাও পাথরের তৈরি, আর এর মাঝেও খাঁজ কাটা। সূর্যের আলোয় এগুলোও একে একে জ্বলে উঠতে লাগলো।

ওর চারপাশ আবার বদলে গেলো, ও এখন দাঁড়িয়ে আছে উপত্যকাটা থেকে অনেক উপরে। নীচের পাথরের স্থাপনা ভরা মাঠটা দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো একটা দৃশ্য।

BanglaBook.org

নীচের দৃশ্যটা আর আজ সকালে স্টোনহেঞ্জে গোল্ডফেল্ডের দেওয়া কাগজটার নকশার সাথে হুবহু মিল আছে।

বিজয় মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখ পিট পিট করতে করতে চারপাশে দেখছে। মাথাটা ঘুরছে ওর।

কোথায় ও?

তারপরেই ওর ব্যাপারটা খেয়াল হলো। ও এখন এলিসের ভাড়া নেওয়া এপার্টমেন্টে। এই মূহূর্তে ও লন্ডনেই আছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পায়ে স্লিপার পরে নিলো বিজয়। স্বপ্নটা তখনো মাথায় ঘুরছে- যদিও বেশিরভাগটাই আর মনে নেই।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে ছোট কিচেনে এসে ঢুকলো বিজয়। ফ্রিজ খুলে এক বোতল বিয়ার বের করে নিলো। তারপর কাঠের ডাইনিং চেয়ারটাতে বসে চুমুক দিতে দিতে একটু আগে দেখা অদ্ভুত স্বপ্নটার বিচিত্র দৃশ্যগুলোর কথা ভাবতে লাগলো।

বাইরে একটা শব্দ হতেই দেখা গেলো এলো চুলে হাই তুলতে তুলতে এলিস কিচেনে ঢুকছে। বিয়ারের বোতলে চোখ যেতেই ওর ভ্রু কুঁচকে গেলো।

"কি ব্যাপার? এই মাঝরাতে বিয়ার খাচ্ছ?"

বিজয়ের চেহারা দেখে মনে হলো লজ্জা পেয়েছে। তবে এলিস আসায় ওর ভালোই লাগছে। "স্যরি! ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম নাকি?"

এলিস আবারো হাই ছেড়ে একটা চেয়ার টেনে বিজয়ের পাশে গিয়ে বসলো। "একটা শব্দ শুনলাম তাই ভাবলাম যে দেখে আসি কি।" তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি হয়েছে বলো তো?"

বিজয়ে কলেজের কথা মনে পড়ে গেলো। তখন ওরা একসাথেই থাকতো। প্রায়ই দেখা যেত মাঝরাতে বিজয় ঘুম থেকে উঠে নতুন কোনো একটা বুদ্ধি বা চিন্তা বের করতো- আর রহস্যময় কোনো উপায়ে এলিসও সেটা টের পেয়ে যেত। দেখা যেত ও-ও ঘুম থেকে উঠে এসে বিজয়ের সাথে সেসব নিয়ে আলাপ করছে। আর তখনও এলিসে প্রথম প্রশ্নটা হতো, 'কি হয়েছে বলো তো?'

বিজয়ের মনে হলো আবার সেই সময়ে ফিরে গিয়েছে।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। কত আগের কথা এটা। তারপর কত জল গড়িয়েছে। কি উথাল পাথাল প্রেম-ই না ছিলো ওদের মাঝে একসময়। শেষ পর্যন্ত কি হলো?

"তেমন কিছু না," বিজয় জবাব দিলো। সাথে সাথে মনে পড়লো বহু বছর আগে এলিসের প্রশ্নের জবাবে ও সবসময় এই উত্তরটাই দিতো।

"এটাই তো বলো সবসময়," দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হাসলো এলিস। তার মানে ওর-ও মনে পড়ে গিয়েছে সব। "এসব ছাড়ো, ঝেড়ে কাশো দেখি।"

বিজয় ওর স্বপ্নের যেটুকু মনে আছে সেটুকু বললো এলিসকে।

ও এখনও বুঝতে পারছে না যে স্বপ্নটা কি নিয়ে। তবে অবশ্যই স্টোনহেঞ্জে ভ্রমণের কারণেই যে স্বপ্নটা দেখেছে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু পাথরের অন্য স্থাপনাগুলো কোত্থেকে আসলো? ওগুলোর মানে-ই বা কি? স্টোনহেঞ্জের আশেপাশে ওরা আর কিছুই দেখেনি। চারপাশেই মাইলের পর মাইল সমতল ভূমি- ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা মাটির ঢিবি বা পাথরের স্তুপ ছাড়া কিছুই নেই।

সব শুনে এলিসের ভ্রু আবার কুঁচকে গেলো। "তুমি বলছ যে তুমি এই নকশাটা আগেও কোথাও দেখেছ। কিন্তু মনে করতে পারছ না যে কোথায়।" বলে আরেকটা হাই ছাড়লো এলিস। "আমি হলে বলতে পারতাম না যে কোথায় দেখেছি, কারণ গত এক বছরে এত বেশি গবেষণা করা পড়েছে আমার যে চোখে শুধু নকশা আর নকশাই দেখি। আমি নিশ্চিত যে আমি যে নকশা-ই দেখি না কেন, আমার কাছে মনে হবে যে আমি আগেই কোথাও ওটা দেখেছি! কিন্তু কোথায় দেখেছি সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না।" এলিস বিজয়ের দিকে তাকালো, "সম্ভবত তোমারও সেরকমটা হয়েছে। গত বছর জুড়ে তুমি কি করে বেড়িয়েছ তা আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে স্টোনহেঞ্জের নকশাটা তুমি কোনো বই বা ম্যাগাজিনে দেখেছ হয়তো। আর তোমার স্বপ্ন," কথা থামিয়ে আরেকটা হাই চাপলো এলিস, "ওটা পুরোটাই তোমার অবচেতন মনের খেল।"

বিজয়ের ভিতরটা কেমন কেঁপে উঠলো। অনুভূতিটা আসলে ভয়, আশংকা আর উত্তেজনার সমন্বয়। এলিসের কথায় মনের ভিতর হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল হয়েছে বিজয়ের।

বিজয় এলিসের দিকে তাকালো, একেবারে সরাসরি চোখে। এটাও সেই বহু বছর আগের একটা ঘটনা। যখনই বিজয়ের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে- এলিস সবসময়েই পাশে থেকেছে। আর এলিস যদি ব্যাপারটা না-ও বুঝতো তাও কোনো না কোনো ভাবে বিজয়ের সেই কাজটা সম্পন্ন করার প্রভাবক হিসেবে কাজ করতো। এই মুহূর্তেও এলিস একই কাজ করছে।

এত ভালো একটা জিনিস কিভাবে এরকম কুৎসিত একটা ব্যাপারে রূপ নিলো? ও অনেক ভেবেও এর উত্তর পায়নি। ও আসলে একটা গাধা। শুধু নিজেরটা দেখতে গিয়ে ও এলিসকে হারিয়েছে।

এলিস কেমন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনের গভীরে এখনও বিজয়ের জন্যে ওর ভালোবাসাটা অটুট। কিন্তু সেই কারণেই ও অসংখ্যবার কষ্ট পেয়েছে। সেজন্য এখন খুব সাবধানে থাকে।

ওরা চুপচাপ ওভাবেই বসে রইলো। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে আবেগ উপচে পড়ছে, কিন্তু দুজনেই সেটাকে চেপে রেখেছে। অতীতে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে।

BanglaBook.org

কত শত ঘটনা-দুর্ঘটনা।

সময় হয়তো ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতে পারে কিন্তু ব্যথা কখনোই পুরোপুরি সারে না।

আচমকা এলিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। "ঘুমাতে যাই," বললো ও। তারপর বিজয়ের চুল এলোমেলো করে দিয়ে বললো, "এখন আর জেগে থেকো না। তোমাকে আমি চিনি।"

বিজয় চেয়ে চেয়ে এলিসের চলে যাওয়া দেখলো। মন একবার বলছে এলিসের পিছু পিছু যেতে তারপর ওকে হাত ধরে টেনে এনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিতে। কিন্তু আবার কিছু একটা ওকে সেটা করতে না করছে। অপরাধবোধে ছেয়ে দিচ্ছে মন। রাধা মারা গিয়েছে এক বছর হয়েছে কেবল। এর মাঝেই ও অন্য আরেকজনের প্রতি আকর্ষণ অনুচব করা শুরু করেছে। ব্যাপারটা ওর নিজের কাছেই ভালো ঠেকছে না।

"কি হয়েছে?" কিচেনের দরজা খুলে ঢুকতে ঢুকতে বললো হ্যারি। এপার্টমেন্টের তিন নম্বর বেডরুমে থাকে ও। ওরও ঘুম আগেই ভেঙ্গেছে কিন্তু বিজয় আর এলিস কথা বলছে দেখে ওদেরকে বিরক্ত করেনি।

বিজয় মাথা ঝাঁকালো, "কিছু নাহ।"

হ্যারি বুড়ো আঙুল উঁচু করে থাম্বস আপ দেখিয়ে আবার নিজের বেডরুমে ফিরে গেলো। বিজয় একাই বসে রইলো কিচেনে।

বিজয় তাকিয়ে দেখলো যে বিয়ারের বোতল খালি হয়ে এসেছে। ও উঠে আরেকটা নিয়ে এলো।

আবার ও স্বপ্নটা নিয়ে ভাবতে বসলো। এলিসের কোন কথাটায় ওর খটকা লাগছিলো? ও মন প্রাণ দিয়ে সেটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলো।

সহসা-ই ও ধরতে পারলো ব্যাপারটা।

প্রথম তৈরি করার পর স্টোনহেঞ্জের চেহারার নকশা আঁকা ছবিটা ওর কাছে খুব পরিচিত ঠেকছিলো, কিন্তু কারণটা ও ধরতে পারছিলো না।

ও এখন কারণটা জানে। আজ সকালের এ ডেজা ভ্যু (ঘটনাটি আগেও ঘোটেছে এরকম অনুভূতি) হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে।

বিজয় এর আগেও নকশাটা দেখেছে। কিন্তু তখন ও জানতো না যে নকশাটা আসলে স্টোনহেঞ্জের।

BanglaBook.org

২০

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন, লন্ডন

"আমি বুঝতে পারছি না ওখানে কেন যেতে চাচ্ছেন," গোল্ডফেল্ড বললেন। "জায়গাটাতো অনেক দূর।"

আজ সকালে এলিসের ঘুম ভাঙ্গতেই বিজয় এলিসকে ওর পরিকল্পনার বিস্তারিত খুলে বলে। সকালের নাস্তার পরপরই ওরা হ্যারিকে সাথে নিয়ে গোল্ডফেল্ডের বাসায় চলে এসেছে।

দুজনের কেউই ভুলেও কাল রাতের ব্যাপারটা তুলছে না। ব্যাপারটা ওদের জন্যে খুবই নাজুক আর স্পর্শকাতর একটা ব্যাপার। দুজনের কেউই এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আলাপ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত না।

"স্টোনহেঞ্জের আশেপাশে কি আর কোনো পাথরের স্থাপনা আছে?" গোল্ডফেল্ডের বসার ঘরে ঢুকে বসার আগেই প্রশ্নটা করলো বিজয়।

"উমম," চিন্তায় পড়ে গেলেন গোল্ডফেল্ড। "এভিবুরি বলে একটা জায়গা আছে, ওটাও স্যালিসবুরি উপত্যকার ভিতরেই পড়েছে। স্টোনহেঞ্জের কাছেই। আর আছে উডহেঞ্জ আর ডারিংটন ওয়াল। ডারিংটনে অবশ্য পাথরের চক্র নেই, বেশিরভাগই হেঞ্জ। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ওখানেও এক সময় বিশাল পাথরের স্থাপনা ছিলো।"

"কোনো মাটির ঢিবি জাতীয় কিছু আছে?" বিজয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে তাকালেন গোল্ডফেল্ড। "স্টোনহেঞ্জের আশেপাশে কয়েকটা শিলাস্তুপ আছে, উপত্যকার ভিতরে।"

বিজয় মাথা নাড়লো। "শিলাস্তুপ না, মাটির ঢিবি। ভিতরে ঢোকা যায় এমন ঢিবি। সূর্যের আলো দরজা দিয়ে ঢুকে ঢিবির ভিতরের ঘরকে আলোকিত করে তোলে।" স্বপ্নে দেখা মাটির ঢিবিটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে বিজয়ের।

গোল্ডফেল্ড ঠোঁট চেপে চিন্তা করতে লাগলেন। "স্টোনহেঞ্জের আশেপাশে ওরকম কিছুর কথা তো জানি না। স্কটল্যান্ডে কিছু সমাধিক্ষেত্রের কথা শুনেছি ওরকম, বিশেষ করে অর্কনী দ্বীপের গুলো।"

"ওখানে যাওয়া যাবে?" মুহূর্ত দেরি না করে বললো বিজয়। স্টোনহেঞ্জের নকশাটা কোথায় দেখেছে সেটা বোঝার পর থেকেই ওর মাথায় এটা ঘুরছে। জীবনে

BanglaBook.org

দেখা অনেকগুলো নকশার ভিতর এটা একটা কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানি মেটাতেই ও একটাবার চেষ্টা করে দেখতে চায় ব্যাপারটা মেলে কিনা। অবশ্য ও লন্ডনে যে কারণে এসেছে তার সাথে এটার কোনো সম্পর্কই নেই, কিন্তু ওর কাজটা যখন হচ্ছে না তখন এটা নিয়ে কাজ করতে ওর ভালোই লাগছে। আর ওর ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে ও দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করবে। যদিও ও এখনও জানে না যে ব্যাপারটা কোন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কিন্তু ওর মন বলছে এই ধাঁধার জবাবটা খুঁজে বের করা জরুরি।

"অর্কনী দ্বীপতো অনেক দূরে," গোল্ডফেল্ড বললেন। "বিমানে করেই দুই ঘণ্টা লাগবে। তবে যদি আসলেই ভালো কিছু পাথরের সমাধিক্ষেত্র দেখতে চান তাহলে আমরা ওয়েলসের ব্রিন কেথলীথী (Bryn Celli Ddu) আর বারক্লোডিয়াহ গাওরেস (Barclodiad y Gawres)-এ যেতে পারি। ওটা কাছেই। ট্রেনে করে অ্যাংলিসি দ্বীপের হলিহেডে গেলেই হবে। ওখানেই সবচে বিখ্যাত মাটির ঢিবিগুলো আছে। একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখা যাবে।"

"এখনই রওনা দেওয়া যায় না?" গোল্ডফেল্ডের বলা মাটির ঢিবিগুলো দেখতে বিজয়ের আর তর সইছিলো না।

তখনি গোল্ডফেল্ড বিজয়কে এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। হঠাৎ করে বিজয়ের এই অস্থিরতার কারণ উনি ধরতে পারছিলেন না।

এমনকি এলিসও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। কিন্তু ও বিজয়কে খুব ভালোমতোই চেনে। ও যদি কিছু করতে চায় আর করার কারণটা না বলতে চায় তাহলে বোমা মেরেও সেটা ওর পেট থেকে বের করা যাবে না। সময়মতো ও ঠিকই কারণটা বলবে তবে যখন ওর ইচ্ছে হবে তখনই। তাই যখন বিজয় ওকে বলেছে যে ও আসলে কি করতে চাচ্ছে, ও কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বিজয়ের কথামতো কাজ করতে রাজি হয়ে গিয়েছে।

"একটা জিনিস চেক করে দেখতে চাই," নিতান্ত অনিচ্ছায় বললো বিজয়।

গোল্ডফেল্ড আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এলিসের চোখে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন। "আচ্ছা, ঠিক আছে," বহু কষ্টে নিজের কৌতূহল দমন করলেন উনি। "এখনই যাওয়া যাক তাহলে।"

"আমি যাত্রার সব ব্যবস্থা করছি," নিজের মোবাইল ফোনটা বের করতে করতে হ্যারি বললো। ফোনে ফোনেই ও ওদের ট্রেনের টিকিট আর হলিহেডে গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেললো। তারপর ফোন রেখে বললো, "হয়ে গিয়েছে। চলুন যাওয়া যাক।"

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ডের গাড়িতে করে ওরা লন্ডনের ইউস্টন স্টেশনে যাবে। সেখান থেকে বিরতিহীন একটা ট্রেনে করে সোজা হলিহেড।

বিজয় চুপ মেরে গিয়েছে। ও মাথায় শুধু ঘুরছে আজ কি দেখবে সেটা। স্বপ্নে দেখা ঢিবিগুলোর সাথে হলিহেডের ঢিবিগুলোর কতটা মিল পাওয়া যাবে? অবশ্য ওর ধারণা যে সত্যি এ ব্যাপারে ও মোটামুটি নিশ্চিত, তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়।

আর এই যাত্রাতেই নিশ্চিত হওয়া যাবে আসলে ও সঠিক দিকে আগাচ্ছে কিনা।

BanglaBook.org

২১

ব্রিন কেথলীথী
অ্যাংলিসি, নর্থ ওয়েলস

গোল্ডফেল্ড ল্যান্ড রোভারটাকে রাস্তার মাথায় দাঁড় করালেন। রাস্তাটা ওখানে চওড়া হয়ে একটা পার্কিং স্পেসের মতো আকৃতি নিয়েছে। হলিহেডে নামার পর থেকে সূর্য মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। বাতাসেও কেমন ঠাণ্ডার ছোঁয়া। বিখ্যাত ব্রিন কেথলীথী যে খামারটার মাঝে পড়েছে সেটার বাইরে কাউকে না দেখতে পেয়ে ওরা তাই অবাক হলো না।

বিজয়ই প্রথম গাড়ি থেকে নামলো। ওর পিছু পিছু নামলো হ্যারি আর এলিস। সবার পিছনে যোগ দিলেন গোল্ডফেল্ড। ওখান থেকে সরু একটা রাস্তা সমাধিক্ষেত্রটার দিকে চলে গিয়েছে। ওরা তাই এক সারি করে সেদিকে আগাতে শুরু করলো।

রাস্তাটার বামেই ছোট একসারি বেড়া। তার ওপাশে গরু আর ভেড়া চরতে দেখা যাচ্ছে। বেড়ার পাশ ঘেঁষেই সরু একটা খাড়ি। পশুগুলো তৃষ্ণা মেটাতে সেখানে জড়ো হয়েছে।

জায়গায় জায়গায় তীরচিহ্ন দিয়ে ঢিবিগুলো কোনদিকে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা সেটা অনুযায়ী আগাতে লাগলো। দুপাশে বেড়া- তার মাঝ দিয়ে ওরা এগিয়ে চলছে। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা যে মাঠে ঢিবিগুলো আছে সেটার গেটের কাছে চলে এলো।

সমাধিক্ষেত্রটা মাঠের প্রায় মাঝামাঝি। ঘাসে মোড়া ছোট ছোট কয়েকটা ঢিবি দেখা গেলো সেখানে।

কাছাকাছি যেতে যেতে বিজয় হতাশ হয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখা ঢিবিটার সাথে এর কোনো মিলই নেই।

একটু পরেই ও নিজেকে নিজে বুঝ দিলো যে ওর স্বপ্নটাতো আর কোনো বাস্তবে দেখা সমাধিক্ষেত্রের সাথে মিলবে না। ওটা সৃষ্টি হয়েছে ওর কল্পনা থেকে- মস্তিষ্কের জটিল আর রহস্যময় সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বাস্তবের সাথে তাই তার মিল সামান্যই।

BanglaBook.org

"এটা পিছনের দিক," গোল্ডফেল্ড বললেন। ওখান থেকে ঢিবিটার গায়ে পশ্চিম দিকে মুখ করা একটা সরু ফাটল দেখা গেলো। "ঢোকার রাস্তা সম্ভবতো উল্টো দিকে।"

বিজয় খেয়াল করলো যে ঢিবিটার চারপাশে প্রায় দেখা-ই যায় না এরকম চিকন একটা পরিখা আছে। ওটার পাশে কয়েকটা পাথর দাঁড় করানো। ঢিবিটাও চক্রাকার একসারি পাথর দিয়ে ঘেরা।

পূর্ব দিক থেকে ব্রিন কেথলীথী -র বাইরের দৃশ্য

ওরা ঘুরে উল্টোপাশে আসতেই প্রবেশপথটা দেখা গেলো। মাটির ভেতর ছোট একটা চেরা- দুপাশে আবার পাথর বসানো। সেটাকেই ভিতরে ঢোকার দরজা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজয় সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। তবে দরজাটা অনেক নীচু হওয়ায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হলো। বাকিরাও ঢুকলো ওর পিছনে।

দরজা পেরোতেই দেখা গেলো পাথরে বানানো ছোট একটা কক্ষ। এই পাথরগুলোতে কোনো একটা স্ফটিকজাতীয় কিছু আছে, কারণ দরজা চুইয়ে আসা এই ক্ষীণ আলোতেও দেখা গেলো দেয়ালটা জ্বলজ্বল করছে।

কক্ষের ভিতরের লম্বা পিলারটা চোখে পড়তেই বিজয় নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেলো। অবশ্য পিলারটা কক্ষের ঠিক মাঝে বসানো না–প্রবেশ মুখের ঠিক পাশেই ওটা। তবে স্বপ্নে দেখা পিলারটার মতোই এতেও খাঁজ কাটা।

"এখানকার খোদাইগুলো দেখুন," গোল্ডফেল্ড একপাশের দেয়ালে আঁকা কিছু নকশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "এই কাপের মতো নকশা আর এই

BanglaBook.org

প্যাচানো নকশাগুলো," বলে উনি দেয়ালের একটা পাথরের চাই-এর দিকে দেখালেন, "এই ধরনের স্থাপনাগুলোয় এই নকশাদুটো প্রায়ই দেখা যায়।"

বিজয় যদি আর একদিন আগে এখানে ঘুরতে আসতো, তাহলে এই খাঁজগুলো কেন স্বপ্নে দেখলো সে ব্যাপারে ভেবে মরতো।

কিন্তু গত রাতে ওর মনে যে উপলব্ধিটা হয়েছে তাতে ওর কোনো সন্দেহ নেই ও কোথা থেকে তথ্যটা পেয়েছে।

ও চারপাশে তাকিয়ে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। ওর ধারণা সঠিক কিনা তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন ছিলো। সেটা করার পর মনে হচ্ছে ও ঠিক পথেই আছে।

"অন্যটাও দেখি চলুন," তাড়া দিলো বিজয়।

গোল্ডফেল্ড অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। "আরে আমরা মাত্র এখানে আসলাম," আরো কিছু বলার আগেই এলিসের কনুই-এর গুতো খেয়ে ওখানেই থেমে গেলেন গোল্ডফেল্ড। বিজয় এর মধ্যেই বের হওয়ার জন্যেই পা বাড়িয়েছে। "আচ্ছা আচ্ছা," বলে বিজয়ের পিছু নিলেন গোল্ডফেল্ড। পিছনে পড়ে রইলো মলিন আলোয় ভরা নিস্তব্ধ কামরাটা।

BanglaBook.org

২২

খ্রিস্টপূর্ব ২০০২ সাল

সিন্ধু নদীর কাছাকাছি, বর্তমানে আধুনিক পাকিস্তান

সেমিরামিস চেহারা কুচকে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাথার খোপা করা লম্বা চুল ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আছে। সদা উজ্জ্বল আর তরতাজা চেহারা জুড়ে দুশ্চিন্তার রেখা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ শারীরিক আর মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে।

সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো তার আসল বয়স বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। উনি জানেন যে উনি না থাকলে ওনার সৈন্যরা স্থাভারাপতির সেনাবাহিনির সামনে টিকতে পারবে না। এর আগে সবসময় উনিই তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, বলা যায় হাতে ধরে জয়ের বন্দরে নিয়ে গিয়েছেন। ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে সেমিরামিসের উপস্থিতি, তার রণকৌশল আর নেতৃত্বে এতটাই অভ্যস্ত যে ওনাকে ছাড়া ওরা বৃষ্টিহীন বাগানের মতোই নেতিয়ে পড়বে।

তবে সমস্যা হচ্ছে, ওনার ধারণার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি ওনার সৈন্যদল পিছু হটতে শুরু করেছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ওনার অনুমানের চাইতে অনেক বেশি হয়েছে।

সেমিরামিস ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেন। চাইলে উনি এই যুদ্ধ জিততে পারেন। আগের সমস্ত যুদ্ধ যেমন জিতেছেন। কিন্তু তার জন্যে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে।

এই নিয়ে দিনে দ্বিতীয়বার উনি একটা ধাক্কা খেলেন। প্রথম ধাক্কাটা ছিলো নিনেভে থেকে যে খবরটা এসেছে সেটা।

"সৈন্যদের সবাইকে একসাথে জড়ো হতে বলো," আদেশ দিলেন সেমিরামিস। "ওদেরকে ফিরে আসতে বলো। ওদেরকে এখন আর লাগবে না। কিন্তু আমরা মাথা উঁচু করেই এখান থেকে যাবো।"

দুজন ঘোড়সওয়ার সাথে সাথে সামনের দিকে ছুটে গেলো। সামনে ধূলোর মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ওদিক দিয়েই অ্যাসিরিয়ানরা পালাচ্ছে।

সেমিরামিস নদীর দিকে আগালেন। সাথে ওনার সাথে মরুভূমির গভীরে যাওয়া বাকি সৈন্যদল। একটা ঠেলাগাড়িতে করে ওরা সেমিরামিসের গুপ্তধন বহন করে নিয়ে চলেছে।

BanglaBook.org

যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে অ্যাসিরিয়ান আর এখানকার সৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। রক্ত মেখে আছে পুরো জায়গাটায়। লাশ পচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে।

সেমিরামিস তার ছোট দলটা নিয়ে সিন্ধুর তীরে পৌঁছে অপর পাড়ে চাইলেন। নদীর উপরের সেতুটা দেখে মনে হচ্ছে কসাইখানা। পানিতে ভাসছে অসংখ্য লাশ। কি ভয়াবহ যুদ্ধ এখানে হয়েছে সেটার সাক্ষ্যই দিচ্ছে যেন।

সেমিরামিস বুঝতে পারলেন যে এখানে কি হয়েছিলো। অ্যাসিরিয়ানরা সর্বশেষ এই সেতুর উপরেই প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়। দুঃসাহসিক আক্রমণ সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

সংখ্যায় নাকি কৌশলে- কোনদিক থেকে অ্যাসিরিয়ানরা পিছিয়ে পড়েছিলো তা সেমিরামিস জানেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এই সেতু দিয়েই পালাতে বাধ্য হয়। অনেকেই পুরো সেতুটা পার হয়ে পারেনি, শত্রুর আক্রমণে কাটা পড়েছে। কেউ আতংকিত হয়ে পালাতে গিয়ে পায়ের নীচে চাপা পড়েছে।

তারপর নদীর এই পাড়ে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেমিরামিসের লোকেরা সাহসের সাথে লড়াই করে। চারপাশে স্থাভারাপতির সৈন্যদের অগণিত লাশ-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেমিরামিসের সৈন্যরা কতটা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারেনি। তাছাড়া এদিকে সেমিরামিস যুদ্ধক্ষেত্রে নেই আর সম্ভবত ওরা ভেবেছিলো উনি আর ফিরবেন না- এই ভয়টাই ওদেরকে পেয়ে বসেছিলো। সে কারণেই ওরা পিছু হটে।

সেমিরামিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওদেরকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। উনি কথা দিয়েছিলেন যে তিনদিনের মাঝে উনি ফিরে আসবেন।

কিন্তু আজ প্রায় এক সপ্তাহ পর উনি ফিরে এসেছেন।

"ওপাড়ে যাও," সেমিরামিস আদেশ দিলেন। "রাজাকে গিয়ে বলো যে আমি কথা বলতে চাই। বলো যে তাদের মহামূল্যবান গুপ্তধনটা এখন আমার হাতে। যদি সে চায় তাহলে আমি তাকে জিনিসটা নিজে চোখে দেখার একটা সুযোগ দেবো..."

একজন সৈন্য মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত হাতে একটা গাছের ভাঙ্গা ডাল আর এক টুকরো ছেড়া কাপড় দিয়ে একটা সাদা পতাকা বানিয়ে ফেললো।

তারপর সেটা সামনে তুলে ধরে নিঃশঙ্কচিত্তে সেতু পার হয়ে শত্রুশিবিরের দিকে এগিয়ে চললো।

BanglaBook.org

২৩

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর

জৌনগড় দুর্গ

দুর্গের ভিতর লাইব্রেরি অফ দ্য নাইন-এর মাইক্রোফিল্ম রাখার গোপন ঘরটায় বসে আছে বিজয়।

আড়াই বছর আগে ওর চাচা বিক্রম সিং নৃশংসভাবে খুন হন। উনি ছিলেন একজন নিভৃতচারি অবসরপ্রাপ্ত পারমাণবিক বিজ্ঞানী। থাকতেন রাজস্থানের প্রাচীন এক দুর্গে। সে সময় ভারতীয় সরকারের হয়ে কাজ করছিলেন বিক্রম। খুন হওয়ার মিনিটখানেক আগে উনি বিজয়ের সাথে ফোনে কথা বলেন। বিজয় তখন ছিলো সান জোসেতে নিজের অফিসে। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বিজয় ওনার কাছ থেকে পাঁচটা ই-মেইল পায়।

ই-মেইলগুলো পড়ে বিজয় কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়, কারণ ওর কাছে ওগুলো বকোয়াজ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিলো না। কিন্তু চাচার শেষকৃত্যে যোগ দিতে ভারত যাওয়ার পর বিজয় বুঝতে পারে যে বিক্রম সিং ওর সাথে ঐ আজব ই-মেইলগুলোর সাহায্যে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। ও বুঝতে পারে যে ই-মেইলগুলোর মাঝে নিশ্চিত কোনো গুপ্ত বার্তা আছে, আর ওকে সেগুলো উদ্ধার করতে হবে।

চাচার দেওয়া সূত্র ধরে আর বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বিজয় সারা ভারত চষে ফেলে। দুই হাজার বছরের পুরনো একটা ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে সে-ই আশোক দ্য গ্রেটের সময়কার একটা রহস্য উদঘাটন করে ও। তখনই ব্রাদারহুড অফ দ্য নাইন আননোন মেন নামের একটা গুপ্তসংঘের খোঁজ মেলে। সম্রাট অশোক ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সংঘের সদস্যেরা দ্য নাইন নামেই পরিচিত। প্রচলিত কিংবদন্তি মতে এনাদের অবদান ছিলো শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের উপর নয়টি বই লেখা। কিন্তু বিজয় আর ওর বন্ধুরা আবিষ্কার করে যে অশোকের প্রতিষ্ঠিত এই দ্য নাইন আসলে মহাভারতের একটা গোপন জিনিসের সুরক্ষা আর বাকি পৃথিবী থেকে সেটাকে লুকিয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কারণ অশোকের মতে সেই জিনিসটা ছিলো খুবই ভয়ানক। ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাই সম্রাট সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন যাতে

BanglaBook.org

জিনিসটা ভুল কারও হাতে না পড়ে। আর প্রচলিত কিংবদন্তিটা হলো দ্য নাইন-এর আসল উদ্দেশ্য ঢাকতে একটা ধুম্রজাল মাত্র। পৃথিবী তাই শুধু নয়টা বইয়ের কথা-ই জানে কিন্তু আসলে কোন জিনিসটা রক্ষা করতে এবং চিরতরে লুকিয়ে রাখতে দ্য নাইন প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সেটা জানে না।

বিজয় আর ওর বন্ধুরা সেই রহস্য উদঘাটনে সফল হয়। কিন্তু ওদের পিছু নিয়ে একটা সন্ত্রাসবাদী দলও প্রায় দুই হাজার তিনশ বছর ধরে লুকিয়ে রাখা সেই জায়গাটায় পৌঁছে যায়। অবশেষে যে গুহায় রহস্যটা লুকানো ছিলো সেটা ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে ধ্বংস হয় মহাভারতের সেই রহস্য যা আশোক এত কষ্ট করে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

যাই হোক, বিজয়ের জন্যে চমকের তখনো বাকি ছিলো। ও জানতে পারে যে সমসাময়িক সময়ে বিক্রম-ই ছিলেন ঐ গুপ্তসংঘের সর্বশেষ সদস্য। সেই সাথে বিক্রম সিং ছিলেন লাইব্রেরি অফ দ্য নাইনের তত্ত্বাবধায়ক। এই লাইব্রেরিটায় এত প্রাচীন কালের পুঁথি আছে যে যুগের কথা আজ মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। বিক্রম সিং সেই সব লেখাকে মাইক্রোফিল্মে তুলে তার দুর্গের ভিতর এক গোপন কক্ষে রেখে দিয়েছিলেন। খুন হওয়ার সময়টাতে উনি এগুলো অনুবাদের কাজ করছিলেন।

বিজয় জানে না এই পুঁথিগুলোর উৎস কি। তবে ওর ধারণা এই লাইব্রেরি আর মহাভারতের মাঝে কোনো না কোনো একটা যোগসূত্র আছে। কিন্তু সেই যোগসূত্রটা যে কি সেটা ও বের করতে পারেনি।

তবে ও দ্য অর্ডার নামের একটা গোপন সংস্থার খোঁজ পেয়েছে। আড়াই বছর আগে এই দ্য নাইনের রহস্য উদঘটনের সময়েই একটা প্রাচীন পুঁথিতে আশোক এর সাথে সাথে এদের কথার উল্লেখ পায়।

একটা একটা মাইক্রোফিল্ম পড়ছে আর উত্তেজনায় বিজয়ের হাত কাঁপছে।

স্বপ্নের কথা শোনার পর এলিস যে মন্তব্য করেছিলো তাতে বিজয়ের পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। ও কোথায় এই স্টোনহেঞ্জের নকশা, ব্রিন কেথলীথী, বারক্লোডিয়াহ গাওরেস আর এভাবুরির পাথরের চক্রটা দেখেছে সেই স্মৃতিটা একদম বিদ্যুচ্চমকের ওর মনে পড়েছে।

দ্য নাইনের গোপন লাইব্রেরিতে! এইতো কয়েক মাস আগেও ও একবার মাইক্রোফিল্মগুলো ঘেটে দেখেছে। দ্য অর্ডারের উৎপত্তি সম্পর্কে জানবে সেই আশায়। প্রায় সব রেকর্ড ঘাটা শেষ কিন্তু যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে এখনও। দ্য অর্ডার সম্পর্কে নতুন একটা তথ্যও ও বের করতে পারেনি।

তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত। ওর স্বপ্নটা ও এমনি এমনি কোনো কারণ ছাড়া দেখেনি। স্বপ্নে যা যা দেখেছে অবশ্যই সেগুলো কোথাও না কোথাও সত্যি আছে।

BanglaBook.org

ওর স্বপ্নে দেখা প্রথম পাথরের চক্রটার কথাই ধরা যাক। পাথরের চক্রটাকে ঘিরে অসংখ্য পাথরের স্থাপনা–পাথর বিছানো রাস্তা, পাথর দিয়ে বানানো বসার জায়গা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথরের চাই কিংবা আরো অনেকগুলো পাথরের চক্র–এসবই দেখেছে ও স্বপ্নে। আর কয়েকমাস আগে এই রুমে বসেই ও এই সবকিছুরই নকশা নিজ চোখে দেখেছে।

এখন ওর কাজ হচ্ছে সঠিক মাইক্রোফিল্মটা খুঁজে বের করা। ও জানে না সেটা করতে ঠিক কতক্ষণ লাগবে, তবে সেটা বের না করে ও ক্ষান্ত হবে না।

আচ্ছা লাইব্রেরি অফ নাইনে কোত্থেকে স্যালিসবুরি উপত্যকার পাথরের স্থাপনা আর ওয়েলেসের মাটির ঢিবির আকাশ থেকে দেখা নকশাটা আসলো?

BanglaBook.org

২৪
রিজেন্ট'স পার্ক, লন্ডন

ডি কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারায় একই সাথে নির্মমতা আর সন্তুষ্টি খেলা করছে। ও যাকে বিজয় আর এলিসকে অনুসরণ করতে পাঠিয়েছিল সে যখন খবর দিলো যে ওরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছে আর তারপর সল গোল্ডফেল্ডকে ফোন দিয়েছে তখনই বুঝেছে যে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। দেখা যাচ্ছে ওর সন্দেহই সত্যি।

এখন সবই খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। ভারতে কেএস এর সাথে বিজয়ের দেখা করার প্রসঙ্গে ওকে আগেই জানানো হয়েছিলো। দ্য অর্ডার সন্দেহ করছে যে হারানো প্রিজমটা সম্পর্কে কেএস বিজয়কে কিছু একটা জানিয়েছে। নয় মাস আগে বিজয় প্রথম যখন লন্ডন আসে, তখন অর্ডারের আরেকজন সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ওর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যে। কিন্তু তখন কোনো লাভ হয়নি। প্রথমত অর্ডার বিজয় আর ওর বন্ধুদের উপর ঠিকমতো নজর রাখতে ব্যর্থ হয়, আর বিজয়ও আচমকা একদম অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে ফিরে যায়।

এরপর আর নতুন কিছু ঘটেনি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে বিজয় আবার লন্ডন এসে হাজির হয়েছে। এবার সাথে এলিস।

ডি সন্দেহ করছে যে ওরা কিছু একটার পিছনে লেগেছে। কারণ বিজয় এমনি এমনি এলিসের মতো একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যাবে না। তার উপর এলিস নিজেও গত বছর আলেকজান্ডারের গুপ্ত রহস্য উদ্ধারের অভিযানে ছিলো।

তবে মূল ঝামেলাটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্যে লোক রাখা হয়েছে। পেত্রভস্কি থেকে শুরু করে হাপীর যাকেই ওদের পিছনে লাগিয়েছে তাদের সবাইকেই পেদম পিটিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ফলে এবারেও ওদের উপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

ডি জানে না বিজয় আর এলিস প্রিজমের লেখাগুলোর গুরুত্বটা ধরতে পেরেছে কিনা বা দ্য অর্ডারের মতো ওরাও একই সূত্র ধরে আগাচ্ছে কিনা। কিন্তু ওর কাছে এসবের কোনো দাম নেই। এটা পরিষ্কার যে বিজয় আর এলিস এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা করছে যার জন্যে পেশাদার পাহারাদার ভাড়া করার দরকার হয়েছে।

BanglaBook.org

ডি-র কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব কোনোভাবেই প্রকাশ না করা। ও চাইলে আরো লোককে কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু ভেবে দেখলো যে মাত্র দুজনকে অনুসরণ করে তারা কি করছে সেটা দেখার জন্যে সেটা করা ঠিক হবে না। আর অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। দেখা গেলো দুই দলের মাঝে লন্ডনের রাস্তায় গোলাগুলি বেঁধে গিয়েছে। মিশনের-ই ক্ষতি হবে তাতে।

তাই ও আর কাউকে ওদের পিছনে লাগায়নি। এলিস আর বিজয় যা ইচ্ছা করুক। যতক্ষণ ওরা ওর কাজে বাগড়া না দিচ্ছে ততক্ষণ ওর তাতে কিছু যায় আসে না। তবে যদি ওরা ওর কাজে কোনো বাধার সৃষ্টি করে তাহলে ও ফন ক্লুয়েকের মতো অত দয়া দেখাবে না। গত দুই বছর ধরে বিজয় অর্ডারের কাজ কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করেই যাচ্ছে, কিন্তু ফন ক্লুয়েক কিছুই বলছে না। আর সহ্য করা যায় না। দেড় বছর আগে ফন ক্লুয়েক ওর মিশনে সফল হয়েছে বলে তার মানে এই না যে বিজয়কে ছাড় দিতেই থাকতে হবে।

এতে অবশ্য অর্ডারের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। বিজয় আর ওর বন্ধুদেরকে অনুসরণ করা বা ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া ডি-র কাজ না। ওকে মিশনের দায়িত্ব দেওয়ার সময়েই এটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে মূল মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর মূল মিশনের ক্ষতি হোক ও সেটা কোনোভাবেই চায় না।

ডি বুঝতে পারছে যে ওকে অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

বহু চিন্তা ভাবনার পর ডি ওর টেকনিশিয়ানদের নির্দেশ দিয়েছে বিজয় আর এলিসের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে।

কাজ হয়েছে তাতে। ওর লোকেরা প্রায় দেড় বছর আগে বিজয়কে পাঠানো কেএস এর একটা ই-মেইল খুঁজে পেয়েছে। সেখানে বিজয়কে দেখা করতে বলা হয়েছে। তবে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওরা এলিসের একটা ই-মেইল খুঁজে পেয়েছে। সেটাতে এলিস গোল্ডফেল্ডকে কিছু ছবি পাঠিয়েছে। ছবিগুলো যে সে ছবি না। এটা সেই প্রিজমের ছবি যেটা দ্য অর্ডার যুগ যুগ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দ্য অর্ডার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রিজমটার কথা জানে। গত বছর ওরা ওটা চুরি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফলে প্রিজমটা যাদুঘরের ভিতর কড়া নিরাপত্তায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ডি দীর্ঘদিন ব্যয় করেছে কিভাবে ওরা প্রিজমটা দখল করবে সেই পরিকল্পনা করে। কিন্তু কার্যকরি কিছুই বের করতে পারেনি।

কিন্তু এখন আর ওসবের কোনো দরকার নেই। এখন ওর কাছে শুধু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রিজমটার ছবি না, এতদিন ধরে খুঁজে চলা দ্বিতীয় প্রিজমটার ছবিও আছে। অর্ডার সবসময়েই সন্দেহ করে এসেছে যে কেএস এই প্রিজমটার সন্ধান জানে। সেই সন্দেহই আজ প্রমাণিত হলো।

অবশেষে অর্ডার তার অন্যতম আরাধ্য প্রজেক্টের কাজ শুরু করতে পারবে এখন।

আর ডি-র কাজ হচ্ছে প্রিজমের লেখাগুলোর মানে বের করতে পারবে এমন কাউকে খুঁজে বের করা।

BanglaBook.org

পর্ব ৩

২৫

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর

১ তারিখ

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন, লন্ডন

গোল্ডফেল্ড অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছেন। "আপনি বলতে চাচ্ছেন স্টোনহেঞ্জের নকশা, ব্রিন কেথলীথী, এভাবুরির পাথরের চক্র আর আপনি জীবনে নামও শোনেননি এমন সব মেগালিথ (পাথরের স্থাপনা)- সব দুই হাজার বছর আগে বানানো? এটা তো বিশ্বাস করা শক্ত।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি জানি যে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি কিভাবে এই তথ্যটা পেয়েছি সেটা আপনাকে জানাতাম। সেটা সম্ভব না। কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্যি। আমি নিজের চোখে নকশাগুলো দেখেছি।"

গোল্ডফেল্ড এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন ঝাঁকি দিয়ে অবিশ্বাস দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। "তার উপর আপনি বলছেন যে ওই নকশায় নাকি এমন কিছু আছে যেগুলো বর্তমানে আর নেই- অন্তত আপনি যেগুলোতে গিয়েছেন সেগুলোতে নেই।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো কথাটায়। "আমি মাত্র দুটো স্টোনহেঞ্জ, ব্রিন কেথলীথী আর বারক্লোডিয়াহ গাওরেস-এ গিয়েছি। আর এভাবুরির পাথরের চক্রটার ছবি দেখেছি। এর মাঝে কমপক্ষে তিনটা জায়গায় আমি যা দেখেছি বা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আসলেই জায়গাটা কেমন হতো বলে ধারণা করছেন তার সাথে ভারতে আমার দেখা ঐ দুই হাজার প্লাস বয়সী নকশাটার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।"

"আপনার দেখা নকশাগুলো যে আসল এ ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?" গোল্ডফেল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

বিজয় ইতস্তত করতে লাগলো। দ্য নাইনের গোপন নথিপত্র ও দেখার সুযোগ পায় এ কথা উল্লেখ না করে কিভাবে ও বিষয়টা ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে না। ও গত কয়েকদিন মাইক্রোফিল্মগুলো নিয়েই পড়ে ছিলো। দিনে দুই ঘণ্টাও

BanglaBook.org

ঘুমায়নি। মাঝে মাঝে সারা রাত জেগে থেকেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ও গত বছর পাথরের স্থাপনাগুলোর যে নকশাটা দেখেছিলো সেটা বের করতে পেরেছে।

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "সেটা...সেটা বলা যাবে না," কোনোমতে বললো ও। "আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। শুধু এইটুকু বলি ঐ নকশাগুলো একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। খুবই ব্যক্তিগত।"

গোল্ডফেল্ড দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে এলিসের দিকে তাকালেন।

হ্যারিকে দেখে মনে হলো এ ব্যাপারে ওর কোনো আগ্রহ নেই। ও বুঝতে পারছে যে কিছু একটা ঘটছে কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো ওর কাজ না।

"আমার বিজয়ের উপর বিশ্বাস আছে," এলিস বললো। ও বিজয়কে ভালোমতোই চেনে। এসব ব্যাপারে গড়বড় করার লোক বিজয় না। বিজয়ের সাথে চোখাচোখি হলো ওর। চোখে চোখেই ওকে আশ্বস্ত করলো এলিস।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না।

"পুরো ব্যাপারটাই শুনতে আজব লাগছে," গোল্ডফেল্ড নীরবতা ভঙ্গ করলেন। "আপনি যে পাথর বিছানো রাস্তার কথা বললেন ওরকম রাস্তা এভাবুরিতে আছে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে দুই হাজার বছর আগে এই জায়গাগুলোর নকশা করা হয়েছে অথচ আমরা সেটা জানিনা কিন্তু আপনি জানেন?"

"তাতে কি কিছু আসে যায় সল?" এলিস বললো কথাটা। বিজয়ের অস্বস্তিটা টের পাচ্ছে ও। ও নিজেও গোল্ডফেল্ডের মতোই কৌতূহল বোধ করছে। কিন্তু ও ভালোমতোই জানে যতই চাপাচাপি করা হোক বিজয় এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।

এলিস বিজয়ের দিকে তাকালো। "তুমি কিছু একটা করতে চাচ্ছ, তাই না?" প্রশ্নটা করেই ও বুঝলো নিজের মাথায় নিজেই বাড়ি দিয়েছে। এত বছর পরেও কিছুই বদলায়নি দেখা যাচ্ছে। এখনও বিজয়কে একটা খোলা বইয়ের মতোই পড়তে পারে ও।

"জানি ব্যাপারটা পাগলামি," বিজয় স্বীকার করলো। "কিন্তু আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই।"

কিন্তু বিজয় আর কিছু বলার আগেই গোল্ডফেল্ডের মোবাইল বেজে উঠলো।

BanglaBook.org

২৬
সাহায্যের আবেদন

আতংকের সাথে গোল্ডফেল্ড আর্নেস্ট হ্যামিল্টনের কথা শুনতে লাগলেন। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা গভীর বিপদে নিমজ্জিত।

হ্যামিল্টন ওনাকে পুলিশকে ফোন করতে অনুরোধ করলেন। ওনার বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে। আর ওনার মেয়েকে সতর্ক করে দিতে অনুরোধ করলেন।

"অবশ্যই," গোল্ডফেল্ড বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন। আমি এখনি পুলিশকে ফোন করে সব জানাচ্ছি, তারপর নিজে গিয়ে পেনিকে সব বলছি। আপনি কি করবেন?"

ওপাশে হ্যামিল্টনের জবাব পাওয়া গেলোনা। কিন্তু এখানে বসে গোল্ডফেল্ডের পক্ষে তার জন্যে কিছু করা সম্ভব না। আর একটা কি যেন বললেন হ্যামিল্টন। কয়েনের কথা, একটা সিন্দুক, একটা ডায়রি... আর একজনকে সতর্ক করে দিতে হবে।

"ট্যাসিটাস," হ্যামিল্টন বললেন, তারপরই লাইন কেটে গেলো।

গোল্ডফেল্ড কিছুক্ষণ নিজের ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিজয় আর এলিস কৌতূহল নিয়ে ওনার দিকে চেয়ে আছে।

"কোনো সমস্যা?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো। গোল্ডফেল্ডকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

"হ্যাঁ," আস্তে বললেন গোল্ডফেল্ড। "দুঃখিত। কিন্তু আমাকে একটু বের হতে হবে। জরুরি প্রয়োজন।"

"আমরা কিছু করতে পারি?" এলিস জিজ্ঞেস করলো। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে গোল্ডফেল্ডের সাহায্য দরকার।

গোল্ডফেল্ড এলিসের দিকে তাকালেন। দেখে মনে হলো এলিসের প্রস্তাবে স্বস্তি পেয়েছেন। "তাহলেতো ভালোই হয়। আমার আসলে একটু সাহায্য দরকার।"

"অবশ্যই," বিজয়ও বললো। "কি করতে হবে বলুন।"

গোল্ডফেল্ড দ্রুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। "তারমানে আমাদেরকে এখুনি মেফেয়ারে যেতে হবে," বলে কথা শেষ করলেন গোল্ডফেল্ড।

"চলুন তাহলে," বলতে বলতে বিজয় নিজের ওভারকোটটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো। "পেনিকে এখানে নিয়ে এসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাই এখন জরুরি।"

BanglaBook.org

হ্যারিও ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মনেও বিজয়ের ভাবনাটাই চলছে।

"আমি কিন্তু ব্যাপারটা কি তার কিছুই জানি না," বিজয়ের পিছু পিছু যেতে যেতে বললেন গোল্ডফেল্ড। "হ্যামিল্টনকে কেমন দিশেহারা মনে হলো। কিন্তু গলা শুনে বুঝলাম ভালোই ভয় পেয়েছেন। আমি জীবনে কখনো তাকে ভয় পেতে দেখিনি।"

ওদের তিনজনের পিছু পিছু এলিসও বেরিয়ে এলো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। রাতের অন্ধকার তাতে আরো গাঢ় হয়েছে। একটা অমঙ্গলের আশংকায় ওর বুক কেঁপে উঠলো।

কেন যেন মনে হচ্ছে সামনে বিপদ।

BanglaBook.org

২৭

মেফেয়ার, লন্ডন

গোল্ডফেল্ড গাড়িটা একটা খালি পার্কিং স্পেসে ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। এখানে আসার পথেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করে দিয়েছেন উনি। হ্যামিল্টনের ফোন আর ডাকাতির ব্যাপারে সব বলেছেন।

এখন পেনিকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিশাল এপার্টমেন্ট বিল্ডিংটা আবছায়াভাবে দেখা যাচ্ছে। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। শুধু পেন্টহাউজের একটা রুমে একটা বাতি জ্বলছে।

"চলুন যাই," বিজয় গাড়ির দরজা খুলে প্রায় লাফিয়ে নেমে মেইন গেটের দিকে দৌড়ে গেলো। পিছনে আগালো হ্যারি।

বিজয় বাজার চেপে ধরতেই একটা মেয়ে কণ্ঠ শোনা গেলো।

"কে?"

"সল গোল্ডফেল্ড," গোল্ডফেল্ডও ত্রস্ত পায়ে পৌছে গিয়েছেন ওখানে। সাথে এলিস।

"সল!" মেয়েটার গলা সাথে সাথে বদলে গেলো। অভ্যর্থনার স্বরে বললো, "উপরে আসুন!"

শব্দ করে দরজাটা খুলে গেলো।

গোল্ডফেল্ড মনে মনে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন। এখনও এখানে কেউ এসে পৌছায়নি।

এলিভেটরে ওঠার আগে হ্যারি ভালোমতো পরীক্ষা করে নিলো দরজাটা ঠিকমতো লেগেছে কিনা।

কয়েক মিনিট পর ওরা একদম সবার উপরের তলায় পৌছে গেলো।

এপার্টমেন্টের দরজা খোলা, সেখানে বছর বিশেকের এক মেয়ের অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

কাছে যেতেই বহুদিনের পুরনো বন্ধুর মতো দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো সলকে। "আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। কতদিন পর দেখা হলো!"

"তোমাকেত এখন কলেজে যেতে হয় সোনা," গোল্ডফেল্ড বললেন। পেনিকে ওনার খুবই পছন্দ।

"ওনারা কারা?" পেনি জিজ্ঞেস করলো। কৌতূহলী চোখে বিজয়, এলিস আর হ্যারিকে দেখছে।

BanglaBook.org

গোল্ডফেল্ড সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এপার্টমেন্টের সিটিং রুমে গিয়ে বসলো।

"আমাদের এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে," সোফায় বসতে বসতে বললেন গোল্ডফেল্ড। "তোমার যা যা লাগে নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।"

"এত তাড়া কিসের?" চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো পেনি। "মাত্র এলেন আপনারা।"

"আপনি এখন বিপদে আছেন," বিজয় বললো। ও ভেবে দেখেছে উল্টো পাল্টা না বলে বরং সরাসরি বললেই তাড়াতাড়ি করবে পেনি। "আপনার আর আপনার বাবার পিছনে লোক লেগেছে। উনি আমাদেরকে ফোন করে আপনাকে দ্রুত এখান থেকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। তাই দেরি করা একদম সম্ভব না।"

পেনির চোখ আরো বড় হয়ে গেলো। "বাবা ঠিক আছে তো?"

গোল্ডফেল্ড মাথা ঝাঁকালেন। "আমি একটু আগেই ওনার সাথে কথা বলেছি। এখন তাড়াতাড়ি করো।"

পেনিও মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলো। একটা স্যুটকেসে কাপড় ভরার শব্দ পাওয়া গেলো।

সেই মুহূর্তে আবার বাজার বেজে উঠলো। রাস্তার মুখের দরজা থেকে কেউ বেল টিপেছে।

বিজয়, এলিস আর গোল্ডফেল্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। চেহারায় ভয়।

এখন অনেক রাত। কে আসতে পারে এই সময়ে?

এলিস ঠিক করলো পেনি সেজে ও উত্তর দেবে। "কে?" জিজ্ঞেস করলো। "ঘুমাচ্ছিলাম আমি।"

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত ম্যাম," বিনীত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো স্পিকারে। "মিস পেনিলোপি হ্যামিল্টনের জন্যে একটা জরুরি ডেলিভারি আছে।"

"এখন অনেক রাত," এলিস জবাব দিলো। "কালকে আসুন। আমিই পেনিলোপি আর এত রাতে আমি কোনো ডেলিভারি নিতে পারবো না।"

ওপাশ থেকে কোনো শব্দ পাওয়া গেলো না। এলিস স্পিকারের বোতাম থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

"এরা ওরাই," দাঁতে দাঁত চেপে বললো বিজয়। "লন্ডনে কেউ কখনো এত রাতে কিছু দিতে আসে না।"

গোল্ডফেল্ডও ওর কথায় সম্মতি দিলেন। "পেনি!" ডাক দিলেন উনি। "আমাদেরকে এক্ষুনি বের হতে হবে।"

"এক মিনিট সল!" পেনি জবাব দিলো। "আর একটু বাকি।"

BanglaBook.org

বিজয় সোফা ছেড়ে উঠে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলো।

ভিতরে খুটখাটের পরিমাণ বেড়ে গেলো আর একটু পরেই বিজয় বিশাল একটা স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে এলো। পিছনে এলো পেনি। চেহারায় চিন্তার ছাপ।

"উনি আমার অর্ধেকের বেশি জিনিস ফেলে দিয়েছেন!" গোল্ডফেল্ডকে অভিযোগ করলো পেনি। "আমার পক্ষে ওসব ছাড়া থাকা ..."

দরজায় একটা শব্দ হতে ও থেমে গেলো।

"কি..." পেনি একবার বিজয় আর একবার গোল্ডফেল্ডের দিকে তাকাতে লাগলো।

হ্যারি ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলো। ও সারা রুমে চোখ বুলিয়ে আসবাবপত্র কোনটা কোথায় আছে একবার দেখে নিলো।

বিশাল জানালাটার সামনের জায়গাটা ফাঁকা। ওখান দিয়ে সামনের রাস্তা দেখা যায়।

উল্টোদিকের দেয়ালের সামনে একটা সাতজন বসার সোফা চতুর্ভুজ করে সাজানো।

সারা রুম জুড়ে নানান কাচের শো-পিস রাখার টেবিল আর ফুলদানি ছড়িয়ে আছে।

কাজটা সহজ হবে না।

ও বিজয়কে ইঙ্গিত করলো। বিজয় বুঝলো হ্যারি কি করতে চাচ্ছে। অন্যদেরকে পালাতে দিয়ে ওদের দুজনকে এই হামলাকারীদেরকে আটকে রাখতে হবে।

"লাইট অফ করে দাও," ফিসফিস করে এলিসকে বললো বিজয়।

এলিস দ্রুত হাতে নির্দেশ পালন করতেই পুরো রুম আঁধারে ডুবে গেলো।

BanglaBook.org

২৮
হামলাকারী!

বিজয় আর হ্যারি হামগুড়ি দিয়ে রুমের অন্যদিকে এগিয়ে গেলো। আর গোল্ডফেল্ড, এলিস আর পেনি সোফার আড়ালে গিয়ে লুকালো।

ওরা ভেবেছিলো কেউ এখানে আসার আগেই পেনিকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয়নি।

এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

দরজার ওপাশে কতজন আছে সেটাও ওরা জানে না। তবে এটা পরিষ্কার যে কুরিয়ার বাহকের ছদ্মবেশে যারা এসেছে তারা পেনিকে নিতেই এসেছে। এলিস যখন ওদেরকে ভাগিয়ে দেয় তখন ওরা যে কোনো ভাবে বিল্ডিংটায় ঢুকেছে, আর এখন ওদের এপার্টমেন্টেও ঢুকতে চাচ্ছে।

বিজয়ের হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। হ্যারি অবশ্য ঘাবড়ায়নি। ও এর আগেও এরকম বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। ইরাক আর আফগানিস্তানে একেবারে গোলাগুলির মোকাবেলা করেছে।

বিজয়েরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। আর তার কোনোটার শেষেই ওর জন্যে ভালো কিছু হয়নি। এবারের ব্যাপারটা অবশ্যই ভিন্ন। টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে গত দুই বছর ও খালি হাতে মারামারি আর অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তবে বাস্তবে সেগুলো কখনো প্রয়োগ করার সুযোগ হয়নি।

আজকের ব্যাপারটা একদম বাস্তব।

একদম আলাদা।

সামনের দরজাটা কোনো শব্দ না করে খুলে গেলো।

বোঝাই যাচ্ছে এই লোকগুলো পেশাদার। যে ক্ষিপ্রতার সাথে ওরা এত উপরে উঠে এসেছে আর যে সাবধানতার সাথে ওরা এপার্টমেন্টে ঢুকেছে তা ওদের দক্ষতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বিজয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। হাতে তালুতে ঘাম।

হায় খোদা!

ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডনে বসে হাতে ঘাম জমেছে!

BanglaBook.org

কয়েক তলা নীচের এপার্টমেন্টগুলোর খোলা জানালা গলে রাস্তার আলো ঢুকছে। হ্যারি সেটাকেই কাজে লাগাবে বলে ঠিক করেছে।

ওদের চোখ এখন অন্ধকার আর কম আলোতে অভ্যস্ত হয়ে আছে।

কিন্তু বাইরে থেকে যারা আসছে ওদের চোখ এখনও অভ্যস্ত হয়নি।

ওদের অন্তত সেরকমই ধারণা।

বিজয় খেয়াল করলো যে বাইরের সিঁড়ির গোড়া অন্ধকারে মোড়া। এই লোকগুলো এসব ঝামেলা সামলিয়ে অভ্যস্ত। ওরা রুমের ভিতর বা বাইরের সব ধরনের অন্ধকারেই মানিয়ে নিতে পারবে।

বিজয়েরা একমাত্র যে সুবিধাটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে লুকানোর আগে রুমের আসবাবপত্রগুলো কোনটা কোথায় আছে সেটা ভালোমতো দেখে নিতে পেরেছে।

বিজয় আশা করছে এতেই কাজ হবে।

BanglaBook.org

২৯
বিপদ

স্যুট পরা দুজন লোক পা টিপে টিপে এপার্টমেন্টে ঢুকলো।

বসার ঘরের বাতি নেভানো- ব্যাপারটা এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে আরো বেশি সতর্ক করে দিতে পারে।

কাজটা করার জন্যে তাই সময় বেশি নেই হাতে।

যা করার এখুনি করতে হবে।

দুজন মাত্র লোক। কিন্তু তবুও ওদেরই বিপদ বেশি, ভাবতেই বিজয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এই লোক দুটো পেশাদার খুনি।

বিজয় কিংবা হ্যারি কখনো কাউকে খুন করেনি। যদিও হ্যারি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

বিজয় শুধু মনে মনে দোয়া করছে ও যেন হ্যারির কাজে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করে।

হ্যারি ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে একজন লোককে আক্রমণ করে বসলো। কোনো হুশিয়ারি বা আর কোনো শব্দ করেনি ও। বোঝাই যাচ্ছে যে হ্যারি চাচ্ছে যে বিজয়ও একই কাজ করুক।

সেকেন্ডের ভিতর দ্বিতীয় লোকটা তার সঙ্গীকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো।

দুজনে মিলে হ্যারির সাথে যুঝতে লাগলো। কিন্তু তবুও ওদের জন্যে কাজটা সহজ হলো না। হ্যারির দেহটা প্রকাণ্ড, তার উপর ওর এসবের অভিজ্ঞতা আছে। তিনজনে মিলে ভালোই ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। এক পর্যায়ে সোফার উপর আছড়ে পড়লো ওরা। কাঠের মেঝের উপর সোফার পায়া ঘষড়ে গেলো। একটা শো-পিস রাখার টেবিল উল্টে গেলো ওটার ধাক্কায় আর ওটার উপরে রাখা ফুলদানিটা মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো।

বিজয় শরীর শক্ত করে মারামারিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিলো।

এই কাজটাতে ও একদমই অভ্যস্ত না। সবসময়-ই নিজেকে একজন মস্তিষ্কজীবী হিসেবে মনে করে এসেছে ও, শারীরিক জোরাজুরি ওর কাজ না। যদিও ও আর কলিন মিলে প্রায়ই বাইরে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জায়গায় ছুটি কাঁটাতে ভালোই পছন্দ করতো।

BanglaBook.org

কিন্তু ওগুলো ছিলো মজার জন্যে। একঘেয়ে জীবন থেকে সাময়িক মুক্তির জন্যে।

আজকের ব্যাপারটা একদমই আলাদা। ও সর্বশক্তি দিয়ে নড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু মনে হলো যে ওর পা কয়েক মন ভারি হয়ে গিয়েছে।

হচ্ছেটা কি ওর?

হ্যারিকে ওর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। কিন্তু ও তবুও হাল ছাড়েনি। যতটা সম্ভব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আক্রমণকারীদের একজন একটা চাকু বের করলো। হ্যারিকে পেড়ে ফেলবে। রুমের অপর প্রান্ত থেকে এলিস, গোল্ডফেল্ড আর পেনি আতংকিত চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

মনে হলো সময় থেমে গিয়েছে।

জানালা গলে আসা রাস্তার আলোতে ছুরির ফলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখলো বিজয়।

বিজয়ের হঠাৎ রাধার কথা মনে পড়ে গেলো। রাধার অসহায়ের মতো গুলি খাওয়ার ভিডিওটা ও অসংখ্যবার দেখেছে। প্রতিবার ওর মনে হতো ও যদি রাধাকে রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু ও জানে যে ওর কিছুই করার নেই।

আবার সেই কষ্টটা ফিরে এলো।

রাধার গুলি খাওয়ার দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর।

দুম দুম করে অনেকগুলো গুলি রাধার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে।

রাধা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, গলগল করে ওর ক্ষতগুলো থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়েছে, কাপড় ভেদ করে মেঝেতে রক্তের পুকুর সৃষ্টি করছে।

আর এখন ওর সামনে হ্যারিকেও এরা খুন করতে যাচ্ছে।

ওর ভিতরে কিছু একটা নাড়া দিয়ে গেলো।

ও শুক্লাকে কথা দিয়েছিলো যে ও রাধাকে ফিরিয়ে আনবে। মৃত হলেও ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এখন সেই ওয়াদা রক্ষার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু বিজয় কাপুরুষ না। ও অথর্ব না। ও রাধাকে রক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু ও হ্যারিকে একই পরিণতি ভোগ করতে দেবে না।

আমরা একজন আরেকজনের খেয়াল রাখবো।

নিজের কথা রাখার সামর্থ্য এখনও ওর আছে।

BanglaBook.org

৩০
রাতের লড়াই

এলিস খেয়াল করলো বিজয় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

ভয়ের জন্যে? নাকি অনভিজ্ঞতা?

এলিস জানে না।

এদিকে হ্যারির অবস্থা খারাপ। ও দুজনের সাথে একাই লড়ছে, কিন্তু বিজয় ওকে সাহায্য করছে না।

শক্তির বিচারে হ্যারি লোকদুটোর চাইতে এগিয়েই থাকবে বলা যায়, কিন্তু ওদের দুজনের বোঝাপড়া ভালো, ফলে দ্রুত ওরা হ্যারিকে পেড়ে ফেললো।

এর মাঝে একজন আবার একটা ছুরি বের করে বসলো।

এলিস চিৎকার দিতে গিয়েও বহু কষ্টে সামলে নিয়ে সতর্কতাস্বরূপ পেনির মুখ চেপে ধরলো।

হঠাৎ ও খেয়াল করলো বিজয় নড়তে আরম্ভ করেছে।

কোনো কারণে ও ওর ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

বিজয় বিদ্যুতগতিতে ধস্তাধস্তিরত তিনজনের দিকে এগিয়ে গেলো।

আগাতে আগাতেই ও ঠিক করে ফেললো যে ছুরি হাতে লোকটাকেই আগে সামলাবে। ওটাই আপাতত মূল বিপদ।

হাতের ঝাঁপটা দিয়ে ও ছুরি ধরা হাতটার কবজি চেপে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার পিঠের পিছনে টেনে নিয়ে এলো। লোকটার কনুই পিঠে এসে ঠেকলো।

হাতে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় লোকটা ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো।

ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়লো বিজয়ের। সাথে সাথে আক্রমণ করলো পায়ে।

ছুরি হাতে লোকটা নিয়ন্ত্রণ হারাতেই বিজয় লোকটার হাত আরো খানিকটা চাপ দিলো, ফলে লোকটার হাত থেকে ছুরিটা গেলো ছুটে।

সুযোগটা কাজে লাগালো হ্যারি, মুহূর্ত বিলম্ব না করে অন্য আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরুতেই চোয়াল বরাবর বিরাশি সিক্কার এক ঘুষি বসিয়ে দিলো। পরের ঘুষিটা পড়লো লোকটার মাথায়। আঘাতের চোটে লোকটার মাথা নুইয়ে যেতেই দমদম করে ঘুষি মেরেই যেতে লাগলো।

BanglaBook.org

লোকটা হাত তুলে আঘাত সামলানোর চেষ্টা করতে করতে জানালার দিকে দৌড় দিলো।

বিজয়ের প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে শরীর মুচড়ে বিজয়ে মুষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কোনো রকম আভাস না দিয়েই লোকটা পুরো শরীরটা ঘুরিয়ে ফেললো। প্রচন্ড ব্যথায় আবারো চিৎকার করে উঠলো, তবে ওর উদ্দেশ্য সফল হলো। বিজয়ের মুষ্টি ছুটে গেলো ওর হাত থেকে।

বিজয় লোকটার পা চেপে ধরে আটকানোর চেষ্টা করলো কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে এক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলো।

লোকটা আরেকটা মোচড় দিয়ে বিজয়ের হাত থেকে ছুটে গেলো আবার। লোকটা মেঝেতে শুয়ে থাকার কারণে বিজয় অবশ্য শক্ত করে ধরতেও পারেনি।

একটা হাত অকেজো হয়ে যাওয়ার পরেও লোকটা বিজয়কে আক্রমণ করে বসলো। ভালো হাতটা দিয়েই বিজয়ের চোয়ালে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলো। বিজয়ের মনে হলো ওর সবগুলো দাঁত নড়ে গিয়েছে। সেই সাথে ভারসাম্যও হারিয়ে ফেললো।

বিজয় নিজেকে বাঁচাতে এক কদম পিছিয়ে গেলো। আক্রমণকারী লোকটা স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিজয়ের বুক বরাবর একটা লাথি বসিয়ে দিলো।

বিজয় পিছন দিকে কয়েক ফুট উড়ে গিয়ে একটা সোফার উপর দড়াম করে আছড়ে পড়লো। তারপর সোফা শুদ্ধ মেঝেতে হুড়মুড় করে পড়ে গেলো। কোমরের কাছটায় মনে হলো আগুন ধরে গিয়েছে। ব্যথায় কান্না পেয়ে গেলো ওর।

হ্যারি বিজয়ের দুরবস্থার পুরোটাই দেখলো কিন্তু ঐ মুহূর্তে বিজয়কে সাহায্য করা ওর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ও নিজের প্রতিপক্ষকেই সামলাতে হমশিম খাচ্ছে। লোকটার কই মাছের প্রাণ।

এত এত ঘুষি খেয়েও লোকটার তেমন কিছু হয়নি, উল্টো হ্যারিকেও কয়েকটা বসিয়ে দিয়েছে। হ্যারির বাম কান ভোঁ ভোঁ করছে, চোখের নীচটা ফুলে উঠেছে।

লোকটা হ্যারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই দুজনে একসাথে মেঝেতে পড়ে গেলো। দুজনেই কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ। চেষ্টা করছে বুক চেপে ধরে দম আটকে ফেলতে। আরেকটা শো-পিসের টেবিল উল্টে গেলো। উপরের সবকিছু ঝনঝন করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেলো চারপাশে।

হ্যারি মনে মনে আশা করলো কোনো চোখা টুকরো যেন ওর পিঠের নীচে না পড়ে।

BanglaBook.org

সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো হ্যারি। বোঝাই যাচ্ছে বিজয়কে দিয়ে এসব হবে না। হ্যারিকেই ওর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে তারপর বিজয়কেও সাহায্য করতে হবে।

কিন্তু ওর প্রতিপক্ষও এক চুল ছাড় দেবে না বলেই শপথ করেছে।

দুজনে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতেই হ্যারি দেখতে পেলো বিজয়ের প্রতিপক্ষ বিজয়কে ক্রমাগত মেরেই চলেছে। বিজয় বহু কষ্টে নিজেকে পায়ের উপর খাঁড়া রেখেছে।

কিন্তু ও ভালোমতোই জানে যে ভারসাম্য হারিয়ে বিজয়ের পড়ে যাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

BanglaBook.org

৩১

সিন্ধু নদীর কাছাকাছি, বর্তমানে আধুনিক পাকিস্তান

স্থাভারাপতি ঠেলাগাড়ির উপর রাখা জিনিসটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না।

ওনার নিজস্ব গোয়েন্দারা নিশ্চিত করেছে যে আসলেই গত এক সপ্তাহ ধরে সেমিরামিস যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন। খবরটা ওনাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিলো। সেমিরামিস নিজের সৈন্যদের ছেড়ে যাওয়ার মানুষ না। উনি যে সেমিরামিসকে চেনেন সে কখনোই এক কাজ করতে পারে না। সে সবসময় সামনে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়।

আর স্থাভারাপতি সেমিরামিসকে ভালো করেই চেনেন।

খুবই ভালো করে।

সেই শৈশব থেকেই সেমিরামিস যে চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সংকল্প দেখিয়ে আসছেন, তেমনটা এর আগে আর কারো মাঝেই দেখা যায়নি। পৃথিবীতে নিজের আলাদা একটা জায়গা সৃষ্টি করার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা–যেখানে কোনো সামাজিক বাধ্যবাদকতা থাকবে না, যেখানে বংশ পরিচয় বা সামাজিক অবস্থানের কোনো মূল্য থাকবে না- দিনে দিনে শুধু বেড়েই চলেছে সেমিরামিসের।

কম বয়সে সেমিরামিস যা করতেন তাকে ঠিক বিদ্রোহমূলক বলা চলে না। বরং সেগুলো ছিলো বন্য আর নিয়ন্ত্রণহীন। পনের বছর বয়সে উনি ঠিক করেন যে আর কোনো বাধা-ই মানবেন না। ঘোষণা দিলেন যে এই সমাজ আর সামাজিক রীতিনীতি ওনার জীবনটাকে আটকে রেখেছে। এখানে মেয়েদেরকে সবসময়েই ঘোমটা দিয়ে দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে যেতে হয়। কারো সামনে যাওয়া মানা। শুধু কথা বলার অনুমতি আছে। পুরুষদের কাছে ক্রীড়া সামগ্রীর বেশি কিছু না।

সেমিরামিসের কথায় যুক্তি ছিলো। অবশ্য সেই সময়ে সমাজের নীচু শ্রেণির মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিলো। তারা ইচ্ছামতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারতো। সমাজের উচ্চশ্রেণির নিয়ম-কানুন তাদের বেলায় প্রযোয্য ছিলো না।

উনি এসব আর মেনে নিতে পারছিলেন না তাই সিদ্ধান্ত নেন যে এখানে আর থাকবেন না। উনি ওনার বাবা মাকে জানিয়ে দিলেন যে এই সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে না, বরং নিজের যোগ্যতায় নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

BanglaBook.org

করবেন। সেমিরামিস নিজে নতুন আইন রচনা করবেন যেটা সমাজ মানতে বাধ্য হবে। আরো জানালেন যে উনি নিজেকে এত উপরে ওঠাবেন যে কোনো ধরনের সামাজিক রীতিনীতিই তার জন্যে আর প্রযোজ্য হবে না। তা সে নীতি যত উদারনৈতিকই হোক না কেন।

স্থাভারাপতি তখন থেকেই মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। কিন্তু এই ঘোষণা দেওয়ার কয়েকদিন পরেই সেমিরামিস গায়েব হয়ে গেলেন। অবশ্য ঘটনাটায় কেউ-ই খুব বেশি অবাক হলো না। কারণ সেমিরামিস ওনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর বর্তমান জীবন নিয়ে অসন্তুষ্টির কথা বহুবার সবাইকে শুনিয়েছেন।

গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রাজা শুনে আসছেন কিভাবে সেমিরামিস আবার রহস্যময়ভাবে অ্যাসিরিয়ার অ্যাসকলোন শহরে পুনঃআবির্ভূত হয়েছেন। আরও জেনেছেন যে অনস নামে রাজা নাইনাসের এক সেনাপতি সিরিয়াতে রাজার পশুপাল পরিদর্শন করার সময়ে সেমিরামিসের সাথে পরিচিত হন। সেমিরামিস ছিলেন রাজার পশুপালের রক্ষণাবেক্ষক সিম্মাসের পালিত কন্যা। সেমিরামিসের রূপের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে অনস ওনাকে বিয়ে করে নেন।

যখন নাইনাস ব্যাকট্রিয়ানদের আক্রমণ করেন, তখন ব্যাক্ট্রা বাদে দেশটার বাকি সব অঞ্চলই সহজেই দখল করে নেন। কিন্তু ব্যাক্ট্রা-ই ছিলো ব্যাকট্রিয়ার প্রধান শহর। ওখানেই ছিলো ব্যাক্ট্রার রাজা অক্সিয়ারেটস-এর প্রাসাদ। তখন পর্যন্ত সেটা ছিলো অজেয়। নাইনাস শহর অবরোধ করলেন কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। অনস তখন নাইনাসের সাথে শহর অবরোধে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই উনি ওনার স্ত্রী সেমিরামিসকে আনতে লোক পাঠান।

স্থাভারাপতি যখন শুনলেন যে সেমিরামিস এটাকে নিজের বুদ্ধি আর শক্তিমত্তা প্রদর্শনের একটা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে তখন মোটেও অবাক হননি। সেমিরামিস এমন একটা পোশাক পরে অ্যাসিরিয়ান শিবিরে উপস্থিত হন যা দেখে উনি পুরুষ না স্ত্রী বোঝা যাচ্ছিলো না। ওখানে পৌঁছেই উনি ব্যাক্ট্রিয়ান দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা দুর্বলতা খুঁজে বের করেন তারপর সামান্য কয়েকজন সৈন্য সাথে করে সেদিক দিয়ে দুঃসাহসিক এক আক্রমণ করে বসেন। তারা পাহাড়ের একপাশের পরিখাত পার হয়ে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করেন, তারপর একটা অংশ দখল করে বাকি অ্যাসিরিয়ান সৈন্যদের সংকেত দেন। তারা তখন সমতল ভূমির দিক দিয়ে দুর্গের দেয়াল বেয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু এদিক দিয়ে তারা সহজেই ভিতরে ঢুকে দুর্গ দখল করে নিলো। এরপর ব্যাকট্রিয়ানদের দমন করতে আর কোনো কষ্ট পোহাতে হয়নি।

নাইনাস তরুণী সেমিরামিসের রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তার সাহসিকতায় হন মুগ্ধ। দামি দামি উপহার প্রদানের পাশাপাশি, সেমিরামিসকে

BanglaBook.org

ছেড়ে দেওয়ার জন্যে উনি অনসকে পটাতে চেষ্টা করেন। উনি এমনকি নিজের মেয়ে সোসানাকে এর বদলে অনস এর সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্থাভারাপতি শুনেছেন কিভাবে অনস রাজার হুমকির মুখে পড়ে নিজেই নিজেক হত্যা করেন। শুনে সেমিরামিসের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিলো স্থাভারাপতির–সেই সময়ে উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা ছিলো ছেলেদের খেলার সামগ্রী। কিন্তু উনি জানতেন যে, এই ক্ষেত্রে এই খেলায় মহিলাটার ভূমিকা খেলার সামগ্রীর চাইতেও বেশি কিছু ছিলো। বরং সে-ই ছিলো প্রধান ক্রীড়ানক। আর নাইনাসকে বিয়ে করে অ্যাসিরিয়ার রাণী হওয়ার পরেও সে একই কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। নাইনাস ছিলেন একজন মহান সম্রাট। আর তার সমস্ত সাফল্যের জন্যে তিনি তার রাণীর বুদ্ধিমত্তার কাছে চিরঋণী।

স্থাভারাপতি এই সর্বশেষ ঘটনাতেও খুব বেশি অবাক হননি। সেমিরামিস আজীবন যা চেয়েছেন আজ সেটারই পূর্ণতা ঘটলো। ব্যাপারটা এমন না যে সেমিরামিস নিজের দেশে থাকলে এত কিছু অর্জন করতে পারতেন না। পারতেন- কিন্তু উনি যেভাবে চাচ্ছিলেন সেভাবে পারতেন না।

কিন্তু নাইনাসের মৃত্যুর পর যা ঘটে তাতে স্থাভারাপতি খুবই অবাক হন।

BanglaBook.org

৩২

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর

১ তারিখ

মেফেয়ার, লন্ডন

আচমকা হ্যারি ওর প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলো। লোকটা খুব অবাক হয়ে গেলো।

হ্যারি কি করবে এই চিন্তা করতে গিয়ে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় ইতস্তত করলো লোকটা। ওটুকুই যথেষ্ট। হ্যারি গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেলো আর লোকটা সাই করে উঠে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেলো। জানালা দিয়ে আসা মৃদু আলোয় লোকটার অবয়বের চারপাশ থেকে দ্যুতি বের হচ্ছে।

কিন্তু লোকটা কিছু করার আগেই হ্যারি উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে সোফা আর জানালার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটায়।

লোকটা ধাতস্থ হওয়ার আগেই অবাক চোখে দেখলো হ্যারি এক কদম সামনে বেড়ে শরীরকে একদিকে বাঁকিয়ে ফেললো। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে ডান পা দিয়ে আক্রমণকারীর বুকের খাঁচায় সপাটে একটা লাথি ঝাড়লো। মট করে একটা শব্দ বুঝিয়ে দিলো বুকের খাঁচার হড্ডি দুই-একটা ভেঙ্গে গেলো। লোকটা লাথির দমকে উড়ে গিয়ে জানালা টপকে নীচের রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

হঠাৎ এই প্রচন্ড আক্রমণে সবাই হতচকিত হয়ে গেলো। এমনকি বিজয়কে আক্রমণকারীও মনোযোগ হারিয়ে বিজয়কে মারা থামিয়ে দিলো।

বিজয় সুযোগটা কাজে লাগিয়ে গড়িয়ে একদিকে সরে গেলো। প্রচন্ড ক্লান্ত আর সেই সাথে মাতালের মতো লাগছে ওর। তাই এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু করার সামর্থ্য ওর নেই। ওকে অক্রমণকারী ওকে ধরার সুযোগ পেলো না কারণ হ্যারি ওকে আক্রমণ করে বসেছে। প্রথম সুযোগেই হ্যারি লোকটার বুক আর মাথা বরাবর সাংঘাতিক একটা আপারকাট বসিয়ে দিলো। জ্ঞান হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়লো লোকটা।

হঠাৎ রুমে নীরবতা নামলো। জানালা দিয়ে লোকটার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য কেউ ভুলতে পারছে না।

BanglaBook.org

এলিস লাইট জ্বেলে দিলো।

সোফাগুলো এলোমেলো হয়ে একটা আর একটার উপর উঠে আছে। দুটো শো-পিস রাখার টেবিল উল্টে পড়ে আছে আর সারা ঘর ভরে আছে সিরামিকের ভাঙ্গা টুকরোয়। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় টেবিলটা থেকে পড়া নানান পদের গয়নাগুলো।

বিজয় আর হ্যারি দুজনেরই মুখ ফুলে রক্ত জমে আছে, চোখ প্রায় বন্ধ, ঠোঁট ফেটে গিয়েছে, গালে কাটা দাগ। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র একটা ট্রেন ওদেরকে চাপা দিয়ে গেলো।

"ওয়াও," ফাটা ঠোঁট দিয়ে কোনোমতে বললো বিজয়। "আমি কোনোদিন তোমার সাথে লাগতে যাবো না।" বলে ও হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যথা করে ওঠায় পারলো না।

হ্যারি জানালার দিকে বুড় আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলো। "এই লোকগুলো একেবারে পেশাদার। বাজি ধরে বলতে পারি আগে সেনাবাহিনিতে ছিলো। শালারা কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। আজ আমাদের ভাগ্যটা ভালো বলতে হবে। একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছি।"

"আমি পুলিশকে ফোন দিচ্ছি," গোল্ডফেল্ড বললেন। "ওদেরকে এটা জানানো উচিত।"

হ্যারি মাথা নাড়লো। "আগে এখান থেকে বের হন। আরো কয়জন আসছে কে জানে। আর ভালো কথা এখন যে পরিস্থিতি তাতে কিন্তু সবকিছু টাস্ক ফোর্সের-ই সামলানো উচিত এখন। নিচে রাস্তায় একটা লাশ পড়ে আছে। এই বাড়িতে মারামারি হয়েছে। আমরাও আহত হয়েছি। পুলিশের কাছে এতকিছুর ব্যাখ্যা দেবেন কিভাবে?"

বিজয় অবশ্য প্রস্তাবটায় খুশি হতে পারলো না। কিন্তু ভেবে ভেবে দেখলো এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো কর্মপন্থা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো।

"ঠিক আছে," গোল্ডফেল্ড বললেন। ওনারও কাজটা পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু কিছুই করার নেই। "আমার বাসায় ফিরে যাই চলুন।"

BanglaBook.org

৩৩

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন, লন্ডন

হ্যারি আর বিজয় চেহারায় আইস প্যাক চেপে ধরে বসে আছে। গোল্ডফেল্ডের বাসায় পৌঁছামাত্র হ্যারি টাস্ক ফোর্সের আমেরিকার সদর দপ্তরে ফোন করে ঘটনাটা জানিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্যাটারসন কল করে বিস্তারিত সব জানতে চাইলেন। হ্যারি আর বিজয় দুজনে গোল্ডফেল্ডের কিচেনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্পীকার অন করে ঘটনার সবিস্তারে বর্ণনা করেছে আর প্যাটারসনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

বিজয় যে মারামারিটা শুরু করেনি সেটা জানতে পেরে প্যাটারসন বেশ স্বস্তি পেয়েছেন বলে মনে হলো।

"আমি সব ব্যবস্থা করছি," প্যাটারসন ওদের দুজনকে আশ্বস্ত করলেন। "দেখো যে তোমরা গোপনে কোনো ডাক্তারের ব্যবস্থা করে চিকিৎসা নিতে পারো কিনা। আসল ঘটনা কি বা কে ঘটাচ্ছে সেটা জানার আগ পর্যন্ত পুলিশকে কিছু জানানোর দরকার নেই। দেখা যাবে যে মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে সামান্য কিডন্যাপিং-ও হতে পারে। কিন্তু টাস্ক ফোর্সের দুজন সদস্যের উপর যখন হামলা হয়েছে তখন আমরা পুলিশের হাতে সব ছেড়ে দিতে পারি না। যাই হোক, দারুণ কাজ দেখিয়েছ তোমরা।"

প্যাটারসনের সাথে কথা শেষ করে বসার ঘরে এসে শোনে গোল্ডফেল্ড ওনার এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করে আসতে বলে দিয়েছেন।

ডাক্তার এসে দেখে-টেখে জানালেন যে মারাত্মক কোনো আঘাত লাগেনি কোথাও। তারপর দুই দিন আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাগুলোয় আইস প্যাক লাগাতে বলেছেন। দুই দিন পর আবার হিট প্যাক লাগাতে হবে।

"আপনাদের দুজনকে দেখতে দারুণ লাগছে কিন্তু," ডাক্তার যাওয়ার পরে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো এলিস। "তবে আপনারা ওদের দুজনকে আটকাতে না পারলে আজ কি যে হতো খোদা মালুম।"

"তোমার বাবার কথা-ই ঠিক," দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় বললেন গোল্ডফেল্ড। "উনি ভেবেছিলেন যে তোমার বিপদ হতে পারে। ঐ লোকগুলো তোমাকে ধরতেই এসেছিলো।"

BanglaBook.org

"বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া গিয়েছে?" উদ্বিগ্ন স্বরে বললো পেনি।

গোল্ডফেল্ড কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে সত্যি কথা-ই বলবেন। "পুলিশ আমাকে ফোন করেছিলো। তোমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশের কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ওরা তোমার বাবার খানসামা আর আরেকজন ঘরের কর্মচারীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। পুলিশের সন্দেহ এদের মধ্যে কেউ ঐ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভিতরে ঢুকতে দিয়েছিলো। ঢোকার পর ওরাই ওকে খুন করেছে। আর বাকি জনেরটা সম্ভবত দুর্ঘটনা। ভুলক্রমে আক্রমণকারীদের সামনে পড়ে যাওয়ায় ঐ পরিণতি হয়েছে। ওরা তোমার বাবাকে খুঁজছে। আমরা কাল সকালে তোমাদের বাসায় যাবো পুলিশের সাথে কথা বলতে। এগারটায় দেখা করবো বলে জানিয়েছি।"

তারপর গোল্ডফেল্ড বিজয় আর হ্যারির দিকে তাকালেন। "আপনারা যাবেন না। আপনাদের দুজনেই অনেক করেছেন। এখন বিশ্রাম নিন।"

"তাতো অবশ্যই," কেটে ফুলে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকেই বললো বিজয়। লাইব্রেরি অফ নাইনে দেখা সমস্ত তথ্য উপাত্ত আপাতত মাথা থেকে বের হয়ে গিয়েছে। ওগুলো পরে করলেও চলবে। এই মুহূর্তে বিজয় শুধু আবার সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়।

BanglaBook.org

৩৪
রিজেন্ট'স পার্ক, লন্ডন

হার্পারের দিকে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকিয়ে আছে ডি। "তোমার লোকেদের মেয়েটাকে এখানে ধরে আনার কথা ছিলো। মার খেয়ে মরার কথা ছিলো না। কোনো কিছুই কি ঠিকভাবে করতে পারো না নাকি?"

হার্পার বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখছে, যদিও ওর বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। "ওখানে আগে থেকেই লোক ছিলো," হড়বড় করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করলো হার্পার। "আমার লোকেরা খুবই ভালো আর দক্ষ। ওদেরকে হারানো মানে লোকটার অবশ্যই মিলিটারি ট্রেনিং ছিলো। আমার লোকেদের মারা কোনো মুখের কথা না।"

ডি চোখের দৃষ্টিতে হার্পারকে গেঁথে ফেললো। "কারা ছিলো মেয়েটার সাথে?"

"বিল ওদেরকে দেখতে পায়নি," হার্পার জবাব দিলো। "রুমে লাইট ছিলো না। লোকগুলো জানতো যে আমরা মেয়েটাকে ধরতে আসছি। আমি জানিনা কিভাবে জেনেছে কিন্তু ওরা আগে থেকেই রেডি হয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে ছিলো। বিল আর ফ্রাঙ্ক ঘরে ঢুকতেই আক্রমণ করে বসে। বিল শুধু দুটো অবয়ব দেখেছে। দুজনেই লম্বা- পেটানো শরীর। অন্ধকারে আর কিছু দেখা বা বোঝা যায়নি। দুজনে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। তাই ওরা কারা সেটা বের করা সম্ভব হয়নি। পেশাদার লোক এরা।"

ডি কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে বললো, "ঠিক আছে। আমাকে তাহলে বিশেষ কারো সাহায্যই নিতে হবে। আবার যদি ঝামেলায় পড়ি, তাহলে সেটা সামলাতে এমন কাউকে লাগবে যে কিনা দ্রুত ঝামেলা সামলে সহজেই আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে পারবে।"

হার্পার ভেবে পেলো না এই বিশেষ সাহায্যটা কি। কিন্তু ও জিজ্ঞেস করার আগেই ডি আবার বলা শুরু করলো।

"তবে ততক্ষণে মেয়েটাকে খুঁজতে থাকো। ও যেন জ্যান্ত না থাকে। কয়েনের খবর হ্যামিল্টনের কাছ থেকেই বের করা যাবে। যে আঘাত পেয়েছে তাতে ওনার শরীর এখন ব্যথার প্রতি আরো বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু চাপ দিলেই ঝেড়ে কাশতে সময় লাগবে না ওনার। কিন্তু মেয়েটা এভাবে চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াক সেটাও চাই না আমি।"

হার্পার চলে যেতেই ডি রুমের অন্য লোকটার দিকে ফিরলো। "বোরিসকে ফোন দাও," নির্দেশ দিলো ও। "যত দ্রুত সম্ভব ইয়েতিকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলো। কার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি জানি না, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে ওকে কাজে লাগবে। আর হ্যামিল্টন মুখ খোলামাত্র আমাকে জানাবে। তিন নম্বর কয়েনটা আমার লাগবেই।"

BanglaBook.org

পর্ব ৪

৩৫

২ তারিখ

হার্টফোর্ডশায়ার

ভক্সহল ইনসাইনিয়াটা হ্যামিল্টন ম্যানসনের ড্রাইভওয়েতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো। গোল্ডফেল্ড চালাচ্ছেন গাড়িটা। প্যাসেঞ্জার সীটে পেনি।

সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, শুধু আবহাওয়াটা একটু খারাপ। বছরের এই সময়টায় অবশ্য সারাক্ষণই এরকম ঝড় বৃষ্টি লেগেই থাকে। বাড়ির বারান্দার সামনে যখন গাড়িটা থামলো তখন আকাশ একদম কালো।

ওদেরকে দেখে একজন পুলিশ এগিয়ে এলো। গাড়ি থেকে নেমেই ওরা দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলো। তারপর দ্রুত হাতে ওভারকোট থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়তে লাগলো।

হ্যামিল্টনের কর্মচারীদের একজন এগিয়ে এসে ওদের হাত থেকে কোটগুলো নিয়ে নিতেই একজন অমায়িক চেহারার ঢ্যাঙা লোক ওদের দিকে এগিয়ে এলো।

"ইন্সপেকটর গ্যালোওয়ে?" গোল্ডফেল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

"জ্বী, ড. গোল্ডফেল্ড," গ্যালোওয়ে জবাব দিয়ে পেনির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো, "মিস হ্যামিল্টন।"

"আমার বাবা কোথায়?" পেনি জিজ্ঞেস করলো। দুশ্চিন্তায় চোখ বড় বড় হয়ে আছে।

গ্যালোওয়ে কিছু না বলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এক পা থেকে অন্য পায়ে নিজের ভর বদল করলো। "আমি দুঃখিত মিস, আমরা আসলে ভালো মন্দ কিছু জানতে পারিনি এখনও।" তারপর বসার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলো যাতে তারা একান্তভাবে আলাপ করতে পারে।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে গ্যালোওয়ে পিঠ উঁচু বিশাল রিডিং চেয়ারগুলো দেখিয়ে বললো, "বসুন প্লিজ।" বাইরে মোটাসোটা একজন পুলিশের লোক পাহারায় দাঁড়ালো, যাতে তাদেরকে কেউ বিরক্ত করতে না পারে।

সবাই বসার পর গ্যালোওয়ে আবার শুরু করলো, "যা বলছিলাম, মি. হ্যামিল্টন আপনাকে কাল রাতে ফোন করেছিলেন বলে শুনলাম।" গোল্ডফেল্ডের দিকে তাকিয়ে বললো গ্যালোওয়ে।

BanglaBook.org

"ঠিক শুনেছেন, করেছিলেন," গোল্ডফেল্ড জবাব দিলেন। "আর্নেস্টের জন্যে কিছু করতে পারলে ভালো লাগতো।"

"আপনার পক্ষে যেটুকু সম্ভব সেটুকুতো করেছেনই, মি. গোল্ডফেল্ড," গ্যালোওয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো। "অতদূর থেকে আমাদেরকে জানানো ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারতেন আপনি। আমরা যত দ্রুত সম্ভব এখানে ছুটে এসেছি কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি।" একটু থেমে বললো, "মি. হ্যামিল্টন আপনাকে ঠিক ঠিক কি বলেছিলেন একটু বলবেন কি?"

"উনি বললেন যে কেউ নাকি জোর করে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আর পেনিরও বিপদ হতে পারে, তাই আমি যেন দ্রুত পেনির সাথে যোগাযোগ করে ওকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাই। আর ওনার যদি কিছু হয় তাহলে ওনার সিন্দুক থেকে একটা জিনিস উদ্ধার করতে বলেছেন।" গোল্ডফেল্ড ভ্রু কুঁচকে গত রাতের কথোপকথন মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। উনি পেনির নিরাপত্তা নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে হ্যামিল্টন তাকে ঠিক কি বলেছিলেন সেটা খেয়াল করতে পারেননি। "ও হ্যাঁ, আর কয়েনগুলো নিয়ে একটা কথা বলেছিলেন।"

"কয়েন?" গ্যালোওয়ে ধাঁধায় পড়ে গেলো। "আমিতো জানতাম উনি পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। মুদ্রাও সংগ্রহ করতেন বলে শুনিনি।"

"আমি আসলে নিশ্চিত না উনি এটা দিয়ে কি বুঝিয়েছেন," মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন গোল্ডফেল্ড। উনি আসলে পেনিকে সাহায্য করার জন্যে কি করবেন সেটা ভাবতে গিয়ে হ্যামিল্টন কি করবেন বা কি করছেন এসব জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। আর হ্যামিল্টনের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা তো ছিলোই। কিন্তু তখন একবারও মনে হয়নি যে হ্যামিল্টনের আসলেই কিছু হতে পারে। এখন বোঝা যাচ্ছে যে মস্ত বোকামি হয়ে গিয়েছে।

"তাহলে আমি পরামর্শ দেবো উনি যেটা উদ্ধার করতে বলেছিলেন সেটা নিয়ে নিন," বিমর্ষ মুখে বললো গ্যালোওয়ে। "কাল রাত ভরে আমরা ওনাকে সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি। একটা হুশিয়ারিও জারি করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কিছু জানায়নি। তবে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে যদিও মি. হ্যামিল্টন আপনাকে জানিয়েছেন যে কেউ জোর করে বাড়িতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু আসলে সেরকম কিছু ঘটেনি। আমরা দুটো লাশ পেয়েছি। এদের মধ্যে একজনের সাথে ঐ মাস্তানদের যোগসাজশ ছিলো, সে-ই ওদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছে। সে লোকটা কি ঐ খানসামা নাকি অন্য কর্মচারীটা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত না। দেখে মনে হচ্ছে কিছুই চুরি যায়নি। সবকিছুই চেক করে দেখা হয়েছে। একটা কেবিনেট-ও জোরপূর্বক খোলার চেষ্টা করা হয়নি। যারাই এসেছিলো তারা পাণ্ডুলিপিগুলো নিতে আসেনি। সম্ভবত ওরা

BanglaBook.org

হ্যামিল্টন আপনাকে যে কয়েনগুলোর কথা বললেন সেগুলো নিতেই এসেছিলো।"

গ্যালোওয়ে পেনির দিকে ফিরলো, "আপনি কি কয়েনগুলোর ব্যাপারে কিছু জানেন?"

পেনি মাথা নাড়লো। "বাবা কখনো কোনো কয়েনের কথা আমাকে বলেনি। সিন্দুকটার কথা আমি জানি। ওখানে বাবা দরকারি কাগজপত্র রাখেন কিন্তু কয়েন উনি সংগ্রহ করেন না।"

গ্যালোওয়ে মাথা ঝাঁকালো। "চিন্তা করবেন না, আমরা খোঁজা চালিয়ে যাবো।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো ও। "তদন্তে কোনো অগ্রগতি হলে সাথে সাথে জানাবো।" তারপর গোল্ডফেল্ডকে বললো, "তার আগ পর্যন্ত মিস হ্যামিল্টনকে আপনি কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিন। মি. হ্যামিল্টন যেহেতু বলেছেন যে উনি বিপদে আছেন তাহলে কথাটা হেলাফেলা করা উচিত হবে না।" তারপর দুজনের দিকেই বিদায়সূচক মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "গুড ডে। কষ্ট করে এখানে আসার জন্যে ধন্যবাদ।"

গোল্ডফেল্ড পেনির দিকে তাকালেন। "সিন্দুকটা কোথায়?"

"এই ঘরেই।"

"ভালোই হলো। তালার কম্বিনেশনটা জানো নাকি?"

"না," জবাব দিলো পেনি। "তবে বাবা আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। তালার কম্বিনেশনটা নাকি পাণ্ডুলিপির রুমের কোনো একটা কেবিনেটে লুকানো আছে। আমার কাছে ঐ কেবিনেটের পাসকোড আছে।"

"এতক্ষণে একটা কাজের কথা শুনলাম," গোল্ডফেল্ড বললেন। "কোন কেবিনেট?"

পেনি কিছু না বলে ওনার দিকে তাকিয়ে রইলো। "আমার মনে নেই। আমি আসলে ভাবিনি যে জিনিসটা কখনো কাজে লাগবে।" বলতে বলতে কান্নার ভঙ্গিতে ঠোঁট বেকে গেলো পেনির। "আমি একটা অপদার্থ!"

"আরে আরে," গোল্ডফেল্ড পিতৃস্নেহে পেনির কাঁধ চেপে ধরলেন। "মন খারাপ করার কিছু নেই। আমরা কেবিনেটটা খুঁজে বের করছি এখুনি। চলো কেবিনেটগুলোর কাছে যাই, দেখা যাক তোমার মনে আসে কিনা।"

পেনি কান্নাভেজা চোখে মাথা ঝাঁকালো, তারপর দুজন পাণ্ডুলিপির রুমের দিকে এগিয়ে গেলো।

রুম ভরা সারি সারি কেবিনেট। কাচের ভিতরে সুপ্রাচীন নানান লিপি সংরক্ষিত ওখানে।

"সবগুলোই চিহ্নিত করা আছে," কেবিনেটগুলো দেখতে শুরু করার পর গোল্ডফেল্ড বললেন। "দেখো এখানে–প্লুটার্চ, অ্যারিয়ান; বাপরে ওনার কাছে দেখি সেই সেই জিনিস সংগ্রহে ছিলো।"

BanglaBook.org

"লিপিগুলোর লেখকের নাম অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কেবিনেটগুলো," নাক টানতে টানতে বললো পেনি। "তবে যেগুলোর লেখকের খোঁজ পাওয়া যায়নি সেগুলো অ্যানোনিমাস নামে একটা কেবিনেটে রাখা।"

"আরে সেটাই," গোল্ডফেল্ড উল্লসিত হয়ে উঠলেন। "তার মানে উনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন!"

পেনি কিছুই বুঝলো না।

"কাল রাতে কথা শেষ হওয়ার আগে তোমার বাবা ট্যাসিটাস নামে এক রোমান ঐতিহাসিকের কথা বলেছিলেন। অ্যাগ্রিকোলার জামাই লোকটা। তখন বুঝিনি কথাটা বলার কারণ। এখন বুঝলাম। উনি আসলে একটা কেবিনেটের কথা বোঝাচ্ছিলেন। তুমিতো পাসকোডটা জানোই।"

কান্নার মাঝেও পেনির মুখে হাসি ফুটলো। "বাবার নাটক করার অভ্যাস গেলো না। তাড়াতাড়ি ওনাকে খুঁজে পেলেই হয় এখন।"

"পুলিশ তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাই করছে," গোল্ডফেল্ড আশ্বস্ত করলেন। "এখন ওনার এই ডায়রিতে কি আছে সেটা খুঁজে দেখা যাক।"

BanglaBook.org

৩৬
পিকাডেলি সার্কাস

এপার্টমেন্টের ছোট্ট বসার ঘরটা মানুষে ভরে গিয়েছে। বিজয়, এলিস আর হ্যারি- মানে এপার্টমেন্টের বাসিন্দারা তো আছেই, সাথে আছে পেনি।

বিকেলে লন্ডন ফেরার পর গোল্ডফেল্ড পেনিকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কয়েকদিন পেনিকে এখানেই রাখার অনুরোধ করেছেন উনি।

"আমার মনে হয় অন্য কোথাওয়ের চাইতে ও এখানেই বেশি নিরাপদে থাকবে," গোল্ডফেল্ড পেনিকে রাখার সময় বলেছিলেন। বাকিরাও সাথে সাথে তার কথায় সম্মত হয়েছে। হ্যারি বলেছে সে তার বেডরুম ছেড়ে সোফায় ঘুমাবে। পেনিও কৃতজ্ঞচিত্তে তিন নম্বর বেডরুমে থাকতে রাজি হয়েছে।

সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। লন্ডনের রাস্তা ল্যাম্পপোস্টের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। বৃষ্টিও ঝরেই চলেছে অবিরাম।

গোল্ডফেল্ড বাসা থেকে ফিরলেন মাত্র। দরজার সামনে পাপোষে পা ভালো করে মুঝে ওভারকোট ঝাড়ি দিয়ে পানিটা ঝরিয়ে ফেললেন।

রুমের বাকিরা কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। বিজয় আর হ্যারির মুখের ফোলাটা কমতে শুরু করেছে। তবে এখানে সেখানের আঘাতের চিহ্নগুলো আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে এখন। বোঝাই যাচ্ছে গত রাতে ওদের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গিয়েছে।

হ্যামিল্টনের সিন্দুকে গোল্ডফেল্ড আর পেনি একটা ডায়রি খুঁজে পেয়েছে। হ্যামিল্টনের কথামতো গোল্ডফেল্ড ডায়রিটা নিয়ে নিয়েছেন। লন্ডন ফেরার পথে গোল্ডফেল্ড যখন গাড়ি চালাচ্ছিলেন পেনি তখন ওটা পড়ে দেখেছে।

প্রথম দশ পাতায় 'দ্য ইনভার্স হোর্ড' শিরোনামে কয়েন সম্পর্কে লেখা। তিনটা কয়েনেরই উভয় পাশের বিস্তারিত বিবরণ সাথে ছবি আঁকা। প্রতিটা কয়েনের উপর আবার নাম লেখা।

এর মধ্যে দুটো মানুষের নাম। জে. ফস্টার ইস্ক. আর এস. হোমস ইস্ক.

তিন নম্বরটা একটা জাদুঘরের নাম।

দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

রুমের কেউই জীবনেও ইনভার্নেস হোর্ডের নাম শোনেনি। আগে তাই কিছুক্ষণ ইন্টারনেটে এ ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করা লাগলো।

BanglaBook.org

যখন ওরা জানতে পারলো যে ইনভার্নেস হোর্ড আসলে কি তখন হ্যামিল্টনের কথাটার অর্থ ওরা ধরতে পারলো। ঐ লোকগুলো আসলে এই কয়েনগুলোর পিছনে লেগেছে। আর ডায়রির বক্তব্য অনুযায়ী হ্যামিল্টনের দাদা তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ওগুলো উইল করে দান করে যান। সব দেখে সবাই ধারণা করলো যে কয়েন তিনটা সম্ভবত একটা করে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মি. ফস্টার আর মি. হোমস কে দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হ্যামিল্টন সম্ভবত ধরতে পেরেছেন যে ঐ গুন্ডাগুলো তার কাছে থেকে কয়েন কার কাছে আছে এই তথ্য জেনে যেতে পারে। সে কারণেই উনি চেয়েছেন যাতে কয়েনের বর্তমান মালিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়।

গোল্ডফেল্ড ঠিক করেছিলেন যে আগে উনি ডায়রিতে উল্লেখিত লোক দুটোর খোঁজ বের করার চেষ্টা করবেন তারপর কি করা যায় সেটা ভেবে দেখবেন।

এ কারণেই উনি আবার ফিরে আসার পর সবাই ব্যগ্র হয়ে আছে উনি কি জানতে পারলেন সেটা শোনার জন্যে।

"আবারো সম্ভবত প্যাটারসনকে খবর দিতে হবে," ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন গোল্ডফেল্ড। চোখে মুখে ক্লান্তি ওনার। "ব্যাপারটা আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও সাংঘাতিক।" তারপর পেনির দিকে ফিরে বললেন। "স্যরি সোনা, পুলিশ এখনও তোমার বাবার খোঁজ বের করতে পারেনি। এখনও খোঁজ করে যাচ্ছে।"

পেনি ঠোঁট চেপে কান্না সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। গোল্ডফেল্ড পুরোটা না বললেও আসল ব্যাপারটা বুজতে ওর কষ্ট হচ্ছে না।

চব্বিশ ঘণ্টা পরেও যেহেতু হ্যামিল্টনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, সেহেতু পুলিশের জন্যে তাকে খুঁজে পাওয়া আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেলো।

এলিস পেনির চেহেরা দেখতে পেয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরলো। পেনি চোখ বন্ধ করে এলিসের গায়ে হেলান দিয়ে ওর কাঁধে মুখ লুকালো।

"ভিতরে গিয়ে একটু রেস্ট নাও তুমি," এলিস পেনির কানে কানে ফিসফিস করে বললো। কিন্তু পেনি মাথা নেড়ে না করলো। ও একা থাকতে চায় না। সবার সাথেই বরং ভালো আছে ও।

"ওয়াইন খাবেন নাকি কেউ?" রুমের গুমোট ভাবটা হালকা করতে বিজয় জিজ্ঞেস করলো। গোল্ডফেল্ড কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন। বিজয় ওনাকে এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে দিলো।

"থ্যাঙ্ক ইউ বিজয়," গোল্ডফেল্ড একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

"আমি আমার পরিচিত পুরাতত্ত্বপ্রেমী বা প্রত্নতত্ত্ববিদদের মাঝে খোঁজ নিয়েছি, কারণ ভেবেছিলাম যে ফস্টার আর হোমস সম্ভবত সংগ্রাহক। সারাদিন

BanglaBook.org

গিয়েছে এটার পিছনে, তবে ভাগ্য ভালো যে আমার অনুমান সঠিক, আর আমার পরিচিত কয়েকজন ওনাদের কথা শুনেছে। দুজনেই অবশ্য বহু আগেই মারা গিয়েছেন। ওনারা সম্ভবত আর্নেস্টের দাদার সময়ের লোক। তবে ওনাদের বংশধরেরা কয়েনগুলো সম্পর্কে জানে। আর দুজনের বাড়িতেই কাল রাতে কেউ ঢুকে কয়েন দুটো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তারমানে যারা কয়েনটা চাচ্ছে তারা দুটো কয়েন দখল করে ফেলেছে। আর ওগুলো পেতে বলা যায় কোনো কষ্টই করা লাগেনি। কারণ কয়েনের মালিকেরা চিন্তাও করেনি যে ওগুলো কেউ চুরি করতে আসতে পারে।"

"তারমানে শুধু তিন নম্বরটা বাকি," এলিস শান্তস্বরে বললো। "সেটা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।"

"ঠিক," গোল্ডফেল্ড বললেন। "ওরা সম্ভবত ওখানেও ঢোকার পরিকল্পনা করছে। তবে তাতে সময় লাগবে। মিউজিয়ামের কয়েনটার নিরাপত্তা ভালোই।"

"আমাদেরকে মিউজিয়ামকে সতর্ক করে দিতে হবে," বিজয় বললো। "ওরা..."

পেনি শব্দ করে কান্না করে ওঠায় বিজয় থেমে যেতে বাধ্য হলো। ও আর নিজের আবেগকে সামলাতে পারছে না। ও খুব করে চেষ্টা করছে শক্ত থাকার, কিন্তু আলোচনা যতই গড়াচ্ছে ততই এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে ওর বাবার সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি ঐ লোকগুলো এতটাই বেপরোয়া হয় যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ডাকাতি করতেও আটকাবে না তারমানে দাঁড়ায় যে এরা বিপজ্জনক লোক। আর আরো একটা ব্যাপার ও ধরতে পেরেছে, বাকিরাও সেটা খেয়াল করেছে, সেটা হচ্ছে কয়েনের মালিক কারা সে ব্যাপারে এই লোকগুলোকে খোঁজ দিতে পারে মাত্র একজন।

সে হচ্ছে আর্নেস্ট হ্যামিল্টন।

BanglaBook.org

৩৭
পরিকল্পনা

এলিস পেনিকে ধরে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। বাকিরা তাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলো।

পেনি কেঁদেই যাচ্ছে, কান্নার দমকে ওর পুরো শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। এলিস বেডরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"ওরা বাবাকে মেরে ফেলবে!" ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো পেনি। "ওরা নিশ্চিত কয়েনের মালিকের নামগুলো জানার জন্যে বাবাকে অনেক মেরেছে। আমি আর ওনাকে দেখতে পাবো না।"

এলিস কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপচাপ পেনিকে চেপে ধরে বসে রইলো। ওর নিজের চোখেও অশ্রু। এই কষ্টের সান্ত্বনা দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব না। সত্যিটা হচ্ছে যে হ্যামিল্টনের ফিরে আসার সম্ভাবনা একদমই ক্ষীণ। এখনও জীবিত আছেন কিনা সেটাই বা কে জানে?

পেনি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে শুরু করলো। শারীরিক আর মানসিক দুই দিক দিয়েই প্রচণ্ড ধকল যাচ্ছে ওর। বাচ্চা মেয়েটার জন্যে গত চব্বিশ ঘণ্টা ছিলো দুঃস্বপ্নের সমতুল্য। ওর বাবা কিডোন্যাপ হয়েছে, দুজন লোক ওকেও অপহরণ করার জন্যে ওর এপার্টমেন্টে ঢুকেছে। এদের মধ্য একজন আবার মারা পড়েছে, হ্যারি আর বিজয় মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে আর এখন বোঝা গেলো যে ওর বাবার উপরেও অত্যাচার করা হয়েছে, কে জানে হয়তো মেরেও ফেলা হয়েছে।

এলিস পেনির পাশে চুপচাপ বসে থাকলো। পেনি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ার পর ও বেরিয়ে এলো। কাল সারা রাত ঘুমায়নি পেনি। ক্লান্তির কাছে দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপ হার মানলো শেষ পর্যন্ত।

বেডরুমের দরজাটা শব্দ না করে বন্ধ করে বসার ঘরে ফিরে এলো এলিস।

"ও এখন ঘুমাচ্ছে," বাকিদের জানালো ও।

বিজয় ওরা এতক্ষণ কি করেছে সে ব্যাপারে এলিসকে জানালো। "আমরা ঠিক করেছি যে প্যাটারসনের সাথে আলাপ করে দেখবো যে সে কি বলে। হ্যারি এখন তার সাথেই ফোনে কথা বলছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে জানানো দরকার, তবে তার আগে প্যাটারসনের অনুমতি নিতে হবে।"

BanglaBook.org

হ্যারি বিজয়ের বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো, চেহারা অন্ধকার। "প্যাটারসন খোঁজ খবর করছেন," হ্যারি জানালো। "ওরা মরা লোকটার পরিচয় বের করতে পেরেছে। আমার কথা-ই ঠিক। প্রাক্তন সেনা সদস্য।" বলতে বলতে মুখের ক্ষতস্থানে একবার হাত বুলালো ও। "আমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। আসলে ভাবতেও পারিনি যে এরকম কিছু একটা হতে পারে।" তারপর অভিযোগের সুরে বিজয়কে বললো, "কিভাবে ভাববো বলুন, আপনি এখানে এসেছেন ছুটি কাটাতে। ব্যক্তিগত কাজে। অফিসিয়াল টাস্ক ফোর্স মিশনে তো আর না।"

হ্যারি সোফায় বসলো আবার। "প্যাটারসন আমাদের কথায় রাজি হয়েছেন। মিউজিয়ামকে জানাতে হবে। উনি-ই সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমাদেরকে কাল মিউজিয়ামে গিয়ে ওদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আসতে হবে। কাদের বিরুদ্ধে পাহারা দিতে হবে সেটা ওদের জানা থাকা দরকার।"

"এই চেহারা নিয়ে?" মুখ বাঁকালো বিজয়।

হ্যারি দাঁত বের করে হাসলো। "বসতো সেটাই বললেন।"

বিজয় এলিসের দিকে তাকালো, "আমি আর হ্যারি যাবো তাহলে। তোমাকেতো এমনিতেও ওয়ালেসের সাথে দেখা করতে হবে।"

আজ সন্ধ্যাতেই এলিস কার্ট ওয়ালেসের কাছ থেকে একটা ফোন পায়। উনি আজ রাতে লন্ডন আসছেন। আগামীকাল সকালে এলিসের সাথে দেখা করতে চান।

এলিস বিজয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। ও বুঝতে পারছে যে বিজয় কি বোঝাতে চাচ্ছে। ওয়ালেসকে সবকিছু বলার দরকার নেই। ওয়ালেসের ফোনের পরেই ওরা দেখা করে কি কি বলবে সে ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলাপ করেছে।

"প্রিজমে খোদাই করা গল্পটার ব্যাপারে কিছু বলার দরকার নেই তাকে," এলিস ওয়ালেসের ব্যাপারটা বলামাত্র বিজয় জোর দিয়ে বললো।

"বিজয় তুমিতো জানো যে কার্টকে কিছু না কিছু তো বলতে হবে," এলিস আপত্তি করলো। "আমি যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ব্যাপারে ওনার সাহায্য চেয়েছিলাম তখনই বলেছিলাম যে কেন সাহায্য চাইছি। কারণ উনি যে চিঠিটা মিউজিয়ামকে লিখেছিলেন তাতে নির্দিষ্ট করে বলতে হতো যে কোন জিনিসটার ব্যাপারে আমরা খোঁজ করছি। আর তখন তুমি কিছু বলনি।"

"আমরা যে প্রিজমটা দেখতে চাই শুধু এই ব্যাপারটা ওনাকে জানানোর ব্যাপারে রাজি ছিলাম," বিজয় পাল্টা তর্ক করা শুরু করলো। "প্রিজমে কি পাওয়া যাবে সেটা ওনাকে বলার ব্যাপারে কখনোই সম্মতি দেইনি।"

BanglaBook.org

"অত বিশদভাবে আলোচনা হয়নি সেটা ঠিক," এলিস জবাব দিলো। "কিন্তু কার্ট স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে একটা শর্তে উনি সাহায্য করতে রাজি। উনি আগে থেকেই নাকি এ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন। তাই প্রিজমটা পরীক্ষা করে কি জানতে পারি সেটা ওনাকে জানাতে হবে। আর প্রিজমে ঐ গল্পটাই আছে। আমি ওটা লুকাতে পারবো না। প্রিজমটা পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়ার পর ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি ওনাকে ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম। তাই উনি যেহেতু এখন আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন তার মানে নিশ্চিত কাল উনি আমার কাছে বিস্তারিত জানতে চাইবেন।"

বিজয় এলিসের যুক্তি কিছুতেই মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলো না, কিন্তু এটা শোনার পর ওর আসলে আর কিছু বলার নেই।

"ভুলে যেওনা বিজয়, কয়েকমাস আগে তুমিই যে সাক্সেনার সাথে দেখা করেছিলে সেটা জানার পরেও কিন্তু উনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পিছপা হননি। উনি আমাকে বলেছেন যে ব্যাপারটায় উনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর প্যাটারসনের কাছে অভিযোগও করেছেন। আমি তাই আর কোনো ঝামেলা বাড়াতে চাই না। আর এই সেমিরামিসের গল্প ওনাকে বললে সমস্যাটা কি শুনি? এরতো কোনো ভিত্তি-ই নেই। পুরোটাই একটা কাহিনি।"

"আচ্ছা রে ভাই!" গজগজ করতে করতে বললো বিজয়। "তবে শুধু গল্পটাই বলবে, আর কিছু না।"

"আগে দেখাতো করি। অবস্থা বুঝে করবো সব," এটাই ছিলো এ ব্যাপারে তখন এলিসের চূড়ান্ত কথা।

এলিস জানেনা দেখা করার পর কি হবে। ওর নিজের আর বিজয়ের জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করছে কার্ট ওয়ালেস যেন প্রিজমের ব্যাপারটায় খুব বেশি আগ্রহী না হন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পর্ব ৫

৩৮

৩ তারিখ

দ্য ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন

কার্ট ওয়ালেস আর এলিস হোটেলের বারান্দায় বসে চা পান করছেন। কার্টের চেহারা এলিসকে দেখার পর থেকেই ঝলমল করছে।

জায়গাটার জাঁকজমক দেখে এলিস একেবারে বিমোহিত। থামগুলো সব মার্বেলের তৈরি, সেগুলোর মাথায় আবার স্বর্ণের কারুকাজ, চমৎকার করে সাজানো দারুণ সব চেয়ার-টেবিল, মার্বেল বসানো পাথর, তাজা ফুল দিয়ে সাজানো ফুলদানি, টেবিল ল্যাম্প থেকে ছড়ানো মৃদু আলো। যদিও জায়গাটা উন্মুক্ত, কিন্তু উঁচু পিঠের সোফা আর পর্দাঘেরা মার্বেলের থামগুলো একটা আলাদা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

বোঝাই গিয়েছে যে কার্ট এখানে প্রায়ই আসেন, কারণ এখানকার কর্মচারীরা তাকে ভালো মতোই চেনে আর তার পছন্দ-অপছন্দ কি সেটাও জানে।

এলিস সবকিছু দেখে এতটাই বিমোহিত হয়ে গিয়েছে যে কোনটা রেখে কোন চা-টা খাবে সেটা ভেবে পাচ্ছিলো না। পরে ওয়ালের ওর হয়ে অর্ডার দিয়ে দেন।

"ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আপনার কাজ ঠিকমতো হয়েছে শুনে খুশি হলাম," ওয়ালেস সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন। লবিতে যখন দেখা হয়েছিলো তখনই উনি এলিসের ভালোমন্দের খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন, আর ওনার মতো লোকের আসলে এসব আনুষ্ঠানিকতা করার মতো সময় কম। "'ডিকন্স' নামটাকে খুব গুরুত্ব দেয় ওরা।" বিনীতভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন কার্ট। "অতীতে কয়েকবার ওদেরকে সাহায্য করার সুযোগ হয়েছিলো, সে কারণেই আমার প্রতি ওরা কৃতজ্ঞ।"

এলিস প্রতিউত্তরে হাসলো একটু, "আমি আর বিজয়ও আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আপনি সাহায্য না করলে জীবনেও প্রিজমটা পরীক্ষা করার সুযোগ হতো না।"

বিজয়ের নাম শুনে এক মুহূর্তের জন্যে কার্টের চেহেরায় আঁধার নামলো বলে মনে হলো। অবশ্য মুহূর্তে সেটা সামলে নিলেন উমি, আবারো তার

BanglaBook.org

সার্বক্ষণিক উজ্জ্বল চেহারাটাই দেখা গেলো সাথে সাথে। "সাহায্য করতে পেরে আমিও খুশি," চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন কার্ট। "আপনি কিন্তু আমাকে বলেননি যে প্রিজমটা কেন পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছিলেন। বা বিজয়ই-বা কেন এটা নিয়ে এত আগ্রহী।"

ব্যাখ্যার শুরুতেই এলিস আগে বলে নিলো আগে আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও গত এক বছরে কিভাবে ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে অ্যাসিরিয়ান, ব্যবিলনিয়ান আর সুমেরিয়ান সভ্যতার উপর নিজের জ্ঞানকে আর সমৃদ্ধ করেছে। "আর এসবের মূল কারণ আপনি আমার জন্যে যেসব প্রজেক্ট আর প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন সেগুলো আসলেই দারুণ ছিলো," বলে ভূমিকা শেষ করলো ও। "আর একদম কাছে থেকে এই প্রিজমটা দেখার ইচ্ছেটা সেখান থেকেই শুরু। কাকতালীয়ভাবে বিজয়ও একই সময়ে ছুটি কাটাতে লন্ডনে ছিলো। প্রাচীন ইতিহাসে ওরও অনেক আগ্রহ। সে কারণেই আমার সাথে মিউজিয়ামে যেতে আগ্রহ দেখায়।"

এলিস মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো যেন কার্ট ওর গল্প বিশ্বাস করেন।

ওকে স্বস্তি দিয়ে ওয়ালেস সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালেন। "তারমানে আপনি এখন প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের উপর একজন বিশেষজ্ঞ?"

"আরে অতটা না," এলিস হাসলো।

"প্রিজমে কি ছিলো?"

প্রশ্নটা শুনে এলিস কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। যদিও ও আগে থেকেই জানতো যে প্রশ্নটা করা হবে। কিন্তু কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আচমকা প্রশ্নটা করায় ওর এই অবস্থা।

"বুঝলাম না?" কোনো মতে বলতে পারলো এলিস।

"আপনি যে প্রিজমটা পরীক্ষা করলেন," ওয়ালেস-ও নাছোড়বান্দা। "ওটায় খোদাই করে কি লেখা? আপনি নিশ্চয়ই ওটার পাঠোদ্ধার করেছেন?"

এলিস ঠিক করলো মিথ্যে বলবে না। ওয়ালেসের কাছ থেকে লুকানোর কিছু নেই। সেটা সম্ভবও না- উনি মারাত্মক বুদ্ধিমান। আর এলিস ওনাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় না। বিজয় অবশ্য এসব জিনিসকে পাত্তা দেয় না। ওর কাজে ওয়ালেস খুশি হলো না বেজার হলো তাতে বিজয়ের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এলিস সেই তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন।

এলিস গোল্ডফেল্ডের পাঠোদ্ধার করা কাহিনির পুরোটাই ওয়ালেসকে বললো। সেমিরামিস আর ঐ পুরোহিতের কাহিনি, যে কিনা সম্রাজ্ঞীকে পূর্ব দিকে গিয়ে কিছু একটা উদ্ধার করে আনতে বলে। তবে ও ওয়ালেসকে বিজয়কে দেওয়া কেএস-এর প্রিজমটার কথা বললো না, কারণ সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রিজমের কাহিনির কিছুই লুকালো না।

BanglaBook.org

ওর কথা শেষ হওয়ার পরেও ওয়ালেস কিছু বললেন না।

এলিসের নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগতে লাগলো। বাস্তব কি কল্পনার চাইতেও অদ্ভুত? ওয়ালেস কি ভাবছেন যে গল্পটা এলিস নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলছে? তবে স্বীকার করতেই হবে যে এটা দুর্দান্ত একটা কাহিনি।

"কাহিনিটা কিন্তু দারুণ," অবশেষে বললেন ওয়ালেস। চেহারায় কৌতূহল। তারপর এলিসের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাহিনিটা যদি সত্যি হয়, তাহলে?"

BanglaBook.org

৩৯
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

"ওয়েলকাম ব্যাক," নিরস মুখে বিজয় আর হ্যারিকে অভ্যর্থনা জানালেন অ্যাটকিনস। "আমার অফিসে বসি চলুন। ওখানে কেউ বিরক্ত করবে না। আরামে কথা বলা যাবে।"

"আমরা কি কয়েনটা আগে একবার দেখতে পারি?" বিজয় বললো। "গতবার যখন এসেছিলাম তখন ওটা দেখিনি।"

"অবশ্যই," অ্যাটকিনস জবাব দিলেন। "যতদূর মনে পড়ে গতবার আপনি অ্যাসিরিয়ান জিনিসপত্রে বেশি আগ্রহী ছিলেন।"

অ্যাটকিনস ওনার এক লোককে ইশারা করলেন। "এ আপনাদেরকে কয়েনগুলো দেখিয়ে আনবে। দেখা শেষ করে আমার অফিসে চলে আসুন। তখনই বাকি আলাপ হবে। আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে আমার।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ," বিজয় বললো তারপর ওদের গাইড হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সিকিউরিটি গার্ডের পিছু পিছু যাওয়া আরম্ভ করলো।

"তিন তলার উনপঞ্চাশ নম্বর গ্যালারি," পশ্চিম দিকের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ফাঁকে গার্ড ওদেরকে কয়েনগুলোর অবস্থান জানিয়ে দিলো।

তিন তলার গ্যালারিগুলো প্রাচীন আরব, পারস্য, ব্রিটেন আর ইউরোপের বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে ভরা। সেগুলো পার হয়ে তারপরে রোমান ব্রিটেনের জিনিসপত্রের প্রদর্শনীটা পাওয়া গেলো।

গাইড কয়েনটার কাঁচে ঘেরা বক্সটা দেখালো। বক্সের মেঝেতে শোয়ানো ওটা। যে পাশটা দেখা যাচ্ছে সেখানে একজন মানুষের মুখাবয়ব খোদাই করা। পাশের ছোট নোটটা থেকে জানা গেলো যে ওটা জুলিয়াস সিজারের মুখ।

বিজয় আর হ্যারি কয়েনটা ভালো করে দেখতে লাগলো। এই আপাত নিরীহ কয়েনটা যে এরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে সেটা কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারমানে এই কয়েনগুলোর এমন কোনো একটা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই **আছে** যেটা ওরা ধরতে পারছে না। আর কেউ জানে-ও না।

কি সেই বৈশিষ্ট্য?

BanglaBook.org

৪০
দ্য সিকিউরিটি অফিস

বিজয় আর হ্যারি কয়েন দেখা শেষ করে অ্যাটকিনসের অফিসে এসে বসতেই একজন গার্ড অফিসের দরজা টেনে বন্ধ করে দিলো। "এখন বলুন দেখি এই কয়েনগুলো হঠাৎ কি এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো যে আমাদেরকে পুরো মিউজিয়ামটাকেই বন্ধ রাখতে হবে?"

বিজয় আর হ্যারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। ওরা উত্তরটা জানে না।

অ্যাটকিনসও ব্যাপারটা ধরতে পারলেন। "বাহ! আপনারা বলছেন যে কেউ নাকি কয়েনগুলোর পেছনে লেগেছে, কিন্তু কেন লেগেছে সেটা-ই জানেন না?"

বোঝাই যাচ্ছে যে প্যাটারসন সবকিছু বিস্তারিত বলেননি। কেন ওদের কাছে মনে হচ্ছে যে কয়েনগুলো চুরি যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে যে কেউ কয়েনটা চুরির চেষ্টা করবে।

"আপনারা কি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করেন?" সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন অ্যাটকিনস। "সেদিন বললেন যে আপনারা নাকি ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী। এখন আপনার সম্ভাব্য চুরির ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করতে এসেছেন। আপনারা কিভাবে এ তথ্য পেলেন?"

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "আপনি যতটুকু জানেন আমার জ্ঞানও ততটুকু। বিশ্বাস করেন চুরির কারণটা জানার আমারও খুব ইচ্ছা।" সত্যি কথাটাই বললো বিজয়।

"চুরিটা কখন হতে পারে বলে আপনাদের ধারণা?" অ্যাটকিনস প্রশ্ন করা থামালেন না। "মানে কয়েনটা চুরির চেষ্টা আরকি।"

"আমরা আসলে জানি না," অ্যাটকিনসের জিজ্ঞাসার বেশিরভাগের জবাবই না জানায় অস্বস্তিতে পড়ে গেলো বিজয়। আর ও যেটুকু জানে সেটুকু জানানো-ও ওর পক্ষে সম্ভব না। "তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে কয়েনটা চুরির চেষ্টা হবেই। প্রস্তুতির জন্যে কিছুটা সময়তো লাগবে। তবে তাতেও খুব বেশি দিন লাগবে না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে লোকগুলো খুব তাড়াহুড়ার মধ্য আছে।"

"কি দেখে এরকম মনে হচ্ছে?" অ্যাটকিনস জানতে চাইলেন।

বিজয় মাথা নাড়লো।

BanglaBook.org

"হুম.. কয়েনটার পিছনে লেগেছে কারা?" অ্যাটকিনসের প্রশ্নের বিরতি নেই।

বিজয় আবারো মাথা নাড়তেই উনি হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"আপনার কি কোনো ধারণা আছে মিউজিয়াম বন্ধ করতে হলে কত হ্যাপা সামলাতে হয়? আমাদেরকে দিনের বেলা সব ধরনের চলাচল কড়াভাবে লক্ষ্য করতে হবে। রাতের বেলা সিকিউরিটি বাড়াতে হবে।" তারপর নতুন একটা চিন্তা মাথায় এলো তার। "দিনের বেলা ওটা চুরি করার চেষ্টা করার সম্ভাবনা কতটুকু জানেন নাকি?"

অবশেষে এই প্রশ্নটার উত্তর বিজয় কিছুটা দিতে পারবে। "নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। লোকগুলো সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানিনা।"

"আচ্ছা তাহলে," অ্যাটকিনস যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বোঝা যাচ্ছে। "কোনো জোরালো প্রমাণ ছাড়া আমি মিউজিয়াম বন্ধ করতে পারবো না। আমি রাতের নজরদারি দ্বিগুণ করে দিচ্ছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু সম্ভব না। ওরা যদি চুরির পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে সেটা রাতেই হবে। আরো কিছু যদি করতে হয় তাহলে আমাকে ঠিকঠিক তথ্যটা জানতে হবে।"

বিজয়ের মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। ওনার কথা খুব আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না। রাতের বেলা সিকিউরিটি দ্বিগুণ করে দিয়ে কি আদৌ কোনো লাভ হবে?

কিন্তু ও বুঝতে পারলো অ্যাটকিনস এর বেশি কিছু করবেন না।

অ্যাটকিনস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারমানে ওদের সাক্ষাৎ শেষ। "আপনারা যদি আরো কিছু জানতে পারেন তাহলে সাথে সাথে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা ব্যবস্থা নেবো।"

"অবশ্যই," বলে বিজয় অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

"কাজ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না," ভবন থেকে বেরিয়ে এসে বললো হ্যারি।

"আমি ওনাকে দোষ দেই না," বিজয় জবাব দিলো। "উনি আমাদেরকেও সন্দেহ করছেন নিশ্চয়ই। কারণ উনি জানেন না যে আমরা কার হয়ে কাজ করছি, আর কেনই বা একটা ছোট কয়েনের জন্যে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিতে বলছি। আরো একটা কারণ হচ্ছে আট মাস আগে আমি যে প্রিজমটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলাম সেটাও বছরখানেক আগে একবার চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ওর জায়গায় থাকলে আপনিও কি একই কাজ করতেন না?"

বিজয়ের ফোন বেজে উঠলো। ভারতের একটা নাম্বার। অবাক হলো ও।

"বিজয়?" ইমরানের গলা শোনা গেলো অপর প্রান্তে।

ইমরান ফোন দিয়েছে কেন?

"প্যাটারসন একটা খবর দিলেন," ইমরান বিজয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চললো। "উনি লন্ডনের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে জোর খোঁজখবর করছেন কিন্তু ব্যাপারটা সহজ না। তোমাকে এই ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া

BanglaBook.org

হয়েছে। কয়েনগুলোর কাহিনি কি আর হ্যামিল্টনকে কারা-ই বা আক্রমণ করেছিলো সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তুমি এখন ওখানেই আছ তাই প্যাটারসনকে বললাম যে তোমাকেই কাজটা দেয়া হোক।"

"তেমন কিছু আসলে করার নেই," বিজয় বললো। "এইমাত্র তিন নম্বর কয়েনটা দেখলাম। তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।"

"কলিনকে বলেছি তোমার সাথে যোগ দিতে," ইমরান জানালো। "তোমরা একসাথে ভালোই কাজ করো। আগেও দেখেছি। ওর এতক্ষণে লন্ডনের বিমানে উঠে যাওয়ার কথা। যেখান থেকে যেভাবে পারো তথ্য উদ্ধার করো। প্যাটারসন আর বেশি হলে সাতদিন সব ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবেন। এরপর পুলিশ সবাইকে জানিয়ে দেবে আর দেশজুড়ে পত্রপত্রিকায় এই খবর সয়লাব হয়ে যাবে। একজন ধনী সংগ্রাহকের হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়ার খবরটা কাটবে ভালোই। আর যদি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কিছু হয় সেটা-ও কম আলোড়োন তুলবে না। কি হচ্ছে সেটা বের করতে তোমার হাতে সময় তাই এক সপ্তাহ।"

"এক সপ্তাহ?" বিজয়ের কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষ। "এত কম সময়ে হবে না।"

"উপায় নেই," ইমরান জানালো। "এর মাঝেই করতে হবে। রাখি এখন।"

বিজয় হাতের ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ইমরান বলছেটা কি? মাত্র এক সপ্তায় ও কি খুঁজে বের করবে? কলিন আসছে কিন্তু তাতেও বা কতটা লাভ হবে? কোত্থেকে শুরু করবে সেটা-ই তো জানে না।

ওর ফোন আবার বেজে উঠলো।

এবার ফোন দিয়েছে এলিস।

"হাই এলিস," উষ্ণ স্বরে অভ্যর্থনা জানালো বিজয়। "ওয়ালেসের সাথে সাক্ষাৎ কেমন হলো?"

এলিসের কণ্ঠে এমন একটা অস্থিরতা ছিলো যে বিজয় চমকে উঠলো। "তুমি কি এখুনি একটু ডরচেস্টার হোটেলে আসতে পারবে? কার্টের সাথে তোমার দেখা করা দরকার।"

BanglaBook.org

৪১

লন্ডনের রাস্তায়

বিজয় নার্ভাসবোধ করছে। ইমরান এইমাত্র এক বিশাল দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। ফোনটা যখন পেয়েছিলো তখন ভালোমতো বুঝতে পারেনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছে।

ওর উপরেই সব দায়িত্ব। তার মানে ওকে অবশ্যই কাজটা শেষ করতে হবে। কেসটা সলভ করতে হবে।

সমস্যা হচ্ছে এসব কেস সমাধান বা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। ইমরানের মতো ও পেশাদার গোয়েন্দা বা এজেন্ট না। এটা ঠিক যে গত দুই বছরে ও দুটো বড় বড় ঘটনার সমাধানে বড়সড় ভূমিকা রেখেছে। দুটোই হয়েছিলো ভারতে অর্ডারের কার্যক্রমের কারণে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই ও ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই ও খুব বেশি পরিকল্পনা করে কিছুই করেনি। সবকিছুই কেমন যেন...একেকটা ঘটনা ঘটেছে আর ও সে অনুযায়ী যেটা মনে হয়েছে সেটা করেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারটা আলাদা। এটা আনুষ্ঠানিক একটা দায়িত্ব। আর কাজ শেষে কি ফলাফল সবাই প্রত্যাশা করছে সেটাও স্পষ্ট।

বিজয় কখনোই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার লোক না। সমস্যা সমাধান করতে বা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ওর ভালোই লাগে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমস্যা সমাধান বা MIT থেকে পাশ করার পর কলিনের সাথে খোলা ব্যবসার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা আর এটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

এখানে ওকে খুঁজে বের করতে হবে কেন একগাদা অচেনা লোক কয়েকটা প্রাচীন রোমান কয়েন চুরি করার চেষ্টা করছে। সেই সাথে হ্যামিল্টনের গায়েব হওয়ার রহস্যও উদ্ধার করতে হবে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা-র মতো ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও চুরি হওয়ার নিশ্চিত একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ও কি কাজটার যোগ্য? বিজয় আসলে নিশ্চিত না। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে কাজটার জন্যে ওকে বেছে নেওয়াটা ঠিক হয়নি।

কিন্তু ইমরান ওকে যখন কাজটা ওকে দেওয়ার কথা জানালো তখন ও একটুও প্রতিবাদ করেনি। আর এই মুহূর্তে আর এই সিদ্ধান্ত বদলানোও সম্ভব না। ভালো খারাপ যা-ই হোক ওকেই সব করতে হবে।

BanglaBook.org

তবেই এটাই ওর বুক কাপাকাপির একমাত্র কারণ না।

ও হ্যারিকে নিয়ে এখন যাচ্ছে কার্ট ওয়ালেসের সাথে দেখা করতে। এলিস স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে বিজয়কে কার্টের সাথে দেখা করতেই হবে। ও অবশ্য কারণটা ব্যাখ্যা করেনি তবে ওর কণ্ঠে কিছু একটা ছিলো যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে অনুরোধটার পিছনে ভালো একটা কারণ আছে। আর বিজয় এলিসকে বহুদিন ধরে চেনে। ওর বিচারবুদ্ধির উপর বিজয়ের পুর্ণ ভরসা আছে।

সমস্যা হচ্ছে বিজয় কার্ট ওয়ালেসকে পছন্দ করে না। একটা কারণ হচ্ছে বিজয়ের ধারণা কার্ট রাধার মৃত্যুর জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। যে হাসপাতালে রাধা ওর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেই হাসপাতালটার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা ওষুধ কোম্পানির মালিক কার্ট ওয়ালেস। বিজয় কিছুতেই মানতে রাজি না যে ওয়ালেস এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারেন। এর পিছনে ওর যুক্তি হচ্ছে সাক্সেনা ওয়ালেসের অনুমতি ছাড়া এক কদম-ও নড়বে না। কারণ ওয়ালেস-ই হচ্ছেন টাইটান ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান। আর সাক্সেনা ওখানেই চাকরি করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়ালেসের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য প্রমাণই পাওয়া যায়নি। আর প্যাটারসন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সাক্সেনা বা ওয়ালেসের পিছনে আর লাগা যাবে না। আইন ওদের পক্ষে আর ওয়ালেস যথেষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ। উনি চাইলে টাস্ক ফোর্সকে যথেষ্ট নাকানি চুবানি খাওয়াতে পারবেন।

বিজয়ের রাগের আরেকটা কারণ হচ্ছে এক বছর আগে বিজয়ের সাথে টাইটান ফার্মাসিউটিক্যালের অফিসে সাক্সেনার ঝামেলা হওয়ার পরে ওয়ালেসের কর্মকাণ্ড। বিজয় জানে যে কোনো যুক্তি দিয়েই ওর ঐ পাগলামিটাকে সিদ্ধ করা যাবে না, আর ওতে ও সফলও হয়নি। লাভের লাভ হয়েছে ওয়ালেস প্যাটারসনের কাছে বিজয়ের নামে নালিশ দিয়েছিলেন। সেখানে উনি বিজয়ের নামে সাক্সেনাকে হুমকি দেওয়ার মিথ্যে অভিযোগ করেছেন।

সেই থেকে ওয়ালেসের প্রতি বিজয়ের অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। আর এখন পর্যন্ত সেটা কমেনি।

কিন্তু গোলমালটা বাধে যখন বিজয় টের পায় যে একমাত্র ওয়ালেসই বিশ্বস্ত ভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রিজমটা দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। ও ওয়ালেসের উপর ওর বিরক্তিবোধটাকে বহু কষ্টে কোরবানী দিয়ে এলিসকে অনুরোধ করে ওয়ালেসকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করতে।

এখন জীবনে প্রথমবারের মতো ওয়ালেসের সাথে সশরীরে দেখা করতে যাচ্ছে ও।

BanglaBook.org

আসার পথে ক্যাবে বসে বিজয় বারবার নিজেকে বুঝিয়েছে যে ওকে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আজ ওয়ালেসের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণ করলে প্যাটারসন সেটাকে মেনে নেবে না।

ক্যাবটা ডরচেস্টার হোটেলের সামনে এসে থামলো। বিজয় ভাড়া চুকিয়ে নেমে পড়লো।

ওয়ালেস ওর সাথে কি নিয়ে কথা বলবেন সেটাই এখন মাথায় ঘুরছে ওর।

BanglaBook.org

৪২

দ্য ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন

বিজয় চরম অস্বস্তি নিয়ে ওয়ালেস আর এলিসের সাথে একই টেবিলে বসে আছে। খুব করে চেষ্টা করছে সেটা প্রকাশ না করতে। তবে বিলিওনিয়ার লোকটা যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখানোর চেষ্টা করছেন। তবে হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে বিজয়ের সাথে সাক্ষাত তার নিজের ইচ্ছায় না বরং এলিসের ইচ্ছায়।

এলিস একবার বিজয় আর একবার ওয়ালেসকে দেখলো তারপর চোখ নামিয়ে পরিস্থিতিটা অনুধাবনের চেষ্টা করলো। মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেলো ওর। কি যে অবস্থা! এই দুই অচিকীর্ষু লোককে এখন ওকেই সামলাতে হবে।

"ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমরা যে প্রিজমটা দেখেছিলাম ওটা সম্পর্কে কার্ট দারুণ একটা খবর দিতে চাচ্ছেন।" এলিস আর দেরি না করে সরাসরি সাক্ষাতের আসল প্রসঙ্গে চলে গেলো। ও জানে এই সাক্ষাতটা বিজয়ের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। যদিও বিজয় নিজে সেটা জানে না। এ জন্যেই ও প্রিজম শব্দটার উপর ইচ্ছা করে একটু জোর দিয়ে বললো। এতে করে বিজয় বুঝবে যে ও দ্বিতীয় প্রিজমটার কথা ওয়ালেসকে বলেনি।

"ও হ্যাঁ," ওয়ালেস প্রসঙ্গের খেই ধরলেন। এলিস তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। "এলিস প্রিজমের উপর লেখা কাহিনিটা আমাকে বলেছে। সেমিরামিস, প্রাচ্যের ঐ যুদ্ধ- এসব।"

এবার বিজয় এলিসের দিকে তাকালো। এলিস মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিলো যে ও সেমিরামিসের কাহিনি ওয়ালেসকে বলেছে।

"আমি জানি যে, গল্পটা শুনে সেমিরামিস সম্পর্কিত আর দশটা কিংবদন্তির মতোই মনে হয়," ওয়ালেস বলে চললেন। বোঝা যাচ্ছে যে মজা পেতে শুরু করেছেন। "কিন্তু গল্পটা শুনতে শুনতে আমার মাথায় নতুন একটা চিন্তা দেখা দেয়। চিন্তাটা আসার কারণ আমার এক আমেরিকান বন্ধু। সে একজন সংগ্রাহক। কয়েক বছর আগে ও একটা হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে।" তারপর উনি বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিসারো'র কথা শুনেছেন আপনি?"

বিজয় ঠোঁট চেপে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো যে কোথাও শুনেছে নাকি, কিন্তু কিছুই মনে পড়লো না। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো ও।

BanglaBook.org

"তাহলে সিসারো সম্পর্কে একটু বলি। মার্কাস টুলিয়াস সিসেরো ছিলেন একজন রোমান কূটনীতিক, আইনবিদ, পণ্ডিত, বক্তা আর লেখক। উনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের সময়কার লোক। সিজারকে খুন করে অক্টাভিয়াস তথা অগাস্টাস যখন রোমের প্রথম সম্রাট হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন তখনও উনি বেঁচে ছিলেন। সিসেরো অনেকগুলো বই লিখেছিলেন, এর মধ্যে বেশিরভাগই হলো বিভিন্ন মানুষকে লেখা চিঠি। তার মধ্যে জুলিয়াস সিজার, অক্টাভিয়াস, ব্রুটাস আর পম্পেই-ও আছে।"

"ব্রুটাস ছিলো সিজারকে হত্যাকারীদের একজন," এলিস বলে উঠলো। বিজয় আসলে প্রাচীন রোম সম্পর্কে কতটা জানে তা ওর জানা নেই। "আর পম্পেই ছিলো একজন সেনাপতি। ওকে হারিয়েই সিজার রোমের একনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে এলিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো।

"থ্যাংক ইউ এলিস," বলে ওয়ালেস আবার বলা শুরু করলেন। "ওনার অনেকগুলো চিঠির সংগ্রহই হারিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সিজার, পম্পেই আর ব্রুটাসের সাথে দেওয়া নেওয়া চিঠিগুলো আছে। বাকি যেগুলোর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো এখন যত্নের সাথে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। একটা কথা মাথায় রাখবেন, এই সবগুলো বই-ই কিন্তু সেই মধ্যযুগে বানানো। আর এগুলো কিন্তু আসল বই না। আসল বইয়ের একটাও আর টিকে নেই। আমি যে পুঁথিটার কথা বললাম সেটার কথা আগে কেউ শোনেনি। ওটায় সিসারো আর ওনার ভাই কুইন্টাসের মধ্যকার কয়েকটা চিঠি আছে। কুইন্টাস সেই সময়ে সিজারের দুত হিসেবে গল বিজয় অভিযানে অংশ নিচ্ছিলেন," ওয়ালেস থামলেন।

বিজয় ওনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুরু করলেন, "এই পুঁথিটা উদ্ধার করেন ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্কা, উনি পেত্রার্ক নামেই বেশি পরিচিত। উনি নিজেকে সিসারোর সবচে বড় ভক্ত হিসেবে দাবি করতেন। পেত্রার্কের কাছে ছিলো ঐ মধ্যযুগেই করা সিসারোর বইয়ের সবচে বড় সংগ্রহশালা। পেত্রার্ক তেরশ তেত্রিশ সালে লিজ শহরে আর তেরশ পঁয়তাল্লিশ সালে ভেরোনা শহরে সিসারোর হারিয়ে যাওয়া দুটো বই উদ্ধার করেন। আবিস্কারের আগে ঐ বই দুটোর কথা কেউ জানতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুটো বই-ই নষ্ট হয়ে যায়। এই তিন নম্বর পুঁথিটাকে তেরশ চল্লিশ সালে ভেরোনা ক্যাথেড্রালের লাইব্রেরি থেকে পেত্রার্ক উদ্ধার করেন। 'কুইন্টাস কোডেক্স' নামে ডাকা হয় এটাকে। তবে এটা আগের দুটোর তুলনায় কম বিখ্যাত। এটাও গায়েব হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু একটা ব্যক্তিগত নিলামে বইটা তোলা হয়, তখন আমার বন্ধু ওটা সংগ্রহ করে।"

BanglaBook.org

বিজয় বুঝতে পারছে না যে আলোচনা আসলে কোনদিকে যাচ্ছে তবে কেন যেন মনে হচ্ছে এই পুঁথিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

"এই কুইন্টাস কোডেক্সে নিশ্চয়ই সেমিরামিসের কাহিনি সংক্রান্ত কিছু আছে?" নিজের মত প্রকাশ করলো বিজয়।

ওয়ালেস একটা ভ্রু উঁচু করলেন, বিজয় কথা বলে ওঠায় অবাক হয়েছেন। "ঠিক, আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই প্রিজমে পাওয়া কাহিনির সাথে ওখানের কাহিনি প্রায় একই।"

ওয়ালেস যতবারই একটা প্রিজমের কথা বলছেন ততবারই এলিসের মন অপরাধবোধে ছেয়ে যাচ্ছে। কথা গোপন রাখার ক্ষেত্রে ও কখনোই খুব বেশি দক্ষ ছিলো না, আর যদিও ও মিথ্য বলেনি কিন্তু সত্য গোপন করেছে আর বিনা বাক্যব্যয়ে ওয়ালেস ওর কাহিনি বিশ্বাস করায় ওর অপরাধবোধ আরো বেড়েছে।

বিজয় হঠাৎ ওয়ালেসের কথায় খুব আগ্রহী হয়ে উঠলো, "স্যরি, আমি আসলে আপনার কথার মাঝে বাধা দিতে চাইনি। বাকিটা বলুন প্লিজ।"

ওয়ালেস আর কি নতুন কাহিনি শোনাবেন সেটা ভেবে পাচ্ছে না বিজয়। প্রিজমেই তো প্রায় সব বলা আছে।

কি এমন আছে কুইন্টাস কোডেক্সে?

BanglaBook.org

৪৩

খ্রিস্টপূর্ব ৫৬ সাল

গল, বর্তমানে আধুনিক ফ্রান্স

জুলিয়াস সিজার উল্টোপাশের চেয়ারে বসা লোকটার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। বেজায় চটে আছেন উনি। কিন্তু কেউ যদি সিজারকে এই সমস্যার গোড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে তাহলে এ-ই পারবে।

ডিভিটিয়াকস কোনো সাধারণ মানুষ না। উনি হচ্ছেন আইদুই-এর রাজা ডিয়ামনোরি-র ভাই। ডিভিটিয়াকস নিজেও ওখানকার শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা। তবে সবচে বড় কথা উনি হচ্ছেন একজন ড্রুইড, যদিও ওনার বয়স অনেক কম। চেহারা দেখে সিজারের ধারণা হয়েছে যে ডিভিটিয়াকসের বয়স পয়ত্রিশের বেশি হবে না।

এই ড্রুইডের সাথে সিজারের পরিচয় হয় চার বছর আগে রোম-এ। ডিভিটিয়াকস তখন রোমান রাজদরবারে সাহয্য চাইতে এসেছিলেন। কারণ তখন সোকানির রাজা আরেক দখলদার সোয়েবির টিউটোনিক গোত্রের রাজা অরিওভিস্টাসের সাথে জোট বেঁধে আইদুই দখল করার পায়তারা করছিলো।

ডাইভিটিকাস রোমে থাকাকালীন সিজার আর সিসারো-র সাথে দেখা হয়, আর নিজের মিশনে ব্যর্থ হলেও রোম বিশেষ করে সিজারের প্রতি তার বিশেষ ভক্তি সৃষ্টি হয়। গল অভিযানের সময় এই ব্যাপারটা সিজারের ভালোই কাজে দিয়েছে। কিন্তু ডিভিটিয়াকসের আপন ভাই ডিয়ামনোরি রোম আর সিজার দুজনকেই মনে প্রাণে ঘৃণা করে, আর গল-এ রোমান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সে-ই অভিযান পরিচালনা করছে।

দুই বছর আগে, গল-এ থাকার সময় সিজার হেলভেশি নামের এক উপজাতি গোত্রকে নিজের সেনাবাহিনি থেকে বের করে দেন। ফলে তার সৈন্য সংখ্যা ব্যাপক হারে কমে যায়। তখন বিপক্ষ বাহিনির সাথে রোমান সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় অনুপাত এক।

ঠিক সেই সময়েই ডিয়ামনোরি আইদুই-এ নিজের ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে সিজারের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আর হেলভেশিয়ানদের প্রধান নেতা অরগেটরি-র সাথে যোগ দেয়।

BanglaBook.org

গল দখল করার পর ডিয়ামনোরি-র রোম বিরোধী এসব কর্মকাণ্ডের কথা সিজারের কানে আসে।

ডিভিটিয়াকস সেই সময় এই সংকটের মধ্যস্ততা করে। রোমান সেনাপতির ওদের মধ্যকার কথাবার্তার পুরোটা-ই মনে আছে। রোমে পাঠানো রিপোর্টে তিনি সেটার পুরোটাই উল্লখ করেছেন।

"আমার ভাইয়ের হয়ে মাফ ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমি," ডাইভিটিকাস বলেছিলেন। ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা করতে এসেছিলেন কিন্তু সিজারের চোখ থেকে দৃষ্টি সরাননি। "আমার সহায়তায়-ই আমার ভাই ডিয়ামনোরি ক্ষমতায় এসেছিলো। আমি জানি যে শাস্তি তার প্রাপ্য। আপনি যদি তাকে শাস্তি দেন তাহলে হয়তো রোমের জ্বালা জুড়াবে। কিন্তু পুরো গল জানে যে আমি আপনার বন্ধু। ওকে শাস্তি দিলে পুরো গলবাসীর কাছে আমার সুনাম ক্ষুন্ন হবে। আপনার কাছে অনুরোধ করছি, ডিয়ামনোরিকে ক্ষমা করে দিন। এর বাইরে আর কোনো উপায় নেই। গলবাসীকে আপনার পাশে না পেলে আপনি গল শাসন করতে পারবেন না। আর আপনি ভালোমতোই জানেন যে একমাত্র আমি-ই পারবো গলকে রোমের অর্থাৎ আপনার নিয়ন্ত্রণে এনে দিতে।"

ডিভিটিয়াকসের কথা যে ঠিক সিজারও সেটা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন।

"আপনার কথা-ই থাকবে তাহলে," সিজার বেজার মুখে মাথা ঝাঁকালেন। "আমার কাছে আপনার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা, আপনার আনুগত্য আর আপনার উপর আমার বিশ্বাসের মর্যাদা গল-এর অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে বেশি। আর পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি এসব হারাতে চাই না। আমি ডিয়ামনোরিকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু শুনে রাখুন ডিভিটিয়াকস, ওকে দিন রাত প্রতিটা ক্ষণ নজরদারিতে রাখা হবে। ওর কোনো চিন্তা বা কার্যক্রম কিছুই আর অগোচরে থাকবে না। আইদুই আর গল-এর গোত্রগুলোর মধ্যে যাতে আপনার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায় সেজন্যে সবকিছুই করবো আমি। আপনি হবেন এখানকার সর্বোচ্চ নেতা।"

এরপর সিজার গল থেকে উত্তরে রাইন নদীর দিকে এগিয়ে যান আর সেখানে জার্মান সর্দার আরিওভিস্টাসকে পরাজিত করেন। চিরঅনুগত ডিভিটিয়াকস এই অভিযানে অসামান্য অবদান রাখেন। সিজার আরিওভিস্টাসের বিরুদ্ধে রণকৌশল সাজানোর কাজে সাহায্যের জন্যে তাকে ডেকে পাঠান।

"আমাদেরকে যে করেই হোক শত্রুপক্ষের দুই প্রধান পক্ষ বেলজি আর বেলোহাসি-কে আলাদা রাখতে হবে," সিজার ডিভিটিয়াকসকে বলেছিলেন। "আর সেটা করা সম্ভব হবে একমাত্র যদি আইদুই বেলোভাচির সীমান্তে সৈন্য

BanglaBook.org

সমাবেশ করে ওদেরকে ব্যস্ত রাখে।" তারপর তারা যুদ্ধের বিস্তারিত কৌশল, শত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

তাদের পরিকল্পনা কাজে লাগে সফলভাবেই। বেলোহাসি সীমান্তে ডিভিটিয়াকসের নেতৃত্বে আইদুই সৈন্যবাহিনির সমাবেশের কথা শুনে ওদেরকে বাদ দিয়ে বেলজি-রা একারাই প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। কিন্তু সিজার এবার ওদের সহজেই হারিয়ে দেন আর গল অভিযানে রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর পরপরই গল-এ অভিযান চালানো হয় আর বেশিরভাগ জায়গা-ই রোমের দখলে চলে আসে। কয়েক জায়গায় টুকরো টুকরো বিদ্রোহ চলতে থাকে। এ যেন আত্মসমর্পণের মরুভূমিতে বেমানান মরুদ্যানের মতো। জিনিসটা সিজারকে ঝামেলায় ফেলে দেয়।

সিজারের ব্যাপারটা একদমই পছন্দ হয়নি। গল বিজয় ছিলো তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে আগানোর জন্যে একটা সিঁড়ি মাত্র।

তিনি চান রোমের মসনদ।

তিনি যখন দূর স্পেনের এক গভর্নর ছিলেন, তখন এক মেসিডোনিয়ান সেনাপতির ভাস্কর্য দেখেছিলেন। তার নাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। মাত্র ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এই লোকটা তৎকালীন জানা পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই দখল করে ফেলেছিলেন। স্পেনে অবস্থানরত সিজারের বয়সও তখন সেরকমই ছিলো। আলেকজান্ডারের সাথে তুলনা করলে তার অর্জন ছিলো একদম-ই তুচ্ছ। উনি রোমের এক সামান্য প্রদেশের গভর্নর, আর আলেকজান্ডার এই বয়সে পুরো পৃথিবী শাসন করেছেন।

এর পরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে ক্ষমতা পেতে হলে তাকে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু রোম-এ থাকতে হবে। তাহলেই তিনি তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন।

সিজার রোম-এ ফিরে আসেন। সেখানে প্রথমে তাকে হাই প্রিস্ট-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারপর হন একজন উচ্চপদস্থ বিচারক। এরপর আবার তাকে স্পেনে পাঠানো হয়, তবে এবার রাজ্যপাল হিসেবে।

স্পেনে ফেরার পূর্বে তিনি তৎকালীন দিগ্বিজয়ী রোমান সেনাপতি পম্পেই আর রোমের সবচে বড় ধনী ক্রাসাস-এর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। সিজার নিজের মেয়ের সাথে পম্পেই-এর বিয়ে দিয়ে তিনজনের মাঝের সম্পর্কটা আরো বেশি মজবুত করে তোলেন। সেটাই ছিলো সমগ্র রোম তথা বিশ্বের প্রথম ট্রায়াম্ভারেট (সমান ক্ষমতাসম্পন্ন তিন ব্যক্তির দ্বারা রাজ্যশাসন)।

BanglaBook.org

কিন্তু তিনি সবসময়েই জানতেন যে এটাই যথেষ্ট না। তার নিজেকেও একজন সফল সেনানায়ক হিসেবে সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেজন্যে তাকে এমন কোনো জায়গার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে যেটাকে রোমানরা তখনো জয় করত পারেনি।

সেটা হচ্ছে গল।

সিজার জানতেন যে, গল জয় করতে পারলেই তিনি নিজেও একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন। সৈন্যবাহিনি তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাকে সমর্থন করবে।

লক্ষ্য পূরণের একদম কাছে চলে এসেছেন উনি। এই অবস্থায় এই সামান্য কয়েকটা গোত্র যদি তাতে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তা তিনি বরদাশত করবেন না।

সমস্যা হচ্ছে এই ছোট ছোট গোত্রগুলোই রোমানদেরকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়ছিলো। একটা সুগঠিত রোমান সৈন্যদল ছিলো তৎকালীন যমানার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাস্ত্র। আর সিজারের নেতৃত্বে সেটা যে কতটা শক্তিশালী হয়েছিলো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এরা ছিলো জন্ম-সৈনিক, অকুতোভয় আর কাগজে কলমে এদেরকে যুদ্ধে হারানো একরকম অসম্ভবই ছিলো তখন। গত দুই বছরে চারটা বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছে রোমান সৈন্যবাহিনি। এর মাঝে একটা ছিলো নৌ যুদ্ধ। এই সাফল্যই রোমান বাহিনির বীরত্ব আর সাহসিকতার স্বীকৃতি দিচ্ছে।

কিন্তু গলের কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে সৈন্যদের সাথে দেখা করার পর তিনি একই সাথে উদ্ভট আর ব্যাখ্যাতীত একটা জিনিস খেয়াল করলেন।

বিশেষ করে ব্রিটানি-তে, ওখানে সম্প্রতি আরমোরিকান গোত্রটা বিদ্রোহ করেছে।

ওখানকার সৈন্যরা ভয় পাচ্ছে। যুদ্ধ করার সময় নাকি আজব একটা জিনিস ঘটছে। যে রোমান সেনাবাহিনি কিনা একটা তেল দেওয়া যন্ত্রের মতোই যথাযথভাবে কাজ করতে পারে তারা কিনা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। রহস্যময়ভাবে যুদ্ধের কৌশল লিখে পাঠানো অতি গোপনীয় চিঠিগুলোর বক্তব্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিপক্ষ বাহিনি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে মোটেও কার্পণ্য করছে না ফলে রোমান বাহিনির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে।

ঘটনা কি ঘটছে, কেনইবা এই সুপ্রশিক্ষিত সৈন্যদলটা যুদ্ধক্ষেত্রে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে সে সম্পর্কে রোমানদের কোনো ধারণা-ই নেই।

রোমানরা শুধু একটা জিনিসই খেয়াল করতে পেরেছে, আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ওরা ডমরু বাজানো আরম্ভ করে। ধীর লয়ে–কিন্তু এক ছন্দে। গমগমে আওয়াজটা শুনলেই শরীর কেমন অবশ হয়ে আসতে চায়।

BanglaBook.org

শুরুর দিকে রোমানরা আওয়াজটা মনোযোগ দিয়ে শুনতো না। কিন্তু অচিরেই ওরা দুটো জিনিস খেয়াল করলো।

প্রথমটা হচ্ছে, ডমরুগুলো রোমান শিবিরের এক মাইলের ভিতরেই বাজানো হতো, অথচ আস্তে আস্তে মনে হতো যে ডমরুর আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে রোমানরা যেমন ভেবেছিলো যে এই ডমরুর আওয়াজের জন্যেই ওদের এই দুর্দশা হচ্ছে, ব্যাপারটা আসলে তা না। প্রথম প্রথম যখন ডমরু বাজানো হতো তখন রোমান সৈন্যরা পূর্ণ সতর্ক ছিলো, কারণ তখন ওরা জানতো না যে কি হতে যাচ্ছে। শুধু চিন্তিত মনে চারপাশে নজর রাখতো। কারণ ওরা যদি আসলেই আক্রমণ করতে চায় তাহলে এভাবে সতর্ক করে দেওয়াটা নিছক বোকামি বলে মনে হচ্ছিলো।

কিন্তু ওদের এই ধারণা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হলো। আক্রমণটা যখন এলো তখন রোমান বাহিনি বরাবরের মতো পূর্ণ সতর্ক-ই ছিলো কিন্তু তারপরেও রোমানরা যুদ্ধে হেরে গেলো। ওদের দেখে মনে হচ্ছিলো ওরা লড়াই করতেই জানে না।

গ্যালিকদের আক্রমণ ছিলো ছোট ছোট কিন্তু দ্রুত আর মারাত্মক। ওরা সাই করে রোমান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়ে আবার গায়েব হয়ে যেত।

ডমরুবাদন-ও থেমে যেত তারপর।

এটা চলতে দেওয়া যায় না। সিজার নির্দেশ দিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কয়েকটা গ্যালিককে জ্যান্ত ধরতে। ওদের সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। কি এমন শক্তির জোরে ওরা সেনাবাহিনিকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে আর ওদের মনে এক অতিপ্রাকৃতিক ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে?

কিন্তু ওদের এই পরিকল্পনাও ভেস্তে গেলো। যুদ্ধের ঐ বিশৃঙ্খলার ভিতরে কাউকে ধরা সম্ভব ছিলো না। আক্রমণ করে সাথে সাথে ওরা চম্পট দিতো।

আর কোনো উপায় না পেয়ে জুলিয়াস সিজের গল-এ একমাত্র যাকে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন তার শরণাপন্ন হলেন।

ডিভিটিয়াকস দ্য ড্রুইড।

গ্যালিক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গাদাগাদা অভিযোগ বর্ণনা শেষে সিজার বললেন, "আমার আপনার সাহায্য দরকার ডিভিটিয়াকস। এখানে এমন কিছু একটা ঘটোছে যেটা সামরিক শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব না," বলে বিরতি দিলেন উনি।

একটু পরেই আবার শুরু করলেন, "গত বছর আপনি বেলোভাচিদের ক্ষমা করে দেওয়ার জন্যে আবেদন করেছিলেন। আমি আপনার আর আইদুই-এর সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখেই ওদেরকে নিরাপত্তা দিতে রাজি হই। আপনি

BanglaBook.org

আমাকে এ-ও বলেছিলেন যে বেলোভাচির প্রধান ঝামেলাবাজগুলো সব ব্রিটানিয়াতে পালিয়ে গিয়েছে আর ওরা নতুন কোনো শয়তানি করার সুযোগ পাবে না।"

সিজার সামনে ঝুঁকে এলেন, চোখের দৃষ্টি দিয়ে ড্রুইডকে প্রায় গেঁথে ফেলছেন। "তাহলে এখন আমার সৈন্যবাহিনির এই দশা হচ্ছে কি করে। কারণটা ব্যাখ্যা করুন আমাকে।"

BanglaBook.org

৪৪

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৩ তারিখ
দ্য ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন

"কুইন্টাস কোডেক্সের তাৎপর্য বুঝতে হলে আপনাকে জুলিয়াস সিজারের ব্রিটেন অভিযানগুলোর ইতিহাস মাথায় রাখতে হবে," ওয়ালেস বলে চলেছেন।

"উম, আমি আসলে বেশি কিছু জানিনা," বিজয় স্বীকার করলো।

"সমস্যা নেই," ওয়ালেস জবাব দিলেন। "আমি সংক্ষেপে বলছি। জুলিয়াস সিজার খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চান্ন আর চুয়ান্ন সালে টানা দুইবার ব্রিটেন দখলের চেষ্টা করেন। যদিও রোমান সিনেটে ওনার পাঠানো রিপোর্টে অনেক কিছু অর্জনের কথা উল্লেখ ছিলো, কিন্তু আসলে দুইবারই অর্জন ছিলো সামান্যই। প্রথমবারতো এমন বিপর্যয় হয়েছিলো যে একজন সেনাপতি হিসেবে তার যোগ্যতা-ই হুমকির মুখে পড়ে যায়। পরেরটার অবস্থা এর চাইতে ভালো ছিলো। কারণ সেবার কেল্টদেরকে বাগে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে চুক্তি ওনাদের মাঝে সাক্ষরিত হয়েছিলো তাতে রোমের দৃশ্যত কোনো লাভই ছিলো না। চুয়ান্ন খ্রিস্টপূর্বে সিজার ব্রিটেন ছেড়ে আসার প্রায় একশ বছর পরে ব্রিটেন রোমান সাম্রাজ্যের করায়ত্তে আসে। অথচ এতদিন জুড়ে রোম আর ব্রিটেনের মাঝে কিন্তু সাংস্কৃতিক আর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। ইতিহাসবিদেরা সিজারের আর রোমের এই অভিযানে যাওয়ার কারণ হিসেবে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। বিভিন্নজন বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত মতামত দিয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে একটা ব্যাখ্যাও পছন্দ হয়নি।"

"সিজার কেন ব্রিটেন এসেছিলেন সে সম্পর্কে তারমানে আপনার নিজস্ব কোনো ধারণা আছে নিশ্চয়ই?" বিজয় জিজ্ঞেস না করে পারলো না। কারণ বোঝা-ই যাচ্ছিলো যে ওয়ালেস ইতিহাসবিদদের কথা এক ফোঁটাও বিশ্বাস করেননি।

"আসলেই আছে," ওয়ালেস জানালেন। "আপনি যদি আমার বই পড়ে থাকেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে এসব ইতিহাসবিদদের প্রণীত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমার বিশেষ এলার্জি আছে। কারণ এদের বেশিরভাগ ব্যাখ্যাতেই রহস্য আর ফাঁকাফাঁকির পরিমাণ অনেক বেশি।"

BanglaBook.org

"আমি আপনার কয়েকটা বই পড়েছি," এলিস স্বীকার করলো। "আপনার ব্যাখ্যাগুলো... ভালোই।"

"কিন্তু আপনি সেগুলো বিশ্বাস করেননি, তাইতো?" এলিস না বললেও ওয়ালেস ধরতে পারলেন ব্যাপারটা।

এলিস হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলো। ও এরকম কিছু বোঝাতে চায়নি। "আমি বলতে চাচ্ছি যে, ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনার এরকম ধারণার কারণটা আমি বুঝতে পারছি। আপনি আপনার বইগুলোতে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাগুলোর বিপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগুলো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি ছাড়াই শুধুমাত্র পণ্ডিত লোকদের মতামতের ভিতিতে প্রদান করা হয়েছে।"

"আরে আমি কিছু মনে করিনি," ওয়ালেস মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। "যখন বুঝেছি যে বহু বছর ধরে স্কুলের ভুল শিক্ষার কারণে লোকজন তাদের ভিতরে গেড়ে বসা বিশ্বাসকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না, তখন থেকেই আমি কিছু মনে করা ছেড়ে দিয়েছি। তা আমি যতই তথ্য প্রমাণ হাজির করি না কেন! আর প্রমাণের অনুপস্থিতি-ই যে কোন কিছু অনুপস্থিতির প্রমাণ না- একথাটা মানুষ আরো অনেকদিন লাগবে।"

ওয়ালেস একটু থেমে নিজেকে সামলে নিলেন। "দুঃখিত, আসল কথা থেকে সরে গিয়েছি। হ্যাঁ, সিজারের ব্রিটেন অভিযানের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে- একটা ধারণা আসলে। কিন্তু আমার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। সবচে বড় কথা হলো আমার ধারণাটা সম্পূর্ণ না।" উনি ওনার কথার গুরুত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে সামনে ঝুঁকে এলেন। "আমার ধারণা সিজারের ব্রিটেন যাওয়ার উদ্দেশ্য গল-এ নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা রোমের জন্যে সম্পদ আহরণ কোনোটাই ছিলো না। চারপাশে সমুদ্র ঘেরা থাকায় গল আক্রমণের কথা কারো মাথায়ও আসতো না তখন; ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের ঐ অখ্যাত দ্বীপে কে-ই বা যাবে মরতে। কোনো মূল্যবান খনিজ বা রোমের কাজে লাগে ওরকম কিছুই ছিলো না ওখানে।" ব্যাপারটা বাকিদের হজম করার জন্যে কিছুক্ষণ থামলেন ওয়ালেস।

বিজয় কিছু বললো না। ওর কোনো ধারণাই নেই ওয়ালেস আসলে আলোচনার মোড় কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছেন বা এই কাহিনির সাথে প্রিজমের যোগসূত্র কোথায়। কিন্তু ও রহস্য পছন্দ করে, আর এই রহস্যটাও দারুণ লাগছে।

"আমার ধারণা," প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করছেন ওয়ালেস। "জুলিয়াস সিজার ক্ষমতার সন্ধানে ব্রিটেন গিয়েছিলেন। উনি এমন এক ক্ষমতার উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন যা কিনা ব্রিটেনে লুকানো ছিলো। ওই জিনিস হাতে পেলে উনি হয়ে উঠতে পারবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, যা

BanglaBook.org

এমনি এমনি তার পক্ষে অর্জন করা কখনো সম্ভব হতো না। আর ব্রিটেনের ড্রুইডদের সাথে এই জিনিসটার সম্পৃক্ততা ছিলো।"

ওয়ালেস বিজয়ের দিকে তাকালেন। ভেবেছিলেন ও কোনো সন্দেহ প্রকাশ করবে। কিন্তু বিজয় গত দুই বছরে এত বেশি প্রাচীন গুপ্ত রহস্য উদ্ধার করেছে যে ওর কাছে এখন কিছুই আর অবিশ্বাস্য লাগে না। দেড় বছর আগেই ওরা এমন একটা গোপন রহস্য উদ্ধার করে যেটা কিনা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। সেটার জন্যেই উনি এই সুদূর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাই জুলিয়াস সিজারের পক্ষে ব্রিটেন গিয়ে এমন কিছু খোঁজা যা কিনা তাকে সর্বজয়ী করে তুলবে এই ব্যাপারটা ওর কাছে মোটেও আষাঢ়ে গল্প মনে হয়নি।

"ক্ষমতাটা কি?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো।

ওয়ালেস কাঁধ ঝাঁকালেন। "সেটাই সমস্যা, আমি জানি না। বললামই-তো যে এটা একটা ধারনামাত্র, তাও সম্পূর্ণ না।"

বিজয় কিছু না বলে ব্যাপারটা বেঝার চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। "আর ঐ কুইন্টাস কোডেক্স? এখানে ওটার ভূমিকাতো কিছুই বুঝলাম না।"

ওয়ালেস হাসলেন। উনি এই প্রশ্নটাই মনে মনে আশা করছিলেন। চাচ্ছিলেন যে বিজয় প্রশ্নটা করুক।

"কুইন্টাস কোডেক্সই প্রমাণ করে যে সিজারের ব্রিটেন অভিযানের ব্যাপারে আমার ধারণা আসলে সত্যিও হতে পারে," ঘোষণা করলেন ওয়ালেস। "ওখানে সিজার কেন ব্রিটেন গিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা আছে। ওখানে বলা আছে যে উনি ব্রিটেন গিয়েছিলেন রোমানদেরকে ড্রুইডদের গোলামে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে।"

BanglaBook.org

৪৫
দ্য কুইন্টাস কোডেক্স

বিজয়ের চমকে যাওয়া দেখে ওয়ালেস হাসলেন। ওয়ালেসের গল্প বলার ক্ষমতাটা দারুণ। যে কোনো সাধারণ ঘটনাও তার বলার ঢঙ, মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে ঘটনার ঘনঘটা তৈরি করে নেওয়া- এসবের কারণে হয়ে ওঠে নাটকীয়। আর শ্রোতাদের এসব অবাক করা অভিব্যক্তি দেখতে তার নিজেরও খুব ভালো লাগে। তা সে শ্রোতা একজন হোক আর বেশি।

"আগেই বলেছি যে কুইন্টাস সিজারের সাথে চুয়ান্ন খ্রিস্টপূর্বের ব্রিটেন অভিযানে রাজদূতের কাজ করছিলেন," ওয়ালেস বলতে আরম্ভ করলেন। "আর ওনার ভাই সিসারোকে লেখা কয়েকটা চিঠিতে উনি ওই দ্বিতীয় অভিযানের কারণটা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্যই সরাসরি না, অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। উনি অনেক পরামর্শ আর কাহিনি ধাঁধার মাধ্যমে লিখে পাঠাতেন। কারণ সেনাপতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এভাবে খোলাখুলিভাবে বলাটা তার জন্যে মঙ্গলকর হতো না। কারণ এসব সিদ্ধান্তের বেশিরভাগই তার সামনেই নেওয়া হয়েছিলো।"

ওয়ালেস গল্পে বিরতি দিয়ে আরেক দফা চা-এর অর্ডার দিলেন। "ওনার চিঠিগুলোর মর্মার্থ করলে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, সিজারের বিরুদ্ধে গল-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা গোষ্ঠী প্রতিরোধ চালিয়েই যাচ্ছিলো। এরকমটা হতেই পারে, কিন্তু সমস্যা হলো যে ঐ সামান্য দলগুলোই পরাক্রমশালী রোমান সৈন্যবাহিনিকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ছিলো। আর সিজার কোনোভাবে জানতে পারেন যে এই কাজে ওদেরকে ব্রিটেনের ড্রুইডরা সাহায্য করছে। ব্রিটেনে প্রথম অভিযানের সময় সিজার ড্রুইডরা কিভাবে ওদেরকে সাহায্য করছে সেই রহস্যের সমাধান করেন। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, কয়েক শতক আগে ড্রুইডরা অ্যাসিরিয়ান সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস-এর কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিলো।"

নামটা শুনেই বিজয় চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো।

"সিজার আরো জানতে পারেন যে, সেমিরামিস প্রাচ্যে অভিযান শেষে ব্রিটেন আসেন আর আসার সময় ড্রুইডদের জন্যে কোনো একটা প্রাচীন অলৌকিক অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসেন," ওয়ালেস গল্প বলছেন আর একই সাথে বিজয়ের প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছেন। "সেমিরামিস প্রাচ্যের কোথা থেকে অস্ত্রটা উদ্ধার করেছিলেন সেটা কুইন্টাসের

BanglaBook.org

চিঠিতে উল্লেখ নেই; তবে সেটা এইক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। ড্রুইডেরা অস্ত্রটা দিয়ে বিদ্রোহী কেল্টিক গোত্রগুলোকে দমন করে কেল্ট-এ নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে; আর তারপর সেটাকে লুকিয়ে রাখে। কুইন্টাস এর মতে অস্ত্রটা আর ওদের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সিজার যখন গল-এ অভিযান শুরু করেন, তখন ড্রুইডদের মনে আবার ওটা ব্যবহারের চিন্তা আসতে থাকে। শেষমেশ ওরা সিদ্ধান্ত নেয় যে আরো একবার ওরা অস্ত্রটা ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব সুসংহত করবে। তবে এবার এটা ব্যবহার করবে রোমানদের বিরুদ্ধে, মানে সিজারের বিরুদ্ধে।"

ওয়েটারের আগমনে আবারো গল্পে বিরতি পড়লো। ওয়েটার সবার কাপে আরো একবার চা ঢেলে দিলো।

"তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সিজার পরের বছর দ্বিতীয়বারের মতো ব্রিটেন ফিরে যান যাতে ড্রুইডরা ওদের অস্ত্র উদ্ধার করে রোমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্যে?" ওয়েটার যাওয়ার পর প্রশ্নটা করলো বিজয়।

"আমার না, কুইন্টাসের বক্তব্য সেটা," ওয়ালেস পরিষ্কার করলেন ব্যাপারটা।

"কিন্তু একটা অস্ত্রকে কাজে লাগানো শুরু করতে এতদিন সময় কেন লাগবে?" বিজয়ের কাছে ব্যাপারটা খুবই আজব মনে হচ্ছে। "মানে গল-এ সিজারের অভিযানই-তো চলেছে কয়েক বছর। এরপরে সিজার একবার ব্রিটেনে অভিযান চালিয়েছেন। তখনো ওরা ওদের অস্ত্র কাজে লাগালো না কিভাবে?"

ওয়ালেস অবাক হলেন এটা ভেবে যে বিজয় অলৌকিক অস্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুললো না। ও ড্রুইডের কাহিনিতে ভুল ধরছে, কিন্তু অপরাজেয় রোমান বাহিনিকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এরকম একটা অস্ত্রের কথা মেনে নিচ্ছে। ওয়ালেস অবশ্য এটা নিয়ে কিছু বললেন না, তবে ব্যাপারটা মনে মনে টুকে রাখলেন।

"আপনার কথা ঠিক," বিজয়ের প্রশ্নের জবাবে বললেন ওয়ালেস। "তিন বছর গল অবরোধের পর সিজার ব্রিটেনে অভিযান চালান। আর কুইন্টাসের মতে উনি যখন দ্বিতীয় অভিযান চালান তখনও নাকি অস্ত্রটা ব্যবহার করা হয়নি।" বলে ওয়ালেস কাঁধ ঝাঁকালেন। "চিঠিগুলোতে এর কারণ ব্যাখ্যা করে কিছুই লেখা নেই। হয়তো কুইন্টাস ভেবেছিলেন যে ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না।"

"অস্ত্রটা কি সেটার কি উল্লেখ আছে?" এলিস জানতে চাইলো। বিজয় আসার আগেই ও একবার গল্পটা শুনেছে, তাই এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। ওয়ালেস যখন ওকে কুইন্টাস কোডেক্সের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বললেন তখনই ও উপলব্ধি করেছিলো যে বিজয়ের-ও এটা শোনা দরকার। আর সিদ্ধান্ত নেয় যে আরেকজনের কাছ থেকে না বরং বিজয় নিজে এসে সরাসরি ওয়ালেসের কাছ

BanglaBook.org

থেকে বিস্তারিত শুনলেই বরং ভালো হবে। ও যে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি সেটা দেখে স্বস্তি লাগছে এখন।

"না। ওনার বক্তব্য হচ্ছে অস্ত্রটা নাকি একাই পুরো রোমান বাহিনিকে পরাস্ত করতে সক্ষম ছিলো। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি-ই মনে হয়েছে। তবে যদি ব্যাপারটা সত্যি হয় তাহলে ব্রিটেনে দুই-দুই বার অভিযান চালানোতে সিজারের কোনো দোষ দেখি না। শেষ চিঠিতে কুইন্টাস সিসারোকে জানান যে সিজার দ্বিতীয় অভিযান শেষে ড্রুইডদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছান। আর কখনো অভিযান চালাবেন না এই শর্তের বিনিময়ে ড্রুইডরা সিজারকে অস্ত্রটার অবস্থান আর কিভাবে সেটা চালু করা যাবে সেই তথ্য দেয়। কুইন্টাস অবশ্য এটাও বলেছেন যে চালু করার উপায় শিখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা তার অনুমান। কারণ সিজার আর কেল্টদের মধ্যকার সব বৈঠকে উনি উপস্থিত থাকতে পারতেন না।"

"আর এজন্যেই সিজার কেল্টদেরকে কিছু না করেই ফিরে আসেন আর এরপর আর কখনোই ব্রিটেন অভিযান চালাননি," এলিস গল্পের উপসংহার টানলো।

"ঠিক," বলে ওয়ালেস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বাকিদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

"এই কোডেক্সের ঘটনা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?" বিজয় জানতে চাইলো। "কারণ আপনি-ই বললেন যে এটা আসল কপিটা না, আসলটার থেকে নকল করা। এগুলো যে আসলেই সত্যি সেটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে? চিঠিগুলো প্রকাশ করে সিজারের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেওয়ার কারণে সিসারোকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি? এই কাহিনি যদি সত্যি হয় তাহলেতো পড়ার কথা।"

"চমৎকার প্রশ্ন," ওয়ালেস বললেন। "আমরা কোডেক্সটা আসল কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি। নকল না। আসলেই অনেক পুরাতন কপি ওটা। আর আপনাকে সত্যিটাই বলি, কুইন্টাসের বলা ঘটনাগুলো আসলে সত্যি কিনা সে ব্যাপারে আমরা বেশি সন্দিহান ছিলাম। গল্পটা চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু বইয়ের ঘটনাগুলো আসলেই ঘটেছিলো কিনা সেটা নির্ণয়ের কোনো উপায় আমাদের হাতে ছিলো না। এখন আছে। আপনারা আমাকে একটা প্রিজমের কথা বলছেন যাতে খোদাই করা আছে যে কিভাবে সেমিরামিসকে অনুরোধ করা হয় প্রাচ্য থেকে একটা স্বর্গীয় যন্ত্র উদ্ধার করে এনে দেওয়ার জন্যে। ওখানে অস্ত্রটা উদ্ধার করতে গিয়ে তাকে যে যুদ্ধ করতে হয়, তারপর তার নিজ রাজ্যে ফিরে আসা আর সবশেষে উত্তরের একটা দেশে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া আর সেখানে একজন দেবী হিসেবে সম্মানিত হয়ে মারা যাওয়া- সবই খোদাই করা আছে। প্রিজম আর কুইন্টাস- দুটোর ঘটনাই কিন্তু আলাদা, কিন্তু কেন

BanglaBook.org

যেন মনে হয় দুটোই একই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু বিশাল একটা কাকতালীয় ব্যাপার। কারণ প্রিজমটা কুইন্টাসের চিঠির চাইতে কয়েক হাজার বছরের বেশি পুরনো। আর সিসারোর সব চিঠি-ই সিজারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটাতো সিসারোর মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত হয়। সিজার মারা যান চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বে, আর সিসারো তেতাল্লিশে। এই পাণ্ডুলিপিটাও সম্ভবত তার মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত, কারণ সিসারোর জীবদ্দশায় কুইন্টাসের সাথে তার চিঠি আদানপ্রদান সংক্রান্ত যে কয়টা বই প্রকাশিত হয়েছিলো তার মধ্যে এটার উল্লেখ পাওয়া যায় না।"

"ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয় না, তার চেয়েও বেশি," বিজয়-ও একমত হলো।

"শুধু তাই না," ওয়ালেস জোর দিয়ে বললেন। "ইতিহাসবিদেরা সেমিরামিসকে পৌরাণিক কাহিনির একটা চরিত্র বলে মত দিয়েছেন। এমনকি যারা মনে করেন যে তিনি সত্যি-ই ছিলেন, তারা বলেন যে তিনি বেঁচে ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকের দিকে, আর প্রাচীন যত সূত্র পাওয়া যায় তাতে তার সময় দেখানো হয়েছে আরো কয়েক শতক পূর্বে। এরকম কেন হয়েছে বলে আপনার মনে হয়? এটা কি নিছক দুর্ঘটনা? নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে সেমিরামিসের ভূমিকা আসলে কাগজপত্রে যা পাওয়া যায় তার চাইতে অনেক বেশি? যদি ঐ প্রিজম আর কুইন্টাসের চিঠির বক্তব্য সঠিক হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে ইচ্ছা করেই সেমিরামিসের সমস্ত ঘটনা বিকৃত করা হয়েছে। আর এটা কিভাবে করা হয়ে সে সম্পর্কে আমি খুব ভালোই জানি। এসব অনেক প্রাচীন কাহিনির মূলেই একটা সত্যি থাকে। কেন, আপনাদের বেদ-এর কথাই ধরুন না," এবার সরাসরি বিজয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন ওয়ালেস। "বা মহাভারত, আমি সংস্কৃত জানি না। কিন্তু শুনেছি যে এটা নাকি একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার সম্বলিত বই। কিন্তু কতজন ভারতীয় বিশ্বাস করে যে মহাভারতে বর্ণিত সব ঘটনা আসলেই ঘটেছে? এমন কি একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে না যে মহাকাব্যটার আসলেই একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, আর দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন আর পশ্চিমাদের মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে সেটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে?"

বিজয় কিছু বললো না। মহাভারত আর এর তথাকথিত পৌরাণিক কাহিনিগুলোর পিছনের সত্য ও নিজে খুঁজে বের করেছে। ওয়ালেসের কথা ওর মনের ভিতর অনুরণিত হতে থাকলো। কিন্তু সেটা এই বিলিয়নিয়ারকে বলা সম্ভব না।

"এই কোডেক্সের একটা কপি কি পাওয়া যাবে?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো। ও নিজে এই পুঁথিটা পড়ে দেখতে চায় যে আসলেই ভিতরে কি আছে।

ওয়ালেস একজন ওয়েটারকে ইশারা করলেন। ওয়েটার ম্যানিলা পেপারের

BanglaBook.org

একটা খাম এনে টেবিলে দিয়ে গেলো। "এখানে একটা কপি আছে। আপনি আসতে আসতে এটাকে ই-মেইল করিয়ে এনে প্রিন্ট করে রেখেছি। সমস্যা হচ্ছে এটার ভাষা ল্যাটিন। এটা পড়তে ল্যাটিন জানে এমন কাউকে দরকার হবে আপনার।"

"থ্যাংক ইউ, মি. ওয়ালেস," বিজয় মন থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত প্রিজমে পাওয়া লেখাগুলো থেকে একটা কিছু বের করা যাবে। বদ্ধ দরজা খুলে সামনে আগানোর পথ পাওয়া যাচ্ছে এখন।

কিন্তু পথের শেষে ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে?

BanglaBook.org

৪৬

খ্রিস্টপূর্ব ৫৬

গল, বর্তমানে আধুনিক ফ্রান্স

ডিভিটিয়াকস ইতস্তত করতে লাগলেন। "আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন, সিজার?" শেষমেশ বললেন উনি।

"কেন পারবো না? আপনার উপর আমার পুরো ভরসা আছে।"

"এর কারণ হচ্ছে ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা, সিজার," ডিভিটিয়াকস জবাব দিলেন।

সিজারের চোখ জ্বলে উঠলো। গলিকদের এত ভালো যুদ্ধ করার তাহলে এটা-ই রহস্য। ব্রিটানিয়া থেকে আমদানি করা অস্ত্র, হয়তো মানুষও নিয়ে এসেছে। গল আর ব্রিটানিয়ার মাঝের সরু সাগরটুকু পাড়ি দিয়ে এসে ওরা ওনার সাফল্যের পথের কাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবকিছু করছে ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা।

কিন্তু সিজার যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন ততই তিনি এর পিছনে কোনো উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে পেলেন না। "ব্রিটানিয়ার সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র গলিকদের কিভাবে সাহায্য করছে?" সন্দিহান কণ্ঠে বললেন সিজার। "আমার সৈন্যরা কেন ভয় পাচ্ছে তার কারনতো বুঝলাম না। কেন এই ছোট ছোট যুদ্ধেই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে?"

ডিভিটিয়াকস মাথা ঝাঁকালেন। "আপনার ধারণা সত্যি গভর্নর সিজার। ব্রিটানিয়া থেকে সৈন্য বা অস্ত্র আসছে না। ব্রিটানিয়ার ড্রুইডের-ই আসছে। ওদের অনেকেই সমুদ্র পার হয়ে গল-এ চলে এসেছে। আপনি যা বললেন তাতে এইটুক অন্তত নিশ্চিত।"

ডিভিটিয়াকস আবার চুপ করে গেলেন।

ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা কিভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত সেই ব্যাখ্যা শোনার জন্যে সিজার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ওরা আবার ওদের গুপ্ত অস্ত্রটা বের করেছে। পুরোটা না হলেও অন্তত অংশবিশেষ।"

"গুপ্ত অস্ত্র মানে?" সিজার অবাক হলেন।

"হাজার বছরের পুরনো এক অস্ত্র। এই অস্ত্রটা কি আর এটা কোথায় লুকানো আছে সেটা আমাদেরকে মুখে মুখে শেখানো হয়েছে। আর এভাবে মুখে মুখেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন

BanglaBook.org

পর্যন্ত ড্রুইডদের ওটার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। সম্ভবত গল-এ আপনার অভিযান আর সাফল্যের কারণে ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওটাকে আবার বের করে এনে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আবার ড্রুইডের নিজেদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করবে।"

সিজারের ভ্রু কপালে উঠে গেলো। "সব কিছু খুলে বলুন ডিভিটিয়াকস। ধাঁধা পছন্দ না আমার।"

ডিভিটিয়াকস ব্যাখ্যা করলেন।

কথা শেষ করার পর দীর্ঘক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকলেন। সিজার চোখ সরু করে একদৃষ্টিতে ডিভিটিয়াকসের দিকে তাকিয়ে আছেন।

"আপনি এতক্ষণ আমাকে যা বললেন তার সব সত্যি তো?" সিজার জিজ্ঞেস করলেন।

"মিথ্যে বললে জুপিটার (রোমান বজ্র দেবতা) আমার মাথায় ঠাটা ফেলুক," ডিভিটিয়াকস জবাব দিলেন। "ড্রুইড হিসেবে দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণে আমি যেটুকু শিখেছি সেটাই আপনাকে বলেছি।"

সিজারের ভ্রু আবার কুঁচকে গেলো। "তা এটাকে আটকানোর উপায় কি?"

ডিভিটিয়াকস মাথা নাড়লেন। "সেটা সম্ভব না," সিজারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন উনি। "এটা হচ্ছে লর্ডস অফ দ্য লাইটের দেবতাদের দেওয়া বিশেষ আশীর্বাদ। এ এমন এক শক্তি যা শুধু ড্রুইডেরা-ই অর্জন করতে পারে পৃথিবীর আর কোনো শক্তির এর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই।"

"মানে?" সিজার জানতে চাইলেন।

ডিভিটিয়াকস আবারো ইতস্তত করলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটা শব্দে জোর দিয়ে বললেন, "ওরা যদি আবার ঐ অস্ত্রটা উদ্ধার করে থাকে তাহলে ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা আমাদের সবাইকে দাসে পরিণত করতে পারবে। আর করবে-ও। এখন সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

BanglaBook.org

৪৭

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৩ তারিখ
রিজেন্ট'স পার্ক, লন্ডন

চেয়ারে বসা লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডি। লোকটার বা হাতে রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। চোখে মুখে আতংক।

লোকটার হতের ব্যান্ডেজের কারণ হচ্ছে তার দুটো আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। ডি নিজের হাতে আঙুল দুটো কেটেছে, কারণ লোকটা ডি-র কথামতো কাজ করতে রাজি হয়নি। অবশ্য লোকটা তখন জানতো না যে কার পাল্লায় পড়েছে। এখন চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে সে এই ভুল আর করবে না।

আঙুল কাটা পড়ার পর থেকেই সে একান্ত বাধ্যগত হয়ে গিয়েছে। ডি যা বলবে এখন সে তা-ই করতে রাজি।

"আপনি নিশ্চিত তো যে অনুবাদটা ঠিক আছে?" সামনের ডেস্কে রাখা একগাদা কাগজের উপর আঙুল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলো এলিস। "ভালোমতো দেখেছেন?"

লোকটা মাথা ঝাঁকালো। স্প্রিং বসানো একটা পুতুলের মাথার মতো তার মাথা দুলতে লাগলো।

ডি আরো একবার অনুবাদটার উপর চোখ বুলালো। "আর সমাধিটা হচ্ছে পাহাড়ের উপরে। এটাইতো লেখা?"

আবারো লোকটার মাথা দোলা শুরু হলো।

ডি চেয়ারে হেলান দিলো, চিন্তায় ডুবে গিয়েছে। মিজারের ডায়রি- যেটা হচ্ছে অর্ডারের উদ্ধারকৃত বিবরণীটার নবম বই- ওটায় সেমিরামিসের উল্লেখ আছে। ওখানে বলা আছে যে এই অ্যাসিরিয়ান সম্রাজ্ঞী নাকি প্রাচ্য থেকে একটা অস্ত্র উদ্ধার করে এনে ব্রিটেনের ড্রুইডদেরকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ডায়রিতে বলা নেই যে অস্ত্রটা কোথায় লুকানো আছে। গোল্ডফেল্ডকে পাঠানো এলিসের ই-মেইল থেকে প্রিজমের যে ছবিগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অনুবাদ করে যে গল্পটা পাওয়া গিয়েছে, সেটাই ডায়রিতেও লেখা।

এটাকে একটা কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে নারাজ ডি। দুটো পৃথক উৎস থেকে একই কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে।

BanglaBook.org

তবে ডায়রির ঘটনাটা বেশ সাজানো। এখানে সেমিরামিসের ঘটনার একেবারে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। আর সেটা এইমাত্র পড়ে শেষ করা অনুবাদটার সাথে একদমই মিলে যাচ্ছে।

ডায়রিতে সেমিরামিসের উদ্ধার করে আনা ঐ অলৌকিক অস্ত্রটার প্রকৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত দেওয়া আছে। দেখা যাচ্ছে, সিজার আর ড্রুইডদের মধ্যে ৫৪ খ্রিস্টপূর্বে যে চুক্তি হয়েছিলো সেটা মোতাবেক ওরা সিজারকে যন্ত্রটা চালু এবং ব্যবহার দুটোই শিখিয়ে দেয়। আর গত কয়েক শতাব্দী ধরে ওটা কোথায় লুকানো আছে সেই হদিসও বলে দেয়।

সবশেষে সিজার লিখেছেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার গৃহযুদ্ধের পর উনি যখন ওখানে অবস্থান করছিলেন তখন উনি মিশরের তৎকালীন ফারাও ক্লিওপেট্রাকে অনুরোধ করেন শুধুমাত্র তার সম্মানে তিনটা কয়েন তৈরি করতে।

এই তিনটা কয়েন-ই হচ্ছে অস্ত্রটার অবস্থান খুঁজে বের করার মূল চাবিকাঠি।

তখন ঝামেলা বাধে যে কিভাবে ও কয়েন তিনটা খুঁজে বের করবে? এত সময় পর এখনও ওগুলো টিকে আছে কিনা তা কেউ বলতে পারে না। বিশেষ করে সিজারের মৃত্যুর পরে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিলো তার তোড়ে হারিয়েই গিয়েছে কিনা কে জানে।

সব দেখে মনে হচ্ছিলো যে ওর মিশন শুরুর আগেই মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে।

এই ঝামেলার মূল কারণ হচ্ছে সিজার তার কয়েন তিনটা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই লিখে যাননি। ডায়রিতে অন্য সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা, কিন্তু কয়েনগুলোর ব্যাপারে তথ্য খুবই কম।

শুধু লেখা যে কয়েনগুলো খাঁটি স্বর্ণের তৈরি আর ওগুলোর একপাশে সিজারের মুখ খোদাই করা আরেক পাশে একটা লম্বা উপবৃত্তাকার কেল্টিক ঢাল খোদাই করা। ঢালের ভিতর একটা মাত্র শব্দ লেখা।

এইটুকে কিছুই বোঝা যায় না।

কিন্তু ডি হাল ছাড়ার পাত্রী না। ও ওর সাঙ্গপাঙ্গ সবাইকে লাগিয়ে দেয় সাম্প্রতিককালে উদ্ধারকৃত বা আলোচিত সব রোমান কয়েনের হদিস বের করতে। যদি এর মধ্যে কয়েনগুলো পাওয়া না যায় তখন অন্য ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু, ডি-র সৌভাগ্য যে অন্য কিছু করা লাগেনি। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধ ওদের চোখে পড়ে যেখানে ইনভারনেস হোর্ডের কথা বলা হয়েছে। সাথে যে মুদ্রাগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সাথে সিজারের কয়েনগুলোর বর্ণনা প্রায় মিলে যায়।

সেখান থেকে আর্নেস্ট হ্যামিল্টন আর কয়েনগুলোর খোঁজ বের করতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি।

BanglaBook.org

এখন ওর দখলে দুটো কয়েন আছে। তিন নম্বরটা হাসিল করা অতটা সহজ হবে না। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামকেই কেন ওটা দান করা হলো সেটা ও ভেবে পায় না।

তৃতীয় কয়েনটা ছাড়া কোনোভাবেই অস্ত্রটা খোজা শুরু করতে পারবে না ও।

তবে এই প্রিজমটায় সেমিরামিসের সমাধি কোথায় সেটা লেখা আছে। ওখানে কোনো সূত্র থাকতে পারে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চুরির প্রস্তুতি চলছে, তবে তার আগে সেমিরামিসের সমাধিতে কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখে নিতে দোষ কি।

কিছু যদি না-ও পাওয়া যায় তবুও ক্ষতি নেই। এই প্রাচীন সম্রাজ্ঞীর সমাধি ভ্রমণ করলে তার সাথে ওর একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে।

ওদের দুজনের মাঝে অনেক মিল। দুজনেরই জন্ম সিন্ধুতে। দুজনেই নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে দূরর কোনো দেশে চলে গিয়েছে। দুজনেই মারাত্মক উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর ক্ষমতালিপ্সু।

পার্থক্য হচ্ছে সেমিরামিস নিজেকে একজন দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

ওনার সমাধিটা ঘুরে আসতে পারলে তাই মন্দ হবে না, মনে মনে ভাবলো ডি।

কিন্তু তার আগে ওর ছোট্ট একটা কাজ সারা বাকি।

ওর সামনে বসা লোকটা হচ্ছে প্রাচীন লিপির উপর একজন বিশেষজ্ঞ। তাকে ফ্লোরেন্স থেকে এই বিশেষ কাজটা করে দেওয়ার জন্যে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। ওনার কাজ উনি করেছেন, এখন আর তাকে দরকার নেই।

ডি লোকটার মুখোমুখি বসে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

তারপর ইশারা করতেই রুমের ভিতরের একটা লোক এগিয়ে এসে ভাষাবিদের পিঠ দিয়ে সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর ছুরি চালিয়ে দিলো। লোকটা একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়লো। ডি-র চোখের সামনে চোখের জ্যোতি নিভে গেলো লোকটার ।

লোকজনকে মরতে দেখতে ডি-র একফোঁটা খারাপ লাগে না। সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটা ও বেশ উপভোগই করে বলা যায়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য পেলে ও নিজেই কাউকে খুন করে সেই আনন্দ আরো বাড়িয়ে নেয়।

আর্নেস্ট হ্যামিল্টন বা এরকম আরো অনেকেই ছিলো ওর এরকম আনন্দের খোরাক।

এখন, ওর অনেক কাজ পড়ে আছে। একটা মিশন শেষ করতে হবে।

আর সেটা শুরু হবে সেমিরামিসের কবর থেকেই।

BanglaBook.org

৪৮

২৬ আগস্ট, খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সাল
বর্তমান দিনের ডোভার

রোমানরা জাহাজের ডেকে জড়ো হয়ে আশেপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। গল আর ব্রিটানিয়ার মধ্যবর্তী প্রণালীটার পানি ছাড়িয়ে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ধবধবে সাদা পাহাড়ের গা ভরে সার বেঁধে কেল্টিক সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে।

"কি চমৎকার দৃশ্য, তাই না গভর্নর!" কথাটা বললো মার্কাস এরিয়াস। সিজারের একজন সেনাপতি সে। কেল্টদেরকে দেখে চমৎকৃত হয়েছে সে বোঝাই যাচ্ছে। "একজন সম্রাটকে এভাবেই স্বাগতম জানানো উচিত। ব্রিটানিয়ার গোত্রগুলো আপনার জন্যে কিভাবে অপেক্ষা করছে দেখেছেন?"

কিন্তু তাদের আনন্দ সহসা-ই উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো যখন ওরা দেখলো যে পাহাড়ের ঢালের লোকগুলোর আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। পাথর, বর্শা, তরবারি- সবই আছে।

ওরা স্বাগত জানানোর জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।

এই বিরূপ পরিস্থিতে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, রোমানরা তাদের পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হলো।

"তীরের শেষ মাথায় গিয়ে জাহাজ থামাবে," দাঁতে দাঁত চেপে বললেন সিজার। কেল্টদের কাছে ধোঁকা খেয়ে মেজাজ খিচড়ে আছে তার।

গলের প্রধানমন্ত্রী কমিয়াসকে দূত করে ব্রিটানিয়াতে পাঠিয়েছিলেন কেল্টদের সাথে একটা শান্তি আলোচনা করতে। ওনার তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিলো যে কিছু একটা ঝামেলা চলছে। কারণ ঐ অজ দ্বীপটায় পা দেওয়ার পর থেকেই কমিয়াসের আর কোনো খোঁজ নেই। সিজারের সেনাপতিদের ধারণা কেল্টরা ওকে বন্দী করেছে। কিন্তু সিজার নিজের অহংবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিলেন। উনি কল্পনাও করতে পারেননি যে সর্বজয়ী রোমান সেনাবাহিনিকে চটানোর সাহস কেল্টরা করতে পারে।

তাই মাত্র দুটো সৈন্যদল নিয়ে পোর্টাস ইটিয়াস থেকে জাহাজে চড়ে বসেন আর সারা রাত সমুদ্র ভ্রমণ করে ডোভারের তীরে এসে পৌঁছান। ভেবেছিলেন

BanglaBook.org

কেল্টরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেরকম কোনো ইচ্ছা ওদের নেই।

যুদ্ধ করতেই হবে।

সিজার ব্যাপারটায় মোটেও খুশি হতে পারলেন না। এজন্যে না যে ওনার সাথে দুটো দল মিলিয়ে মাত্র দশ হাজার সৈন্য আছে আর তার মূল সৈন্যদল গল-এ রয়ে গিয়েছে। আগামীকালের আগে পৌঁছার সম্ভাবনা নেই।

কারণ হচ্ছে উনি এখানে যুদ্ধে জিততে আসেননি, যদিও সেটাই ছিলো তার লোক দেখানো উদ্দেশ্য। রোমে পাঠানো রিপোর্টগুলোতে সেরকমই লিখে পাঠিয়েছেন উনি।

সত্যি কথা হচ্ছে সিজারের এই জঘন্য আবহাওয়াপূর্ণ দ্বীপ বা এর তুচ্ছ অধিবাসীদের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই।

ওনার উদ্দেশ্য আরো বড়। ডিভিটিয়াকস ওনাকে জানিয়েছেন যে ব্রিটানিয়ার ড্রুইডেরা একটা অতি প্রাচীন অস্ত্রকে আবার ব্যবহার শুরু করেছে। যে অস্ত্রের সাহায্যে ড্রুইডেরা চাইলে এমনকি রোমানদেরকেও পরাস্ত করতে পারবে।

এই গুপ্ত রহস্যটা উদ্ধার করতেই সিজার এখানে এসেছেন। এই অস্ত্রটা এতটাই শক্তিশালী যে সমগ্র রোম কোনোপ্রকার ক্লেশ ছাড়াই তার পদানত হবে। সেটা করতে না পারলে তাকে রোমের সম্রাট হতে হলে দীর্ঘ রাজনৈতিক ধান্দাবাজি করতে হবে।

বহু বছর আগে সেই সুদুর স্পেনে এই লক্ষ্যটার জন্ম।

এমন একটা আকাঙ্ক্ষা যা পূরণ হলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া যাবে।

সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হওয়া যাবে।

BanglaBook.org

৪৯

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৩ তারিখ
পিকাডেলি সার্কাস

পুরো এপার্টমেন্ট জুড়ে কর্মযজ্ঞ চলছে। বিজয় আর এলিস ওয়ালেসের সাথে কথা বলে ফেরার পথে গোল্ডফেল্ডের বাসায় নেমে তাকে কুইন্টাস কোডেক্সটা দিয়ে এসেছে।

গোল্ডফেল্ডতো কোডেক্সটা পেয়ে খুবই খুশি। পেত্রার্ক কিভাবে এটা উদ্ধার করেছেন সেটা শুনেও মজা পেলেন অনেক। আর বিজয় যখন ওনাকে এটার ভিতরে কি লেখা আছে সে সম্পর্কে ওর আর ওয়ালেসের কথোপকথনের পুরোটা সংক্ষেপে বললো তখন উনি আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

"আমিতো জানতাম-ই না যে এরকম কিছু আছে," খামটা খুলতে খুলতে স্বগোক্তি করলেন উনি। "কুইন্টাসের আরো এক তাড়া চিঠি উদ্ধার হয়েছে- ভাবা যায়!"

বিজয়ের অনুরোধে সাথে সাথে উনি কোডেক্সটা পড়ে এর ভিতরে কি আছে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হয়ে গেলেন। আর এর ভিতরে যেগুলো প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে সেই চিঠিগুলো অনুবাদ করে রাখবেন বলে কথা দিলেন। বিজয় আর এলিস ওদের এপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে এরপর। বিজয় সেমিরামিস সম্বন্ধে বিস্তারিত পড়াশোনা করবে বলে ঠিক করছে। তবে বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ও ড. শুক্লাকে একটা ফোন দিলো। সেমিরামিস কি এমন অলৌকিক অস্ত্র উদ্ধার করে ড্রুইডোদেরকে দিয়েছিলেন সেটা বিজয় জানতে চায়, শুক্লা সম্ভবত বলতে পারবেন যে অস্ত্রটা কি হতে পারে।

আর এলিস ঠিক করেছে হ্যামিল্টনের সিন্দুক থেকে উদ্ধার করে আনা ডায়রিটা পড়ে দেখবে। যদি কয়েন রহস্যের কোনো সূত্র পাওয়া যায় সেই আশায়।

ওরা যদি বের করতে চায় যে হ্যামিল্টনকে আক্রমণকারী কে আর কেনই-বা ওরা কয়েনগুলো চায়, তাহলে ওদেরকে আগে জানতে হবে যে ওরা আসলে কিসের পিছনে লেগেছে।

বিজয় আর এলিস মিলে ওয়ালেসের কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করে শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিজারের ব্রিটেন আক্রমণ আর কয়েনগুলোর

BanglaBook.org

মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। আর এখন যেহেতু ওরা জানে যে ঐ কয়েনগুলো তৈরি করিয়েছিলেন আসলে সিজার, আর ওগুলো ব্রিটেনেই আবিষ্কৃত হয়, সেহেতু দুটোর মধ্যে সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তবে এর সাথে ড্রুইডের ঘটনার কোনো সংযোগ আছে কিনা সে ব্যাপারটা আসলে পরিষ্কার না। তাই ওরা সিদ্ধান্ত নিলো যে ব্যাপারটা আরো তলিয়ে দেখবে যে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

ওরা ঠিক করেছে যে দিন শেষে কে কি বের করতে পারলো সেটা নিয়ে গোল্ডফেল্ডের বাসায় আলোচনা করবে।

হ্যারি আর পেনি মিলে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করছে। এলিস ডায়রিটাতে মুখ গুজে আছে আর বিজয় একটা নোটবুক সামনে নিয়ে সমানে কীবোর্ড টিপছে।

ডোরবেল বেজে উঠলো।

"আমি দেখছি," বলে হ্যারি গিয়ে দরজা খুললো।

দরজায় কলিনকে দেখা গেলো, হাসি ছড়িয়ে দুকান ছুঁয়েছে। টাস্ক ফোর্সের ভাড়া করা একটা বিশেষ বিমানে করে এখানে এসে পৌঁছেছে ও। আসার আগে ওকে কি কি করতে হবে সেসব বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছে ইমরান। বন্ধুদের সাথে আবার কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হয়েছে কলিন।

"হাই গাইজ," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চিৎকার দিয়ে উঠলো কলিন। হাতে ভারি একটা স্যুটকেস। "হ্যারি, আবার দেখা হয়ে গেলো!"

এলিসের গালে চুমু খেলো কলিন আর বিজয়কে জড়িয়ে ধরলো। তারপর পেনিকে দেখে থমকে গেলো।

"হাই," বললো কলিন। "আমাদের আগে দেখা হয়নি, আমি কলিন। তুমি নিশ্চয়ই পেনি।"

বিজয় দেরি না করে দ্রুত প্রিজমে পাওয়া সেমিরামিস আর তার পৌরাণিক অস্ত্র সম্পর্কিত কাহিনি, ওয়ালেসের সাথে সাক্ষাত, কুইন্টাস কোডেক্স আর আজ সারাদিনে ওদের কি কি কাজ সেসব জানিয়ে দিলো।

"তোমার জন্যেও কাজ আছে," বিজয় বললো, "ড্রুইডদের সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে। খুঁজে দেখো এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা যাতে বোঝা যায় যে ড্রুইডেরা সেমিরামিসকে ভারত থেকে কি অস্ত্র নিয়ে যেতে বলেছিলো।"

"চমৎকার," খুশি হয়ে বললো কলিন। "আরেকটা অ্যাডভেঞ্চার। আরো প্রাচীন রহস্য। আর এবার কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে হুমকিও নেই বা ঝামেলা বাধে এমন কোনো কিছু করতেও হবে না। এমন অ্যাডভেঞ্চারই আমার পছন্দ। "

বিজয় হাসলো। ওদের মিশনটা আপাত নিরীহদর্শন হওয়ায় কলিনের উদ্যম আর খুশি দেখে মজা পাচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাস আর

BanglaBook.org

পৌরাণিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আগে যে কয়বার ঘাটাঘাটি করেছে সেসবের তুলনায় এবার বিপদ আপদ নেই বললেই চলে। ওদেরকে শুধু খুঁজে বের করতে হবে যে সেমিরামিস ভারত থেকে সাথে করে কি নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যদি দেখা যায় যে কয়েনগুলোর সাথে এর সম্পৃক্ততা আছে তাহলে সেই তথ্য ব্যবহার করে হ্যামিল্টনকে কারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে সেটা বের করতে হবে।

তবে ও ভালো করেই জানে যে করার চাইতে বলা অনেক সহজ।

আর একটা ব্যাপারে ওর মনটা খুঁতখুঁত করছে। ও এলিসকে ব্যাপারটা জানায়নি, কারণ বিজয় নিশ্চিত না যে এলিস ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে কিনা বা ওর সাথে একমত হবে কিনা। কিন্তু ও কিছুতেই ব্যাপারটাকে মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

বিজয়ে কাছে খটকা লাগছে যে ওয়ালেস শুধু ওকে কোডেক্সের কাহিনি বলেই ক্ষান্ত হননি পড়ার জন্যে ওকে সাথে করে একটা কপি দিয়ে-ও দিয়েছেন। এসব করার কোনো দরকারই ছিলো না তার।

ওয়ালেস হঠাৎ করে এত নমনীয় আর বন্ধুসুলভ আচরণ করছেন কেন?

BanglaBook.org

৫০

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন

ছোট্ট দলটা সল গোল্ডফেল্ডের স্টাডিতে আরাম করে বসেছে। ঘরটা অবশ্য এত লোকের বসার জন্যে বানানো হয়নি। তবে সবাই একটা চেয়ার, কুশন, বা কাউচে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

শুধু পেনি ছিলোনা ওখানে। দুপুরের পরে পরে হ্যামিল্টনের বোন এসে ওকে নিয়ে গিয়েছেন। ওনার নাম হচ্ছে সুসান হ্যামিল্টন-রজার্স, থাকেন ক্যালিফোর্নিয়াতে। আগের দিন ওনাকে হ্যামিল্টনের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা জানানো হয়। সাথে সাথে উনি প্রথম লন্ডনের যে ফ্লাইটটা পেয়েছেন তাতে চড়ে বসেছেন। সুসান নিজ গরজেই পেনিকে নিজের সাথে নিয়ে যেতে চান, আর বিজয় আর বন্ধুদেরকে পেনির দেখাশোনা করার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। ফুফু ভাতিজি মিলে এখন থাকছে হ্যামিল্টন এস্টেটে। পুলিশ হ্যামিল্টনকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত সুসান ওখানেই থাকবেন।

গোল্ডফেল্ড বিজয়ের দিকে তাকালেন। "আমি কোডেক্সে কি পেয়েছি সেটা দিয়েই শুরু করি। কি বলেন?"

"সেটাই সবচে ভালো হবে," বিজয় জানালো। "এই রহস্য সমাধানে কোডেক্সটাই মূল চাবিকাঠি।"

"ঠিক আছে তাহলে।" গোল্ডফেল্ড গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন। "প্রথমে বলি সিজারের ব্রিটেন অভিযান সম্পর্কে চিঠিগুলোতে যা যা আছে, ওয়ালেস প্রায় তার পুরোটাই আপনাকে বলেছেন। উনি ঠিকই বলেছেন, কুইন্টাস ঘটনার বর্ণনা বা যে কোনো ধারণা একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে তার কথার অর্থ একটুও বদলায়নি। আমি সিজারের ব্রিটেন অভিযানের সূত্র ধরে কুইন্টাসের কথাগুলোর অর্থ বের করেছি, কারণ ঐ অভিযান সম্পর্কে অন্য উৎস থেকে অনেক কিছুই জানি। ঐ সময়ের লোকেরা যেহেতু আমাদের মতো সিজারের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতো না, তাই তাদের কাছে চিঠিগুলোর লেখা পড়ে মনে হবে যে সিজারের ব্রিটেন অভিযান আর কেল্টদের বশ করে ড্রুইডদের কাছ থেকে তাদের রহস্য ছিনিয়ে আনার গল্পটা কোনো পৌরাণিক কাহিনি। অনেকেই মনে করতেন যে ড্রুইডরা হচ্ছে যাদুকর। প্লিনী দ্য এল্ডার ওদেরকে ডাকতেন 'ম্যাজাই'। শব্দটা এসেছে

BanglaBook.org

'ম্যাজাস' শব্দটা থেকে। এর মানে হচ্ছে যাদুর ক্ষমতা বিশিষ্ট। তাই ড্রুইডদের বিরুদ্ধে সিজারের বিজয় একজন দুর্দান্ত সেনাপতি হিসেবে তার সুখ্যাতিকেই আরো বেশি পোক্ত করে তুলেছে।"

গোল্ডফেল্ড একটু থেমে হাতের নোটগুলো দেখে নিলেন। "আমার ধারণা ওয়ালেস আপনাকে সংক্ষেপে সব-ই বলে দিয়েছেন। সেমিরামিসে কাহিনিটার একটা চমৎকার বিশদ বিবরণ আছে এটায়। এটা আর প্রিজমটায় পাওয়া কাহিনিটায় প্রায় পুরো মিল। আপনিতো গল্পটা জানেন-ই, তাই ওটা আর বলতে চাচ্ছি না। তবে দুটো মজার জিনিস ওয়ালেস আপনাকে বলেননি। সম্ভবত উনি ভেবেছিলেন যে ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ না।"

রুমের বাকি সবাই মগ্ন হয়ে গোল্ডফেল্ডের কথা শুনছে। "প্রথমটা হচ্ছে, কুইন্টাস একটু অন্যভাবে প্রিজমগুলোর কথা ইঙ্গিত করেছেন। উনি সরাসরি ওগুলোর কথা বলেননি। কিন্তু উনি লিখেছেন যে সিজারকে ব্রিটেনের ড্রুইডরা জানায় যে সেমিরামিস আর ড্রুইডদের কাহিনি সম্বলিত একটা ধাঁধা নাকি আছে। উনি আরও বলেন যে ঐ ধাঁধায় সেমিরামিসের সমাধির অবস্থানটা বলা আছে। ড্রুইডরা ধাঁধার অর্ধেক রেখে দিয়েছে, আর বাকি অর্ধেক প্রাচ্যের যে রাজার কাছ থেকে সেমিরামিস অস্ত্রটা উদ্ধার করে এনেছিলেন তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজটা করা হয়েছে একই সাথে সেমিরামিসের সমাধির অবস্থান সুরক্ষিত রাখতে আর ঐ রাজাকে দেওয়া সেমিরামিসের ওয়াদার প্রতি সম্মান দেখাতে।"

"ওটা শুনে তো আসলেই দুটো প্রিজমের কথা-ই মনে হচ্ছে," বিজয়-ও সম্মত হলো। "ধাঁধার দুটো অংশ।"

"হ্যাঁ, কথাটা এ ব্যাপারটাকেই নিশ্চিত করছে, তাই না?" কলিন বললো। "যদি ঐ প্রিজম আর এই চিঠিগুলোর মাঝে ব্যবধান দুই হাজার বছর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রিজম আর চিঠির কাহিনি সঠিক। কুইন্টাস নিশ্চয়ই এসব প্রাচীন খোদাই পড়তে পারতেন না। যদি পারতেন-ও তাও তার পক্ষে জীবনেও দুটো প্রিজমই হস্তগত করা সম্ভব ছিলো না। তার মানে এটা নিশ্চিত যে উনি প্রিজম থেকে সেমিরামিসের কাহিনি নকল করেননি।"

গোল্ডফেল্ড মাথা ঝাঁকালেন। "দুটো ভিন্ন উৎস থেকে একই জিনিসকে সমর্থন," গোল্ডফেল্ড জবাব দিলেন। "গল্পটা যেমন দারুণ এর পিছনে কিছু না কিছু সত্য না থেকে পারে না। সামান্য একটা পৌরাণিক কাহিনি দুই বছর ধরে এরকম অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব না।" বলে উনি এলিসের দিকে তাকালেন। "আর এখন আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে আপনি যে ঐ খোদাইগুলোকে সেমিরামিসের কাহিনি বলেছিলেন সেটা সঠিক। খোদাইতে যে সেমি-রামেসির কথা বলা হয়েছে সেটাই আমাদের এই সেমিরামিস।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আপনি যে অনুবাদ করেছিলেন সেখানেতো সেমিরামিসের সমাধি সম্পর্কে কিছুই বলেননি," এলিস বললো গোল্ডফেল্ডকে।

গোল্ডফেল্ড জিভ দিয়ে না বোধক শব্দ করলেন। "আমি আপনাদেরকে ওখানকার গল্পের সারসংক্ষেপটা বলেছিলাম। লাইন বাই লাইন অনুবাদ বলিনি।"

এলিস মাথা ঝাঁকালো, মনে পড়েছে ওর। "তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে খোদাইতে সমাধির কথা উল্লেখ থাকলেও আপনি আমাদেরকে বলেননি কারণ আমরা সবাই ভাবতাম যে এটা একটা আষাঢ়ে গল্প, যা বিশ্বাসযোগ্য না।"

"প্রিজমে সমাধির কথা কি লেখা আছে?" বিজয় জানতে চাইলো।

গোল্ডফেল্ড তার হাতের তিন সপ্তাহ আগে করা নোটগুলোর দিকে আবার তাকালেন। এলিসের পাঠানো ই-মেইলের ছবিগুলো দেখে ওটা বানিয়েছিলেন।

"পেয়েছি। খোদাইগুলোতে কয়েকটা জায়গার কথা বলা আছে, সেগুলো পার হলে একটা পাহাড়ে পৌঁছা যায়। পাহাড়টায় নাকি কেল্টদের দেবতারা আসা যাওয়া করতো। পাহাড়ের চূড়া থেকে উত্তর আর পশ্চিম দিকে পরিষ্কারভাবে সমুদ্র দেখা যায়। চূড়ায় উত্তর দক্ষিণে মুখ করে একটা পাথরের চক্র আছে। উত্তর আর দক্ষিণ দুই দিক দিয়েই ঢোকা যায় ওটায়। চক্রের ঠিক মাঝখানে চাঁদের সাথে মিল রেখে একটা কবর খোঁড়া হয়েছিলো। কারণ সেমিরামিস ছিলেন চন্দ্রদেবী। তার দেহকে সতর্কতার সাথে কাপড়ে মুড়ে চেহারা একটা পোড়া কাঠে বানানো মুখোশে ঢেকে দেওয়া হয়।"

গোল্ডফেল্ড ওনার নোট থেকে মুখ তুলে তাকালেন। "উনি ড্রুইডদের জন্যে যে অস্ত্রটা উদ্ধার করে এনেছিলেন সেটার আকৃতিতে বানানো একটা কাঠের কফিনে ওনাকে সমাহিত করা হয়। সমাহিত করার পর পুরো সমাধিকে ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ে উপবৃত্তাকারে পাথর সাজিয়ে ওটাকে ঘিরে দেওয়া হয়। আর একটা বিশাল পাথরের সমাধিস্তম্ভ বসিয়ে দেওয়া হয় কবরের মাথার কাছে।"

কথা শেষ করার পরেও কেউ কিছু বললো না। সবকিছুই কেমন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। চার হাজার বছর আগের এক সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা; এমন একজন সম্রাজ্ঞী যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস থেকে সরিয়ে পৌরাণিক গালগল্পের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মানুষের স্মৃতি থেকে তার অস্তিত্বকে মুছে ফেলা হয়েছে।

তার পরেও এখন দুটো বিবরণ পাওয়া গেলো যাতে সেমিরামিসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে উনি বেঁচে ছিলেন, যুদ্ধ করেছেন, মারা গিয়েছেন।

একজন সম্রাজ্ঞী যিনি একজন দেবী হিসেবে মারা গিয়েছেন।

বিজয় নীরবতা ভঙ্গ করলো। "ওয়ালেস আমাকে আরও একটা কি জিনিস বলেননি বলেছিলেন?"

BanglaBook.org

৫১
কুইন্টাস-এর বাকিটুকু

"ওহ, আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে," গোল্ডফেল্ড আবার বলা শুরু করলেন। "কুইন্টাসের মতে সিজার যখন কেল্টদের সাথে চুক্তি করেন, তখন ড্রুইডরা অস্ত্রটার অবস্থান ওরা যেভাবে জানতো সেভাবেই সিজারকে জানায়। ওরা কিছুই লিখে রাখতো না। বিশেষ করে ওদের কোনো বিদ্যা বা গোপন রহস্য হলেতো না-ই। এমনকি ওই অস্ত্রটার অবস্থানও মুখে মুখেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের অন্যান্য বিদ্যাও এভাবে নানা ছড়া-কবিতা বা পংক্তির মাধ্যমে মনে রাখে ওরা। ওরা সিজারকেও সেই পংক্তিটাই বলে আর ওটার অর্থ কি সেটা ব্যাখ্যা করে দেয়। ফলে সিজারকে আর ওটার মানে কষ্ট করে বের করতে হয়নি।"

"পংক্তিটা কি সেটা কি ওখানে লেখা আছে?" কলিন জিজ্ঞেস করলো।

"না, নেই। সম্ভবত ড্রুইডদের সাথে সাক্ষাত করার সময় কুইন্টাসকে নিয়ে যেতেন না সিজার। উনি ছেড়া ফাটা যে তথ্যটুকু পেতেন সেটাই সিসারোকে চিঠি লিখে পাঠাতেন।"

"তার মানে কি দাঁড়ালো?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো। "আমরা এখন পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে, সেমিরামিস ভারতে আসেন এবং সেখান থেকে একটা অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যান।" তারপর কলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ড্রুইডদের ব্যাপারে কাজের কিছু জানা গেলো?"

"ড্রুইডদেরকে নিয়ে তো ইন্টারনেটে প্রচুর তথ্য আছে," কলিন জবাব দিলো। "সবগুলো পড়ার সময় পাইনি। খোদা-ই জানে এর মধ্যে কতটুকু সত্যি। তবে আজকের আলোচনায় কাজে লাগানোর মতো বেশ কয়েকটা জিনিস পেয়েছি।" বলে কলিন ওর ল্যাপটপ খুলে ওর করা নোটগুলো বের করলো।

"বলে ফেলো ঝটপট," এলিস তাড়া দিলো।

"আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে এই ড্রুইড আর ভারতের বৈদিক আমলের লোকজনের মাঝে অদ্ভুত একটা মিল আছে।"

বিজয় সরু চোখে কলিনের দিকে তাকালো, "বলো কি?"

"ঠিকই বলছি। এমনকি আমি কয়েকটা ওয়েবসাইটে দেখলাম যে বলা হয়েছে যে ড্রুইডরা আসলে পাশ্চাত্যের ব্রাহ্মণ। এই ড্রুইড আর ভারতের

BanglaBook.org

বৈদিক (বেদ-এর আমলের) মানুষগুলোর ধর্মমতের মধ্য ব্যাপক মিল। 'ড্রুইড' শব্দটার অর্থ দিয়েই শুরু করা যাক। শব্দটার উৎস আর সঠিক অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে এর মানে হচ্ছে 'ওকে গাছের সাথে পরিচিত'। অন্যেরা বলে যে এর মানে 'যাদের জ্ঞান খুবই মহান'"

"তার মানে এর আসল অর্থ যাদুকর বা বাজিকর না?" এলিস অবাক হলো।

"না। যদিও সল বললেন যে প্লিনী ওদেরকে ম্যাজাই বলে অভিহিত করেছেন। ড্রুইডদেরকে নিয়ে প্রথম দিকে লেখালেখি করেন স্ট্রাবো, ডিওডোরাস সিকুলিস, পসিডোনিয়াস আর জুলিয়াস সিজার। তবে এখন ধারণা করা হয় জুলিয়াস সিজারের বেশিরভাগ লেখা-ই আসলে পসিডোনিয়াসের লেখা অবলম্বনে লেখা। উনি ছিলেন জুলিয়াস সিজার আর সিসারোর সমসাময়িক একজন গ্রিক লেখক।" কলিন একটু থেমে দাঁত বের করে হাসলো। "বিশ্বাস করবে না গত কয়েক ঘণ্টায় কতগুলো নতুন নাম শিখেছি। যেন নতুন করে স্কুলে ভর্তি হয়েছি।"

"শেষ করো আগে। এসব ব্যাপার পরেও জানা যাবে," বিজয় অধৈর্য হয়ে গিয়েছে।

"আচ্ছা, আচ্ছা," কলিন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলো। "আরেকটা যে ব্যাপারে সবার মতভেদ সেটা হচ্ছে ঠিক কখন থেকে ড্রুইডদের দেখা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে এত এত তত্ত্ব যে আমি নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছি। সবচে বেশি যে মত পাওয়া যায় সেটা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তিনশ সালের দিকে প্রথম এদেরকে দেখা যায়। আবার অনেকে বলে যে ড্রুইডরা আসলে কেল্ট সংস্কৃতির-ই একটা শাখা। আর কেল্টরা আয়ারল্যান্ড আর ব্রিটেনে আসে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার সালের দিকে। তার মানে তো তখন থেকেই ড্রুইডরা ছিলো। তবে ড্রুইডরা যে দুইশ খ্রিস্টপূর্বের দিকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এ ব্যাপারে জোরদার প্রমাণ রয়েছে। ডায়াজিনস লেরশিয়াস নামে এক গ্রিক লেখক দুইশ খ্রিস্টপূর্বের একটা লেখায় ড্রুইডদের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মানে ততদিনে তাদের খ্যাতি কেল্টিক সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এদিকে আরেকদল পণ্ডিত মনে করেন যে ড্রুইডদের উদ্ভব আসলে কেল্টদেরও পূর্বে। এদের মতে কেল্টরা যখন একহাজার খ্রিস্টপূর্বে আয়ারল্যান্ড আসে, তার আগে থেকেই ড্রুইডরা ওখানে ছিলো।"

"যদি আমরা প্রিজম আর কুইন্টাস কোডেক্সের কাহিনিটাকে ধরি," গোল্ডফেল্ড মাঝখানে কথা বলে উঠলেন। "আর যদি বিশ্বাস করি যে সেমিরামিস আসলেই ছিলেন, তার মানে দাঁড়ায় যে ড্রুইডেরা দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বের দিকেও বিদ্যমান ছিলো। কারণ ওই সময়েই নাইনাস বা নিমরুদ-এর রাজত্ব চলছিলো। আপনি যে সময়গুলোর কথা বললেন তারও বহু আগে এটা।"

BanglaBook.org

"আর কোডেক্সে বলা হয়েছে যে ড্রুইডেরা সেমিরামিসের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে ঝামেলাবাজ কেল্টিক গোত্রগুলোকে দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে," বিজয় মন্তব্য করলো। "কিভাবে সেটা করেছে তা আমি জানি না, তবে এতে কিন্তু সল-এর কথাটাই প্রমাণ হয়।"

"তোমার কথা ঠিক-ও হতে পারে," কলিন বললো। "ড্রুইডেরা ছিলো খুবই ক্ষমতাশালী, এমনকি তাদের দেশের রাজার চাইতেও ক্ষমতাবান। ওরা-ই সব মারামারি আর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। আর," কলিন সবার দিকে একবার তাকালো। "এটা শুনলে অবাক হবে। ওদের নাকি যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা ছিলো। যদি দুটো গোত্রের মাঝে যুদ্ধ লাগতো আর ড্রুইডেরা সেটা থামাতে চাইতো, তাহলে ওরা দুই সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেত। আর যুদ্ধ বাধার আগেই সেটাকে থামিয়ে দিতো।"

"এটা তো কুইন্টাসের কথার সাথে মিলে গেলো," এলিস বললো।

"তবে ওরা নাকি মানুষ বলি দিতো। যাকে বলি দেওয়া হবে তার পিঠে প্রথমে ছুরি মারতো, তারপর মানুষটার হাত পায়ের কম্পন আর রক্তপ্রবাহ দেখে নানান ভবিষ্যদ্বাণী করতো," কলিন মুখে দিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করলো। "রোমের কেউ ড্রুইডদের পছন্দ করতো না। জুলিয়াস সিজার আইন করেছিলেন যে কেউ যদি রোমের নাগরিক হতে চায় তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে ড্রুইডিবাদ ত্যাগ করতে হবে। অগাস্টাস সিজার রোমান নাগরিকদের ড্রুইডবাদ চর্চা বন্ধের লক্ষ্যে ডিক্রী জারি করেন। চুয়ান্ন খ্রিস্টপূর্বে ব্রিটেনে সিজারের দ্বিতীয় অভিযানের পর রোম অনেকদিন ব্রিটেন বা ড্রুইডদের জ্বালাতন করেনি। কিন্তু যখন ওরা ব্রিটেন দখল করে নেয় তখন দেখা যায় যে ওরা ড্রুইডদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। রোমান সৈন্যরা সেই ওয়েলস পর্যন্ত চলে যায়। ওখানে তারা ষাট খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলিসিতে ড্রুইডদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে। এতেই ক্ষান্ত না হয়ে ওরা সমগ্র উত্তর স্কটল্যান্ড জুড়ে ড্রুইডদের সমস্ত স্থাপনায় ড্রুইডদের তাড়া করে বেড়ায়। সবশেষে চুরাশি খ্রিস্টাব্দে ড্রুইডদের সর্বশেষ প্রতিরোধটাও ভেঙ্গে পড়ে।"

"ভালোই কষ্ট করেছ কলিন," বিজয় প্রশংসা করলো। "বৈদিক আমলের লোকদের সাথে মিল-এর ব্যাপারে কি যেন বলেছিলে?"

BanglaBook.org

৫২

আগস্ট ২৬, খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সাল
বর্তমানের আধুনিক ডীল, গ্রেট ব্রিটেন

রোমানেরা যেখানে নামতে চেয়েছিলো সেটা ছাড়িয়ে আরো উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু কেল্টরাও ওদের সাথে সাথে দৌড়াতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নিলো ডীল এর কাছের নুড়ি পাথরে ভরা সমতল জায়গাটাতেই নোঙ্গর ফেলবে। জায়গাটা ডোভারের পাহাড় থেকে কয়েক মাইল উত্তরে।

সিজারের চেহারা অন্ধকার হয়ে আছে। পরিস্থিতি মোটেও অনুকূলে নেই। ওনার হিসাব নিকাশে মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রে স্রোত নেই। ফলে ওরা তীর থেকে প্রায় ছয়শ ফুট উজানে নোঙ্গর ফেলতে বাধ্য হলো। ওদের জাহাজের খোল বেশি খাঁড়া হওয়ায় এর বেশি ডাঙ্গার কাছে যাওয়া সম্ভব না।

সমুদ্রে এখন সর্বোচ্চ কোমর পানি। কেল্টরা তবুও ওদেরকে ঘিরে ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকলো। অবশ্য ডোভারে উচ্চতার কারণে যে সুবিধা পেয়েছিলো সেটা এখানে নেই।

তবে এতে আতংকের পরিমাণ কমছে না। হাজার হাজার কেল্ট ডাঙ্গায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সিজার কেল্টদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু রোমান সৈন্যরা ইতস্তত করছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। পুরো পরিস্থিতি ওদের প্রতিকূলে। সম্পূর্ণ প্রতিকূলে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে, দ্বিতীয় দলটার পতাকাবাহী সৈন্যটা পানিতে নেমে পড়লো। রোমান পতাকাটা উপরে তুলে রেখে সে কোমর পানির ভিতর দিয়ে হাচড়ে পাচড়ে সামনে আগাতে লাগলো।

দেখা গেলো কেল্টরাও এই একাকী সৈন্যটার আচমকা আগমনে এক কদম পিছে হটে গেলো। তারপর কিছু না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

পতাকাবাহক মাথা ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে তাকালো, "সৈন্যদল, সামনে বাড়ো!" চিৎকার করে বললো সে। "যদি তোমার পতাকার অপমান হতে দিতে না চাও, তাহলে সামনে বাড়ো। আমি জীবন দিয়ে হলেও আমার দেশ আর আমার সেনাপতির প্রতি কর্তব্য পালন করবই।"

BanglaBook.org

আবার ঘুরে সে ডাঙ্গার দিকে আগাতে লাগলো। তবে তার বক্তৃতা বৃথা যায়নি। রোমানরা তাদের পতাকার অমর্যাদা হতে দেবে না।

চিৎকার করতে করতে রোমান সৈন্যরা জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পানির ভিতর দিয়ে আগাতে আরম্ভ করলো। তবে নিজেদের ভারি অস্ত্রশস্ত্র আর বর্মের কারণে কাজটা সহজ হলো না।

কিন্তু ওরা ডাঙ্গার নুড়ি পাথরের উপর উঠে আসার আগে পানির ভিতরেই কেল্টরা ওদেরকে আক্রমণ করে বসলো। ফলে রোমানরা একেবারে কচুকাটা হতে লাগলো। উন্মত্ত চিৎকার পরিণত হলো ক্রন্দন ধ্বনিতে।

কিছুক্ষণের মাঝে রোমান সৈন্যদের লাশে এলাকাটা ভরে গেলো। কারণ শুধু ঘোড়সওয়াররা-ই না ডাঙ্গা থেকে পাথর আর বর্শা দিয়েও ওদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ তীর পর্যন্ত আসতে পারলো কয়েকজন।

কিন্তু রোমানরা তাতে মোটেও ভয় পেলো না। প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরেও শক্ত প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হলো ওরা আর কেল্টরা পালানো আরম্ভ করলো। এই মানুষরূপী রোমান যুদ্ধাস্ত্রগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওদের নেই।

আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। আরেকদিন আবার যুদ্ধ করা যাবে।

BanglaBook.org

৫৩
ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৩ তারিখ
বেদ-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা

"ওহ, মিলতো অনেক," কলিন বললো। "ড্রুইডদের মূল ধর্মবিশ্বাসের কথা-ই ধরা যাক। ওদের মতে মহাবিশ্বের মতো মানুষের আত্মাও অবিনশ্বর। যদিও মাঝে মাঝে আগুন আর পানি এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তারা চারটা কাল-এ বিশ্বাস করে আইয়েস্তু নেমেতি, আইয়েস্তু উইরিওনাস, আইয়েস্তু ডানুইওন, আইয়েস্তু মিলেটনিওন।" বিজয়ের দিকে তাকালো কলিন, "পরিচিত লাগছে?"

"ওয়াও," বিজয়ের ঠিক বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না কথাগুলো। "দারুণ তো। এই চারটা কাল কি বেদের 'যুগ'-এর সাথে সরাসরি মিলে যায় নাকি?"

"একদম," কলিন জবাব দিলো। "স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, ব্রোঞ্জযুগ আর লৌহযুগ। এমনকি ক্লেমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া নামের পঞ্চম শতাব্দীর একজন গ্রিক লেখক দাবি করছেন যে পীথাগোরাস আর গ্রিকরা তাদের দর্শনের মূল শিক্ষা লাভ করেছে গল আর অন্যান্য বর্বর জাতির কাছ থেকে। পীথাগোরাস নিজেও কিন্তু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। ক্লেমেন্ট বলছেন যে," কলিন নিজের ল্যাপটপের দিকে তাকালো। "পলিহিস্টর নামের দুইশ খ্রিস্টপূর্বের এক লিপিকার নাকি দাবি করেছেন যে, 'পীথাগোরাস গালাতি আর ব্রাহ্মণবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।' বেদ-এর সাথে এটা আরেকটা মিল। পুরাতন লেখাজোখায় এটা সম্পর্কে বারবার বলা আছে। তাছাড়া ড্রুইডদের মূল শিক্ষাটা এসেছে গ্রিসের সাতজন পণ্ডিতের কাছ থেকে যাদের নামে সপ্তর্ষি মণ্ডলের নামকরণ করা হয়েছে। আর আমি যতদূর জানি বেদ-এও সাতজন ঋষির কথা বলা হয়েছে।"

"হুম, তাদেরকেই সপ্তর্ষি বলা হয়," বিজয় জবাব দিলো।

"আরও আছে," কলিন ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বললো। "বেদ এ ঈশ্বরকে বলা হয় 'দেব'। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'উজ্জ্বলতম'। কেল্ট ভাষায় ঈশ্বরকে বলা হয় 'ডিউওস', এর মানেও হচ্ছে 'উজ্জ্বলতম'। ড্রুইডদের

BanglaBook.org

ধর্মে অগ্নিকুণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। বেদ-এও কিন্তু একই। আর সবশেষে, ড্রুইডেরা বিশ বছর ধরে ওদের জ্ঞান সাধনা করে। সল যেমন বললেন, ওদের এই জ্ঞান মুখে মুখে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের ধর্মমত, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত কিছুই ওরা লিখে রাখে না। ওরা সবকিছু শেখে-ও মুখে মুখে। বেদ যে সময়ে লেখা হয়, সে সময়ে ভারতেও মুখে মুখেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিক্ষা-দীক্ষার কাজ চলতো।"

কলিন সবার দিকে একবার তাকালো। "যখন তোমাদেরকে কোডেক্স আর প্রিজমের কাহিনি নিয়ে আলাপ করতে শুনলাম, তখন থেকেই ভাবছিলাম যে এদের মধ্যে এতটা মিল কোত্থেকে আসলো। ড্রুইডরা হচ্ছে পাশ্চাত্যের পুরোহিতদের একটা সংঘ। আর প্রাচ্যের পুরোহিতদের সংঘ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। ঐশ্বরিক একটা অস্ত্র লুকিয়ে আছে প্রাচ্যে। অস্ত্রটার প্রকৃত মালিক হচ্ছে ঐ 'উজ্জ্বলতম'রা। দুটো দলই তার আরাধনা করে। দুটোর মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক না থেকেই পারে না।"

"ঠিক," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আর প্রিজমগুলোর মতে, সেমিরামিসের জন্ম যেখানে সেটাই বর্তমান ভারত। তাই সে স্বাভাবিকভাবেই দুটোর মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।"

"এর আরো প্রমাণ আছে," কলিন জানালো।

"কি সেটা?" এলিস জিজ্ঞেস করলো।

"এটার সাথে অবশ্য ড্রুইডদের সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবে যা যা জানতে পেরেছি সবকিছুকে একসূত্রে গেঁথে দিচ্ছে এটা," নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো কলিন। "ব্যাপারটা আয়ারল্যান্ড সম্পর্কিত। আয়ারল্যান্ডের লোককাহিনিতে তুয়াহা ডে ডানান (Tuatha de Danann) নামের একটা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ওরা নাকি এসেছে পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত থেকে। এরা ড্রুইডদের বিদ্যা আর যাদুতে দক্ষ ছিলো। ওরাই আয়ারল্যান্ডে অনেকগুলো অলৌকিক জিনিস নিয়ে আসে।"

"অলৌকিক জিনিস?" বিজয় সাথে সাথে ধরে বসলো কথাটা। "মানে কি ঐ সেমিরামিস যে অস্ত্রটা উদ্ধার করেছিলেন, ওরকম?"

"জানি না," কলিন জবাব দিলো। "সেটা একটা রহস্য। তবে আসল ব্যাপার অন্যটা। এই তুয়াহা ডে ডানান-ই লর্ড অফ দ্য লাইট নামে পরিচিত। প্রিজমের গল্পটাতেও সম্ভবত এদের সম্পর্কে বলা আছে। ঐযে যে ড্রুইডটা সেমিরামিসের সাথে দেখা করে অস্ত্রটা উদ্ধার করে এনে দিতে বলে সে-ই তো বলে যে লর্ড অফ দ্য লাইট-দের একটা কিংবদন্তী মুখে মুখে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা আবারও ওদের দেশে লর্ড অফ দ্য লাইটের রাজত্ব কায়েম করতে চায়।"

BanglaBook.org

"হুম, ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে," গোল্ডফেল্ড বললেন। আগ্রহে তার চেহারা ঝলমল করছে। "এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে ওই অলৌকিক অস্ত্রটা আসলেই আছে। অস্ত্রটা যা-ই হোক, সেটা বাস্তব।"

"আর সব শেষে," দাঁত বের করে বললো কলিন। শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তাকে দারুণ উপভোগ করছে বোঝা যাচ্ছে। "বৈদিক লোকজন আর এই তুয়াহা ডে ডানান-এর মাঝেও কিন্তু সম্পর্ক আছে।"

বিজয় অবাক হয়ে গেলো, "এদের মাঝেও সম্পর্ক আছে?"

"অবশ্যই," ঘোষণা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো কলিন। আসলে বিজয়কে জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ ও খুব একটা পায় না। আজ পেয়ে তাই ব্যাপক মজা পাচ্ছে। সবসময় বিজয়-ই দেখা যায় গবেষণা দলের প্রধান থাকে আর ওর মনমতো তথ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত ও খুঁড়তেই থাকে। " তুয়াহা ডে ডানান মানে হচ্ছে 'দেবী দানুর সন্তান'। কিছু বুঝলে?"

"নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে," বিব্রত স্বরে বললো বিজয়। নিজের ধর্মের চরিত্র সম্পর্কে কলিন জানলেও ও ভালোমতো জানে না বলে নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে ওর। "দানু কে?"

"জানি না," কলিন জবাব দিলো। "বললামই তো যে পুরোপুরি সবকিছু বের করার সময় পাইনি। তবে ইনি বেদ-এর কেউ হবেন নিশ্চয়ই। এ পর্যন্তই জানতে পেরেছি আপাতত।"

"অল্প সময়েই অনেক পেরেছ," এলি বললো। "অনেক কাজে লাগবে তথ্যগুলো।"

"হ্যাঁ," গোল্ডফেল্ডও সায় দিলেন। "আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা কিছু একটা বের করতে পারবো। আর মাত্র কয়েকটা ছেড়া সুতো জোড়া দিতে পারলেই হবে।"

বিজয়ের ফোন বেজে উঠলো হঠাৎ। নাম্বারের দিকে তাকিয়ে বললো, "ড. শুক্লা ফোন করেছেন।" তারপর ফোন রিসিভ করলো, "হাই, ড. শুক্লা। আমি আপনার সাথে ভিডিওকনফারেন্সে কথা বলতে চাচ্ছি। তাহলে সবাই আপনাকে দেখতে পাবে।"

বিজয় ফোন কেটে দিয়ে নিজের ল্যাপটপ চালু করলো। গোল্ডফেল্ড ল্যাপটপটা নিয়ে তার ডেস্কের উপর এমন এক জায়গায় রাখলেন যেখান থেকে সবাই ঠিকভাবে স্ক্রিনটা দেখতে পাবে আবার ল্যাপটপের ক্যামেরাতেও সবাইকে দেখা যাবে।

"এক মিনিট," বলে গোল্ডফেল্ড ভিতরের রুমে গিয়ে এক জোড়া স্পীকার নিয়ে ফিরে এলেন। "এটা লাগালে ভালো শোনা যাবে।"

"ভালো করেছেন," বলে বিজয় স্পীকার দুটো নিয়ে ল্যাপটপের সাথে লাগিয়ে দিলো। তারপর স্পীকারের ভলিউম চেক করে বললো। "চলবে।"

BanglaBook.org

তারপর একটা বিশেষ ভিডিও কনফারেন্স সফটওয়্যার দিয়ে ড. শুক্লাকে কল দিলো। সফটওয়্যারটা টাস্ক ফোর্সের বানানো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ড. শুক্লাকে পর্দায় দেখা গেলো।

"হাই বিজয়," স্পীকারে তার কথা শোনা গেলো। তারপর বাকিদেরকে বললো "হ্যালো।"

"ড. শুক্লা আপনি একেবারে ঠিক সময়ে কল দিয়েছেন," বিজয় বললো। "আমরা একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। একটা ব্যাপার জানার ছিলো। সকালে যে জন্যে ফোন দিয়েছিলাম সেজন্যে না। আর একটা।"

"বলো, কোনো সমস্যা নেই," শুক্লা বললেন।

"ভারতীয় মিথোলজির দানু-টা কে?"

BanglaBook.org

৫৪
ড. শুক্লার সাথে ভিডিওকনফারেন্স

ড. শুক্লা ল্যাপটপের ক্যামেরা দিয়ে তার শ্রোতাদেরকে একবার দেখে নিলেন। "আপনাদের সবার নিশ্চয়ই ভারতীয় মিথোলজি সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই। তাই আমি একটু বিস্তারিত-ই বলছি।"

"অবশ্যই," গোল্ডফেল্ড বললেন। "বলুন। আমরা শোনার জন্যে মুখিয়ে আছি।"

"এক মিনিট প্লিজ, আসছি এখুনি," বলে শুক্লা কোথায় যেন গেলেন। একটু পরেই মহাভারতের একটা কপি হাতে ফিরে এলেন। "রেফারেন্সের জন্যে এটা লাগবে," বলতে বলতে উনি বইটা খুলে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরলেন। তারপর বলা শুরু করলেন,

"আদি মহাভারত বা আদি পর্ব-এর সপ্তম খণ্ড সাম্ভাবা পর্বে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার মানস থেকে তার সাতটা ছেলের জন্ম হয়। তারা হচ্ছে মরীচি, অত্রি, অঙ্গরস, পুলস্ত্য, পুলাহা, ক্রাতু আর স্থানু। এরা হচ্ছে সাত মহান ঋষি।" বলে শুক্লা মহাভারতের কপিটা তুলে ধরলেন সবার সামনে।

"প্রথম ছয়জন ঋষি সংক্রান্ত শ্লোক-টা হচ্ছে এটাঃ

ब्रह्मणो मानसाः पुत्र विदिताः षण्महर्षयः।
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः।।

আর স্থানু সংক্রান্ত শ্লোক-টা হচ্ছেঃ

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षयः।
एकादश सुताः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः।।

এখন, মরীচির একটা ছেলে ছিলো যার নাম কাশ্যপ। সে-ই হচ্ছে **সমস্ত** জগতের আদি পিতা। কারণ এর বংশধরেরাই হচ্ছে সুর আর অসুরঃ

मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य सुरासुराः।
जज्ञिरे नृपशार्दूल लोकनां प्रभवस्तु सः।।

BanglaBook.org

দানুর ব্যাপারটাও এখান থেকেই শুরু। আর এক মহান ঋষি দক্ষ-র ছিলো তেরোটা মেয়ে। তাদের সবার-ই বিয়ে হয়েছিলো কাশ্যপের সাথে। দানু ছিলো কাশ্যপের কন্যাদের-ই একজন। তার গর্ভে জন্ম নেয় চুয়াল্লিশ জন ছেলে। এদেরকে দানব বলে ডাকা হয়।"

"দানবেরা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মিথোলজির দুষ্ট চরিত্র," রুমের বাকি সবার বোঝার জন্যে পরিষ্কার করলো বিজয়। "এটাই ওদের সম্পর্কে সবচে সহজে বলা যায়।" বলে ও অপরাধীর দৃষ্টিতে ড. শুক্লার দিকে তাকালো, কারণ ও স্পষ্ট জানে যে শুক্লা এটার অনুমোদন দেবেন না।

শুক্লা অবশ্য কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালেন, যদিও চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে দানবের ব্যাখ্যাটা ওনার পছন্দ হয়নি। "দুর্ভাগ্যক্রমে, দানব আর অসুর দুটো দলকেই চিত্রায়িত করা হয়েছে এভাবে। আর এক্ষেত্রে মহাভারতের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বর্ণনাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সূক্ষ্ম বর্ণনাগুলোতেই দেবতা আর অসুরের পার্থক্য- মানে ওরা ভালো না মন্দ কিভাবে নির্ণিত হবে সেটা বলা হয়েছে। তবে এখানে সেটা আলোচনার সময় নেই।"

"আমিতো ভেবেছিলাম যে এই বেদ-পুরানের দানু আর লর্ড অফ দ্য লাইটের মাঝে কোনো সম্পর্ক থাকবে," হতাশ কণ্ঠে বললো কলিন। "তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই তুয়াহা ডে ডানানরা ছিলো ভালো মানুষ।"

বিজয় দ্রুত শুক্লাকে তুয়াহা ডে ডানান সম্পর্কে কলিনের বের করা তথ্যগুলো জানিয়ে দিলো। দেখা যাচ্ছে যে শুক্লা ওদেরকে যা জানালেন তার সাথে আইরিশ কিংবদন্তী মিলছে না।

"হুম, তবে আপনারা যদি এটা মাথায় রাখেন যে দানব আর দেবতা দুটো দলই আসলে বৈমাত্রেয় ভাই। আর মোটা দাগে তারা আসলে ভালো লোক। সেই সাথে মহাভারতে বর্ণিত ঐ সূক্ষ্ম ঘটনাগুলোর দিকে খেয়াল করেন যেখানে অসুর-দের ভালো দিকগুলো দেখানো হয়েছে আবার উল্টোভাবে দেবতাদের কলঙ্কজনক কাজগুলো দেখানো হয়েছে, তাহলে কিন্তু ঠিকই তুয়াহা ডে ডানান আর দানবদের মাঝে সম্পর্ক বের করতে পারবেন। আর এর ভিত্তি হচ্ছে উভয়ের মায়ের নাম-ই কিন্তু একই।" শুক্লা বললেন। "অবশ্য এমনটা কাকতালীয়ও হতে পারে।"

"ঠিক," বিজয় বললো। "কিন্তু যদি ড্রুইড আর বৈদিক আমলের লোকজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে তারা যাদেরকে নিজেদের উপরওয়ালা মানে তাদের মাঝেও কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকবে। এই তুয়াহা ডে ডানানরা ড্রুইডদের বা কেল্টদের দেবতা ছিলো না। ওরা ছিলো ওদের উপর কর্তৃত্বশীল একটা জাতি। সোজা কথায় উপরওয়ালা। যেটা ওদের নাম থেকেই ধারণা করা যায়।"

BanglaBook.org

"ড্রুইড আর এই বৈদিক আমলের লোকজনের মধ্যে সম্পর্ক কি?" শুক্লা জানতে চাইলেন। এখন আগের চাইতে অনেক বেশি আগ্রহী।

এবার কলিন সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানালো তাকে।

সব শুনে শুক্লা কিছু না বলে কি একটা ভাবতে লাগলেন। "অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আমি অনেক ভেবেও তোমার তুলনায় কোনো ভুল ধরতে পারলাম না।"

আবার সবাই চুপ হয়ে গেলো। বিজয় কলিনের কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বললো।

"আমি কি খুঁজে পেয়েছি সেটা বলবো নাকি?" শুক্লা জিজ্ঞেস করলেন।

ওকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হচ্ছে বুঝতে পেরে বিজয় কলিনের কাছে থেকে সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই।"

"তুমি জানতে চেয়েছিলে যে সেমিরামিস যে অলৌকিক অস্ত্রটা ভারত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা কি হতে পারে। আমি নিজেও কিছু চিন্তাভাবনা করেছি সাথে মহাভারতও পড়ে দেখেছি। কারণ এখানেই সবচেয়ে বেশি অলৌকিক অস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। তবে ঝামেলা হচ্ছে এই অস্ত্রটা কি কাজে ব্যবহার করা হতো সেটা তো জানা নেই। প্রতিটা অলৌকিক অস্ত্রের একটা-ই নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে। মহাভারত অনুসারে বেশিরভাগ অলৌকিক অস্ত্রই চালনা করা হতো নানান মন্ত্রতন্ত্র বা মানসিক শক্তি দিয়ে। হাতে চালানো কোনো অস্ত্র নেই। সবগুলোর ক্ষমতা আলাদা। তাই সেমিরামিস আসলে কোন অস্ত্রটা খুঁজছিলেন সেটা বের করা সম্ভব হয়নি।"

বিজয় বেশ হতাশ হলো। "তার মানে অস্ত্রটা কি হতে পারে সেটা বের করার কোনো উপায়-ই নেই। আমি খুব আশা করে ছিলাম।"

"আসলে," ইতস্তত করে বললেন শুক্লা। "অন্ধকারে ঢিল ছোড়া হয়ে যাচ্ছে বোধহয়, অস্ত্রটা কি সেটা না জানলেও ওটার উৎপত্তিটা বিবেচনা করে আমরা সেটা কি হতে পারে সেটা অনুমান করতে পারি।"

"বুঝলাম না," এলিস বলে উঠলো। "সেটা কিভাবে করবো?"

BanglaBook.org

৫৫
উৎপত্তি

"আগেই বলেছি ব্যাপারটা পুরোটাই অনুমান," শুক্লা বললেন আবার। "তবে বিজয় আমাকে যা বললো সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

বিজয়ের ভ্রু কুঁচকে গেলো, "কি বলেছি আমি?"

"তুমি বলেছ যে সেমিরামিস অস্ত্রটা খুঁজতে মাকরান মরুভূমিতে গিয়েছিলেন।"

"ওটা এলিস আমাকে বলেছে। আর প্রিজমের কাহিনিতেও সেটাই আছে।"

শুক্লা মাথা ঝাঁকালেন। "সেখান থেকেই একটা সূত্র পেয়েছি। দেখাচ্ছি দাঁড়াও। আমি আমার কম্পিউটারের স্ক্রিন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমাকে আর দেখতে পাবে না।" শুক্লার মুখ সরে গিয়ে স্ক্রিনে একটা ভারত পাকিস্তানের ভৌগলিক মানচিত্র ভেসে উঠলো। শুক্লা ভারত পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটা জায়গা জুম করে বড় করলেন।

"আমি যা ভাবছি সেটা খড়ের গাঁদায় সুই খোঁজার মতোই, কিন্তু এটার শেষ দেখে ছাড়বো বলেই ঠিক করেছি," স্পীকারে শুক্লার কণ্ঠ ভেসে এলো। "মহাভারত থেকেই ব্যাপারটা পেয়েছি আমি। মহাভারতের শেষ খণ্ডের আগের খণ্ড মহাপ্রস্থানিকা পর্ব থেকে। এখানে হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডব রাজপুত্রদের শেষ যাত্রার কথা বলা হয়েছে। যাত্রাপথে একে একে সকল পাণ্ডব মারা যায়। শুধু জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির টিকে থাকে। সাথে থাকে একটা কুকুর। সেটা তার সাথে স্বর্গলোক পর্যন্ত চলে যায়। স্বর্গলোক হচ্ছে দেবতাদের বাসস্থান।" স্ক্রিনে কম্পিউটারের কার্সর নড়ে উঠলো। শুক্লা জিজ্ঞেস করলেন, "সবাই কি কার্সর দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ," প্রায় সবাই সমস্বরে জবাব দিলো।

"যাক। এখন আমরা হস্তিনাপুরের প্রাচীন অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করবো। আমরা জানি যে ওটার অবস্থান হচ্ছে উত্তর ভারতে। আর বর্তমানে হস্তিনাপুর হচ্ছে উত্তর প্রদেশে, মিরাত শহরের কাছাকাছি। হস্তিনাপুরের অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবদের যাত্রাপথটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। ধরে নেই এখান থেকে তারা যাত্রা শুরু করে।" নয়া দিল্লির আশেপাশের একটা জায়গায় শুক্লা কার্সর নাড়াতে

BanglaBook.org

লাগলেন। "আমি এখন একটা একটা করে আপনাদেরকে শ্লোক পড়ে শোনাচ্ছি। আর সাথে সাথে ম্যাপে রাস্তাটা কি হবে সেটা দেখাচ্ছি। ওদের যাত্রার সম্পর্কিত প্রথম শ্লোকটা হচ্ছেঃ

पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्विनी।
कृतोपवासाः कौरव्य प्रययुः प्राङ्मुखस्ततः।।

এখানে বলা হচ্ছে যে, 'এরমধ্যে কুরু বংশের মহান পাণ্ডবকূল আর সাথে লাস্যময়ী দ্রৌপদী তাদের আহ্নিক সেরে পূর্বদিকে মুখ করে রওনা দিলেন।'

পরের শ্লোকে তাদের লাল পানির এক সাগরের তীরে পৌঁছানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে মেলে এরকম কোনো বর্ণনা কোথাও খুঁজে পাইনি। তাই ওটা বাদ দিয়ে পরেরটায় চলে যাচ্ছি। আমি যে ব্যাপারটা ধারণা করছি সেটা সাথে এটার সম্পর্ক আছে।

गाण्डीवं तु धनुर्दिव्यं न मुमोच धनञ्जयः।
रत्नलोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी।।

এটায় বলা হচ্ছে যে 'ধনঞ্জয় ধন সম্পদের লোভে তার অলৌকিক ধনুক গান্ধিভা বা তার অফুরন্ত শক্তি সম্পন্ন তীর গুলোকে ত্যাগ করেননি।' ধনঞ্জয় মানে হচ্ছে অর্জুন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। এই শ্লোকটা বেশ মজার কিন্তু। এটা সম্পর্কে বিস্তারিত পরে বলবো। পাণ্ডবদের যাত্রাপথ-এ ফিরে আসি আবার।" বলে শুক্লা একটু বিরতি দিলেন। "সবাই ব্যাপারটা বুঝছেন তো?"

গোল্ডফেল্ড কথা বললেন, "আমি আসলে যতই শুনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আপনি একটা দিকে আগাচ্ছেন। শেষটা জানার জন্যে তাই তর সইছে না।"

শুক্লা বলে চললেন। "পরে শ্লোকগুলোতে পাণ্ডবদের সাথে অগ্নির মোকাবেলার কথা বলা হয়েছে। অগ্নি হচ্ছে আগুনের দেবতা। সে অর্জুনকে নির্দেশ দেয় তার ধনুক গান্ধিভাকে ত্যাগ করে সমুদ্র দেবতা বরুনকে ফেরত দিতে। কারণ এটা ছিলো তার সম্পদ। খণ্ডভাপ্রস্থার জঙ্গল পুড়িয়ে দিতে অর্জুনকে সাহয্য করার জন্যে অগ্নি অর্জুনকে ধনুকটা উপহার দিয়েছিলেন। তাই অর্জুন তার তীর ধনুক সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে :

ततोऽग्निर्भरतश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत।
ययुश्च पाण्डवा वीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः।।

BanglaBook.org

'এরপর ভারতকূলের শিরোমণি, অগ্নিদেবতা উধাও হয়ে যান আর তারপর পাণ্ডুদের বীর সন্তানেরা তাদের মুখ দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে চলা শুরু করে।'"

কার্সর এবার আবার দক্ষিণ দিকে সরে গেলো।

"দূরত্বের কোনো গুরুত্ব নেই। তবে দিকের কিন্তু আছে," শুক্লা ব্যাখ্যা করলেন। "পরের পাঁচটা শ্লোক শুনলেই বুঝতে পারবেনঃ

ततस्ते तूत्तरेणैव तीरेण लवणाम्भसः।
जग्मुर्भरतशार्दूल दिशं दक्षिणपश्चिमाम्।।

'তারপর, সেই নোনা সমুদ্রের উত্তর তীর ঘেঁষে ভারতকূলের রাজপুত্রেরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন।'

ततः पुनः समावृत्ता पश्चिमां दिशमेव ते।
ददृशुर्द्वारकां चापि सागरेण परिप्लुताम्।।

'এরপর পশ্চিম দিকে ফিরে তারা দেখলেন দ্বারকা শহর সমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে।'

उदीचीं पुनरावृत्य ययुर्भरतसत्तमाः।
प्रादक्षिण्यं चिकीर्षन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः।।

'অতঃপর উত্তর দিকে ফিরে তারা ইয়োগার সাথে দেখা করতে চললেন, তাদের ইচ্ছা হলো যে তারা সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবেন।'

वैशम्पायन उवाच
ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः।
ददृशुर्योगयुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम्।।

'ভাইশাম্পায়ন বলেন যোগের ভক্ত সেসব পবিত্র আত্মার রাজপুত্রেরা উত্তর দিকে এগিয়ে চললেন। যাত্রাপথে তারা হিমাবাত মানক বিশাল পর্বতশৃঙ্গ ভ্রমণ করলেন।'

तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते ददृशर्वालुकार्णवम्।
अवैक्षन्त महाशैलं मेरुं शिखरिणां वरम्।।

BanglaBook.org

'হিমাবাত পার হয়ে তারা দেখতে পেলেন এক বিশাল মরুভূমি। তার পরেই দেখা গেলো শক্তিশালী পর্বত, যার নাম মেরু। এটাই হচ্ছে সব পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন।'"

শুক্লা শ্লোকগুলো পড়তে পড়তে কার্সর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বর্তমানে যেটা গুজরাট তার উপর দিয়ে সরিয়ে তারপর পশ্চিমে আরব সাগরের দিকে এগিয়ে তারপর উত্তর দিকে গিয়ে বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত একটা পর্বতশ্রেণীতে গিয়ে থামলো।

"স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে," শুক্লা বললেন। "হিমাবাত আর মেরু নামটা আমাকে একটু ধন্দে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে বাকি রাস্তাটা কিন্তু মানচিত্রের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। মারকান মরুভূমিতে যাওয়ার আগে বিশাল একটা পর্বতশ্রেণী পার হতে হয়। ওখানেই এখন কার্সরটা রেখেছি।"

সম্পর্কটা ধরতে পারতেই সবার চেহেরা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সবার আগে কথা বলে উঠলো এলিস, "তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই পাণ্ডবদের যাত্রা কোনো না কোনোভাবে সেমিরামিসের ভারত আসার সাথে সম্পর্কিত?"

ল্যাপটপ থেকে মানচিত্রটা উধাও হয়ে গেলো আর সেখানে আবার শুক্লার চেহারা দেখা গেলো। "শুধু কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কিত না। আগেই বলেছি যে আমার একটা ধারণা আছে। ধারণাটা একটু উদ্ভট কিন্তু সেটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আমার ধারণাটা মূলত পাণ্ডবেরা যে রাস্তা ধরে যাত্রা করে সেটা আর মহাপ্রস্থানিকা পর্বের আগের খণ্ডে অর্জুনকে নিয়ে উল্লেখিত একটা শ্লোকের উপর ভিত্তি করে।"

BanglaBook.org

৫৬
অলৌকিক অস্ত্র

শুক্লা বলে চললেন, "মহাভারতের মুষল পর্বে কৃষ্ণের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ওখানে একটা শ্লোক আছে যেখানে বলা হয়েছে যে অর্জুন তার অলৌকিক অস্ত্রটা চালু করতে ব্যর্থ হন। অর্জুন নাকি মনের শক্তি দিয়ে অস্ত্রটা চালু করতে চান কিন্তু ওগুলো আর চালু হয় না। একই পর্বের আরো কয়েকটা শ্লোকে বলা হয়েছে যে অর্জুন আর মানসিক শক্তি দিয়ে তার অস্ত্রগুলোকে কাজে লাগাতে পারছিলেন না। এই পর্বে ঐ দেব প্রদত্ত অস্ত্রগুলো সম্পর্কে আর কোথাও কিছু লেখা নেই। পরের পর্বগুলোতেও নেই- শুধু একটু আগে যে শ্লোকগুলো শোনালাম ওখানে ওনার তীর আর ধনুকের কথা বলা আছে।"

বিজয় বুঝতে পারলো যে শুক্লা কি বোঝাতে চাচ্ছেন। "তার মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে অর্জুন তার এই দেব প্রদত্ত অস্ত্রগুলো মাকরান মরুভূমিতে ফেলে গিয়েছেন?"

"হতে কি পারে না?" শুক্লা জিজ্ঞেস করলেন। "মহাভারতে এটা বলা নেই যে উনি এখানে ফেলে গিয়েছেন, কিন্তু কি করেছেন সেটাও তো বলা নেই। আগেই বলেছি যে মহাভারতে বর্ণিত বেশিরভাগ অস্ত্রই মন্ত্র বা মানসিক শক্তির জোরে চালু করতে হয়। ধরো যে যে শ্লোকটায় অর্জুনের অস্ত্রটা চালু করতে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে সেটায় আসলে বোঝানো হচ্ছে যে উনি আসলে ওগুলো চালু করার জন্যে দরকারি মন্ত্রটা ভুলে গিয়েছেন? উনি তখন ভগবান কৃষ্ণের পার্থিব দেহ ত্যগ করার শোকে এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে সেটা তার স্মৃতির উপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে পারার কথা। কে জানে? হয়তো উনি মারকান মরু পার হওয়ার সময় ওটা ওখানে লুকিয়ে রেখে যান। এ ব্যাপারে কোথাও-ই স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক।"

"এটা যদি সত্যি হয় তাহলে সেমিরামিস তার সৈন্যদেরকে কেন যুদ্ধের মুখে ফেলে রেখে মাকরান মরুভূমিতে ছুটে গিয়েছিলে সেটার কারণ পরিষ্কার হয়," গোল্ডফেল্ড চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন। "আর এখন যেহেতু আমরা জানি যে সেমিরামিসের কাহিনি আসলে ঐতিহাসিক একটা ঘটনা, তার মানে হচ্ছে উনি যদি আসলেই মাকরান মরুভূমিতে কোনো অস্ত্র পেয়ে থাকেন তাহলে

BanglaBook.org

সেটা আগে থেকেই কেউ না কেউ সেখানে রেখেছে। আর আপনি যা বললেন তার মানে সেটা অর্জুন হওয়ার সম্ভাবনা ভালোই।"

"হ্যাঁ, অনেকগুলো মিল পাওয়া যাচ্ছে," এলিস বললেন। "অন্যসময় হলে আমি এটা প্রমাণের পক্ষে অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ খুঁজতাম, কিন্তু এই ব্যাপারটা ভিন্ন। ড্রুইড আর বৈদিক লোকজনের মাঝের সাদৃশ্য, বেদ আর কেল্ট দুটো মিথোলজীতেই দানু নামের এক দেবীর উপস্থিতি, আর মহাভারতের সাথে সেমিরামিসের গল্পের আপাত মিল; এতগুলো কাকতালীয় ঘটনা একসাথে ঘটতে পারে না।"

"আমি তুয়াহা ডে ডানান সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য বের করেছি," কলিন বলে উঠলো। শুক্লার কথা শোনার পাশাপাশি ও এতক্ষণ নিজের ল্যাপটপ টেপাটিপি করছিলো। এখন বোঝা গেলো যে ও আসলে ওর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলো। "তোমার কথা-ই ঠিক বিজয়। আমি ওদের সম্পর্কে খুব মজার দুটো তথ্য বের করেছি।"

বিজয় কিছু বললো না। যখন শুক্লা বলেছিলেন যে তুয়াহা ডে ডানান আর দানব দুই দলের-ই মায়ের নাম দানু হলেও এর বাইরে আর কোনো মিল নেই তখন ও কলিনকে কয়েকটা ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখতে বলেছিলো। দেখা যাচ্ছে ওর অনুমান মিথ্যে না।

"প্রথমটা হচ্ছে," কলিন বলা শুরু করলো। "ধারণা করা হয় যা তুয়াহা ডে ডানানরা মাটির নীচে বাস করতো। আমি আগে জানতাম না তাই গুগলে একটু ঘেটে দেখলাম যে দানবরাও সম্ভবত মাটির নীচেই থাকতো।"

"তাই নাকি?" শুক্লা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন। "তোমার কথা ঠিক কলিন। মহাভারতের উদয় পর্বে দানবদের মাটির নীচের শহরের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এক মিনিট দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।" শুক্লা উঠে গিয়ে মহাভারতের আরেকটা খণ্ড নিয়ে এলেন। তারপর পাতা উল্টে যা খুঁজছিলেন সেটা বের করলেন।

"পেয়েছি," শুক্লা বললেন। "পড়ে শোনাচ্ছি।"

नारद उवाच

एतत् तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरम्।
पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्।।

"এর মানে হচ্ছে : 'নারদ বললেন- নাগা অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে একটা শহর আছে। তার নাম হচ্ছে পাতালাম। সেখানে সব দৈত্য আর দানবের বাস।'"

তারপর উনি আবার কয়েকটা পাতা উল্টালেন। "এই শ্লোকটাও বেশ মজার। শোনোঃ

BanglaBook.org

अत्र मायासहस्त्राणि विकुर्वाणा महौजसः।
दानवा निवसन्ति स्म शूरा दत्तवराः पुरा।।

এতে বলা হচ্ছে 'এখানে বাস মহাশক্তিধর দানবদের। তারা হাজার হাজার মায়াজাল বুনতে সক্ষম। প্রাচীনকালে তারাই ছিলো দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট জাতি।'

আমি বলছি না যে এতেই দানব আর তুয়াহা ডে ডানান এর মাঝে সম্পর্ক প্রতিপাদিত হচ্ছে। তবে এটাই সবচে কাছাকাছি। আইরিশ মিথোলজির যারা নায়ক তারাই দেখা যাচ্ছে মহাভারতের পুরনো সংস্করণের নায়ক। দুটো দলই মাটির নীচে থাকে। দুই দলের-ই মায়ের নাম দানু। মিলছে কিন্তু ভালোই।"

শুক্লা বইটা নামিয়ে রেখে ল্যাপটপের স্ক্রিন দিয়ে বাকিদের দিকে চাইলেন। "আর এটা যদি নিছক কোনো অনুমান না হয়ে মিথোলজীর আড়ালে লুকানো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা-ও হয়, তাহলেও আমরা শুধু আয়ারল্যান্ডের কেল্ট জাতি আর দানবদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি মাত্র। আপনারা যেটা খুঁজছেন সেটা হচ্ছে ড্রুইড আর বৈদিক লোকজনের মাঝে মিল। কলিন অবশ্য বেশ কিছু সাদৃশ্য বের করেছে।"

"আসলে একটা সূত্র পেয়েছি যাতে করে তুয়াহা ডে ডানান-এর সাথেও সম্পর্ক পাওয়া যায়।"

BanglaBook.org

৫৭

সেপ্টেম্বর

বর্তমান দিনের কেন্ট, ব্রিটেন

সিজার নিজের তাঁবুতে বসে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তার বা তার লোকদের কারো জন্যেই দিনটা ভালো যাচ্ছে না।

উনি ভেবেছিলেন ঝটিকা সফরে ব্রিটানিয়াতে গিয়ে কেল্টদের সাথে আলাপ আলোচনা সারবেন আর সাথে সাথে ড্রুইডদের রহস্য সম্পর্কে যতটা পারেন তথ্য সংগ্রহ করবেন। কেল্টদের এই আক্রমণ বা আবহাওয়ার খামখেয়ালী কোনোটার ব্যাপারেই তার কোনো প্রস্তুতি ছিলো না।

ডীল-এ বহু কষ্টে নামার চারদিন পরে রোমান অশ্বারোহী দল এসে পৌঁছে। সিজার জানেন যে এই সৈন্যদলকে একটা কষ্টসাধ্য কাজ করতে হবে। কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। কাজটা হচ্ছে কেল্টদের বর্শা আর রথের বিপক্ষে লড়াই করে জয়ী হওয়া। কেল্টদেরকে শিক্ষা দিতে হলে এই অশ্বারোহী দলের সাহায্য ছাড়া হবে না।

কিন্তু তারপরেই এক মারাত্মক ঝড় আরম্ভ হয়। ফলে অশ্বারোহী দলকে বহন করে আনা জাহাজগুলো গল-এ ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

সিজারের দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি। একই ঝড় আর পানির প্রবল স্রোতে তার নোঙ্গর করে রাখা জাহাজগুলোর খোল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের রসদপত্র পুরো জলে ভেসে গিয়েছে আর সিজার আর বাকি দুই দল সৈন্যের পক্ষে এখন আর গল-এ ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

রোমান সৈন্যদের অদম্য মনোভাব আবারো প্রমাণিত হলো তখন। একদল সৈন্য জাহজগুলো উদ্ধার আর মেরামতে লেগে গেলো। আর আরেক দল দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করে ফসল তুলে আনতে গেলো। কেল্টরা ভয়ে বনে আত্মগোপন করায় ওগুলো অরক্ষিত পড়ে ছিলো।

ঠিক তখন-ই সিজারের কেল্টদের গোপন ক্ষমতার সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হলো। তখন পর্যন্ত কেল্টরা ওটা ব্যবহার করেনি তাই সিজার সন্দেহ হচ্ছিলো যে ডিভিটিয়াকসের অনুমান সঠিক কিনা।

ফসল তুলতে যাওয়া সৈন্যদেরকে কেল্টরা আক্রমণ করে বসলো। ওরা এতক্ষণ বনের ভিতর থেকে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলো।

BanglaBook.org

শীঘ্রই ওখান থেকে আক্রমণের খবর সিজারের কাছে পৌঁছুলো। শুধু তা-ই না খবর এলো যে সৈন্যরা নাকি আবারও তাদের প্রশিক্ষণ ভুলে কেল্টদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে।

সিজার দেরি না করে সাথে সাথে আরো সৈন্য নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন।

যেখানে মারামারি হচ্ছে সেখানে পৌঁছার অনেক আগেই সিজার ডমরুর আওয়াজ শুনতে পেলেন। এর আগে উনি শুধুগ গল-এ ওনার সৈন্যদের কাছে এটার কথা শুনেছিলেন। ওরা ওনাকে বলেছিলো এই আওয়াজ নাকি ওদের মনে নানান অনুভূতির উদ্রেক করে- আতংক, ভয়, আত্মসংশয়- এসব আর সেই সাথে আত্মবিশ্বাসকে কমিয়ে দেয় একেবারে শূন্যের কোঠায়। উনি ওনার সৈন্যদের কথায় অবশ্য অবিশ্বাস করেননি। ওরা সবাই অকুতোভয় একেকজন মানুষ আর গলিকদের প্রতিরোধ ভাঙ্গতে ব্যর্থ হওয়ার পর কৈফিয়ত দিতে কোনো মিথ্যে গল্পের আশ্রয় নেবে না তারা। কিন্তু সিজার আসলে ঠিক বুঝতেন না যে আসলে তাদের অভিজ্ঞতাটা ঠিক কি রকম।

কিন্তু এখন উনি নিজ কানে ডমরুর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

জীবনে প্রথমবারের মতো সিজার নিজের ভিতর ভয় টের পেলেন। মারামারির জায়গায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে এক অবর্ণনীয় আতংক তাকে পেয়ে বসলো। তার সৈন্যদেরও একই অবস্থা। সবার মানসিক অবস্থা এতটা খারাপ যে কেউ সোজাসুজি চিন্তা ভাবনাও করতে পারছে না। চেষ্টা করেও মাথা ঠাণ্ডা করতে পারছেন না সিজার। বারবার নগ্ন আতংকের ভাবটা ফিরে ফিরে আসছে।

আর ওদিকে কেল্টরা আক্ষরিক অর্থেই রোমানদেরকে কচুকাটা করা শুরু করে দিয়েছে।

পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে এবার আবহাওয়াই রোমানদেরকে রক্ষা করলো। কোনো রকম পূর্বাভাস ছাড়াই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কেল্টরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। তবে এই জলকাদা মাড়িয়ে এবার ওদের রথগুলো ফিরে যেতে খুব কষ্ট হলো।

সিজার টের পেলেন যে তার মনের আতংকের চাদরটা-ও সরে যেতে শুরু করেছে আর তিনি তার বাকি সৈন্যদেরকে নিয়ে সাগরের তীরে ফিরে এলেন।

এরপর টানা তিনদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হলো।

বৃষ্টি যতদিন ছিলো ততদিন আর কোনো যুদ্ধ হয়নি। রোমানরা এই সুযোগে দুটো দল-ই মিলে জাহাজ সারাইয়ের কাজে লেগে পড়লো।

যুদ্ধে এই বিরতিতে সিজারও চিন্তাভাবনা করে কৌশল সাজানোর সুযোগ পেলেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সেনানায়ক তো আর তাকে এমনি এমনি ডাকা হয় না।

BanglaBook.org

উনি ঠিক করলেন যে কেল্টদেরকে আর যুদ্ধের সময় সম্পর্কে জানতে দেওয়া যাবে না। এই লুকোচুরি আর আত্মরক্ষা যথেষ্ট হয়েছে। উনি কিংবা ওনার দলে এভাবে লড়াই করে অভ্যস্ত না।

বৃষ্টি থামা মাত্র সিজার আক্রমণ করে বসলেন। কেল্টরা একত্রিত হওয়ার সময় পেলো না, ফলে এবার সহজেই হার মানতে বাধ্য হলো।

এই মুহূর্তে উনি পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবছেন।

চিন্তা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন জুলিয়াস সিজার। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। উনি বুঝতে পেরেছেন যে ওনার যে রসদপত্র আছে তা দিয়ে এবারে ওনার উদ্দেশ্য সফল হবে না। উনি আসলে ওনার শত্রু আর তাদের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছেন।

তবে এই ভুল তিনি আর করবেন না।

"জাহাজে ওঠো সবাই," আদেশ দিলেন সিজার। ওনার লোকেরা সাথে সাথে কাজে লেগে পড়লো। নিয়ম মেনে তারা সবাই দলে দলে জাহাজে চড়তে লাগলো।

বনের ভিতরের আশ্রয় থেকে কেল্টরা রোমানদের জাহাজে করে চলে যাওয়া দেখলো। ওরা গল বিজয়ী সম্রাটকে বাধ্য করেছে তার লক্ষ্য পূরণ না করেই আবার গল-এ ফিরে যেতে।

বেজার মুখে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সিজার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন- পরের বছর আবার তিনি ফিরে আসবেন।

আর সেবার উনি সাথে আনবেন আরো বড় একটা বাহিনি। আরো বেশি অশ্বারোহী। আরো বিশাল নৌ-বহর।

জুলিয়ার সিজার ব্রিটানিয়াতে তিন সপ্তাহ-ও ছিলেন না। রোমে পাঠানো রিপোর্টে উনি এই অভিযানকে সফল হিসেবে দেখান। উনি এটাকে দেখছিলেন পরের বছরের অভিযানের জন্য প্রস্তুতিমূলক অভিযান হিসেবে।

পরের বছর জয়ী না হয়ে ফিরবেন না তিনি। আর সেই সাথে ড্রুইডদের রহস্যটা-ও দখল করবেন।

BanglaBook.org

৫৮

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর

৩ তারিখ

আরেকটা বৈদিক সংযোগ

"বিজয় যখন কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে এসেছিলো," কলিন ওর কথা ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলো। "ও তখন সল আর এলিসের সাথে ওয়েলসের মেগালিথগুলো ঘুরতে গিয়েছিলো। ওদের ঘোরাঘুরি সম্পর্কে আমাকে লিখে জানিয়েছিলো বিজয়। কারণ ওগুলো দেখে ও দারুণ মুগ্ধ হয়েছিলো।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথায় সম্মতি দিলো।

কলিন ওর ল্যাপটপের মনিটরে তাকিয়ে বললো, " তুয়াহা ডে ডানান নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে যে ব্যাপারটা খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়েলসের সাথে ওদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা। ওয়েলসের পুরনো এক লোককাহিনিতে গিডিয়ন আপ ডন নামের এক ড্রুইডের কথা বলা হয়েছে," মুখ বাঁকিয়ে বললো কলিন। কারণ নামের উচ্চারণটা ঠিক হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত না।

"নামটা কিন্তু মজার। 'গিডিয়ন' মানে হচ্ছে বিদ্বান, যাদুকর, দার্শনিক বা কখনো কখনো বিজ্ঞানী; আর বহু আগে থেকেই নামটা আরো একটা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দৈত্য, দানব, ঐন্দ্রজালিক, গুণিন। 'আপ ডন' মানে হচ্ছে ডন এর ছেলে। ডন হচ্ছে মাবিনোজিয়ন নামে একটা ওয়েলস লোককাহিনির অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র। ডন এর বিয়ে হয় মৃত্যুর দেবতা বেলি আপ মানোগান-এর সাথে। বেলি-র ঔরসে ডন যে সন্তানদের জন্ম দেন তাদেরকেই এই কাহিনিতে লর্ড অফ দ্য লাইট হিসেবে বলা হয়েছে। গিডিয়ন ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ আর আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন; বিজ্ঞানীও ছিলেন বলে জানা যায়। আর এটা শোনো..."

কলিন মনে মনে এতক্ষণের পড়া জিনিসগুলো সংক্ষেপ করে গুছিয়ে নিলো। বাকি সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো ও কি বলে তা শোনার জন্যে।

"কেল্টিক বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে 'ডন' শব্দটা আসলে 'দানু' শব্দের-ই আরেকটা রূপ। আর আমরা সবাই জানি দানু কে।" বলে কলিন শেষ করলো।

BanglaBook.org

"আমাকে একটু বুঝতে দাও," প্রথমবারের মতো কথা বললো হ্যারি। এতক্ষণের আলোচনায় ও নীরব শ্রোতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে কিছু বলেনি। এখন ও পুরো আলোচনাটার সারমর্ম করে কলিন আর শুক্লার বলা গাদা গাদা তথ্যকে হজম করার চেষ্টা করছে। "তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুয়াহা ডে ডানানরা হচ্ছে আসল ড্রুইড মানে এই লর্ড অফ লাইট। যারা কেল্টদের আগমনের আগে থেকেই আয়ারল্যান্ডে ছিলো। এরা হচ্ছে দানু-র সন্তান। ভারতীইয় মিথোলজিতে এদেরকেই দানব হিসেবে বলা হয়েছে। তুয়াহা ডে ডানানরাই আয়ারল্যান্ডে ড্রুইডিক রীতিনীতি আর বিশ্বাসের আমদানি করে। আর এই বিশ্বাসটা বৈদিক আমলের লোকজনের সাথে একদম মিলে যাচ্ছে। আবার ওয়েলসেও এরকম একটা কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে লর্ড অফ দ্য লাইট-রা ব্রিটেনেও ছিলো। কোনো না কোনোভাবে তাদের আসল নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় আর তারা ড্রুইড নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আমরাও তাদেরকে এই নামেই চিনি। আর যখন কেল্টরা ওখানে আসে তখন সেমিরামিসের উদ্ধার করে আনা অস্ত্রের সাহায্যে তারা কেল্টদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আর সবশেষে তুয়াহা ডে ডানান আর দানবদের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলছি যে ড্রুইড আর বৈদিক পুরোহিতরা আসলে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত।"

"একেবারে ঠিকঠাক বলেছ," প্রশংসা করলো বিজয়। "ব্যাপারটা যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক-না কেন, তুমি সংক্ষেপে যা যা বললে আমাদের হাতের সব তথ্যপ্রমাণ সেটাকেই সমর্থন করছে।"

"তবে প্রিজমের কাহিনি আর কুইন্টাস কোডেক্সের কথা জানা না থাকলে আমি এটা বিশ্বাস করতাম না," গোল্ডফেল্ড বললেন।

"আমিও না," এলিসও সায় দিলো। "কিন্তু ওই কাহিনিও কিন্তু মিথোলজিতে আমাদের বের করা সূত্রগুলোকেই সমর্থন করে।"

"আরো একটা ব্যাপার কিন্তু বাকি রয়ে গিয়েছে," কলিন বললো।

"ও হ্যাঁ, তুমিতো বলেছিলে যে তুয়াহা ডে ডানান সম্পর্কে দুটো জিনিস আবিষ্কার করেছ," এলিস বললো।

"জানিনা তথ্যটা আসলেই কাজে লাগবে কিনা," কলিন বলা শুরু করলো। "কারণ এতক্ষণ যেসব সূত্র বের করেছি তার কোনোটার সাথেই এটা আসলে ঠিক খাপ খায় না। তবে জিনিসটা দারুণ মজার। কেল্টিক বিশেষজ্ঞেরা বিশ্বাস করেন যে ড্রুইডবাদ আসলে যারা ঐ মেগালিথগুলো বানিয়েছিলো তারা কেল্টদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন। আর তুয়াহা ডে ডানানরা আয়ারল্যান্ডের বয়েন ভ্যালির মেগালিথগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।"

কেউ কথা না বলে ব্যাপারটা হজম করার চেষ্টা করতে লাগলো।

BanglaBook.org

"তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে লর্ড অফ দ্য লাইটেরাই আয়ারল্যান্ড আর ব্রিটেনের ওসব মেগালিথগুলো বানিয়েছে?" হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

কলিন কাঁধ ঝাঁকালো। "আইরিশ কিংবদন্তির বিশেষজ্ঞদের মতে ড্রুইডদের আমলেই আয়ারল্যান্ডের নিউগ্রেঞ্জের মতো স্থাপনাগুলো তৈরি হয়। ওরা যদি ওয়েলসে থেকে থাকে তাহলে ব্রিটেনের স্থাপনাগুলো-ও ওদের দ্বারাই নির্মিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু না। আর হ্যারি যেমন বললো যে ওরা একসময় উধাও হয়ে যায়। কেউই ঠিকভাবে বলতে পারে না যে ড্রুইডরা ঠিক কখন পৃথিবীতে ছিলো। তবে এটা তো জানা যাচ্ছে। গল্পটা এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে।"

এলিস বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বিয়ের মুখে আজব একটা অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। এলিস এই অভিব্যক্তিটা চেনে। যখন বিজয় নিজের ধারণার সাথে প্রকৃত ঘটনাকে মেলানোর চেষ্টা করে তখন ওর চেহারায় এই ভাবটাই দেখা যায়। ও বিজয়ের মুখ দেখেই বলে দিতে পারে কখন ও চিন্তা করছে, কখন প্রাপ্ত তথ্যগুলো মনে মনে বিশ্লেষণ করছে, তথ্যগুলো যাচাই করছে বা উপসংহারে পৌঁছানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তবে বিজয় যখন চাইবে তখন-ই ও ওর মনে যা আছে সেটা জানাবে, তার আগে না।

"কলিন তুমি কি জানো," ধীরে বলে উঠলো বিজয়, "সম্ভবত তুমি রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

৫৯
আরেকটা রহস্য

"আসলেই? কিভাবে?" কলিন জানতে চাইলো।

"দাঁড়াও ঠিকমতো ভেবে নেই আগে," বিজয় বললো। "সবাইকে বলার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই।" বলে ও এলিসের দিকে তাকালো। "ডায়রি পড়ে তুমি কি জেনেছ বললে নাতো?"

"আচ্ছা," বলে এলিস ডায়রিটা খুললো। আঠালো কাগজ দিয়ে ও কয়েকটা পাতা চিহ্নিত করে রেখেছে। "ডায়রিটা অবশ্য আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি সেটার মতো মজা না। তবে কাজে লাগতে পারে এমন কিছু জিনিস আছে।"

ও চিহ্নিত করা পাতাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলো। কোত্থেকে শুরু করবে ভাবছে। শেষমেশ ঠিক করলো কয়েনগুলোর ইতিহাস-ই সবার আগে বলবে।

"ডায়রির লেখা মোতাবেক, যে বিশেষজ্ঞেরা কয়েনগুলো পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তাদের মতে এই কয়েনগুলো অর্থমুদ্রা হিসেবে তৈরি করা হয়নি বরং এগুলো হচ্ছে স্মারক মুদ্রা। সম্ভবত সিজারের গল বিজয় বা ব্রিটেন অভিযানকে স্মরণ করতে এটা বানানো হয়। আর তাদের আরো ধারণা এই রকম কয়েন শুধু এই তিনটাই বানানো হয়েছিলো। তবে এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত না। আটচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে কয়েনগুলো বানানো হয়। তবে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক, কারণ তিরিশ খ্রিস্টপূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে মিশর দখলের আগে রোমের মুদ্রা আলেকজান্দ্রিয়াতে কখনো বানানো হয়নি। তখন থেকেই আলেকজান্দ্রিয়ার টাকশালে রোমের মুদ্রা তৈরি শুরু হয়। বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু সিজার আটচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিলেন, তিনি হয়তো ক্লিওপেট্রাকে অনুরোধ করেছিলেন তার অন্যে এই বিশেষ মুদ্রাগুলো বানিয়ে দিতে। ক্লিওপেট্রা তখন মাত্রই সিজারের সহযোগিতায় নিজের ভাইকে হটিয়ে মিশরের ফারাও হয়েছেন।"

এলিস পাতা উল্টিয়ে নিজের নোটগুলো একবার দেখলো। "উনিশশো পাঁচ সালে ইনভার্নেসে একদল শ্রমিক একটা ভবনের ফাউন্ডেশন খোঁড়ার কাজ করছিলো। তখন ওরা মাটিতে একটা সরু ফাটল দেখতে পায়। ওরা বুঝতে

BanglaBook.org

পারে যে হয়তো এখানে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র থাকতে পারে তাই স্থানীয় একজন প্রত্নতাত্ত্বিককে ডেকে নিয়ে আসে। ফাটলটা পরিষ্কার করে বড় করতেই নীচে একটা পাথরের কক্ষ আবিষ্কৃত হয়। ওখানেই একটা পচে যাওয়া চামড়ার থলেতে কয়েন তিনটা পাওয়া যায়। ওখানে আর কিছুই ছিলো না। পুরো খালি। কোনো হাতিয়ার বা খোদাই কিছুই না। শুধু ওই কয়েনগুলো।"

"মনে হচ্ছে কেউ মাত্র তিনটা কয়েনকে লুকানোর জন্যে বাড়াবাড়ি রকম কষ্ট করেছে," কলিন বললো।

"এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে যে-ই কয়েনগুলো ওখানে রাখুক সে চাচ্ছিলো যে কয়েনগুলোর খোঁজ চিরতরে যাতে আর কেউ না পায়।" গোল্ডফেল্ড মন্তব্য করলেন।

"হয়তো," এলিস দুজনের কথায়-ই সায় দিলো। "তবে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কয়েনগুলো ইনভার্নেসে গেলো কিভাবে? কে-ই বা ওগুলো ওখানে লুকিয়ে রেখেছে? কেন-ইবা লুকিয়েছে?"

"কয়েনগুলোর ব্যাপারে কিছু বলা আছে?" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

"হুম। প্রতিটা কয়েনের-ই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে এটায়। সাথে ছবি-ও," এলিস জবাব দিলো। "প্রতিটা কয়েনেরই একপাশে জুলিয়াস সিজারের একটা পার্শ্বচিত্র খোদাই করা। আর অন্যপাশে কেল্টিক ঢাল এর মতো একটা অবয়ব আর সাথে কিছু এলোমেলো আকৃতির জিনিস আঁকা; একটা কয়েনে কয়েকটা গিঁট মতো উঁচু জায়গা আছে। সম্ভবত বানানোর সময় ঠিকমতো বানাতে পারেনি। আর প্রতিটা কয়েনের খোদাই আলাদা।"

"খোদাই?" কলিন ধরলো কথাটা। "ওগুলোর কোনো মানে আছে?"

এলিস কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছি। ছবি দেখে আমি ওগুলো ঠিকমতো পড়তে পারিনি। ভাষাটা ল্যাটিন। তবে নীচেই অনুবাদ দেওয়া আছে। প্রথম কয়েনে বলা হচ্ছে 'চব্বিশ থেকে চার হচ্ছে বর্গের প্রথমটা।' দ্বিতীয়টায় বলা হচ্ছে 'চার থেকে আটাশ হচ্ছে বর্গের দ্বিতীয়টা।' আর তৃতীয়টায় বলা হয়েছে 'চব্বিশ থেকে আটাশ হচ্ছে বর্গ দুটোর যোগফল।'"

"আয় হায়," হ্যারি বললো। "এরতো আগা মাথা কিছুই বুঝছি না। অংক পরীক্ষার প্রশ্নের মতো মনে হচ্ছে। বেশিরভাগ সময়েই অংকে গোল্লা পেয়েছি আমি।"

BanglaBook.org

"ঠিক," এলিস-ও সায় দিলো। "আমার কাছেও অংকের মতো লাগছে।"

"হয়তো এটা একটা জায়গার পরিমাপ বর্ণনা করছে," গোল্ডফেল্ড মত দিলেন। "সে জন্যেই হয়তো 'বর্গ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আমিও হ্যারির সাথে একমত। আসলেই ব্যাপারটা কি তা বোঝা যাচ্ছে না।"

"তাহলে কয়েনগুলোর পিছনে কেন লোক লেগেছে?" বিজয় যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো। "আমাদের ধারণামতো এই খোদাইগুলো যদি আসলেই অর্থহীন হয় তাহলে এগুলো দখল করার জন্যে ওরা এতটা ঝুঁকি কেন নিচ্ছে?"

কয়েনের এক পাশে জুলিয়াস সিজারের পার্শ্বচিত্র

BanglaBook.org

৬০
পরবর্তী পদক্ষেপ

"আমাদেরকে কি কি করতে হবে তা বলছি শুনুন," এতক্ষণ ধরে মনে মনে সাজানো পরিকল্পনাটা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজয়। অবশ্য আলোচনা চলার সময় যে অনুমানটা ওর মনে এসেছে সেটা যে আসলে কতটা ঠিক সে ব্যাপারে ও যথেষ্ট সন্দিহান ছিলো, সেজন্যেই ও কাউকে এব্যাপারে কিছু বলেনি। এখন ওরা যা করতে যাচ্ছে সেটা করতে পারলেই ওর ধারণাটা হয় সত্যি হবে নাহয় বাতিল হয়ে যাবে।

"আমরা দুটো জিনিস খেয়াল করছি না," বিজয় বললো। "একটা হচ্ছে সেমিরামিসের কবরের অবস্থান। আমার ধারণা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি ওটা বের করতে পারি তাহলে ওখানে গিয়ে দেখা যেত যে কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি-না। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কয়েনগুলোর তাৎপর্য। এলিস, তুমি আর সল কি কষ্ট করে সেমিরামিসের সমাধির অবস্থানটা বের করবে? এ কাজের জন্যে তোমরাই সবচে উপযুক্ত।"

"অবশ্যই," এলিস বললো। "আমার মনে হয় প্রাচীন যেসব স্থাপনায় কবর পাওয়া গিয়েছে সেসব জায়গা থেকে খোঁজা শুরু করতে পারি।" বলে ও অনুমোদনের আশায় গোল্ডফেল্ডের দিকে তাকালো।

"হ্যাঁ, ওখান থেকেই শুরু করা ভালো হবে," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আমরা সব না খুঁজে বয়স ধরে ধরে খুঁজতে পারি। আর কোনোটায় যদি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেকানে কোনো মহিলা সমাধিস্থ হয়েছে তাহলে সেগুলোই অগ্রাধিকার পাবে। যদি প্রিজমে বর্ণিত পোড়া মুখোশ আর গদা আকৃতির কফিনের কথা কোথাও পাই তাহলেতো ভালোই।"

"খুব ভালো," বলে বিজয় কলিনের দিকে তাকালো। "তুমি আর হ্যারি মিলে ব্রিটেনে রোমান শাসনের ইতিহাসটা একটু ঘেঁটে দেখো ইনভার্নেসের সাথে রোমান শাসনের কোনো সম্পৃক্ততা পাও কি-না। ওখানে কয়েনগুলো কে লুকিয়ে রেখেছিলো সেটা বের করা গেলে কেন ওগুলোর পিছনে লোক লেগেছে সেটা ধারণা করা যাবে।"

"আমি?" হ্যারির কণ্ঠ একই সাথে অবাক আর দ্বিধান্বিত।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, কেন?" বিজয় জবাব দিলো। "কলিন পারলে তুমি পারবে না কেন?"

"ওই!" কলিন প্রতিবাদ করলো। "বাদ দাওতো হ্যারি। ওর কথায় কান দিতে হবে না। আর তুমি কি করবে?" বলে সরু চোখে বিজয়ের দিকে তাকালো কলিন। যদিও উত্তরটা ও জানে।

"আমি আমার অনুমানটা ঠিক কিনা সেটা পরীক্ষা করতে যাবো," বিজয় বললো। "আমি যা ভাবছি সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে আমাকে আরো কিছু তথ্য জোগাড় করতে হবে। তাহলেই সবকিছু পরিষ্কার হবে।" তারপর এলিসের দিকে ঘুরে বললো, "ডায়রিটা একটু দেওয়া যাবে? কয়েনগুলোর ছবিগুলো লাগতে পারে।"

এলিস ডায়রিটা ফিরিয়ে দিলো। বিজয়ের মনের মধ্যে কি আছে সেটা ভাবছে।

সবাই যার যার ল্যাপটপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। "আমাকে কি আর একটা রুমে বসতে দেওয়া যাবে?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো গোল্ডফেল্ডকে। "আমার আসলে একটু একাকী চিন্তা করা দরকার। আর সাথে যদি আপনার প্রিন্টারটা ব্যবহার করতে দেন তাহলে খুব ভালো হয়।"

"অবশ্যই। গেস্ট রুমে বসতে পারেন। আমি ওখানে প্রিন্টারটা লাগিয়ে দিচ্ছি।" বলে সল বিজয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। একটু পরেই উনি ফিরে এলেন। রুমে তখন সুনসান নীরবতা। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত।

মিনিট মিনিট করে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা চলে গেলো। রুমের মধ্যে মৃদু ফিস ফিস আর কাগজ কলমের খসখস বাদে আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। সল কয়েকবার রুম ছেড়ে বাইরে গিয়েছেন কয়েকটা ফোন করতে। এছাড়া কেউ জায়গা ছেড়ে নড়েনি।

শুক্লা ভিডিওকনফারেন্স বন্ধ করে দিয়েছেন। সবাই কাজ শেষে আলোচনা করার সময় আবার তাকে ফোন করবে।

এর মাঝে বিজয় একবার চোখ বড়বড় করে এই রুমে দৌড়ে এসে ওদের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ও এসেছিলো কাঁচির খোঁজে। গোল্ডফেল্ড ওকে সেটা এনে দিয়েছেন। ওর এই আজব অনুরোধের কোনো ব্যাখ্যা ও দেয়নি। অবশ্য কেউ ওকে জিজ্ঞেস-ও করেনি। সবারই কৌতূহল হয়েছে, কিন্তু ওরা জানে যে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

বাইরে এই বিকেল বেলাতেই রাস্তার বাতিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কারণ আকাশে মেঘের জন্যে এখনই সন্ধ্যার আধার নেমে এসেছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও পড়ছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ছন্দময় পতনের ধ্বনি ওদের চিন্তার জন্যেও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কাজ করছে।

BanglaBook.org

৬১
নতুন তথ্য

"কেউ চা বা ওয়াইন খাবেন?" গোল্ডফেল্ড জিজ্ঞেস করলেন। ল্যাপটপ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন উনি। এতক্ষণ এলিসের সাথে গবেষণা আর নোট করায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে উনি যে বাড়ির কর্তা সেটা মনে ছিলো না।

সবাই-ই চা খেতে চাইলো। গোল্ডফেল্ড রান্নাঘরে চলে গেলেন।

"আমাদের কাজ শেষ," ঘোষণা দিলো কলিন। "তোমাদের কি অবস্থা?"

এলিস উৎফুল্ল ভঙ্গিতে একটা হাসি দিতেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলো ও।

"বিজয়ের কি অবস্থা সেটা ভাবছি," বললো এলিস।

ঠিক যেন ওর কথা শুনেই বিজয় রুমে প্রবেশ করলো। চুল কাকের বাসা হয়ে আছে। সম্ভবত পুরোটা সময় চুলে হাত বুলিয়েছে।

গোল্ডফেল্ড একটা ট্রেতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে এলেন। সবাই হাত বাড়িয়ে কাপগুলো নিয়ে দরকারমতো দুধ চিনি মিশিয়ে চুমুক দিলো।

"তারপর," গোল্ডফেল্ড বললেন। কণ্ঠে উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছে। "শুরু করি কি বলেন?" বলে উনি এলিসের দিকে তাকালেন। "আমরা সম্ভবত সেমিরামিসে সমাধিক্ষেত্রের হদিস বের করে ফেলেছি।"

এলিস মাথা ঝাঁকালো। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কলিন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, "হ্যাঁ, শুরু করা যায়।" হ্যারি কাঁধ ঝাঁকালো। মানে কলিন যদি ওদের পক্ষ থেকে বলে তো ওর আপত্তি নেই। "তুমিই বলো। দারুণ সব জিনিস বের করেছি আমরাও।"

"কেয়ার্নপাপ্পল হিল," গোল্ডোফেল্ড ঘোষণা দিলেন। "পশ্চিম লোথিয়ানের বাথগেট এর কাছে। জায়গাটা এডিনবরা থেকে বেশি দূরে না। ওখানেই সেমিরামিসকে সমাহিত করা হয়। এলিস?"

"আমরা এমন সব জায়গা প্রথমে খোঁজ করি যেখানে খুব প্রাচীন কবরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিলো," এলিস বলা শুরু করলো। "তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু পাথরের বৃত্তের মাঝে পাওয়া গিয়েছে এরকম কবর খুঁজে বের করি। এভাবুরির সমাধিক্ষেত্র থেকে অর্কনী দ্বীপ পর্যন্ত এরকম বেশ কয়েকটা কবর আছে। কিন্তু অনেকগুলোই ছিলো গণকবর। তাই আমরা এমন সব কবরের লিস্ট করি যেখানে একটা মাত্র কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। তাতেও অনেকগুলো জায়গার

BanglaBook.org

সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রিটেনে আসলে প্রচুর কবরস্থান আছে যেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে মানুষের দেহের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে। তাই আমরা তখন এমন সব কঙ্কাল খুঁজতে লাগলাম যেটা মহিলার কঙ্কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সল ওনার কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছেন।"

"কঙ্কাল পুরুষের নাকি মহিলার এ ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত খুব বেশি কিছু বের করা হয়নি," গোল্ডফেল্ড বললেন এবার। "আর স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলো হাড় হারিয়ে গিয়েছে, কারণ এই কবরগুলো খোঁড়া হয়েছিলো প্রায় ষাট থেকে দেড়শ বছর আগে। অনেকগুলো হাড় গবেষণার জন্যে অনেকে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। তাই কয়েকজনকে ফোন করে একটু তথ্যটা বের করে দিতে বলি। তাতে করে মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায়।"

"কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট আরকি," এলিস বললো। "আমরা লিস্টের সবগুলো কঙ্কালের লিঙ্গ বের করতে না পারলেও বেশ কয়েকটা পেরেছি। শেষ পর্যন্ত লিস্ট দাঁড়ায় পাঁচটা কবরে। তারপর আমরা ঐ কবরগুলোর খোঁড়াখুঁড়ির প্রতিবেদন ঘেঁটে কঙ্কালের পাশাপাশি আর কি কি পাওয়া গিয়েছে সেগুলো খুঁজে দেখি। আবারো সল-এর বন্ধুরা সাহায্য করেন। ইন্টারনেটে রিপোর্ট না পেলে উনারা আমাদেরকে সেগুলো খুঁজে বের করে মেইল করে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, ওরা অনেক করেছে," হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন গোল্ডফেল্ড। উত্তেজনা সামলাতে পারছেন না। উনাদের ধারণা সত্যি হলে এটা হবে শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার। "আমাদের সৌভাগ্যই বলবো এটাকে। একটা কবরে কঙ্কালের তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিলো না কিন্তু একটা পুড়ে যাওয়া কাঠের তৈরি মুখোশ আর কাঠের গদা পাওয়া গিয়েছে। ঠিক প্রিজমের খোদাইতে যেরকম বলা হয়েছে সেরকম।"

"এমনকি জায়গাটার বর্ণনাও প্রিজমের বর্ণনার সাথে মিলে যায়," এলিস বললো। "পাহাড়টার নাম আগে ছিলো কার্নেপোপল। এখন কেয়ার্নপাপ্পল। ওটার চূড়া থেকে উত্তর দিকে ফোর্থ নদীর মোহনা পর্যন্ত দেখা যায়। আর যদি দিনটা পরিষ্কার থাকে তাহলে পশ্চিম দিকে আরানের দ্বীপগুলোও দেখা যায়। প্রিজমে যেমন বলা হয়েছিলো যে জায়গাটার উত্তর আর পশ্চিম দিক জুড়ে সাগর।"

"আর পাহাড়ের মাথায় যে শিলাখণ্ডটা পোতা আছে সেটাকে বলা হয় মেডিয়া নেমেটন। এটা হচ্ছে ড্রুইডদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের লোকদের কবর। প্রথম শতাব্দীর দিকে ওখানকার রোমান শাসকেরা এই নাম দেয়," গোল্ডফেল্ড বললেন। "খোদাইতে বলা হয়েছে যে ড্রুইডদের জন্যে একটা খুব পবিত্র স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। সবই মিলে যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

"মনে তো হচ্ছে দান মেরে-ই দিয়েছেন," কলিন বললো। "ফাটাফাটি!"

"উনিশশো ছেচল্লিশ সালে প্রফেসর স্টুয়ার্ট পিগট কবরটা খুঁড়ে দেখেন," ল্যাপটপ দেখে দেখে বলতে লাগলো এলিস। "কবরটা একটা পাথরের চক্রের ভিতরে অবস্থিত। এর চারপাশে আছে একটা হেঞ্জ। এখন ওখানে একটা কংক্রিটের গম্বুজ বানানো হয়েছে যাতে করে পাথরের চক্রটার ভিতরের তিনটা সমাধি রক্ষা পায়। সবচে প্রাচীন কবরটা উত্তর দিকে। ওটার চারপাশে পাথর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তার সামনেই একটা পাথর কেটে বানানো কবর। কবরের চারপাশে আবার দশটা ছোট পাথর বসানো। পাথরগুলো আট ফুট মতো লম্বা আর দেখতে নাশপাতির মতো। উদ্ধার অভিযান চালানোর আগে ওগুলোর চারপাশে মাটি জমে ওগুলো প্রায় মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। কবরের লম্বা অক্ষটা একদম নিখুঁতভাবে পুর্ব পশ্চিম বরাবর বসানো। চাঁদের সাথে মিল রেখে বসানো ওগুলো। আবারো প্রিজমের লেখার সাথে মিলে যাচ্ছে। কবরটা খোঁড়ার পর ভিতরের দিকে পুড়ে কয়লা হওয়া কাঠ পাওয়া যায়। ওটার নীচের দিকে মানুষের দাঁতের উপরের অংশ আটকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। মাটির এসিডের সাথে লড়াই করে শরীর শুধু এই অংশটাই টিকে ছিলো। বাকিটা বহু আগেই মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। ধরে নেওয়া হয় যে এই পোড়া টুকরোটা আসলে মৃতদেহ সৎকারের সময় মৃতদেহের মুখের উপরে রাখা একটা কাঠের মুখোশ। ওরা ওখানে দুটো ভাঙ্গা পানপাত্র আর পুড়ে কয়লা হওয়া বিশাল একটা ওক কাঠে টুকরো খুঁজে পায়। ওটা ছিলো তিন ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, আর মাঝ বরাবর তিন ইঞ্চি পুরু। সেখান থেকে একপ্রান্তে প্রশস্ত হয়ে ডিম্বাকার আকৃতি ধারণ করেছে। শেষ প্রান্তের প্রস্থ ছয় ইঞ্চিমতো। অন্য প্রান্ত টা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে ওপাশেও যে এরকম প্রশস্ত ছিলো সেটা বোঝা যায়। যারা খুঁড়েছিলো তাদের মতে ওটা একটা বিশাল গদা।"

"একটা কথা," গোল্ডফেল্ড মাঝখান থেকে বললেন। "খোদাইতে বলা হয়েছে যে অলৌকিক অস্ত্রটার আকৃতির একটা কাঠের গদা সহ সেমিরামিসকে সমাহিত করা হয়। এটাই সেটা হতে পারে।"

"আর পিগটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কবরটার গঠন আর এর ভিতরকার জিনিসপত্র একেবারেই অনন্য। মানে অন্য কোনো কবরেই ওরকম কিছু দেখা যায়নি। তার মানে বোঝা-ই যায় যে ওখানে নিশ্চয়ই খুব বিশেষ কাউকেই সমাহিত করা হয়েছিলো," এলিস কথা শেষ করলো।

"সেমিরামিস," শ্রদ্ধাভরে নামটা উচ্চারণ করলো কলিন। ওর বিশ্বাস হচ্ছে না যে এই রুমে বসে ওরা কয়েক হাজার বছর আগের এই সম্রাজ্ঞীর সমাধির হদিস বের করে ফেলেছে; কয়েকদিন আগেও এনাকে একটা লোককাহিনির চরিত্র বলেই বিশ্বাস করতো সবাই।

BanglaBook.org

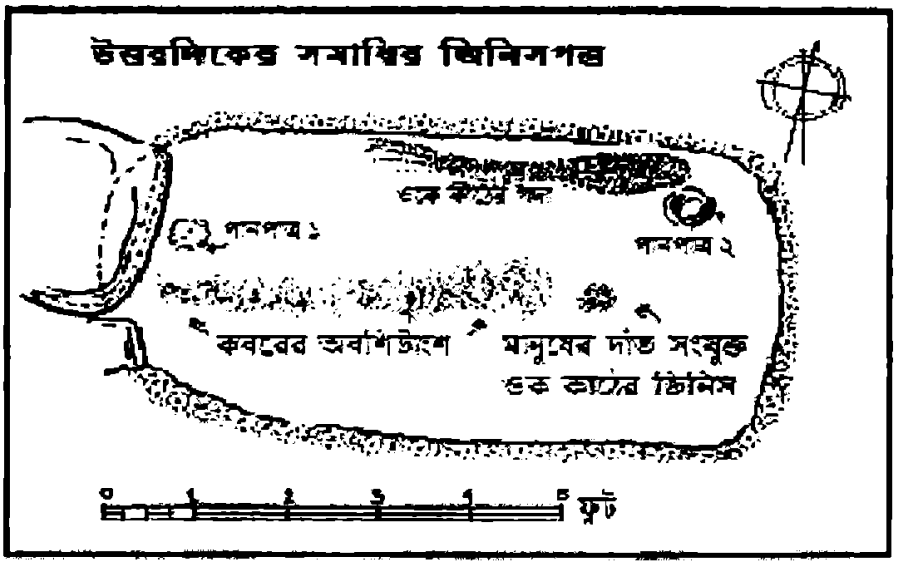

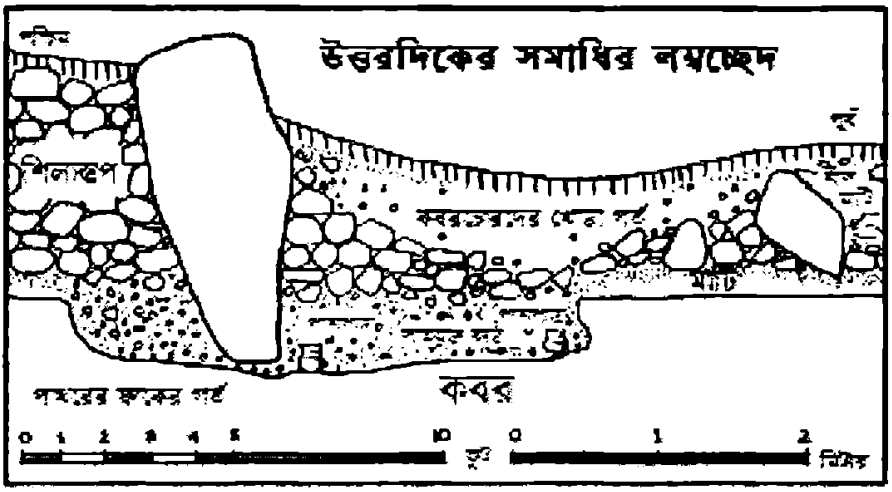

কেয়ার্নপাপ্পল হিল-এ অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রের চিত্র (উপর এবং পাশ থেকে)
সূত্র : প্রফেসর স্টুয়ার্ট পিগট-এর খননকার্যের প্রতিবেদন, ১৯৪৬

বিজয়ের ভ্রু কুঁচকে গেলো। "তারমানে আমরা এমন একটা অলৌকিক অস্ত্র খুজছি যেটা দেখতে একটা গদা-র মতো। দুই মাথা চওড়া আর আকারেও বড়।" বলে ও শুক্লাকে ইঙ্গিত করলো। উনি আগে থেকেই ওদের সাথে ভিডিওকনফারেন্সের মাধ্যমে ছিলেন। "কিছু বুঝতে পারলেন শুক্লা?"

শুক্লা মাথা নাড়লেন। "আমি চেক করে দেখছি, কিন্তু ওরকম কোনো অস্ত্রের কথা মহাভারতে আছে বলে মনে পড়ছে না আমার।"

বিজয় কলিনের দিকে তাকালো। "এবার তোমাদের পালা।"

"ওকে, আমরা তো বিশাল একটা কাহিনি বের করে ফেলেছি," **কলিন** ঘোষণা দিলো। বলার ভঙ্গিতে হ্যারি পর্যন্ত হেসে দিলো।

BanglaBook.org

৬২
এক বিশাল কাহিনি

"সকালে আমি ড্রুইডদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে রোমানদের তৎপরতার কথা বলেছিলাম, মনে আছে?" কলিন শুরু করলো। "আর একটু ঘাটাঘাটি করে আমি এর মোটামুটি কয়েকটা কারণ বের করেছি। ব্রিটেনে সিজারের দ্বিতীয় অভিযানের পর, তেতাল্লিশ সালে রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের আগে আর কেউ ব্রিটেনে পা দেয়নি। ওখান থেকেই ইংল্যান্ড বিজয় অভিযান শুরু হয়। ষাট সালে রোমান সেনাপতি সিউটোনিয়াস পলিনাস ওয়েলসে ড্রুইডদের সবচে শক্তিশালী আস্তানা অ্যাংলিসি দখল করে নেন। তখন রোমান সম্রাট ছিলেন নিরো। অ্যাংলিসির আইওর দুর্গ দখল করতে পলিনাসের প্রায় এক বছর লেগে যায়। কারণ ড্রুইডরা ওখানে ভয়ংকর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে শেষ পর্যন্ত পরাক্রমশালী রোমান সৈন্যবাহিনির কাছে পরাজয় বরণ করতেই হয়। আইওর দুর্গকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় আর এর প্রতিটা বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।"

"তার মানে ড্রুইডরা আসলে সিজারের দেওয়া কথাকে সরল মনেই বিশ্বাস করেছিলো," এলিস বললো। "ভেবেছিলো রোমানরা আর কখনো ফিরে আসবে না। তাই যখন রোমানরা আক্রমণ করে বসলো তখন ওরা আর ওদের অস্ত্রটা উদ্ধার করে এনে ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে কিন্তু একশ বছর কেউ ওদেরকে বিরক্ত করেনি," গোল্ডফেল্ড বললেন। "একশ বছর অনেক সময়; অন্তত কোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।"

কলিন অপেক্ষা করলো একটু। যখন দেখলো আর কেউ কিছু বলছে না তখন আবার শুরু করলো। "সেই সময়ে ইসেনির রানী বোদিকা ব্রিটেনের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ করে বসেন। পলিনাস বাধ্য হয়ে অভিযান সম্পূর্ণ না করেই অ্যাংলিসি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ওখান থেকে গিয়ে উনি সেখানকার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তাকে রোমে ডেকে পাঠানো হয়। উনসত্তর সালে ভেসপাসিয়ান রোম দখল করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা দেন। উনি নিয়াস জুলিয়াস এগ্রিকোলা নামের একজনকে ব্রিটেনের বিশতম সেনাদলের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেন। এগ্রিকোলা পলিনাসের অধীনে ব্রিটেন অভিযানে অংশ

BanglaBook.org

নিয়েছিলেন। আটাত্তর সালে এগ্রিকোলাকে গভর্নর নিয়োগ দিয়ে আবার ব্রিটেন ফেরত পাঠানো হয়। তাকে সুস্পষ্ট আদেশ দেওয়া হয় প্রতিটা ড্রুইড স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে আর দুনিয়া থেকে ড্রুইডদের নাম নিশানা মুছে দিতে।"

"এতে করে কিন্তু আমরা যে সন্দেহ করেছিলাম যে ড্রুইডদের স্থাপনা শুধু ওয়েলস-এ নেই সেটাই প্রমাণ হয়," হ্যারি বললো। "যদিও ওয়েলসের সাথে তুয়াহা ডে ডানান-এর খুব বেশি সম্পৃক্ততা নেই। তবে স্কটল্যান্ডের মেগালিথগুলোও কিন্তু ড্রুইডদেরই অবদান।"

"এগ্রিকোলা ওয়েলসে ফিরে এসে প্রথমে উত্তর ওয়েলসে রোমান আধিপত্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর সেটা জারি রাখার লক্ষ্যে উনি সেগন্টিয়ামের দুর্গটা তৈরি করেন," কলিন আবার শুরু করলো। "এরপর উনি অ্যাংলিসি আক্রমণ করেন। কারণ ওখানে ড্রুইডেরা আবার নতুন করে ঘোট পাকানো শুরু করেছিলো। এগ্রিকোলা পলিনাসের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করেন আর পরবর্তীতে অ্যাংলিসিকে বশে রাখতে হলিহেড-এ একটা দুর্গ নির্মাণ করেন।" বলে কলিন হ্যারির দিকে তাকালো। "স্কটল্যান্ড নিয়ে তুমি বলো। তুমি-ই তো ব্যাপারটা বের করেছিলে।"

হ্যারিকে কেমন একটু অপ্রস্তুত মনে হলো। তবে ও না করলো না। বলা শুরু করলো। "স্কটল্যান্ডে ড্রুইডদের তখনো একটা আস্তানা রয়ে গিয়েছিলো। এগ্রিকোলা স্কটল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হন আর যাত্রাপথে ফোর্থ নদীর মোহনা থেকে শুরু করে ক্লাইড নদীর মোহনা পর্যন্ত একসারি দুর্গ নির্মাণ করেন।"

"এই সময়েই সম্ভবত রোমানরা কেয়ার্নপাপ্পল অতিক্রম করে," মাঝ থেকে বললো কলিন।

"চুরাশি সালের দিকে এগ্রিকোলা মোরে নদীর কাছাকাছি পৌঁছান। ওখান থেকে তিনি তার বাহিনি নিয়ে অর্কনী দ্বীপের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেন," হ্যারি আবার শুরু করলো। "এটাই ছিলো ইনভার্নেসে তার অভিযান। ইনভার্নেসের আশেপাশে কোথাও ড্রুইডদের সাথে সর্ব শেষ যুদ্ধটা অনুষ্ঠিত হয় আর ড্রুইডদের শেষ আস্তানাটাও ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবী থেকে ড্রুইডদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দেওয়া হয়।"

"তারমানে এগ্রিকোলার বাহিনির কেউ-ই অভিযানের সময় কয়েনগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো," গোল্ডফেল্ড মন্তব্য করলেন।

"আমরাও সেটাই ভেবেছি," হ্যারি জবাব দিলো। "এভাবেই ইনভার্নেসে কয়েনগুলো আসে। কিন্তু এরপর আর কিছু বের করা যায়নি। কে বা কারা কয়েনগুলো ওখানে পুঁতে রেখেছে আর কেনো-ই বা পুঁতেছে সেটা বের করা যায়নি।"

"দারুণ," বিজয় বললো। "এটাই দরকার ছিলো আমাদের। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমরা ভুল প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। আমাদের প্রশ্নটা হওয়া উচিত

BanglaBook.org

যে ওরা কেন আলেকজান্দ্রিয়াতে বানানো কয়েকটা মুদ্রা সে-ই অত দূরের ইনভার্নেসে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলো?"

"বুঝলাম না?" কলিনকে কেমন বিভ্রান্ত দেখালো। "ওরা কেন কয়েন সাথে নিয়ে গিয়েছিলো সেটা আমরা কিভাবে বলবো?"

"আমি বলছি," মুচকি হেসে বললো বিজয়। "আগে আমাকে বলো, এগ্রিকোলার মিশন কি সফল হয়েছিলো?"

"হ্যাঁ," হ্যারি জবাব দিলো। "ইনভার্নেসের কাছের যুদ্ধটার পরে স্যালিসবুরি উপত্যকা, অ্যাংলিসি আর উত্তর স্কটল্যান্ডের সব মেগালিথের নিয়ন্ত্রণ ওনার হাতে চলে আসে। "

"এরপর এগ্রিকোলার কি হয়?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো কিছু না," কলিন জবাব দিলো। "ঐ রোমান সম্রাট সবগুলো আসলে ছিলো চরম বদমাইশ। খাঁড়া শয়তান একেকটা। ভেসপাসিয়ান উনসত্তর সালে মারা যান। উনার স্থলাভিষিক্ত হন টাইটাস। এক বছর পরেই তাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন ডোমিশিয়ান। এই লোকটা ছিলো সব দিক থেকে নীচু মনের একজন মানুষ। সে এগ্রিকোলাকে পছন্দ করতো না কারণ এগ্রিকোলার অর্জন ছিলো সম্রাটের চাইতে বহুগুণ বেশি। তাই আরো বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার আগেই তাকে রোম-এ ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হয়। শোনা যায় যে ডোমিশিয়ান নাকি এগ্রিকোলাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে যাতে করে ভবিষ্যতে তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে এগ্রিকোলা কোনো শক্তি হিসেবে আবির্ভুত হতে না পারে।"

বলে ও সরু চোখে বিজয়ের দিকে তাকালো। বিজয়ের মন কিভাবে কাজ করে তা ওর জানা আছে। "এগ্রিকোলার ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন? তোমার কি মনে হয় যে উনি-ই কয়েনগুলো ওখানে পুঁতে রেখেছিলেন? এ কাজ কেন করবেন উনি?"

"আমি কি খুঁজে পেয়েছি সেটা শোনো আগে," বিজয় সরাসরি উত্তরটা দিলো না। "তাহলে একাই বুঝতে পারবে।"

BanglaBook.org

৬৩
বিজয়ের অনুমান

"আমরা কি কি জানতে পেরেছি সেগুলো আরেকবার মনে করে নেই," বিজয় শুরু করলো। "প্রিজমের খোদাই, কুইন্টাস কোডেক্স, রহস্যময় কয়েন, ড্রুইড আর তাদেরকে নিয়ে কিংবদন্তি, আর অবশ্যই তুয়াহা ডে ডানান। তবে ব্রিটেন নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে তাই দানবদেরকে এর বাইরে রাখছি।"

ও একটা একটা করে আঙুলের কর গুনতে লাগলো, "প্রথমত প্রিজমের কাহিনি মতে, সেমিরামিস জানতে পারলেন ঠিক কোথায় গেলে অস্ত্রটা পাওয়া যাবে। উনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গিয়ে ওটা উদ্ধার করে আনলেন। তার মানে এটা স্পষ্ট যে তাকে অস্ত্রটা উদ্ধারের ব্যাপারে একেবারে নিখুঁত নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। ড্রুইডরা কিভাবে জানলো ঐ অলৌকিক অস্ত্রটা কোথায় আছে?"

একটু বিরতি নিয়ে বিজয় অপেক্ষা করলো কেউ কোনো উত্তর দেয় কিনা শোনার জন্যে।

"আচ্ছা," গোল্ডফেল্ড জবাব দিলেন। "প্রিজমের কাহিনি মতে, লর্ড অফ দ্য লাইটদের কাছ থেকে ড্রুইডেরা এই গোপন তথ্যটা পায়। সেই থেকে মুখে মুখে তারা এই কিংবদন্তিটা বহন করে আসছিলো।"

"ঠিক। আর আমরা এটাও প্রমাণ করেছি যে তুয়াহা ডে ডানানরাই হচ্ছে লর্ড অফ দ্য লাইট। এরাই ছিলো ড্রুইডদের পূর্বপুরুষ আর এরাই ওদের ধর্মমতের উৎস। আমরা এই লর্ড অফ দ্য লাইট আর ভারতীয় মিথোলজির দানবদের মাঝেও একটা সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা খুঁজে বের করেছি। সম্ভবত এ কারণেই ওরা অত দূরে থেকেও ভারতে লুকিয়ে থাকা একটা অস্ত্রের কথা জানতো। আর মাকরান মরুভূমিতে মহাভারতের সময়কার অস্ত্র লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে ড. শুক্লার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেদিক দিয়েও এটার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর আসে দ্বিতীয় প্রশ্নটা। ড্রুইডরা কিন্তু স্পষ্ট জানতো কিভাবে অস্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়। আর কুইন্টাস কোডেক্স মতে ওরা সিজারকেও ওটা চালু করার কৌশল শিখিয়ে দেয়। যদি অস্ত্রটা আসলেই মহাভারতের সময়কার হয়, তাহলে এটা চালু করার উপায় হচ্ছে মন্ত্র পড়া। জানি একটু বেশি চিন্তা করে ফেলছি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক না বেঠিক সেটা এখন

BanglaBook.org

আর কোনো ব্যাপার না। যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে : ড্রুইডরা অস্ত্রটা চালু করার মন্ত্রটা বা অন্য কোনো উপায় যদি থেকে থাকে সেটা কিভাবে জানলো?"

"ঐ যে মুখে মুখে বাহিত হয়ে-ওরাতো ওদের জ্ঞান আর বিদ্যা এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত করেছে," গোল্ডফেল্ড বললেন।

"খুবই সম্ভব," বিজয় সম্মত হলো। "তাহলে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সালে ড্রুইডরা একটা অলৌকিক অস্ত্র মাকরান মরুভূমির ঠিক কোথায় লুকানো আছে এবং সেটা কিভাবে চালু করতে হয় তা জানতো। এই তথ্যটা তারা পেয়েছে তুয়াহা ডে ডানানদের কাছ থেকে। যুক্তি বলে যে তুয়াহা ডে ডানানরা নিশ্চয়ই ড্রুইডদের আগে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করে দেখেছে। শুধুমাত্র তাহলেই তাদের জানা থাকার কথা কিভাবে অস্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়। সবাই তো এ পর্যন্ত একমত, নাকি?"

সবাই মাথা ঝাঁকালো। ওদের সবার গবেষণা-ই বিজয় সংক্ষেপে বলেছে এখন।

"তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে : তুয়াহা ডে ডানানরা কি কাজে অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে?"

কেউ জবাব দিলো না। তবে দেখে বোঝা গেলো সবার মাথার ভিতর ঝড় চলছে।

"প্রিজমের খোদাইতে বলা হয়েছে যে অস্ত্রটা হচ্ছে আলোর তৈরি একটা চাবুক," বহু চিন্তা করে এলিস বললো। "ড. শুক্লা, ভারতীয় মিথোলজিতে এরকম কোনো অস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে?"

"মহাভারতে নেই," শুক্লা জবাব দিলেন। "তবে রামায়ণে বলা আছে যে ভগবান রাম একবার সূর্যাস্ত্র ব্যবহার করেন যেটা সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। কিন্তু ওটাকে আলোক দণ্ড বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। বিস্তারিত বলতে হলে আরো পড়াশোনা করে দেখতে হবে। মহাভারতের মতো রামায়ণ অত বেশি পড়া হয়নি আমার।"

"অস্ত্রটার একটা আকৃতির কথা-ও কিন্তু বলা আছে," কলিন মনে করিয়ে দিলো। "আমরা জানি যে ওটা দেখতে কি রকম। মানে সেমিরামিসের কবরের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আরকি। আর ড. শুক্লা তখনই বলেছিলেন যে ওরকম দেখতে কোনো অলৌকিক অস্ত্রের কথা উনি জানেন না। তার মানে অর্জুনের বয়ে নিয়ে আসা কোনো অস্ত্রের সাথেই আমাদের এই অস্ত্রের কোনো মিল নেই। তাহলে এটা কেন ব্যবহার করা হয়েছিলো সেটা কিভাবে বের করবো?"

"এব্যাপারেই তুয়াহা ডে ডানান আর মেগালিথগুলোর মধ্যে তুমি যে সম্পৃক্ততা বের করেছ সেটা কাজে লাগবে," বিজয় জবাব দিলো। "যদি ওরা আসলেই ঐ মেগালিথগুলো বানিয়ে থাকে, তাহলে দুটো জিনিস স্পষ্ট। প্রথম হচ্ছে, ঐ স্থাপনাগুলোর বয়স আমরা যা বের করতে পেরেছি তার চাইতে অনেক বেশি। পাথরের বয়স বের করার পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে আমি

BanglaBook.org

সবসময়েই সন্দিহান ছিলাম। যদি লর্ড অফ দ্য লাইটেরা ওগুলো বানিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বের আগেই বানিয়েছে। কারণ ড্রুইডরা যখন সেমিরামিসকে ওদের অস্ত্রটা উদ্ধার করে এনে দিতে বলে তখন তারা ছিলো না। দ্বিতীয়ত, একটা সম্ভাবনা আছে যে ওরা আসলে এই পাথরের স্থাপনাগুলোর সাহায্যেই অস্ত্রটা ব্যবহার করতো।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও!" কলিন ওকে থামিয়ে দিলো দ্রুত। "তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুয়াহা ডে ডানানরা এই পাথরের চক্রগুলো আর মাটির ঢিবিগুলো বানিয়েছিলো অস্ত্রটা চালু করতে? আমার তা মনে হচ্ছে না।"

"আমি জানি," বিজয় বললো। "তবে যতক্ষণ না আসল অস্ত্রটা আর তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবো ততক্ষণ আসলে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব না। তবে আমার কাছে এটাই সবচে উপযুক্ত ব্যাখ্যা বলে মনে হয়েছে।"

"আমি কলিনের সাথে একমত," ভ্রু কুঁচকে বললো এলিস। "আমরা আজ অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে ভেবেছি সব কিছু, কিন্তু সেটাও কোনো না কোনো তথ্যের উপর ভিত্তি করে। যেমন প্রিজমের খোঁদাই বা কুইন্টাস কোডেক্স। কিন্তু তুমি এখন একেবারে লাগামছাড়া একটা কথা বলে ফেললে। এটার পক্ষে কোনো ভিত্তি বা প্রমাণ কিছুই নেই।"

"কে বলেছে নেই?" বিজয় পাল্টা জবাব দিলো। "আমরা ওটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখনও করিনি।"

BanglaBook.org

৬৪
নতুন তথ্যপ্রমাণ

"মনে আছে আমি যে স্টোনহেঞ্জ, বারক্লোডিয়াহ গাওরেস আর ব্রিন কেথলীথীর অনেক আগের কয়েকটা ছবির কথা বলেছিলাম?" বিজয় গোল্ডফেল্ডকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ," গোল্ডফেল্ডের সেদিনের কথোপকথনটা মনে পড়লো। এর পরেই হ্যামিল্টন ফোন করেছিলেন। "আর ব্যাপারটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি।"

"মনে আছে আমার," বিজয় বললো। "তবে একবারের জন্যে ধরুন যে ঐ চিত্রগুলো ঠিক। যদিও ওগুলো কয়েক হাজার বছরের পুরনো। আমি ওগুলোকে সত্যি বলেই মানি, আপনাদেরকে বলছি একবারের জন্যে কথাটা মেনে নিতে। কারণ আমরা অন্তত এটার ব্যাপারে একমত যে সেই সুদূর ব্রিটেনে থাকা ড্রুইডেরা মাকরান মরুভূমিতে লুকিয়ে থাকা একটা অস্ত্র সম্পর্কে জানতো। সেটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এটাও সম্ভব যে ঐ সময়ের ভারতে থাকা লোকজনও ব্রিটেনের ঐ বিশাল পাথরের স্থাপনাগুলো সম্পর্কে জানতো।"

"হুম, যুক্তি তা-ই বলে," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আপনি কি থেকে কি বের করেছেন সেটা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

"আপনার আর এলিসের সাথে যে যে জায়গায় ঘুরেছি সেসব জায়গার নকশা যখনই দেখেছি তখনই এই অদ্ভুত জিনিসটা খেয়াল করেছি," বিজয় বলে চললো। "আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ স্থাপনাগুলো অক্ষত থাকলে দেখতে যেরকম হতো মনে করে যে ছবিগুলো বানিয়েছেন ঐ নকশাগুলোর সাথে সেগুলোর প্রায় পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে দুটোর মধ্যে। প্রাচীন নকশাগুলোতে একটা অতিরিক্ত জিনিস দেখানো আছে একটা অতিরিক্ত পাথর, যেটা একটা পাথরের চক্র অথবা ঐ তথাকথিত মাটির ঢিবির ভিতর বসানো থাকতো। তবে এই পাথরটা সবসময় চক্রের একপাশে থাকতো। একদম মাঝখানে থাকতো না।"

"এতে কি বোঝায়?" গোল্ডোফেল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি যদি ওটাকে একটা পাথর ধরে নেন তাহলে সেটা দিয়ে কিছুই বোঝায় না," বিজয় বললো। "আমিও প্রথম যখন স্টোনহেঞ্জের নকশাটা দেখেছিলাম সেটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যদি ওটা আসলে কোনো পাথর না হয়?"

BanglaBook.org

কলিন ধরতে পারলো ব্যাপারটা। "তুমি বলতে চাচ্ছ যে প্রতিটা নকশার ওই অতিরিক্ত জিনিসটা আসলে কোনো পাথর না বরং ঐ অস্ত্রটা?"

"কিন্তু ওখানে অস্ত্র দিয়ে কি হবে?" এলিস জিজ্ঞেস করলো। "আর এর মানে তো অস্ত্র মাত্র একটা না বরং অনেকগুলো!"

"একদম ঠিক," বিজয় বললো। "মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি যখন বিভিন্ন জায়গার নকশা দেখছিলাম তখন সবগুলোতে কিন্তু ঐ অতিরিক্ত জিনিসটা দেখিনি। মাত্র কয়েকটায়। তাই ব্রিটেনে পাথরের স্থাপনা অনেকগুলো হলেও অস্ত্র অনেকগুলো না। কয়েকটা মাত্র। যা দেখেছি তাতে সেটা-ই মনে হয়েছে।"

"তারমান আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমরা যদি ধরে নেই যে আপনার ঐ প্রাচীন নকশাগুলো সঠিক, তাহলে সেমিরামিসকে একটামাত্র অস্ত্র উদ্ধার করে আনতে বলা হয়নি," গোল্ডোফেল্ড বললেন। "অথবা একটা আনতে বললেও উনি কয়েকটা নিয়ে এসেছিলেন।"

"হতে পারে," বিজয় বললো। "অস্ত্রটা কি সেটা জানতে পারলেই কেবল এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।"

"কিন্তু ড্রুইডেরা তো সিজারকে মাত্র একটা অস্ত্রের হদিস দিয়েছিলো," গোল্ডফেল্ড আবার বললেন।

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "আপনি যদি ড্রুইড হতেন, আপনি কি আপনার সব অস্ত্রের হদিস একজন রোমান সেনাপতির কাছে দিয়ে দিতেন? নাকি তাকে একটা দিয়ে খুশি রাখতেন যাতে অশান্তি না হয়। আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাকিগুলো রেখে দিতেন?"

"অস্ত্র সম্পর্কে তোমার এই নতুন মতামত আর ঐ পাথরের স্থাপনাগুলোর সাথে কয়েনগুলোর সম্পর্ক কি?" হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

"সেটা নিয়েইতো এতক্ষণ গবেষণা করলাম। ড. শুক্লা আমি আপনার স্ক্রিনেও জিনিসটা দেখাচ্ছি।" বলে বিজয় স্ক্রিনে একটা ব্রিটেনের ম্যাপ বের করলো।

ও জুম করে দ্বীপের উত্তর দিকটা বড় করলো। জায়গাটা ইনভার্নেস-এরও পরে। স্কটল্যান্ডের সর্বউত্তরের স্থান। পাহাড়শ্রেণীর পরেই পেন্টল্যান্ড নদীর মোহনায় কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ আছে।

"কয়েনগুলোর যে ব্যাপারটা আমার খটকা লেগেছিলো তা হচ্ছে ওগুলোর খোদাইয়ের এলোমেলো আকৃতি," বিজয় বললো। "কতগুলো আঁকাবাঁকা দাগ পুরো কয়েন জুড়ে। কেন? আমার মনে হলো যে এগুলো হয়তো আসলে এলোমেলো না। হয়তো এটা আসলে কোনো নকশা।"

বলতে বলতে ও টেবিলে কয়েনগুলোর আকৃতিতে কাটা তিনটা কাগজ নামিয়ে রাখলো।

BanglaBook.org

বিজয় কেন কাঁচি চেয়েছিলো বুঝলো সবাই। কাগজের কয়েন বানানোর জন্যে।

"করেছ কি?" কলিন খোঁচা দিলো বিজয়কে। "মোবাইলে কয়েনের ছবি তুলে প্রিন্ট করেছ?"

বিজয় জবাবে দাঁত বের করে হাসলো। "মাথায় ঘিলু থাকলে সব-ই সম্ভব।"

তারপর ও কাগজের কয়েনগুলোকে কাছাকাছি এনে ওগুলোর ধারগুলোকে একসাথে মিলিয়ে দিলো।

আচমকা তিনটা কয়েন মিলে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবিতে রূপ নিলো।

দুর্দান্ত একটা নকশা সেটা।

BanglaBook.org

৬৫

১০ জুলাই, খ্রিস্টপূর্ব ৫৪
বর্তমান দিনের ক্যান্টারবুরী, ব্রিটেন

জুলিয়াস সিজার সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে সামনের দৃশ্যটা দেখছেন। চার দিন আগে তিনি কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়াই তার সৈন্যবাহিনি সমেত সফলভাবে ব্রিটানিয়ার তীরে এসে নেমেছেন। গত বছরের মতো কোনো ঝামেলা হয়নি।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, কারণ তার এই দ্বিতীয় অভিযানটায় অনেক বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় আটশ জাহাজ, পাঁচ দল সৈন্য আর দুই হাজার অশ্বারোহী, তৎকালীন ইতিহাসে এটাই ছিলো সবচে বড় নৌ অভিযান; পরবর্তী দুই হাজার বছরে এত বড় অভিযান আর হয়নি।

একদল সৈন্য আর তিনশ অশ্বারোহীকে সমুদ্রতটের শিবিরে রেখে বাকি সৈন্যরা দ্বীপের ভিতর ঢুকে কেল্টদের ধাওয়া দিতে লাগলো। সব ফেলে কেল্টরা জান নিয়ে পালাতে লাগলো।

এর মধ্যে স্থানীয় বেশ কয়েকটা গোত্রকে শায়েস্তা করা হলো। আর বন্দী করা হলো তাদের মাঝে নেতৃস্থানীয়দের। তাদের সবাইকেই ড্রুইডদের গোপন অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। মূলত এটাই ছিলো সিজারের ব্রিটানিয়াতে আসার মূল কারণ। আর এই প্রথম সিজার তার এতদিনের পরম আকাঙ্ক্ষিত একটা মানুষকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন।

একজন ড্রুইড।

এবার তিনি তার **লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন-ই।**

BanglaBook.org

৬৬

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন

কয়েনের রহস্য

কয়েনগুলো ধাতুর তৈরি- স্বর্ণ। দুই হাজার বছর আগে খনিজ পদার্থ উদ্ধারের যে পদ্ধতিগুলো ছিলো তাতে একেবারে নিখুঁত গোলাকৃতির কয়েন বানানো সম্ভব ছিলো না। তাই কয়েনগুলোর ধারগুলো মসৃণ না। আঁকাবাঁকা।

কিন্তু তাতেও এখন যে সত্য সবার সামনে উন্মোচিত হয়েছে সেটা আড়াল হচ্ছে না। তিনটা কয়েন অনেকটা জিগস' পাজলের মতো নকশা করা।

জোড়া লাগানোর পর যা তৈরি হয়েছে তাতে সবার তাক লেগে গিয়েছে।

ওরা এখন তাকিয়ে আছে অর্কনী দ্বীপের একটা মানচিত্রের দিকে। স্কটল্যান্ডের উত্তরের শেষ মাথাটা-ও দেখা যাচ্ছে। কয়েনের এলোমেলো আকৃতিগুলো আসলে ওখানকার বড় বড় দ্বীপগুলোকে বোঝাচ্ছে। একেবারে নিখুঁত না, তবে ভালোই মিল পাওয়া যাচ্ছে।

"ওয়াও!" কলিন বললো। "সেই জিনিস তো!"

"হ্যাঁ," গোল্ডফেল্ডও একমত হলেন। "এত জায়গা থাকতে অর্কনী দ্বীপ যে হবে সেটা কে ভেবেছিলো?"

"সাব্বাস!" হ্যারি বললো। "এই জিনিস তোমার মাথায় আসলো কিভাবে?"

"কলিনের জন্যে," বিজয় স্বীকার করলো। তারপর কলিনের দিকে চেয়ে বললো, "তুমি যখন বলেছিলে যে তুয়াহা ডে ডানানরা ইউরোপের মেগালিথগুলোর সাথে সম্পৃক্ত আর ওরাই সম্ভবত ওগুলো বানিয়েছে, তখনই আমার একটা খটকা লাগে। ঐ মেগালিথগুলোর যে প্রাচীন নকশা আমি আগে দেখেছিলাম সেটার কথা মনে পড়ে যায়। তারপর এলিস বলে যে ডায়রিতে নাকি বলা হয়েছে যে কয়েনগুলো একটু আলাদা ধরনের। তবে সেটা কয়েনগুলোর খোদাইয়ের জন্যে না। ধারণা করা হয় যে সিজার শুধুমাত্র তার জন্যে ক্লিওপেট্রাকে কয়েনগুলো বিশেষভাবে বানিয়ে দিতে বলেন। কারণটা কি? তারপরে আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন এই কয়েনগুলোকে সেই সুদূর ইনভার্নেসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো? আচমকা বিদ্যুৎচমকের মতোই ব্যাপারটা মাথায় আসে তখন। কুইন্টাস কোডেক্সে বলা আছে যে ড্রুইডেরা সিজারকে

BanglaBook.org

অস্ত্রটার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিলো। আর কারো মনে সন্দেহ না জাগিয়ে সেই অবস্থান মনে রাখার জন্যে তিনটা কয়েন বানানোর চাইতে ভালো বুদ্ধি আর কি হতে পারে? কয়েনগুলো বানানোর কারণ বলা হয়েছিলো যে ব্রিটেন আর গল-এ সজারের বিজয়কে উদযাপন করতে, কিন্তু আসলে ওগুলো ছিলো অস্ত্রটার অবস্থানের গোপন মানচিত্র।

কয়েনে পাওয়া মানচিত্র

তাই আমি ব্রিটেনের সবচে পুরনো মেগালিথগুলো নিয়ে খোঁজ খবর করি আর দেখতে পাই যে সেগুলোর সবই অর্কনী দ্বীপপুঞ্জের ওখানে। তারপর ম্যাপে

ওগুলো কোথায় আছে দেখতে গিয়ে দেখি এখন পর্যন্ত প্রায় সত্তরটা মেগালিথ আবিস্কৃত হয়েছে। এখনও কতগুলো আবিষ্কার হয়নি বা কতগুলো কৃষিজমি বৃদ্ধির সময় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কারো ধারণা নেই। তখনই ম্যাপের সাথে কয়েনের আকৃতিগুলোর সাদৃশ্য খুঁজে পাই।"

"এখন তাহলে বোঝা যাচ্ছে ঐ লোকগুলো কেন কয়েনগুলোর পিছনে লেগেছে," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আপনার ধারণা যদি ঠিক হয়- আমি অবশ্য এর মাঝে কোনো ভুল খুঁজে পাচ্ছি না, যাই হোক- তাহলে কেউ না কেউ অস্ত্রটা উদ্ধারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর ওরা ভালোমতোই জানে যে কয়েনগুলোই সেটা খুঁজে বের করার একমাত্র উপায়।"

"উম্ম, বোকার মতো একটা প্রশ্ন করি," হাত তুলে বললো হ্যারি। "কারো পক্ষে কয়েনের ম্যাপ সম্পর্কে জানা কিভাবে সম্ভব? আমরা পাঁচজন মিলে গবেষণা করে করে এটা বের করেছি। এর মাঝে আবার কুইন্টাস কোডেক্সের সাহায্য লেগেছে। আর বিজয় ঐ দুই হাজার বছর আগের নকশাগুলো না দেখলেতো ব্যাপারটা বের করা সম্ভব-ই ছিলো না। এত সব তথ্য কার কাছে থাকা সম্ভব?"

প্রশ্নটা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলো। প্রশ্নটা মোটেও বোকার মতো না। সবাই এই রহস্যের সমাধান করা আর গবেষণা নিয়ে এতটাই উত্তেজিত ছিলো যে কারো মাথায় হ্যারির প্রশ্নটা আসার সুযোগ পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটা খুবই দরকারি।

ওরা এত কষ্ট করে সবকিছু বের করার আগেই কেউ না কেউ এই রহস্যের সমাধান করেছে।

কিন্তু কার পক্ষে এত সব তথ্য জড়ো করা সম্ভব? কে সে, যে এত গোপনে কাজ করে চলেছে যে খানিক আগ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কেউ জানতো-ও না যে এই তথ্যটা আসলে আছে?

"একটাই সম্ভাবনা আছে," দাঁতে দাঁত চেপে বললো বিজয়। "সেটা হলে আমাদের জন্যে দুঃসসংবাদ-ই বলতে হবে। আমরা বাদে আর যাদের পক্ষে এই তথ্যগুলো বের করা বা অস্ত্রটা উদ্ধারের চেষ্টা করা সম্ভব তারা হচ্ছে দ্য অর্ডার।"

"সর্বনাশ!" হ্যারির চেহারা কালো হয়ে গেলো। ও অর্ডার আর অর্ডারের সাথে অতীতে বিজয়ের ঝামেলাগুলোর কথা জানে। "হ্যামিল্টনের এপার্টমেন্টে ঐ শয়তানগুলো আমাদেরকে কেন মেরে ফেলতে চেয়েছিলো সেটা ভেবে এখন আর অবাক হচ্ছি না।"

এলিস আর কলিনের চেহারাও অন্ধকার। যদি অর্ডার আসলেই পিছনে লেগে থাকে তাহলে ওদের প্রতিটা পদক্ষেপে এখন বিপদ অপেক্ষা করছে।

"অর্ডার আবার কি?" গোল্ডফেল্ড জানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

বিজয় সংক্ষেপে গত দুই বছরের অভিযান আর অভিজ্ঞতার কথা বললো তাকে। গোল্ডফেল্ড ওদের সব গবেষণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাকে বলতেই হতো।

সব শুনে গোল্ডফেল্ডের চেহারাও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "তার মানে আমাদের যে কোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে?"

"হ্যাঁ," বিজয় সরাসরি বলে দিলো। "এখন বোঝা যাচ্ছে কেন এই কয় মাস আমাদেরকে কেউ না কেউ অনুসরণ করতো সবসময়। তবে এখনও আমাদের উপর কোনো আক্রমণ করে বসেনি কেন সেটা অবাক করা ব্যাপার।"

"ওরা সম্ভবত জানে যে তোমার কাছে একটা প্রিজম আছে আর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দ্বিতীয় প্রিজমটা-ও তুমি দেখেছে," কলিন বললো। "আর ওদের কাছে কোনোটাই নেই। হয়তো ওরা ভাবছে যে যে জিনিসটা ওরা বের করতে পারছে না সেটা তুমি বের করার পর ওরা কিছু একটা করবে।"

"সেক্ষেত্রে," হ্যারি বলে উঠলো। "প্যাটারসন আর ইমরানকে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ সম্পর্কে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলেই ভালো হবে। যে কোনো কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদেরকে।"

পরিস্তিতির বাস্তবতা বুঝতে পেরে সবার মন বিরক্তিতে ছেয়ে গেলো। কিন্তু কেউ কিছু বললো না।

"আমাদেরকে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে তাহলে," কলিন মুখ খুললো। "অর্ডারের আগেই অস্ত্রটা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা কিন্তু ওদের চাইতে ইতিমধ্যে এক ধাপ পিছিয়ে আছি। আর পিছিয়ে পড়া চলবে না।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বিজয়ও সায় দিলো কথাটায়। "একটা সমস্যা আছে অবশ্য। আমাদের কাছে দুটো প্রিজম আর কয়েনের ছবি সব-ই আছে। আর আমরা অস্ত্রটার অবস্থান যে অর্কনী দ্বিপে সেটাও বের করেছি, কিন্তু ওখানে কোথায় আছে সেটা কিন্তু জানি না। কোন জিনিসটা বাদ পড়েছে বলে মনে হয়?"

"মার মনে হচ্ছে যে সেমিরামিসের কবরে অস্ত্রটার আসল অবস্থান সম্পর্কে কোনো না কোনো সূত্র পাওয়া সম্ভব," এলিস পরামর্শ দিলো।

"তোমার ধারণা সম্ভবত ঠিক," চিন্তিত মুখে বললো বিজয়। "ওদের কাছে যেহেতু প্রিজম দুটোর তথ্য নেই, তারমানে এই দিক থেকে আমরা এগিয়ে আছি। আমাদের মনে হয় কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ে যাওয়া উচিত।"

"অবশ্যই," কলিন বললো। "কাল সকালেই রওনা দেবো।"

"না," বিজয় মাথা নাড়লো। "এয়ারপোর্টে একটা জেট বসিয়ে রেখে এসেছ তুমি। ওটায় করে চলো এখুনি এডিনবরায় গিয়ে দেখে আসি কি আছে ওখানে।"

"ওরা কিন্তু আমাদের পিছু পিছু ওখানে চলে যাবে," হ্যারি মনে করিয়ে দিলো। "আমার মনে হয় আমাদের আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত।

BanglaBook.org

কয়েকজন কেয়ার্নপাপ্পল যাক আর কয়েকজন অন্য কোথাও। যাতে আমাদেরকে অনুসরণকারীরা টের না পায় যে আসলে আমরা কোথায় যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে," বিজয় বললো। "তুমি আর এলিস কেয়ার্নপাপ্পল যাও," কলিনকে বললো বিজয়। "আমি কাল সকালে আমার আর হ্যারির জন্যে অর্কনী দ্বীপের দুটো টিকিট কাটছি।" তারপর গোল্ডফেল্ড-এর দিকে ফিরে বললো, "আপনি চাইলে যে কোনো দলের সাথে যেতে পারেন, আপনার ইচ্ছা।"

"আমি কলিন আর এলিসের সাথে যাবো," গোল্ডফেল্ড বললেন। "সেমিরামিসের সমাধি দেখতে খুব কৌতূহল লাগছে। আর সেই সাথে অর্কনী দ্বীপে গিয়ে জমে মরতে চাই না। ওখানে লন্ডনের চাইতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়, আর ঠাণ্ডার কথা না-ই বলি।"

"অল দ্য বেস্ট," শুক্লা বললেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "বিজয় তোমার সাথে একটু একাকী কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সময় করে একটু ফোন দিও।" বলে উনি লাইন কেটে দিলেন।

বিজয় বুঝতে পারছে যে শুক্লা কোন ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখন হাতে জরুরি কাজ আরো বেশি। ওর চেহারা কঠোর হয়ে গিয়েছে। "ঠিক আছে তাহলে, কাজে নেমে পড়া যাক।"

BanglaBook.org

৬৭
সাউথ কেনসিংটন, লন্ডন

বিজয় আর হ্যারি একটা ক্যাব ডাক দিয়ে তাতে উঠে বসলো। কলিন আর এলিস একটা জানালার পর্দার আড়াল থেকে সেটা দেখছে। বিজয়-রা হচ্ছে টোপ। আশা করা যাচ্ছে ওদেরকে যারা অনুসরণ করে তারা ওদের পিছু নিয়ে চলে যাবে এখান থেকে। তাহলে বাকি তিনজন গোল্ডফেল্ডের গাড়িতে করে এয়ারপোর্টের দিকে যাবে।

প্যাটারসনকে ফোন করে সব জানানো হয়েছে। ইমরানকেও। দুজনেই সম্মতি দিয়েছে। ওরা বলছিলো কেয়ার্নপাপ্পল যারা যাবে তাদের জন্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু প্যাটারসন আপত্তি করলেন।

"পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যাবে না," প্যাটারসন বললেন। "ব্রিটিশ আইন কাউকে সে অধিকার দেয়না। একদল অস্ত্রধারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে কিছুই হবে না বরং সবার আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। যদি প্রিজমে কি আছে সে ব্যাপারে অর্ডারের জানা না থাকে তাহলে তোমাদের যেটা করা উচিত তা হচ্ছে ওরা টের পাওয়ার আগেই ওখানে গিয়ে আমাদের যা দরকার তা উদ্ধার করে নিয়ে আসা।"

গোল্ডফেল্ড আর এলিস কলিনের সাথে যাবে শুনে প্যাটারসন কিছুটা নাখোশ হয়েছেন। কারণ ওরা টাস্ক ফোর্সের সদস্য না। তবে উনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে যদি ওদের অনুসরণকারীদের সরাতে হয়, তাহলে ভাগ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই বিজয় যদি অর্কনীতে যেতে চায় তাহলে কলিন-কেই কেয়ার্নপাপ্পল যেতে হবে। আর ওর একা একা না যাওয়াই সবচে ভালো হবে। তাই সব ভেবে প্যাটারসন বিষয়টা মেনে নিয়েছেন।

সেই সাথে এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এলিস আর গোল্ডফেল্ড নিজ দায়িত্বে কলিনের সাথে যাচ্ছে। টাস্ক ফোর্স ওদের জন্যে দায়ী থাকবে না।

কলিনের ফোন বাজলো। বিজয় ফোন করেছে। "অল ক্লিয়ার?"

"বুঝতে পারছি না," কলিন জবাব দিলো। "তোমরা যাওয়ার পর থেকে লক্ষ্য রাখছি, কিন্তু কাউকে পিছু নিতে দেখলাম না।"

"আজব ব্যাপার। আমিতো ভাবলাম আমাদেরকে বের হয়ে যেতে দেখে ওরা ভাববে যে আমরা কিছু একটা করছি। ওদেরতো আমাদের পিছু নেওয়া উচিত।"

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় আমরা ওদের সম্পর্কে বেশি বেশি ভাবছি," কলিন বললো।

"আরো কিছুক্ষণ খেয়াল রাখো। তারপর দেখি কি করা যায়।"

কলিন বিজয় যা বলেছে সেটা এলিস আর গোল্ডফেল্ডকে জানালো। ওরা আরো বিশ মিনিট লক্ষ্য রাখলো। তারপর কলিন বিজয়কে কল দিলো। "কিচ্ছু না। সব সুনসান।"

বিজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কিছু যখন পরিকল্পনা মাফিক হয় না তখন খুব বিরক্ত লাগে। "তাহলে আর কি করা। তোমরা বের হয়ে যাও। তবে খুব খেয়াল রাখবে কেউ পিছু নিলো নাকি। কিছু টের পেলেই আমাকে জানাবে।"

"ওকে," বলে লাইন কেটে কলিন এলিস আর গোল্ডফেল্ডকে জানালো বিজয়ের নির্দেশ। ওরা জানালার ধার থেকে সরে এলো। কাউকেই দেখা যায়নি।

ওরা সবাই গোল্ডফেল্ডের গাড়িতে চড়ে বসে আরো একবার চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো। গ্যারেজ থেকে বের হওয়ার পর এলিস দীর্ঘক্ষণ পিছনে তাকিয়ে থাকলো কোনো গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখার জন্যে। কলিন চোখ রাখলো ডাইনে আর বায়ে। আর গোল্ডফেল্ড চালাচ্ছেন গাড়ি।

আধাঘন্টা গাড়ি চালানোর পর কলিন আবার বিজয়কে ফোন দিলো। "মনে হয় আজ আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে কাউকে পাঠায়নি ওরা। আমার মনে হয় যাওয়া যায় এখন।"

"তাহলেতো ভালো," বিজয় জবাব দিলো। যদিও মনের খুঁতখুঁতানি যায়নি। "গুড লাক।"

কিন্তু প্রশ্নটা মনের মধ্যে খচখচ করতেই থাকলো। আজ রাতে কেন অর্ডার ওদের উপর নজর রাখেনি?

BanglaBook.org

৬৮

সল গোল্ডফেল্ডের বাসভবন

বিজয় গোল্ডফেল্ডের গেস্ট রুমে বসে আছে। সামনে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ড. শুক্লাকে দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কথা বলছেন উনি। বৃদ্ধ ভাষাবিদের গলার স্বর যদিও শান্ত কিন্তু তাতে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে তার অনুভূতি আহত হয়েছে।

"তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে বিজয়," শুক্লা বললেন। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "সেটার কি হলো?"

বিজয় জানে যে শুক্লা কি ইঙ্গিত করছেন। এক বছর আগে কাজাখস্থান থেকে ফেরার পরে বিজয় ড. শুক্লাকে কথা দিয়েছিলো যে ও যে কোনো মূল্যে রাধার লাশ উদ্ধার করে আনবে।

শুক্লা বিজয়ের জবাবের অপেক্ষা করতে লাগলেন। নীরবতা বিজয়ের বুকের উপর আরো জোরে চেপে বসতে লাগলো। নিজের অনুভূতির সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে।

যদিও রাধার মৃত্যুর পর নিতান্ত আবেগের বশে বিশেষ করে রাধা যেভাবে মারা গিয়েছে সেটা মেনে নিতে না পেরে বিজয় এই ওয়াদা করে বসে। কিন্তু বিজয় এই ওয়াদা রক্ষায় সবসময়েই তৎপর ছিলো। আর এ ব্যাপারে ও কখনো অবহেলা-ও করেনি।

কিন্তু দুটো কারণে এটা আপাতত ও কাজটা বন্ধ রেখেছে। প্রথম কারণ আবু ধাবির পরে আর কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। এমনকি ইমরানও আবু ধাবির হাসপাতালে রাধাকে মৃত ঘোষণা করার পর সাক্সেনা রাধার লাশ নিয়ে কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছে সেটা বের করতে পারেনি।

আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে আগে থেকেই ও ওর বাবা-মায়ের হত্যা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আবু ধাবির পরে আর কোনো সূত্র খুঁজে না পাওয়া আর টাইটান ফার্মাসিউটিক্যালের সাথে কোন ধরনের ব্যক্তিগত বিরোধে জড়াতে প্যাটারসনের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকায় ও রাধার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে ওর বাবা মা কেন মারা গেলেন সেই রহস্যের সূত্র খুঁজতে শুরু করে।

BanglaBook.org

এমনকি এখনও দুটো ব্যাপারেই ওর মন টানাটানি হচ্ছে বলা যায়, এই মুহূর্তে, রাধার লাশ আরো বেশি জোর দিয়ে না খুঁজে প্রিজমে পাওয়া সূত্র ধরে কাজ করায় বেশি মগ্ন থাকায় আফসোস হচ্ছে ওর।

ও কি দিনে দিনে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে? আরো বেশি আবেগহীন হয়ে যাচ্ছে? ওর কাছে কি রাধার আর কোনো গুরুত্ব নেই? ড্রুইডদের রহস্য খুঁজতে গিয়ে যে রোমাঞ্চ ও অনুভব করছে সেটা কি শুক্লাকে দেওয়া ওর প্রতিজ্ঞা পূরণের ইচ্ছাকে সরিয়ে দিচ্ছে?

মনের মধ্যে জড়ো হওয়া এসব অপ্রীতিকর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে ও, যে নির্মম বাস্তবতা এই মুহূর্তে মঞ্চায়িত হচ্ছে তার সাথে কুস্তি লড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, আর শুক্লা ধৈর্য ধরে ওর জবাবের অপেক্ষা করছেন।

"আমি জানি না," বিজয় বহু কষ্টে একটা জবাব বের করতে পারলো। সত্যিটাই বলেছে ও। আশেপাশে কি হচ্ছে এ ব্যাপারে ওর আর কোনো ধারণা-ই নেই। "আমি... আমি জানি না কি হয়েছে।"

এত মাইল দূরে থেকেও আর ল্যাপটপের ভিতর দিয়ে দেখেও শুক্লা বিজয়ের মানসিক পরিস্থিতিটা ধরতে পারলেন।

"আমি তোমার বিচার করতে বসিনি, বাবা," শান্ত স্বরে বললেন শুক্লা। "আমি জানি যে ব্যাপারটা আমাদের কারো জন্যেই সহজ ছিলো না। কিন্তু আমার মেয়ের শেষ পর্যন্ত কি হলো সেটা আমি জানতে চাই। তোমারও সেটা জানা দরকার।"

বিজয় মাথা ঝাঁকালো। ওর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু চোখের পানি বের হচ্ছে না। ও নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না, সেখানে শুক্লাকে কিভাবে বোঝাবে?

"আমি স্যরি," শেষমেশ বললো বিজয়। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে ও। ও শুক্লাকে জানালো কিভাবে ইমরান সাক্সেনা আর রাধার খবর আবু ধাবি পর্যন্ত বের করতে পেরেছে। আর তারপরে আর কোনো খোঁজ বের করতে পারেনি। "আমার মনে হয় এসবের পর আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি," বিজয় স্বীকার করলো। "হয়তো আমি পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমি আর নিতে পারছিলাম না কিছু।" বলে ও কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি আসলেই জানি না। আমার জানা নেই এর পরে আমি কি করবো বা কোথায় যাবো।"

দুজনে নীরবে একজনে আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইলো। দুজনের দুঃখ-ই এক। কিন্তু তবুও কিসের যেন একটা বাধা দুজনকে আলাদা করে রেখেছে। বিজয় যখন ওয়াদাটা করেছিলো তখন এই দূরত্বটা ছিলো না।

এরপরে কি কি পাল্টেছে? শুক্লা আর নিজের মধ্যে এই দূরত্ব ও কিভাবে কমাবে?

বিজয় কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না।

BanglaBook.org

৬৯

কেয়ার্নপাপল পাহাড়, বাথগেট, ওয়েস্ট লোথিয়ান

কলিন রাস্তার বাড়ানো অংশটায় ল্যান্ড রোভারটা থামালো। জায়গাটা ছোট একটা কার পার্কিং হিসেবে কাজ করছে।

ওখানে আরো একটা গাড়ি দেখা গেলো। একটা বিএমডব্লিউ এক্স৫।

গোল্ডফেল্ডের ভ্রু কুঁচকে গেলো। "দর্শনার্থীদের সময়তো আরো অনেক আগেই শেষ। এই সময়ে কে এখানে?"

"দিন কিন্তু এখনও শেষ হয়নি," এলিস জানালো। "টাকা পয়সা দিয়ে দেখতে আগ্রহী না এমন কোনো টুরিস্ট হতে পারে। স্কটিশ ঐতিহ্যের ওয়েবসাইটের মতে এটা একটা চালু ফার্মের ভিতরে। তাই ঢুকতে কোনো টাকা দিতে হয় না। তবে গাইডকে টাকা দিতে হয়, আর তার নির্দিষ্ট সময় আছে।"

"অথবা কেউ হয়তো ফার্মে বেড়াতে এসেছে," কলিন বললো। "যেটাই হোক কোনো ব্যাপার না। যা দেখতে এসেছি দেখে চলে যাই চলেন। আমরা এখন একেবার প্রত্যন্ত একটা এলাকায় আছি। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডায় আমার অবস্থা খারাপ।"

ওরা রওনা দেওয়ার পরপরেই বৃষ্টি শুরু হয়, সেটা এখনও থামেনি।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে সামনের ছোট টিলাটা পার হয়ে ওরা পাহাড়ে ওঠার মুখের গেটটা পেরিয়ে এলো। পাহাড়ের গা জুড়ে ভেজা ঘাসের চাদর।

উঠতে উঠতে আধার নেমে এলো। ওরা হাতের টর্চ জ্বেলে দিলো। পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে সমাধিক্ষেত্রটা অবস্থিত সেখানেও আলো জ্বলতে দেখা গেলো।

"ধ্যাত!" কলিন আবিষ্কার করেছে যে ঘাস ছাড়াও পাহাড়টা আরো একটা জিনিসে ছেয়ে আছে। মাটির দিকে টর্চ নামিয়ে দেখে গোবর। এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে। কয়েকটা একেবারে তাজা।

"এটা একটা চালু খামার কলিন," হাসি সামলে বললো এলিস। "এখানে নিশ্চয়ই ভেড়া আর গরু আছে।"

কলিন এলিসের দিকে একটা ভস্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে জুতার তলা থেকে গোবর পরিষ্কারে মন দিলো। তারপর মাটির দিকেই আলো ফেলে সাবধানে সামনে আগাতে লাগলো। এলিস আর গোল্ডফেল্ড চললো পিছু পিছু। কলিনের রাগ দেখে দুজনেই নীরবে দাঁত বের করে হাসছে।

BanglaBook.org

"উপরে জ্বলছেটা কি?" এলিস জিজ্ঞেস করলো। ততক্ষণে চূড়ার গম্বুজ চোখে পড়ছে ওদের। মনে হচ্ছে আভা-টা একেবারে গম্বুজের চূড়া থেকে আসছে।

ওদের বাম দিকে একটা লম্বা টেলিফোনের টাওয়ার বিশাল একটা ধাতব কংকালের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

গোল্ডফেল্ড কাঁধ ঝাঁকালেন। "হয়তো কোনো ধরনের বাতি লাগিয়েছে। গেলেই দেখা যাবে।"

টর্চের আলোয় সামনেই একটা তারের বেড়া নজরে এলো ওদের। পুরো এলাকাটা এই বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটা গেট আছে বেড়ার ভিতরে ঢোকার।

সামনেই দেখা গেলো মাটির উঁচু একটা ঢিবি। ভিতরে ছোট একটা গর্ত।

"হেঞ্জ," গোল্ডফেল্ড বিড়বিড় করলেন।

ঢিবির ওপাশেই একটা আলগা পাথরের চক্র দেখা যাচ্ছে। একেবারে মাঝের সমাধিটাকে ঘিরে আছে ওটা। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একটা নুড়ি পাথরের রাস্তা সোজার গম্বুজের দিকে চলে গিয়েছে।

রাতের আকাশে গম্বুজের চূড়া থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে।

"শুনেছেন?" এলিস বললো হঠাৎ। "মানুষের গলা শুনলাম মনে হলো।"

ওরা স্থির দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করলো।

এবার সবাই শব্দটা শুনতে পেলো। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে সেটা যে মানুষের গলা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

কলিন নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রেখে চুপ থাকতে বললো। তারপর হাত দিয়ে এলিস আর গোল্ডফেল্ডকে সামনে আর না আগাতে নির্দেশ দিলো।

BanglaBook.org

কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ের চূড়ার ঘাসে ঢাকা কংক্রিটের গম্বুজ

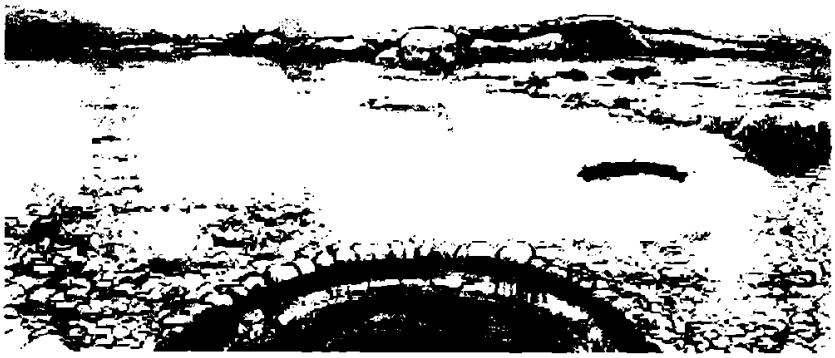

গম্বুজের চারপাশের আলগা পাথর আর তার ভিতরে খোঁড়া বিশাল গর্ত

"আমি সামনে এগিয়ে গম্বুজের উপরে উঠে দেখছি," কলিন এলিসের কানে কানে বললো। "হয়তো তোমার কথা মতো টুরিস্ট-ই হবে, তবে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না।"

এলিস মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই কলিন পা টিপে টিপে গম্বুজের দিকে আগাতে লাগলো। ও ভেবে দেখলো এই ভেজা নুড়ি পাথরগুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে থাকলে শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই ও রাস্তাটা বাদ দিয়ে ঘাসের উপর সিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। খেয়াল রাখতে হচ্ছে যাতে কোনো আলগা পাথরে পা বেঁধে না যায় বা গম্বুজের চারপাশে খোঁড়া বড় বড় গর্তে আবার হুমড়ি খেয়ে না পড়ে।

গম্বুজের গোড়ার কাছে পৌঁছে ও টর্চ বন্ধ করে দিলো। গম্বুজের মাথা থেকে আসা আলোটা খুব উজ্জ্বল না, কিন্তু গম্বুজের পাথরের সিঁড়িটার ধাপগুলো দেখার জন্যে যথেষ্ট। সিঁড়িটা গম্বুজের চূড়ায় উঠে গিয়েছে,

আস্তে আস্তে কোনো শব্দ না করে উপরে উঠতে লাগলো কলিন। চূড়ায় উঠতে দুই সিঁড়ি বাকি থাকতে ও উপুড় হয়ে শুয়ে চূড়াটায় উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ আছে কিনা। সিঁড়ির ধাপের সাথে মিশে আছে যাতে কেউ ওকে দেখতে না পায়।

উপরে কাউকেই দেখা গেলো না, কিন্তু ও দেখতে পেলো চূড়ার একেবারে ঠিক মাঝখানে একটা দরজা খোলা। আলোটা আসলে গম্বুজের ছাদের একটা ছিদ্র থেকে বের হচ্ছে।

এখন ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা কি বলছে।

শুনে জায়গায় জমে গেলো কলিন। নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

BanglaBook.org

কার পার্কে

হেঞ্জের ঠিক বাইরে এলিস আর গোল্ডফেল্ড বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কলিনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

গোল্ডফেল্ড এলিসকে কনুই দিয়ে একটা গুতো দিয়ে কার পার্কের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আরও একটা গাড়ি এসে থামলো সেখানে। হেডলাইট দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি গাড়ি ওটা।

ওটা কারপার্কে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলো।

এলিসের হৃদপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এলো।

হচ্ছেটা কি এখানে? এরকম একটা অন্ধকার বৃষ্টিভেজা রাতে এত মানুষ কেন কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ে আসছে? এরা সবাই যে টুরিস্ট সেটা হওয়ার সম্ভাবনা একদম-ই কম।

ও মনে মনে প্রার্থনা করছে অর্ডারের কারো সাথে যেন ওদের দেখা না হয়ে যায়।

BanglaBook.org

৭০

কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ের চূড়ায়

"তিন ঘণ্টা হয় এখানে আছি," রাগত স্বরে একটা লোক বলছে। "এই ফালতু জায়গার প্রতিটা পাথর উল্টে দেখেছি কিন্তু সমাধিস্তম্ভের মাথার ঐ হিজিবিজি লেখা ছাড়া আর কিছুতো পাইনি। ভিজে কাক হয়ে গিয়েছি আমি, সেই সাথে ক্লান্ত। আমার মনে হয় আমরা সোনার হরিণের পিছনে ছুটছি।"

"প্যান প্যান বন্ধ করো তো।" একটা মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেলো কলিন। কণ্ঠটা কেমন ঠাণ্ডা আর কর্কশ। "প্রিজমের খোদাইতে স্পষ্ট লেখা আছে যে এখানেই সেমিরামিসের কবর। আর সিজারের ডায়রিতে বিশেষভাবে সেমিরামিসের সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা বলা আছে। এখানে অবশ্যই এমন কিছু আছে যা থেকে আমাদের দরকেরি সূত্রটা পেতে পারি।"

"অযথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে," লোকটা বিড়বিড় করলো। "আমরা কবরটা খুঁড়েছি, পাথরগুলো সরিয়েছি, সবগুলো ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখেছি। এখানে কিছুই নেই।"

"আমারো হার্পারের কথা-ই ঠিক মনে হয় বস," আরেকটা কণ্ঠ বললো।

কলিনের ভ্রু কুঁচকে গেলো। কয়জন লোক আছে এর ভিতর?

"আর একবার দেখো," হতাশ কণ্ঠে মহিলা বললো। "যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তিন নম্বর কয়েনটা যে করেই হোক দখল করতে হবে।"

"কিন্তু বস, এখনওতো আমরা রেডি না," একজন লোক প্রতিবাদ করলো। "মিউজিয়ামে আক্রমণ করবেন কখন?"

"আমরা আজ রাতেই ফিরে যাবো। হেলিকপ্টারের পাইলটকে খবর দাও। কাল সকালে আমরা মিউজিয়ামে হানা দেবো। আমার ঐ কয়েনটা লাগবে। এই কবরে যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে অস্ত্রটা উদ্ধার করতে হলে কয়েন তিনটা থেকে সূত্র বের করতে হবে।"

কলিনের যা শোনার শোনা হয়ে গিয়েছে। পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ও। ওরা সবাই ভেবেছিলো যে অর্ডারের কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড় সম্পর্কে কোনো ধারণা-ই নেই। কিন্তু যেভাবেই হোক অর্ডার ওদের চাইতে দুই ধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

প্রিজমে কি আছে সেটা ওরা কিভাবে জানলো?

BanglaBook.org

কিন্তু এটা নিয়ে ভাবার সময় এখন না।

ওদেরকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।

দ্রুত।

কলিন যত দ্রুত সম্ভব হাচড়ে পাচড়ে ধাপগুলো বেয়ে নামতে গেলো। কিন্তু তা করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হলো। পতন থেকাতে পাথরের ধাপগুলোর কিনারা চেপে ধরলো।

একটা ধাপের প্রান্তে কলিনের হাঁটু বাড়ি খেলো। প্রচণ্ড একটা ব্যথা সাথে সাথে শরীরকে অবশ করে দিলো। কিভাবে কান্না চেপে রাখলো তা ও নিজেও জানে না।

গম্বুজের নীচে নেমে আসতেই ও আবার পিছলে গেলো। সিঁড়ির শেষে রাখা একটা চ্যাপ্টা পাথরে পা বেঁধেছে এবার।

"কিসের শব্দ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো মহিলাটা। এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা গেলো। "শব্দটা শুনেছ তোমরা?"

কলিন সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাঁটুটা পরীক্ষা করে দেখলো। এখনও চোখে অন্ধকার দেখছে, তবে হাঁটতে পারবে। তবে কাল সকালে একটা দগদগে ঘা ওখানে হয়ে যাবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

সামনেই আলগা পাথরের চক্রটা দেখা যাচ্ছে। ও আস্তে আস্তে হাঁটলে ঠিকভাবেই পার হতে পারবে।

কিন্তু সে সুযোগ ও পেলো না।

কেউ একজনকে গর্তের ভিতরের মই বেয়ে গম্বুজের ছাদে উঠে আসতে শুনলো কলিন। ঘুরে তাকাতেই গম্বুজের চূড়ায় একটা মানুষের আবছায়া দেখা গেলো।

লোকটা ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো।

আর রাখঢাকের সময় নেই।

কলিন ঠিক করলো দৌড় দেবে। ও প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে আলগা পাথরের বৃত্তটা পেরিয়ে এলো। তারপর দ্রুত টর্চ জ্বেলে এলোমেলো ছড়ানো বড় বড় গর্তগুলো এড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো।

"পালাও!" এলিস আর গোল্ডফেল্ডের দিকে চিৎকার করে বললো ও। "এখুনি!"

BanglaBook.org

৭১

পলায়ন!

পাহড়ের গোড়ায় এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইলো, হেডলাইট জ্বলছে। এলিসের মনে হলো ও নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কে একটা? আর এখানে করছেই-বা কি?

গোল্ডফেল্ড দাঁড়িয়ে আছেন পাশেই। যদিও উনি কিছু বলছেন না, কিন্তু এলিস জানে যে ওনার মাথার ভিতরেও একই প্রশ্ন ঘুরছে।

গত বছর গ্রিসের ঘটনা মনে পড়লো ওর। ওখানে অর্ডারের লোকেরা ওকে তাড়া করেছিলো। আজও ঐ রাতের ধকল পুরোপুরি মন থেকে মুছে যায়নি। এখনও মাঝে মাঝে রাতের বেলা সেদিনের দুঃস্বপ্ন দেখে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে প্রায়ই।

আজও কি আবার সেরকম হবে?

ওদেরকে স্বস্তি দিয়ে গাড়িটা আবার চলা শুরু করলো আর রাস্তা বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হয়তো কেউ কোনো ঠিকানা খুঁজছিলো, মনে মনে নিজেকে বললো এলিস।

ভয়টা কেটে যেতেই ওর কলিনের কথা খেয়াল হলো। গম্বুজের মাথায় হচ্ছেটা কি? কলিন কি কিছু খুঁজে পেলো?

তারপরেই বেঁধে গেলো ঝামেলা।

দেখতে পেলো গম্বুজের মাথায় একজন লোক উদয় হয়েছে।

লোকটা কলিনকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

অন্ধকারে কলিনের বিমূর্ত অবয়বটাও দেখা গেলো। এলিস যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই ছুটছে।

এলিস জানে না যে গম্বুজের লোকটা ওকে বা গোল্ডফেল্ডকে দেখাছে কিনা। কিন্তু এখন এসব বিচার বিশ্লেষণের সময় নেই।

কলিন চিৎকার করা আরম্ভ করার আগেই গোল্ডফেল্ড ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে নিজেও দৌড়ানো শুরু করলেন।

লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা ঢালটা পার হতে লাগলো। কলিন ওদেরকে ধরে ফেললো একটু পরেই। এবার আর গরু বা ভেড়ার বর্জের পরোয়া করছে না।

ওদেরকে পালাতে হবে।

এখন এর বাইরে আর কোনো চিন্তা নেই।

BanglaBook.org

৭২
ধাওয়া!

কংক্রিটের গম্বুজটার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে ডি। একই সাথে ক্ষুব্ধ আর হতাশ। ও একেবারে নিশ্চিত ছিলো যে সেমিরামিসে সমাধিতে অস্ত্রটা উদ্ধারের কোনো না কোনো সূত্র পাবেই।

কিন্তু এখন দেখছে যে ওর ধারণা ভুল। সিজার তার ডায়রির সেমিরামিসের কাহিনিতে এখানে কোনো সূত্র থাকার কথা উল্লেখ করেননি। উনি শুধু কিভাবে সেই ভারত থেকে সেমিরামিস অস্ত্রটা ব্রিটেনে নিয়ে এসেছিলেন সেটা লিখে রেখেছেন। নিজের উপর রাগ হচ্ছে ওর। এত বোকা হয় কিভাবে ও। সিজার ওনার ডায়রিতে স্পষ্ট লিখেছেন যে ঐ কয়েন তিনটাই হচ্ছে অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি। আর ও কিনা খামাখা এখানে এসে সূত্র খুঁজে মরছে। ও নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে যে এই কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ের সমাধিতে কাজের কিছু পাওয়া যাবেই, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে আশায় গুড়েবালি।

হঠাৎ একটা শব্দে ওর চিন্তায় ছেদ পড়লো। গম্বুজের বাইরে থেকে শব্দটা এসেছে।

"কিসের শব্দ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ডি। "শব্দটা শুনেছ তোমরা?"

হার্পার আর ওর সাথের তিনজন-ও শব্দটা শুনেছে। গরু বা ভেড়ার কাজ না এটা। কারণ গম্বুজের চারপাশে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওগুলোর ঢোকা সম্ভব না।

একজন মই বেয়ে উঠে ছাদের লুকানো দরজা গলে উপরে উঠে গেলো।

উঠেই চিৎকার দিলো লোকটা।

তারমানে বাইরে কেউ আছে।

কে সে?

দিনের এই সময়ে তার উপর এই বৃষ্টি আর ঠাণ্ডায় কোনো ট্যুরিস্ট এখানে ঘুরতে এসছে এটা বিশ্বাস হলো না ডি-র।

কিন্তু আর কে এই সময়ে কেয়ার্নপাপ্পলে ঘুরতে আসবে? ওরা এই সময়ে এখানে খোঁজাখুঁজি করছে একমাত্র এই কারণে যে এই আবহাওয়ায় এই সময়ে কেউ এদিকে আসবে না। পাহাড়টা এমন কোনো জায়গায় অবস্থিত না যে কারো মন চাইলেই এসে বেড়িয়ে যাবে।

BanglaBook.org

"ধরো ওদের," আদেশ দিলো ডি। "ওদেরকে জ্যান্ত চাই আমি। ওরা কে আর এখানে কি করছে সেটা জানতে হবে। ওরা কি কি জেনেছে সেটাও শোনা দরকার। তারপরে ওদেরকে মেরে ফেলা যাবে।"

হার্পার মাথা ঝাঁকিয়ে বাকি লোকদের নিয়ে মই বেয়ে উঠে গেলো। ছাদে উঠতেই হেলিকপ্টারের পাখার ভটভট শব্দ কানে এলো ওর।

ডি-র বাহন এসে পড়েছে।

BanglaBook.org

৭৩
ভয়

ওরা পাহাড়ের নীচে পৌঁছে গেলো। গেট-এর হুড়কো খুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো কলিনকে। ভিজে পিছলা হয়ে আছে ওটা।

এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ওদের পক্ষেই আছে।

তবে কেউ ওদের দিকে গুলি ছুড়ছে না দেখে বেশ অবাক হলো ও। বোঝাই যাচ্ছে লোকগুলো অর্ডার-এর। সেমিরামিস, কয়েন আর সিজারকে নিয়ে কথা বলছিলো ওরা। আর সবচে বড় কথা হচ্ছে ওরা একটা অস্ত্রের কথা বলছিলো। ওর ধারণাকে স্পষ্ট করতে এর চাইতে বড় প্রমাণ আর নেই।

কিন্তু অর্ডারতো কখনো কাউকে ছেড়ে দেয় না, বিশেষ করে যখন কেউ তাদের গোপন তথ্য শুনে ফেলে।

তাহলে গুলি কেন করছে না?

পিছনে হুড়মুড় করে কয়েকজনের ঢাল বেয়ে নেমে আসার শব্দ পাওয়া গেলো।

দরজা খুলে যেতেই এলিস আর গোল্ডফেল্ড সাই করে বেরিয়ে গেলো। কলিন দরজা আবে লাগিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটলো।

দূরে থাকতেই রিমোট দিয়ে গাড়ি আনলক করে ফেললো কলিন। সবাই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠে বসলো তাতে। সীটে বসেই ইঞ্জিন চালু করলো ও। সীট বেল্ট বাধার বিলাসিতায় গেলো না।

কলিন ফ্লোরের সাথে এক্সিলেটর চেপে ধরলো আর ল্যান্ড রোভারটা গোঁ গোঁ করতে করতে সামনে বাড়লো।

রাস্তা ভেজা কিন্তু কিছুই করার নেই।

রিয়ারভিউ আয়নায় দেখা গেলো তিনজন লোক রাস্তায় দৌড়ে নেমে এসে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটায় চড়ে বসলো। কিন্তু তারপরে ল্যান্ড রোভারটা একটা বাঁক নেওয়ায় ওটা আর দেখা গেলো না।

কিন্তু কলিন জানে একটু পরেই ওদেরকে আবার দেখা যাবে। এত সহজে ওদেরকে ছাড়বে না ওরা।

BanglaBook.org

৭৪
অপ্রত্যাশিত ঘটনা

হেলিকপ্টার দুটো রশি নামিয়ে দিলো। একটা ডি আর একটা হার্পারের জন্যে। ওটা বেয়ে দ্রুত ওরা উঠে এলো উপরে। তারপর কপ্টারটা বামে কাত হয়ে দিক বদলে পাহাড় থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

হেলিকপ্টার থেকে ডি স্পষ্ট দেখতে পেলো ল্যান্ড রোভারটা এগিয়ে যাচ্ছে।

পিছনে হার্পারের লোকেরা ওদেরকে ধাওয়া করছে সেটাও দেখা গেলো।

কিন্তু আরো একটা জিনিস দেখা গেলো।

আরেকটা গাড়ি।

মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে যেন গাড়িটা। আসছে উল্টো দিক থেকে। ঠিক অন্ধকারে একটা অশরীরীর মতো।

ডি গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু নীচে ওর লোকেরা দেখতে পাচ্ছে না।

হার্পারের লোকেরা কার পার্ক থেকে বের হতেই গাড়িটা ওদেরকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে ব্রেক কষে রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

লোক তিনজন অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে এলো। জবাবে গুলির শব্দ ভেসে এলো।

ডি হতভম্ব অবস্থায় দেখলো হার্পারের লোকেরা ওর চোখের সামনে গুলি খেয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

হচ্ছেটা কি? এই লোকেরা কারা? কাদের এত বড় সাহস ওদের দিকে বন্দুক তাক করে? পুলিশ না সেটা নিশ্চিত। ওরা আইন ভাঙ্গবে না।

"আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাও," পাইলটকে নির্দেশ দিলো ডি। ওর দলের কারো ক্ষতি করে কেউ এমনি এমনি পার পেয়ে যাবে এটা ও হতে দেবে না। ও হার্পারের দিকে ফিরে বললো, "ঐ লোকগুলোকে পেড়ে ফেলো।"

হার্পার মাথা ঝাঁকালো। হেলিকপ্টারের কেবিনের পিছন দিক থেকে ও একটা লং রেঞ্জ স্নাইপার রাইফেল নিয়ে এলো। এতেই কাজ চলবে।

কিন্তু ডি একটা জিনিস চিন্তা করেনি।

BanglaBook.org

যে রহস্যময় লোকগুলো ওদের লোকগুলোকে মেরেছে ওরাও যে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাবে সেটা ওর মাথায় আসেনি। হার্পার ওদেরকে দৃষ্টিসীমায় আনার আগেই মাটির লোকগুলো ওদের দিকে গুলি করা আরম্ভ করলো।

হেলিকপ্টার এখন নীচ দিয়ে উড়ছে। ফলে সরাসরি হেলিকপ্টারের গায়ে লাগতে লাগলো বুলেট। পাইলট মাথা নীচু করে গুলি থেকে আত্মরক্ষা করলো।

"উপরে উঠতে হবে," পাখার ভটভটের মাঝেই চেঁচিয়ে বললো পাইলট। "এটা একটা হালকা হেলিকপ্টার। কোনো আর্মার লাগানো নেই। তেলের ট্যাঙ্কে একটা গুলি লাগলেই আমরা শেষ।"

ডি ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো। পরাজয় বরণ করে নেওয়া ওর সবচে অপছন্দের কাজ।

কিন্তু আজ এছাড়া উপায় নেই।

"উঠে যাও," নির্দেশ দিলো ডি। আর পাইলট দ্রুত একদিকে কাত হয়ে রাস্তা থেকে দূরে পাহড়ের যেদিকে গাছ বেশি সেদিকে সরে গেলো। এতে গুলির হাত থেকে আড়াল পাওয়া যাবে।

লন্ডনের ফিরতি যাত্রা শুরু করতেই ডি আজ রাতের ঘটনাবলি পর্যালোচনায় বসলো। ধীরে ধীরে ও এক অনিবার্য পরিস্থিতির কথা অনুধাবন করতে পারলো।

অর্ডার জানে না যে আসলে কার সাথে ওদের টক্কর লাগছে। এতদিন ধরে ওদের ধারণা ছিলো যে কেউ ওদের পরিকল্পনার কথা জানে না। কিন্তু কেউ একজন জানে।

আর ডি-র ধারণা সেই কেউ-টা কে সেটা ওর জানা আছে।

BanglaBook.org

সতর্কীকরণ

আধাঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। কলিন অবাক হয়ে দেখলো কেউ আর ধাওয়া করছে না। ধাওয়াকারীরা কি বেশি পিছিয়ে পড়েছে? ইঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে নাকি ওদের? আসলে যে কি হয়েছে সেটা জানার কোনো উপায় ওর নেই।

যাই হোক ব্যাপার না। গাড়ি থামানো যাবে না। চালিয়েই যাবে আপাতত।

"বিজয়কে ফোন দাও," এলিসকে বললো কলিন। পাশেই প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে ও। "ওকে জানাতে হবে। ওরা কাল সকালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আক্রমণ করে কয়েনটা চুরি করবে।"

ডি হেলিকপ্টারের সীটে হেলান দিয়ে চিন্তা ভাবনা গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছে। নিজের উপর মারাত্মক ক্ষেপে আছে ও। ওর যেটা মূল লক্ষ্য, মানে অস্ত্রটার অবস্থান খুঁজে বের করা, সেটা করতে ও এত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছিলো যে নিজের পিছন দিকটাতে খেয়াল করার কথা মাথায়-ই ছিলো না।

আত্মসুখে বিভোর হয়ে ছিলো ও। আর এধরনের মিশনে ওর পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকা আর সেই সাথে গোয়ার্তুমি করে ফন ক্লুয়েকের কাছে থেকে কোনো উপদেশ না নেওয়াই এর পিছনের মূল কারণ। ও ভেবেছিলো যে একমাত্র অর্ডার-এর কাছেই বোধহয় অস্ত্রটার অবস্থান বের করতে পারার মতো তথ্য আছে। এখন পরিষ্কার যে ধারণাটা একদমই ভুল।

আরও কেউ জানে।

আজ রাতে কি হলো তার কোনো ব্যাখ্যা ওর কাছে নেই। ও ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে পারে। ঘটনাক্রমে হয়তো কোনো ট্যুরিস্ট ভুল করে ওখানে চলে এসেছিলো তারপরে ওদেরকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। এটা ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু তার পরে যা হলো? বলা নেই কওয়া নেই বাতাস থেকে একটা গাড়ি আবির্ভূত হয়ে ওর লোকদের পেড়ে ফেললো? আর ঐ লোকগুলো সেই সুযোগে পালিয়ে গেলো। এতে স্পষ্ট যে আরো কেউ নিশ্চয়ই অস্ত্রটার পেছনে লেগেছে। এটা ছাড়া কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ে আর কারো কোনো আগ্রহ থাকার কথা না।

ডি বুঝতে পারলো যে ফন ক্লুয়েককে ব্যাপারটা জানাতে হবে। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই মনে মনে নিজেকে খুব ছোট লাগলো ওর। ওর এই দুর্দশায় লোকটা দারুণ আত্মতৃপ্তি পাবে নিশ্চিত। আর ব্যাপারটা একজন কৌশলী হিসেবে ওর দক্ষতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

ডি-র চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। আজকের ঘটনা কে ঘটিয়েছে সেটা ও খুঁজে বের করবেই। আর কোথা থেকে খোঁজা আরম্ভ করতে হবে সেটা ওর জানা আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যাওয়ার আগে ওকে আর একটা জায়গায় থামতে হবে।

হ্যামিল্টন এস্টেট-এ।

BanglaBook.org

পর্ব ৬

৭৫
রিজেন্ট'স পার্ক, লন্ডন

ডি আগুন চোখে চেয়ারে বাঁধা মহিলা দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের শরীরের প্রতিটা লোমকূপ থেকে ভয় চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

হার্পারের লোকেরা আজ সকালে এদেরকে হ্যামিল্টন এস্টেট থেকে তুলে এনেছে। হার্টফোর্ডশায়ারে হ্যামিল্টনের বাসভবনে ওদের নামেমাত্র নিরাপত্তার জন্যে একজন মাত্র কনস্টেবলকে রাখা হয়েছিলো। তাকে সামলাতে ওদের কোনো কষ্টই হয়নি।

ডি সুসান হ্যামিল্টন-রজার্সের নাকি কান্নাকে পাত্তা না দিয়ে পেনির দিকে নজর দিলো।

কিশোরী মেয়েটার কান্নাভেজা গাল আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে।

ডি-র ব্যাপারটা পছন্দ হলো। ও একটা ভয়াল দর্শন ছুরি বের করে পেনির সামনে ধরে হাসতে লাগলো। মেয়েটাকে এভাবে কুঁকড়ে যেতে দেখে এক নিষ্ঠুর আনন্দ খেলা করছে ডি-র চোখে মুখে।

"একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর চাই," ডি বললো পেনিকে। "আর কিছু লাগবে না। উত্তরটা দিলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। এবং আর কোনোদিন বিরক্ত করবো না।" ডি পেনির চেহারার একদম সামনে ওর মুখ নিয়ে এলো। "বুঝতে পেরেছ?"

পেনি মাথা ঝাঁকালো। জীবন নিয়ে ফিরতে পারার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় চোখে কৃতজ্ঞতা।

"সত্যি কথা বলবে," ডি বললো। "যদি মিথ্যে বলো বা কিছু লুকাও তাহলে তুমি বা তোমার আন্টি দুজনেই বিপদে পড়বে।"

"আমি যা জানি সব বলবো," ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো পেনি। "কসম। শুধু আমাদেরকে কিছু করবেন না।"

"তুমি আর তোমার বাবা বাদে আর কে কে কয়েনগুলো সম্পর্কে জানে?"

পেনি ইতস্তত করতে লাগলো।

সুসান হ্যামিল্টন-রজার্স কথা বলে উঠলেন। গলার স্বর কাঁপছে তার। "বলে দাও পেনি, বলে দাও!" গলা ভেঙ্গে গিয়েছে ওনার।

পেনি পড়ে গিয়েছে মস্ত সঙ্কটে। একদিকে ওর আর ওর আন্টির জীবন নিয়ে টানাটানি, অন্যদিকে ও যদি নামগুলো বলে দেয় তাহলে বিজয় আর ওর বন্ধুরা বিপদে পড়ে যাবে। কি করবে ও?

BanglaBook.org

"আন্টির কথা শোনো," ডি পরামর্শ দিলো। "আমি চাইলেই কথাটা আরো অনেক কষ্ট দিয়ে বের করে আনতে পারি। দরকার হলে সেটা-ই করবো।"

পেনি জানে যে কথাটা সত্যি। এই মহিলা ধোঁকা দিচ্ছে না। সে যা চায় তা না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না।

পেনি আর সহ্য করতে পারলো না। ও গড়গড় করে গত দুই দিন যাদের সাথে কাটিয়েছিলো তাদের নাম বলে দিলো। তারপর নিজের অসহায়ত্তের লজ্জা আর বেঈমানির অপরাধবোধে কাতর হয়ে আকূল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

ডি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। ও আগেই অনুমান করেছিলো যে বিজয় সিং আর তার সাঙ্গপাঙ্গরাই এর সাথে জড়িত। ওদের উপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু না করেও উপায় ছিলো না। বিজয়দেরকে যে কঠোর নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছিলো তাতে ওদের মিশনের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারতো।

গত রাতে ও ফন ক্লুয়েককে কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ের ঘটনাটা জানিয়েছে। যেমনটা ধারণা করেছিলো তা-ই হয়েছে। খোঁচা আর সমালোচনাপূর্ণ একগাদা কথা ওকে শুনিয়েছে ক্লুয়েক।

কিন্তু ফন ক্লুয়েককে ওর অনুমানের কথা না জানিয়ে উপায় ছিলো না। এটা স্পষ্ট যে ওদের প্রতিযোগী কোনো এক দু জন লোক না বরং কোনো সংগঠিত দল।

তবে বিজয়ের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে ওর সন্দেহের কথা জানায়নি। একটা কারণ হচ্ছে যে ও নিশ্চিত না যে ব্যাপারটা ঠিক কিনা। আরেকটা হচ্ছে, একবার ওর সন্দেহের কথাটা জানালেই ফন ক্লুয়েক নিজেও এই ব্যাপারটার সাথে জড়াতে পারবে। আর ও সেটা চায়না।

বিজয়কে খুন করার গৌরব ও একাই পেতে চায়।

ফন ক্লুয়েক যতক্ষণে অর্ডারের গোয়েন্দা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐ রহস্যময়, অদেখা শত্রুর পরিচয় বের করবে, ততক্ষণে ডি বিজয় সম্পর্কে নিজের সন্দেহের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবে। এমনকি পারলে অস্ত্রটাও খুঁজে বের করে ফেলবে।

আর তারপরে ফন ক্লুয়েক কিছু জানার আগেই ও বিজয়কে শেষ করে দেবে।

এখন পেনি যেহেতু ওর সন্দেহকে সত্যি বলে নিশ্চিত করেছে, সেহেতু ঘটনা ঘটার আর খুব বেশি দেরি নেই। বিজয় যে সংগঠনের হয়ে কাজ করছে তারাও অস্ত্রটা খুঁজছে।

তার মানে হচ্ছে ওর সাথে বিজয়ের টক্কর লাগবেই।

ঠিক তখন-ই ও বিজয়কে খুন করবে।

তার সমস্ত আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে।

BanglaBook.org

মনে মনে ব্যাপারটা ভাবতেই ডি-র ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেলো। কল্পনা শেষে বাস্তবে ফিরে ও মহিলা দুজনের দিকে আবার মনোযোগ দিলো।

এদেরকে ওর আর কোনো দরকার নেই। ও পেনির দিকে তাকিয়ে হাসলো। "অনেক ধন্যবাদ।" বলতে বলতে ও পেনির পিছনে চলে এলো। "তুমি ঠিক কাজটাই করেছ। আমি আমার কথা রাখবো।"

আচমকা ও পেনির মাথাটা সামনে ঠেলে দিলো। ফলে পেনির চিবুক বুকে গিয়ে ঠেকলো।

তারপর হাতের ছুরিটা একবার ঝলসে উঠেই পেনির গলার ভিতর ঢুকে গেলো।

সুসান চেঁচিয়ে উঠলেন আর পেনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কাটা জায়গা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

ডি ছুরিটা রুমের আর একজনকে ধরিয়ে দিলো। সুসানের ব্যাপারে ওর কোনো আগ্রহ নেই। ওর লোকেরাই ওর ব্যবস্থা করতে পারবে। মেয়েটা-ই ছিলো ওর শিকার।

এখন ওকে একটা কয়েন চুরি করতে হবে।

BanglaBook.org

৭৬
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

বেন অ্যাটকিনস ভ্রু কুচকে কলিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কলিন এইমাত্র তাকে সকাল বেলা মিউজিয়ামে আক্রমণের ব্যাপারে জানিয়েছে। কারা আক্রমণটা করবে সেটা অবশ্য বলেনি; ও শুধু বলেছে যে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন আক্রমণ করবে আর এব্যাপারে ওর কাছে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য আছে।

এলিস, গোল্ডফেল্ড আর কলিন আজ সকালেই ফিরে এসেছে লন্ডন। টাস্ক ফোর্স ওদের জন্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলো। অন্যরা গোল্ডফেল্ডের বাসায় ফিরে গিয়েছে তবে কলিন সরাসরি মিউজিয়ামে চলে এসেছে। আশা করছে যে দেরি করে ফেলেনি।

"আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?" ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন অ্যাটকিনস। একটা মূল্যহীন কয়েনের জন্যে একটা সন্ত্রাসী দল মিউজিয়ামে আক্রমণ করে বসবে এটা বিশ্বাস করাটা একটু কষ্টকর-ই বটে। "আমি বুঝে পাচ্ছি না ঐ কয়েনটা চুরি করে ওদের লাভটা কি। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে ওটার স্বর্ণের দাম ছাড়া আর কোনো দাম নেই ওটার। আর সামান্য ঐটুকু স্বর্ণের জন্যে কেউ চুরি করতে যাবে না।"

কলিন কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি যা জেনেছি তা আপনাকে জানিয়েছি। আন্দাজে কিছু বলতে চাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, চলুন তাহলে," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন অ্যাটকিনস। "রোমান গ্যালারিতে যাই। আজ ওখানে অতিরিক্ত লোক মোতায়েন করছি।"

BanglaBook.org

এবারডিন এয়ারপোর্ট, স্কটল্যান্ড

বিজয় এয়ারপোর্টের গদি আটা আরামদায়ক চেয়ারে বসে চিন্তিতমুখে নিজের কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কাল রাতে কলিন যখন ওকে লোথানিয়া থেকে ফোন করে কয়নে চুরির ব্যাপারে অর্ডারের পরিকল্পনার কথা জানায়, ও একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। অর্ডার প্রিজমের খোদাইয়ের কাহিনি জানে আর ওদের আগেই সেমিরামিসের কবরে দেখতে চলে গিয়েছে ব্যাপারটা ওর বিশ্বাস-ই হচ্ছিলো

না। ওরা অর্ডারকে ছোট করে দেখেছে। চরম বোকামি হয়েছে কাজটা। এখন আর ঢিলেঢালাভাবে কাজটা করার সুযোগ নেই। সময়ের আগে দৌড়াতে হবে। অর্ডার কয়েনটা চায়। আর কলিনের মতো বিজয়-ও বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ওটা উদ্ধার করতে ওরা যা যা সম্ভব সব করবে।

ওদের পরিকল্পনা তাই বদলাতে হয়েছে।

"তোমরা কাল সকালেই লন্ডন ফিরে আসবে," বিজয় গতকাল ওদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছে। "মিউজিয়ামের ব্যাপারটা দেখার দায়িত্ব তোমার। অর্ডারকে থামাতেই হবে।"

"আচ্ছা," কলিন বলেছিলো। "তার মানে কি কাল সকালে তুমি লন্ডন থাকছ না?"

"আমি কাল সকালে কার্কওয়ালে যাওয়ার প্রথম ফ্লাইটে উঠবো," বিজয় জবাব জানালো। "সকাল সাতটায় একটা ফ্লাইট আছে। এবারডিন হয়ে দশটা পঞ্চাশে কার্কওয়ালে গিয়ে নামে। এখনই বুক করবো।"

"আমরা একসাথে গেলে ভালো হতো না?" কলিন বললো।

"তাতো হতোই," বিজয় জানালো। "কিন্তু আমাদেরকে মিউজিয়াম আর অর্কনী দ্বীপের দুটো কাজই কাল সকালেই সারতে হবে। আমি আর কোনো সুযোগ ওদেরকে দিতে চাই না। অর্ডারের হাতে আর কি কি চাল আছে আমি তা জানি না। এমনকি ওরা যদি কয়েনটা উদ্ধার করতে না-ও পারে তাহলেও অন্য কোনো উপায়ে জেনে যাবে যে অস্ত্রটা অর্কনী দ্বীপেই আছে। কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ে সেমিরামিসের কবর আছে ওরা সেটা জানে না মনে করে আমরা আগেরদিন মস্ত ভুল করেছিলাম। আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে আমরা যা জানি ওরা-ও তা জানে। এই মুহূর্তে আমরা ওদেরচে একটু এগিয়ে আছি কারণ আমাদের কাছে হ্যামিল্টনের ডায়রিটা আছে। আর অর্ডারের হাতে সবগুলো কয়েন নেই। আর অস্ত্রটা কিভাবে উদ্ধার করা যায় সেটা বের করতে হলে আমাকে অন্তত একদিন অর্কনীতে একটু ঘুরে ফিরে দেখতে হবে। কিছু করার নেই আসলে। আলাদা আলাদা-ই কাজ করতে হবে।"

কলিন ব্যাপারটায় মোটেও খুশি হতে পারছে না। কিন্তু বিজয়ের কথায় যুক্তি আছে। তাছাড়া বিজয়ের সাথে হ্যারি যাচ্ছে। তাই ও আর কিছু বললো না।

একটা জিনিস এখন পরিষ্কার। অস্ত্র উদ্ধারে কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ের কোনো ভূমিকা নেই। কয়েনগুলোই মূল চাবিকাঠি।

বিজয় কাল রাতের বেশিরভাগ সময় আর লন্ডন থেকে এবারডিন আসার নব্বই মিনিট বসে বসে কয়েনগুলোর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তিনটা খোদাই।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা একটু অর্থহীন শোনালেও বিজয়ের ধারণা ঐ খোদাইতেই অস্ত্রের অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া আছে। তা না হলে সিজার ওগুলোকে কয়েনের মাঝে খোদাই করতেন না।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা আর বিশ্লেষণ করেও কোনো কূল কিনারা করতে পারেনি।

বিজয় ঘড়ির দিকে তাকালো। কার্কওয়েলের ফ্লাইটের আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে। ওরা গিয়ে নামবে অর্কনীর সবচে বড় দ্বীপে। ওটাকে মেইনল্যান্ড বলে ডাকে ওখানকার লোকেরা।

হ্যারি এগিয়ে এলো ওর দিকে। এক হাতে কফি, অন্য হাতে প্যাকেট করা জাপানি খাবার। এয়ারপোর্টের বুট নামে একটা খাবার দোকান থেকে কিনেছে। "প্লেনের খাবারের চাইতে ভালো," দাঁত বের করে বললো ও। "কার্কওয়াল যাওয়ার আগে আর কিছু খেতে হবে না।"

বিজয় কৃতজ্ঞচিত্তে একটা প্লাস্টিকের বক্স নিয়ে দ্রুত খেয়ে নিল। ওরা সকালে নাস্তা করার সময় পায়নি, আর দুজনেরই বিমানের খাবার অপছন্দ, তাই বিমানে বসেও কিছু কিনে খায়নি।

মাইকে ওদের ফ্লাইট-এ উঠে যাওয়ার ঘোষণা ভেসে এলো। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে টার্মিনাল ছেড়ে বিমানের দিকে যাওয়ার গেটটার দিকে আগালো।

ওদের বিমনটা একটা ফেয়ারচাইল্ড ৩৪০। চড়ে বসতেই বিজয়ের যেন কেমন কেমন লাগতে লাগলো।

ওরা অস্ত্রের খোঁজে ওদের অভিযানের একেবারে শেষ ধাপে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আর এমন একটা সংগঠনের সাথে টক্কর লাগতে যাচ্ছে যাদের কাছে দয়ামায়া বা লক্ষ্য পূরণে কোনো কাজে দ্বিধা বলে কোনো কথা নেই।

আর এক ঘণ্টার মাঝে ও অর্কনী পৌঁছে যাবে।

ঝামেলা হচ্ছে অর্কনী গিয়ে কি খুঁজতে হবে সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা-ই নেই। এমনকি কোথা থেকে খোঁজা শুরু করবে সেটাও ওর অজানা।

কিন্তু এই মিশনে ব্যর্থ হওয়া যাবে না। কিন্তু ও এটাকে সফল করার-ও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

শুধুমাত্র যদি কয়েনের খোদাইগুলোর অর্থ বের করতে পারে, তাহলেই হয়তো সম্ভব হতে পারে।

BanglaBook.org

৭৭
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

কলিন গ্যালারিটার চারপাশে তাকালো। আজ শনিবার, তাই ওখানে ভালোই ভীড়। ও ভেবে পাচ্ছে না অর্ডার চুরিটা করবে কিভাবে। কাজটা মোটেও সহজ হবে না। তার উপর ওরা এতদিনে অর্ডার সম্পর্কে যা জেনেছে কাজটা হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্ডারের অন্যতম প্রধান একটা মূলনীতি হচ্ছে ওদের কর্মকাণ্ড যাতে কোনোভাবেই প্রচারমাধ্যমের নজরে না আসে সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা। অগোচরে থাকতেই পছন্দ করে ওরা, কারো নজর কাড়তে চায় না। এজন্যেই ওরা কখনোই জনসমাগম হয় বা খুব গুরুত্বপূর্ণ- এরকম কোনো জায়গায় আক্রমণ করে না অর্ডার।

এভাবেই অজ্ঞাত আর অদৃশ্য হয়ে শত শত বছর ধরে টিকে আছে সংগঠনটা।

কিন্তু ও নিজের কানে অর্ডারের একজন কর্মীকে বলতে শুনেছে যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো একটা জনমুখর আর গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় আক্রমণ করে একটা কয়েন চুরি করা হবে।

কয়েনটা এই মুহূর্তে দেয়ালের সাথে লাগানো একটা লম্বা কাচের বাক্সের ভিতর শোয়ানো। ওখানে ব্রিটেনে রোমান শাসনামলের আরো অনেক কিছু সাজানো।

অ্যাটকিনস আরো পাঁচজন সিকিউরিটি নিয়োগ দিলেন রুমটাতে। জিম নামের এক লালচুলো যুবক গার্ডকে ছোট দলটার দায়িত্ব দেওয়া হলো। জিম-এর সাথে উনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন বলে কথা দিলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাটকিনস সতর্কবাণীটাকে আসলে অতটা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন না। কিন্তু উনি কোনো ঝুঁকিও নিতে চাচ্ছেন না, তাই এই ব্যবস্থা।

কলিনের কাছে অ্যাটকিনসের এই দায়সারা মনোভাব পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু ওর কিছুই করার নেই। ওর খুব ইচ্ছে করছে কয়েনের বক্সটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। কিন্তু অ্যাটকিনস ওকে সরাসরি না করে দিলেন।

"যদি এখানে কিছু হয় তাহলে আমার লোকেরা সেটা দেখবে," কড়া গলায় বললেন অ্যাটকিনস। "আপনি দূরে থাকলেই ভালো হবে। সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা আরো বাড়াবেন।"

তাই কলিন ওখান থেকে সরে এসে এমন এক জায়গায় দাঁড়ালো যেখান থেকে ও পুরো গ্যালারিটার উপরেই চুপি চুপি চোখ রাখতে পারবে।

BanglaBook.org

রুমের ভিতর নানান বয়সের, নানান বর্ণের মানুষ ঘুরছে- কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়, কয়েকজন জাপানি ট্যুরিস্ট, বাচ্চা সাথে দুটো ব্রিটিশ পরিবার।

কয়েনের সাথে রাখা অন্য জিনিসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে এক তরুণী, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো কলিনের। মেয়েটার চুল ছোট করে কাটা, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিমতো উচ্চতা, গায়ের রংটা কেমন অদ্ভুত- সচরাচর দেখা যায় না। মেয়েটার চেহারা বাস্তবিকভাবে জ্বলজ্বল করছে আর কলিন সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। মেয়েটা একবার নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার জিনিস দেখায় মন দিলো। কাচের সাথে নাক প্রায় চেপে ধরেছে।

চেহারার বৈশিষ্ট্যটার কারণেই রুমে ঢোকামাত্র মেয়েটাকে খেয়াল করেছে কলিন।

মেয়েটা নিশ্চিত ওর উপর কলিনের দৃষ্টি টের পাচ্ছে। ও ঘুরে তাকাতেই ওদের চোখাচোখি হলো। মেয়েটা হাসলো, কলিনও হাসলো জবাবে। তবে মেয়েটার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় বিব্রত বোধ করছে। ও দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো আর মেয়েটা আবার জিনিস দেখায় ফিরে গেলো।

কলিন জিম এর দিকে তাকাতেই দেখে একটু আগেও ওর চেহারায় যে অবিচলিত ভাবটা ছিলো সেটা উধাও। এখন ওকে দারুণ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

কি হলো হঠাৎ?

সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন

বেন আটকিনস ভ্রু কুঁচকে ভিডিও মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন। নাটকীয় একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে তাতে। পুরো মিউজিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় বসালো CCTV-গুলোর সরাসরি সম্প্রচার হয় এখানে। অনেকগুলো মনিটর জোড়া দিয়ে এই বিশেষ মনিটরটা বানানো।

কলিন আর ঐ পাঁচজন গার্ডকে রোমান গ্যালারিতে রেখে নিজের অফিসে ফেরা মাত্র কন্ট্রোল রুমের লোকেরা তাকে ডেকে পাঠায়।

একজন লোক নাকি গ্রেট কোর্ট-এ একটা গণ্ডগোল আরম্ভ করেছে। খবর পেয়েই অ্যাটকিনস ছুটে এসেছেন।

"লোকটা নাকি সুইসাইড বোম্বার," কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা অফিসার তাকে জানালো। "জর্জ থারওয়েল ওখানে আছে। আমাদেরকে সব জানাচ্ছে। প্রথমে লোকটা হঠাৎ আরবিতে চিৎকার করা আরম্ভ করে, তারপর নিজের কোট খুলে এই জিনিসটা দেখায়।" অফিসার স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে দেখালো। লোকটার

BanglaBook.org

বুকের সাথে একটা বিস্ফোরক বেল্ট দিয়ে আটকানো। "তারপর লোকটা ইংরেজিতে বলে যে সে নাকি এখন বোমাটা ফাটাবে।"

"ব্লু বেরেটকে খবর দেওয়া হয়েছে," সিকিউরিটি অফিসার জানালো। ব্লু বেরেট হচ্ছে SCO19 এর আরেক নাম। গ্রেটার লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত দল এটা। যদিও ওরা এখন আর নীলরঙ্গা টুপি পরে না, এখন বেসবল ক্যাপ বা হেলমেট পরে। পুলিশের মধ্যে একমাত্র এরা-ই অস্ত্র বহন করতে পারে। বাকি পুলিশ সদস্যদের অস্ত্র সাথে ঘোরার অনুমতি নেই।

অ্যাটকিনস দাঁতে দাঁত পিষলেন। "শয়তানটা কিছু একটা করার আগেই ওরা এসে পৌঁছালে হয়।"

"ইসলামিক স্টেট," কন্ট্রোল রুমের আরেকজন লোক বললো। "থারওয়েল এইমাত্র জানালো যে আরবিতে গলাবাজির ফাঁকে লোকটা নাকি ইংরেজিতে আইএস এর কথা বলেছে।"

অ্যাটকিনস ঠোঁট বাকালেন। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না মোটেও। এখন ব্লু বেরেট সময়মতো হাজির হলেই হয়।

রোমান গ্যালারি

জিম কলিনের দিকে এগিয়ে এলো। "সবাইকে নীচে যেতে হবে। গ্রেট কোর্টে নাকি এক সন্ত্রাসী ঝামেলা শুরু করেছে। গ্যালারি ফাঁকা করে ফেলতে হবে, কারণ আরো কোনো সন্ত্রাসী থাকতে পারে।"

কলিনের সারা গায়ে একটা শিহরণ খেলে গেলো। আক্রমণ কি শুরু হয়ে গিয়েছে?

কিন্তু এখন প্রশ্ন করার কোনো সময় নেই।

গার্ডেরা গ্যালারির লোকগুলোকে গরু খেদানোর মতো করে তাড়িয়ে বাইরে বের হওয়ার রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। আর বিনয়ের সাথে তাদেরকে জানাতে লাগলো যে একটা জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে সবাইকে বের করে দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে।

কলিন গ্যালারি থেকে বের হতেই দেখলো যে অন্য সব গ্যালারি থেকে একযোগে মানুষ বের হয়ে আসার কারণে সিঁড়ির মাথায় মারাত্মক জটলা লেগে গিয়েছে।

BanglaBook.org

৭৮
সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম

অ্যাটকিনস সিকিউরিটি রুমের স্ক্রিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। SCO19-এর ইউনিফর্ম পরা সদস্যেরা মিউজিয়ামের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে। অবিশ্বাস্য কম সময়ে ওরা এসে উপস্থিত হয়েছে।

মনে মনে বেশ স্বস্তি অনুভব করছেন অ্যাটকিনস। ওনার লোকেদের পক্ষে এধরনের পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব ছিলো না। এখন পেশাদার লোকেরা চলে এসেছে, তারাই সব সামলাবে।

কিন্তু এরা করবে কি?

সুইসাইড বোম্বারটা চুপ মেরে গিয়েছে। সে নিজের হাটুতে ভর দিয়ে বসে পড়েছে। মাথা ঝুঁকে আছে নীচের দিকে। একটু পরেই সে মাথা তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

তারপর সোজা উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কেমন ভীতিকর।

কন্ট্রোল রুমের লোকেরা চোখে মুখে তীব্র আতংক নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

এখন কি হতে যাচ্ছে জানে ওরা।

অনেকগুলো মানুষ মরতে চলেছে।

রোমান গ্যালারি

সামনে এগোতেই জিমকে চোখে পড়লো কলিনের। পাশাপাশি নামতে শুরু করতেই কলিন জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে? বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে কেউ?"

"না," জিম জবাব দিলো। "লোক একজন-ই। গায়ে বোমা বেঁধে এসেছে। ইসলামিক স্টেটের নামে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে।" মাথা নাড়তে নাড়তে বললো জিম। "শালা পাগল। ওখানে কতগুলো মানুষ আটকা। বাচ্চারাও আছে..." তারপর কলিনের দিকে তাকালো। "আমি দুঃখিত। কিন্তু আর সব কাজের চাইতে এটা সবার আগে গুরুত্ব পাবে।"

কলিন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো। পেটের মধ্যে কেমন গুড়গুড় করছে ওর; অনুভূতিটা হচ্ছে অসহায়ত্তের। কেমন খালি খালি লাগছে। আজকে আর কতগুলো মানুষ মারা পড়বে?

BanglaBook.org

ব্যাপারটা বেশ জঘন্য। ওরা আশা করছিলো অর্ডারের আক্রমণ। এর মধ্যে এক পাগলা সুইসাইড বোম্বার এসে হাজির।

"বাঁচলাম!" একদল কালো পোষাক পরা লোককে দেখে বলে উঠলো জিম। লোকগুলোর মাথায় হেলমেট, চোখে বিশেষ চশমা। হাতে অটোমেটিক অস্ত্র। ওরা ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি পেরিয়ে তিন তলার গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলো। "SCO19 চলে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি কিভাবে এলো?"

"এরা কারা?" কলিন জিজ্ঞেস করলো।

"এদেরকে আমেরিকান SWAT-এর ব্রিটিশ রূপ বলতে পারেন," জিম ব্যাখ্যা করলো। "মেট্রোপলিটান পুলিশের বিশেষায়িত অস্ত্রধারী পুলিশ। ওরা চলে এসেছে- তার মানে আশা করা যায় যে বিপদ না-ও ঘটতে পারে।"

সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম

সুইসাইড বোম্বার হাতের কব্জিতে বাঁধা ডেটোনেটরের দিকে হাত বাড়ালো।

একযোগে দম বন্ধ করে ফেললো কন্ট্রোল রুমের সবাই।

কিন্তু কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই সুইসাইড বোম্বার লোকটা কাঁপতে আরম্ভ করলো। তারপর পিছন দিকে কয়েক ফুট উড়ে গিয়ে মেঝেতে থুবড়ে পড়লো।

বিস্ফোরনটা হতে হতেও হলো না।

কন্ট্রোল রুমের সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

ওরা কিছু দেখেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে একটা SCO19 স্নাইপারের গুলি তার লক্ষ্যভেদ করেছে।

নীচে নামার পথে

জিম নিজের এয়ারপীসে কিছু একটা শুনতে পেলো। তারপর উজ্জ্বল চোখে কলিনের দিকে তাকালো। "ওরা ওকে পেড়ে ফেলেছে। মানে ঐ সুইসাইড বোম্বারটাকে। শট ডেড। এখন বিল্ডিং এর বাকি অংশ ঘিরে ফেলছে যাতে এর কোনো সঙ্গী সাথী থাকলে ধরা যায়।"

খবরটা শুনে কলিন-ও স্বস্তি পেলো। তারমানে আজকের মতো অর্ডারের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। ওরা নিশ্চয়ই এতগুলো SCO19-এর লোক বিল্ডিং এ থাকা অবস্থায় কিছু করার সাহস করবে না। ওরা এতটা বেকুব না।

সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে SCO19-এর লোকজন আবার মিউজিয়ামের গেটের কাছে জড়ো হচ্ছে।

BanglaBook.org

"ওখানে কি হচ্ছে?" একজন গার্ড একটা স্ক্রিন দেখালো যেখানে দেখা যাচ্ছে যে SCO19-এর লোকেরা একটা গ্যালারির প্রদর্শনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"কোন গ্যালারি ওটা?" অ্যাটকিনস জিজ্ঞে করলেন।

"রোমান গ্যালারি," সিকিউরিটি অফিসারটা জবাব দিলো। "মনে হয় ওখানকার কোনো কিছু দেখে ওদের ভালো লেগেছে।"

রোমান গ্যালারির একজন SCO19 অফিসার মাথা ঝাঁকাতেই তিনজন লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্যালারি থেকে বের হয়ে আসা শুরু করলো। পিছনে আসছে একজন মহিলাকে।

অ্যাটকিনস সিকিউরিটি অফিসারের দিকে তাকালেন। "সবগুলো গ্যালারি না খালি করে দেওয়া হয়েছে?"

সিকিউরিটি অফিসারকে কেমন দিশেহারা দেখালো। "হ্যাঁ, সেটাই করা হয়েছে। আমাকে সবাই সেটা নিশ্চিত করেছে।"

"তাহলে ইনি ওখানে কি করছিলো?" অ্যাটকিনস মাত্রই দেখা যাওয়া মহিলার দিকে ইঙ্গিত করলেন। মহিলাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ক্যামেরার আওতার বাইরে চলে গিয়েছে। একটু পরেই আবার দেখা গেলো। এবার সিঁড়িতে। এখনও SCO19-এর লোকদের পিছু পিছু আসছে।

"হয়তো উনি কোনো ভাবে থেকে গিয়েছিলেন... আমি জানি না," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সিকিউরিটি অফিসার। "তবে এখন উনি ভালো লোকদের সাথেই আছে। আর হুমকিদাতাকেও শায়েস্তা করা হয়েছে। আমার মনে হয় চিন্তার কিছু নেই।"

অ্যাটকনস ব্যাপারটায় খুশি হতে পারলেন না। "কয়েকজনকে এখুনি ঐ গ্যালারিতে গিয়ে একবার দেখে আসতে বলো তো। এখুনি।"

মনে ভিতর কেন যেন খুঁতখুঁত করছে ওনার।

BanglaBook.org

৭৯

জুলাই, খ্রিস্টপূর্ব ৫৪
স্টোর নদীর কাছাকাছি, ইংল্যান্ড

জুলিয়াস সিজার যদি আবেগের বশবর্তী হওয়া মানুষ হতেন তাহলে এই মুহূর্তে উনি কেঁদে দিতেন। কিন্তু দুঃসংবাদটা পাওয়ার পরেও উনি ওনার হতাশা চেপে বাইরে দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি শান্ত রাখলেন।

একটা উপকূলীয় ঝড় এসে ওনার নৌ-বহরের উপর দিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছে। চল্লিশটা জাহাজ পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আরো অনেকগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, তবে সেগুলো চেষ্টা করলে সারাই করা যাবে। তবে যা-ই করা হোক ব্রিটানিয়াতে উনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সেটা আপাতত স্থগিত রাখতে হবে।

"ডাঙ্গাতেই একটা দুর্গ বানাও," নির্দেশ দিলেন সিজার। "বহরের আস্ত জাহাজ যে কয়টা আছে- পুরো সাতশ ষাটটা জাহাজকেই তার ভিতরে ভরে রাখো। আর গল-এ লিয়ানাসকে খবর পাঠাও দ্রুত আরো কয়েকটা জাহাজ বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে।"

রোমান সৈন্যদের দশ দিন সময় লাগলো দুর্গ বানিয়ে তার ভিতর জাহাজগুলো ভরতে।

এই ফাঁকে কেল্টরা কাসিভেলানাস নামের এক গোত্রপতির নেতৃত্বে আবার সংগঠিত হয়ে গেলো।

আর বন্দীদেরকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করেও সিজার যে রহস্যের সন্ধানে এসেছেন সে ব্যাপারে কোনো সূত্র বের করা যায়নি।

এবারের অভিযানটাও তাই মনে হচ্ছে যে গতবারের মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

৮০

ফেব্রুয়ারি

৪ তারিখ

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রবেশপথ

কলিন জিম-এর সাথে দাঁড়িয়ে আছে। SCO19-এর লোকেরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। মিউজিয়ামের দর্শনার্থীরা করতালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। দুজন অফিসার সুইসাইড বোম্বারের মৃতদেহটা বহন করে নিয়ে আসছে। এদের জন্যেই আজ এতগুলো লোকের জীবন বেঁচে গিয়েছে। সবার চোখে এরাই প্রকৃত নায়ক।

হেলিকপ্টারের ভটভট শব্দ ভেসে এলো কানে। ধীরে ধীরে বাড়ছে।

"এরা দেখি চুপচাপ কাজ সারে," কলিন বললো। "আমেরিকার SWAT দল আরো বেশি নাটক করতে পছন্দ করে। তারা কালো ট্রাক-এ করে আসে, তারপর দরজা জানালা সব আটকিয়ে দেয়। টিভি আর সিনেমায় এরকমই দেখা যায়।"

"এদের ট্রাকটার তো কোনো বিশেষত্ব নেই," জিম বললো। "মনে হয় এরা সন্ত্রাসীদেরকে সতর্ক করতে চায় না। হয়তো ভীড়ের মাঝে সন্ত্রাসীদের লোকজন থাকতে পারে তাই।"

হেলিকপ্টার এখন মাথার উপরে। মাটির একদম কাছাকাছি নেমে এসেছে। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উপরে তাকিয়ে আছে। চকচকে কালো একটা যান্ত্রিক পাখি ওটা। একটু এগিয়ে সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। তবে ভটভট শব্দে বোঝা গেলো ওটা গ্রেট কোর্টের ছাদের ওপর ঝুলে আছে।

"এটা বোধহয় ওদের হেলিকপ্টার," জিম বললো। তারপর ইয়ারফোনে হাত দিয়ে কিছু একটা শুনে মাইক্রোফোনে বললো, "ও আচ্ছা, আমি এখুনি যাচ্ছি।"

"কি সমস্যা?" কলিন জিজ্ঞেস করলো। জিম ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে আর কলিনও যাচ্ছে ওর পিছু পিছু।

"অ্যাটকিনস রোমান গ্যালারিতে একবার একটু ঢুঁ মারতে বলেছেন।" অন্যমনস্কভাবে বললো জিম। ও ওর দলের বাকিদের ডাকতে ব্যস্ত।

হঠাৎ করে ইঞ্জিনের গর্জন আর টায়ারের ঘষা খাওয়ার কর্কশ শব্দে **সবাই** হতচকিত হয়ে ঘুরে তাকালো।

BanglaBook.org

গায়ে 'পুলিশ' লেখা চারটা বিশাল ফোর্ড ৬৫০ জ্যাঙ্কেল ট্রাক মিউজিয়ামের গেট পেরিয়ে সামনের খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো।

আগাগোড়া অস্ত্রে মোড়া আর SCO19-এর ইউনিফর্ম পরা একদল লোক লাফিয়ে নামলো ওগুলো থেকে।

সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম

"SCO19-এর লোক মানে?" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাটকিনস। গেট থেকে মাত্রই কন্ট্রোল রুমে খবর এসেছে যে SCO19-এর লোকেরা ফিরে এসেছে। "আবার কি চায় ওরা? হেডসেটটা দাও দেখি।"

গার্ডদেরকে নির্দেশ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হেডোসেটটা তাকে ধরিয়ে দেওয়া হলো। "ওখানে হচ্ছেটা কি থারওয়েল?" জানতে চাইলেন অ্যাটকিনস। "এরা আবার ফিরে এসেছে কেন?"

জবাব শুনে তার চেহারায় আশ্চর্য হওয়ার একটা ভাব খেলে গেলো, মুহূর্তে সেটা রূপ নিলো দুশ্চিন্তায়।

"রোমান গ্যালারিতে দেখা ওই তিনজন SCO19-এর লোক আর মহিলাটা কই?" হেডসেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাটকিনস। "হ্যাঁ, মহিলার সাথের তিন ব্যাটা।"

কন্ট্রোল রুমের সবাই দ্রুত সবগুলো স্ক্রিনে চোখ বুলালো।

ওদেরকে কোথাও দেখা গেলো না।

ওই তিনজন লোক আর সাথের মহিলা সবাই গায়েব হয়ে গিয়েছে।

গ্রেট কোর্ট

জিম ওর ইয়ারপীসে কিছু একটা শুনতে পেতেই ঝেড়ে দৌড় দিলো। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। ওর পিছুপিছু ওর দলের বাকিরাও ছুটছে।

"আবার কি হয়েছে?" দম সামলাতে সামলাতে জিজ্ঞেস করলো কলিন। জিম এর সাথে তাল রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। একসাথে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ লাফিয়ে পার হচ্ছে ওরা।

"ঝামেলা," গতি না কমিয়েই জবাব দিলো জিম। " SCO19-এর লোকেরা বলছে তারা নাকি খবর পাওয়া মাত্র যত দ্রুত সম্ভব এখানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তারা আসলো-ই নাকি এই মাত্র। আর এখনও মিউজিয়ামের ভিতর SCO19-এর তিনজন লোক রয়ে গিয়েছে। তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে..." জিমের কথার মর্মার্থ ধরতে পেরে কলিনের মুখের কথা মুখেই আটকে গেলো। মনে হলো কেউ জেনো ওর হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," জিম জবাব দিলো। "আগে যারা এসেছিলো তারা ভুয়া।"

ওরা ততক্ষণে তিনতলায় পৌঁছে গিয়েছে। ঝড়ে বেগে ওরা একটু আগে যে গ্যালারিটা পাহারা দিচ্ছিলো সেখানে ছুটলো।

কলিনের মনের কু ডাকটা-ই সত্যি হলো।

কয়েনটা নেই।

সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম

"ধূর, শালা!" রাগ ঝাড়লেন অ্যাটকিনস। "ঐ লোকগুলো আর মেয়েটাকে খুঁজে বের করো। গ্যালারিতে ওরা এই কাজই করছিলো। শালার কয়েনটা চুরি করছিলো।"

"জিম ব্রাডি ছাদে যাচ্ছে। আরো লোক পাঠাতে বলেছে," হেডসেট পরা গার্ডটা বললো।

নীচে সদ্য আসা SCO19 সদস্যদের কাছেও দ্রুত খবর পৌঁছে দেওয়া হলো।

ওদের লক্ষ্য এখন আরেকটা। সুইসাইড বোম্বার নিয়ে আর চিন্তা না করলেও চলবে।

এখন একটা চোর ধরতে হবে।

BanglaBook.org

৮১
রোমান গ্যালারি

কলিন আর জিম কাচের ভিতর করা গোল ছিদ্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। পেশাদার কাজ। একটা হীরা বসানো গ্লাস কাটার দিয়ে এরকম একটা ছিদ্র করতে কয়েক মিনিট লাগার কথা। কিন্তু সবাই সুইসাইড বোম্বার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কাচ কেটে কয়েনটা হাপিস করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছে চোরটা।

দারুণ বুদ্ধি ফেঁদেছে ওরা, মনে মনে ভাবলো কলিন। প্রচার মাধ্যমে এই খবরটা হয়তো আসবে-ও না। সবাই ব্যস্ত থাকবে সুইসাইড বোম্বারকে নিয়ে। বিশেষ করে প্যারিস আর ব্রাসেলসে-এ সাম্প্রতিক হামলার পরে এটাতো এখন হট টপিক।

কলিন এখন ভাবছে যে ওরা কি আসলেই ও বোম্বারটাকে মেরেছে নাকি ওটা ছিলো অভিনয়?

"হেলিকপ্টার!" কলিনের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেলো। "আপনি নিশ্চিত যে ওটা SCO19-এর?"

জিম ওর দিকে তাকালো। "আসলেই তো। চেক করে দেখা দরকার।" তারপর ওর মাইক্রোফোনে বললো, "আমি ছাদে যাচ্ছি। ভুয়া SCO19-এর লোকদের কাছে অস্ত্র আছে। আমি ওদেরকে আটকাতে পারবো না। আমার ব্যাকআপ দরকার। এখুনি।"

বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই ও রুম ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। কলিন কিছু করার বা বলার সময়-ই পেলো না।

কলিন এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো। জিম এর মতো ওর কাছেও কোনো অস্ত্র নেই। তবে জিমের এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষণ আছে, ওর নেই।

বাকি গার্ডেরাও জিমের পিছু নিলো। ফলে কলিন একাই রয়ে গেলো গ্যালারিতে।

ও মন শক্ত করে গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে সর্বশেষ গার্ডটার পিছু নিলো।

BanglaBook.org

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ছাদ, লন্ডন

ডি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ছাদে দাঁড়িয়ে নীচের শহরটা দেখছে। চেহারায় একটা নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি।

ওর পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কাজে লেগেছে। 'সুইসাইড বোম্বার'-এর খোজ পাওয়া মাত্র আতংকের যে দশা সবাইকে পেয়ে বসেছিলো সেটা দারুণভাবে কাজ করেছে। খবর পাওয়ামাত্র ছুটে আসা SCO19 সদস্যেরা যে আসলে অন্য কিছুও হতে পারে একথা কারো কল্পনাতেও আসেনি।

একেবারে দুর্দান্ত কভার। গ্যালারিগুলো থেকে দর্শনার্থী আর গার্ডদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো, আর সবার দৃষ্টি ছিলো সুইসাইড বোম্বার-এর দিকে। ফলে ওর জন্যে কয়েনটা চুরি করা ছিলো একেবারে পানির মতো সহজ কাজ। অবশ্য ও CCTV ক্যামেরাগুলো বন্ধ করতে পারেনি, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আসলে কি ঘটেছে সেটা ধরতে ধরতে ও এখান থেকে পগারপার হয়ে যাবে।

আসল SCO19 সদস্যেরা চলে এসেছে, তবে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন ও যাবে এয়ারপোর্টে।

পেনি-কে খুন করার পরেই ও সবগুলো এয়ারপোর্টে লোক লাগিয়ে দেয়।

কারণ বিজয় সিং-ও যদি কয়েনগুলোর খোঁজ জানে আর অস্ত্রটার খোঁজ করে তাহলে অবশ্যই তাকে দেশের বাইরে যেতে হবে।

একবার ভেবেছিলো কেয়ার্নপাপ্পল পাহাড়ে ওটা বিজয় ছিলো কিনা। কিন্তু না, ওটা বিজয় ছিলো না। কিন্তু বিজয় নিশ্চিত এখন জানে যে ও ছাড়াও আরো কেউ একজন অস্ত্রটার পিছনে লেগেছে। আর বিজয়ের মাথায় অনেক বুদ্ধি, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ও সহজেই বেরকরে ফেলবে যে সেই আর কেউটা হচ্ছে অর্ডার। আর তখন ও অবশ্যই অর্ডারের আগেই অস্ত্রটার কাছে পৌছাতে চাইবে। তার মানে ও গাড়ি বা ট্রেনের চাইতেও দ্রুতগতির কিছু একটায় করে যাবে নিশ্চয়ই। যদি না অস্ত্রটা লন্ডনের আশেপাশে থাকে। তবে ওর মনে হয় না যে অস্ত্রটা লন্ডনে আছে।

মিউজিয়ামে ঢোকার পরেই ওর কাছে খবর আসে যে বিজয় সিং এবারডিন হয়ে অর্কনী দ্বীপের একটা ফ্লাইটে উঠেছে।

অর্কনী দ্বীপপুঞ্জ!

ডি-র মাথায় জীবনেও এই জায়গাটার নাম আসতো না। কিন্তু বিজয় ওখানে গিয়েছে মানে ওকে-ও ওখানে যেতে হবে।

BanglaBook.org

বিজয়ের চাইতে ও একটা সুবিধা বেশি পাচ্ছে ওর ব্যক্তিগত বিমান আছে। তার মানে কমবেশি মাত্র দুই ঘন্টার মাঝে ও অর্কনী দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারবে।

বিজয় কি কয়েনের মধ্যে লুকানো গোপন সূত্র উদ্ধার করতে পেরেছে?

ডি নিজের মনেই হাসলো।

এত ভেবে কাজ নেই। শীঘ্রই দেখতে পাবে বিজয় কি কি করেছে।

BanglaBook.org

৮২

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ছাদ, লন্ডন

হেলিকপ্টার থেকে রশি ফেলা হলো। চারটা রশি। ডি-র জন্যে একটা। ভুয়া SCO19 সদস্যদের জন্যে তিনটা।

ডি রশিটা নিজের সাথে বেঁধে ফেলা মাত্র সিঁড়িঘরের দরজায় জিমকে দেখা গেলো।

ভুয়া SCO19 সদস্যদের দেখতে পেয়ে জিম চেঁচিয়ে উঠলো। ওর দলের বাকিরা তখনও কয়েক ধাপ পিছনে। সবার শেষে আসছে কলিন।

চোরেরা পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জিম সাত পাঁচ না ভেবেই সেদিকে দৌড় দিলো। ওর ব্যাকআপ টিম তখনও এসে পৌঁছেনি। তারা এখনও সিঁড়িতে। কিন্তু তারা এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এরা পালিয়ে যাবে।

যে করেই হোক ওকে এদেরকে থামাতেই হবে।

দলের বাকিরাও ছাদে এসে পৌঁছালো।

জিম দুটো দলের ঠিক মাঝখানে আছে এখন। চোরের দলটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জিমের দলটা একযোগে সেদিকে এগিয়ে গেলো।

ডি আগুয়ান সিকিউরিটি গার্ডদের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়াই মিউজিয়াম ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলো ও। রক্তপাত করার কোনো ইচ্ছে ওর নেই।

এমন না যে রক্তপাত ও পছন্দ করে না।

কিন্তু নিশ্চুপে চুরি করে পালিয়ে যেতে পারলে সেটা খুব বেশি বড় কোনো খবর হবে না। বিজয় সিং এর পিছনে যদি সত্যি কোনো শক্তিশালী সংগঠন থেকে থাকে তাহলে তারা কয়েন চুরি আর ভুয়া SCO19 অভিযানের খবরটা চেপে যাওয়া হবে। প্রচারমাধ্যমকে শুধুমাত্র সুইসাইড বোম্বারের ঘটনাটা জানানো হবে।

কিন্তু গার্ড মারা পড়লে বিশেষ করে তারা যদি মিউজিয়ামের হয় তাহলে ব্যাপারটা লুকানো যাবে না।

আবার আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো ডি-র। মিউজিয়াম বা বিজয়ের সংগঠন কোনোটাই সম্ভবত মৃত গার্ডের খবর প্রকাশ করবে না।

BanglaBook.org

কারণ গত বছর প্রিজম চুরির যে চেষ্টাটা করা হয়েছিলো সেটা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

তারমানে ব্যাপারটা আসলে অতটা গুরুতর না।

তবে তাতে অবশ্য গার্ডদের দোষ কমে না। এদেরকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।

"গ্লাক," বললো ডি। পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওর হাতে একটা হ্যান্ড গান ধরিয়ে দিলো।

হেলিকপ্টারের কপিকল চালু হয়ে গিয়েছে। রশিগুলো একটা ঝাঁকি খেয়ে টানটান হয়ে চারজনকেই উপরে ওঠাতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে হেলিকপ্টারের দিকে উঠে যাচ্ছে।

ডি সিকিউরিটি গার্ডদের প্রধানের দিকে তাক করলো বন্দুকটা। ডি-র নিশানা ভালো তবে ও ঠিক চোখের মাঝখানে গুলি করতে চাচ্ছে না।

মানে এখনই না।

লোকটা ভাবছে যে সে ডি-কে পালাতে দেবে না।

ডি-ও ওকে দেখাবে ও কি পারে।

ও প্রথমে গুলি করলো লোকটার ডান হাটুতে।

সামনের গার্ডটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। ডি একটা ইঙ্গিত করতেই বাকিরাও গুলি করা শুরু করলো। ফলে পিছনের গার্ডেরাও যেন অদৃশ্য কোনো দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেলো। তারপরেও দেখা গেলো ডি-র গুলি খেয়ে ধরাশায়ী লোকটা উঠে দাঁড়ানোর জন্যে সংগ্রাম করেই যাচ্ছে।

ওরা এখন হেলিকপ্টার থেকে মাত্র এক ফুট নীচে ঝুলছে।

এখন আর একটা গুলি করতে হবে। তাহলেই ব্যাটা বুঝবে।

ডি সোজা জিম-এর চোখের দিকে তাকালো। জিম বহু কষ্টে পিছনে হাত দিয়ে অর্ধেক উঠে বসেছে।

ডি সোজা ওর কপাল বরাবর গুলি করলো।

BanglaBook.org

ছাদে ওঠার সিঁড়ি

গুলির শব্দ শুনে কলিন থমকে দাঁড়ালো। ছাদের সিঁড়িঘর থেকে মাত্র কয়েকটা ধাপ দূরে আছে ও।

একটা গুলির পর একেবারে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। তারপর আর একটা গুলি।

সবচে খারাপ চিন্তাটাই মাথায় এলো ওর।

হেলিকপ্টারের পাখার ভটভটানি কমে আসছে।

সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে বুটের মচমচানি শোনা গেলো। SCO19 সদস্যদের একটা দল দৌড়ে উপরে উঠছে।

কলিন দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের জায়গা করে দিলো। লোকগুলো বন্দুক উচিয়ে ছাদে ঢুকে গেলো।

কলিনও গেলো তাদের পিছু পিছু। জিম আর বাকি সিকিউরিটিরা নিজেদের রক্তের পুকুরে শুয়ে আছে।

হেলিকপ্টারটা আকাশে একটা ক্রম ক্ষীয়মাণ বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

একগাদা নির্দোষ মানুষ মারা পড়লো আজ।

সেই সাথে কয়েনটাও চুরি হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

৮৩
মেইনল্যান্ড, অর্কনী

কার্কওয়াল বিমানবন্দরে নামতেই বিজয় স্বস্তির একটা নিস্বাস ফেললো। বিমানের জানালায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। বিমানটা ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে পার্কিং এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন।

যাত্রাটা মাত্র পয়ত্রিশ মিনিটের ছিলো, কিন্তু আকাশে কালো মেঘ থাকায় ছোট্ট টার্বোপ্রপ বিমানটা বাতাসের তোড়ে এত বেশি ঝাঁকি খেয়েছে যে বিমানে যাত্রীদের একেবারে দফারফা হয়ে গিয়েছে। এয়ারহোস্টেসরা অবশ্য নানাভাবে সবাইকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কাজ হয়নি।

বিজয় আর হ্যারি ঝটপট টারমাকে মেনে এলো। বৃষ্টি আর বাতাস থেকে বাঁচতে উইন্ডচিটারের কলার উঁচু করে দিয়েছে। বিজয় আগেই অর্কনী সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছে। তাই সাথে বৃষ্টি আর বাতাস থেকে বাঁচার মতো যথেষ্ট উপকরণ নিয়ে এসেছে। ওদের সমস্ত কাপড়চোপড় ওয়াটারপ্রুফ। সাথে এনেছে হেভী ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুট। কাদার মধ্যে হাঁটা বা পাহাড় বাওয়া নিয়ে আর চিন্তা নেই।

টার্মিনালে ঢুকে বের হওয়ার দরজার দিকে আগাতে আগাতে বিজয় নিজের মোবাইল চালু করলো।

এলিস একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। বিমান থেকে নামামাত্র ফোন করতে বলেছে।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করার ব্যবস্থা করতে লাগলো আর বিজয় এলিসকে কল দিলো।

"তোমাদের কাজে লাগার মতো একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি," ফোন ধরে জানালো এলিস। বিজয় কাল রাতেই কলিনকে বলেছিলো যেন এলিস আর গোল্ডফেল্ডকে বলে যে আজ সকালে যেন তারা নতুন কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

"বলো শুনি।"

"আমরা অর্কনী দ্বীপের মানচিত্রটা নিয়ে অনেকক্ষণ গবেষণা করেছি। বিশেষ করে যেসব এলাকায় বড় বড় পাথরের স্থাপনাগুলো আছে সেখানে। মনে আছে কয়েনের মাঝে যে তিনটা উঁচু জায়গা আছে, যেটাকে আমরা

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম যে খুঁত, সেটা আসলে সম্ভবত কোনো সূত্র। একটা উঁচু জায়গা হচ্ছে রৌজি দ্বীপে। বাকি দুটো মেইনল্যান্ডে। অনেক আলোচনার পর সল আর আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ওই উঁচু জায়গাগুলো আসলে কোনো কারিগরি ত্রুটি না বরং ইচ্ছা করেই ওখানে ওভাবে বানানো হয়েছে।"

"তার মানে বলতে চাচ্ছ ঐ উঁচু জায়গাগুলো কোনো নির্দিষ্ট একটা জায়গা নির্দেশ করছে? "

"সম্ভবত। কারণ, কয়েন তিনটা যদি অস্ত্রটার অবস্থান নির্দেশক-ই হয় তাহলে কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেটা কি চিহ্নিত থাকা উচিত না? দ্বীপপুঞ্জে প্রায় সত্তরটা দ্বীপ আছে। সিজারকে অস্ত্রের অবস্থানটা বলে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু উনিতো কখনো অর্কনীতে যান নি। তাই উনি কিভাবে বুঝবেন যে কোন দ্বীপ আসলে কোনটা? সম্ভবত তিনটা বিন্দু একটা ত্রিভুজ গঠন করছে যার মধ্যে গোপন অবস্থানটা অবস্থিত। অথবা ওগুলো হয়তো অর্কনীর এত এত মেগালিথগুলোর মাঝের তিনটাকে নির্দেশ করছে। হয়তো ঐ তিনটার একটাতেই অস্ত্রটা লুকানো। আমাদের ধারণা ঠিক কিনা বা ঠিক হলে কোনটা যে ঠিক সেটা বুঝতে পারছি না। তাও ভাবলাম যে তোমাকে জানাই।"

হ্যারি পথ দেখিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে এসে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো। গাড়ি চালু করে এয়ারপোর্ট ছেড়ে কার্কওয়াল যাওয়ার রাস্তায় উঠে এলো।

"ভালো জিনিস-ই বের করেছ," বিজয় বললো। "হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হোটেলে ফিরেই চেক করবো। একটা উঁচু বিন্দু রৌজি দ্বীপে বললে না? ওটা মেইনল্যান্ডের ঠিক উত্তরের দ্বীপটা না?"

"ইয়াপ," এলিস বললো।

"ভালো কাজ করেছ তোমরা। এখন অন্তত শুরু করার মতো কিছু একটা পেলাম। কি করবো তা ভেবে মরছিলাম এতক্ষণ।"

হ্যারি ততক্ষণে আয়ার হোটেলের ছোট্ট পার্কিং লটে এনে গাড়ি থামিয়েছে। ওরা ল্যান্ড রোভারটার পিছন থেকে নিজেদের ব্যাগ নামিয়ে হোটেলের রিসেপশনের দিকে আগালো।

"ওয়েলকাম," রিসেপশন ডেস্কের সুন্দরি মহিলা ওদেরকে স্বাগত জানালো। "মি সিং আর মি ব্রিগস? আপনারা তিনরাতের জন্যে রুম ভাড়া নিয়েছেন, তাই আপনাদের জন্যে বন্দরের দিকে মুখ করা রুম দিয়েছি।"

"অনেক ধন্যবাদ," হাসিমুখে বললো বিজয়। তারপর হ্যারিকে তাড়া দিলো, "চলো যাই। জুলি ডিকেন্স যে কোনো সময় চলে আসতে পারে।"

ওদের এই অর্কনী ভ্রমণ খুব দ্রুত আয়োজন করতে হয়েছে। ফলে কি করা হবে না হবে সেটার পরিকল্পনা ঠিকভাবে করা যায়নি। বিশেষ করে অস্ত্রটা

BanglaBook.org

কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা না থাকায় ঝামেলাটা বেঁধেছে। গোল্ডফেল্ড জুলিয়া ডিকেন্স নামে ওনার এক প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুকে ফোন করে দিয়েছেন। জুলিয়া অর্কনীতেই থাকেন আর এখন মেইনল্যান্ডের ব্রডগার অন্তরীপে যে দলটা খননকার্য চালাচ্ছে তাদের সাথে কাজ করছেন। বেলা সাড়ে এগারোটায় বিজয় আর হ্যারির সাথে ওদের হোটেল রুমে দেখা করতে রাজি হয়েছেন উনি।

বিজয় আর হ্যারি দ্রুত লিফটে চড়ে তিনতলায় উঠে যার যার রুমে ব্যাগ রেখে আবার নীচে নেমে এলো। নেমে দেখে লাল মুখের একজন মধ্যবয়সী হাসিখুশি মহিলা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

"হাই! আমি জুলি," নিজের পরিচয় দিলেন উনি। বিজয় আর হ্যারি করমর্দন করে যার যার পরিচয় দিলো।

"সল বললো আপনাদের নাকি কি সাহায্য লাগবে কিন্তু কি সাহায্য লাগবে সেটা আসলে ঠিক করে বলেনি," মৃদু হেসে বললেন জুলিয়া। ওরা ততক্ষণে হোটেলেরই একটা অভিজাত রেস্টুরেন্টে এসে বসেছে। "সমস্যা নেই, যে কোনো সাহায্য করতে পারলেই আমি খুশি। ও অবশ্য মেগালিথগুলোর কথা বলেছিলো।" বলতে বলতে উনি একটা পাতলা বই বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। "আপনার জন্যে। আমার মনে হয় কাজে লাগবে আপনার।"

"থ্যাংক ইউ জুলি," বইটার নাম পড়তে পড়তে বললো বিজয়। ওটা হচ্ছে অর্কনীতে ভ্রমনের একটা গাইড বই। এলিস ওকে উঁচু বিন্দুগুলো সম্পর্কে জানিয়েছে বলে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো বিজয়। তা নাহলে এই আলোচনার কোনো উদেশ্য বা ফলফল থাকতো না। কিন্তু এলিসের কথা যেহেতু সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই এখন ও একটা ফলপ্রসূ আলোচনার আশা করতেই পারে। "আমরা আসলে আপনার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটা ধাঁধার সমাধান করতে চাই।"

"ওহ! একটা ধাঁধা," জুলি আবার হাসলেন। "মজার তো। আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু ধাঁধার সাথে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক কি?"

বিজয় এই আলোচনার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। গত রাতেই ও কয়েনগুলোর ছবির একটা প্রিন্ট করে রেখেছে। কিন্তু এলিসের সাথে কথা বলার পরে মনে হচ্ছে ওর হয়তো কয়েনের পুরো মানচিত্রটা না-ও লাগতে পারে। ও শুধু ওই উঁচু বিন্দু যে কয়েনটায় আছে সেটার ছবি বের করলো। "আপনি কি কষ্ট করে অর্কনীর এই তিনটা জায়গা কোথায় তা বলতে পারবেন?" বিজয় ছবির উপরের তিনটা বিন্দু দেখালো।

জুলিয়া আগ্রহ নিয়ে ম্যাপটা দেখলেন। "দ্বীপগুলোর আকৃতি ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না," দেখা শেষে বললেন উনি। "এটা সত্যিকারের কোনো

BanglaBook.org

মানচিত্র না, তাই না?" জিজ্ঞাসু চোখে উনি বিজয়ের দিকে তাকালেন।

"না," বিজয় স্বীকার করলো। "ছবিটা একটা কয়েনের উপর আঁকা ছিলো। আমাদের ধারণা ওটা অর্কনীর সাথে সম্পর্কিত। আর আকৃতি দুটোর সাথে মেইনল্যান্ড আর রৌজি দ্বীপের ব্যাপক মিল।"

"কয়েনের উপর," নিজের মনে বিড়বিড় করলেন জুলিয়া। তার মনোযোগ আবার ফিরে গিয়েছে কাগজটার উপর। "দারুণ তো। হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি বলছে যে এগুলো দেখতে মেইনল্যান্ড আর রৌজি-র মতো।" তারপর মুখ তুলে বললেন, "সত্যি কথা হচ্ছে আপনি না বলে দিলে আমি মিলটা ধরতে পারতাম না। তবে এটা যদি কয়েনের উপর আঁকা থেকে থাকে তাহলে কেন এটা নিখুঁত করে আঁকা হয়নি সেটা বোঝা যাচ্ছে।"

বিজয় ভাবলো একবার জুলিয়াকে বলে যে তার ধারণা সঠিক। কয়েনগুলোর উদ্দেশ্যই ছিলো মানচিত্রটার আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখা। একমাত্র সিজার-এর জানা ছিলো যে কয়েনে আসলে অর্কনী দ্বীপের মানচিত্র আঁকা। আর কেউই বুঝতো না যে এটা একটা মানচিত্র। বহুত চিন্তা-ভাবনা গবেষণার পর বিজয় বুঝেছে যে এটা আসলে কি। বিজয় জানে যে সিজার শুধুমাত্র একজন ধূর্ত সেনাপতি-ই না তার মেধা আর সমস্ত জিনিসেও সমান ভাবে ব্যপ্ত ছিলো।

জুলি আবার ম্যাপটা পরীক্ষা করে দেখছেন। "আমি অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না," কয়েক মিনিট চুপচাপ চিন্তা করার পর জবাব দিলেন উনি। "তবে আমার মনে হয় একটা জায়গা আমি চিনতে পেরেছি। আর দ্বিতীয় জায়গাটা সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাকে দিতে পারি। তবে তৃতীয়টা আসলে কোথায় সেটা বের করা শক্ত।"

বিজয়ের ফোন বেজে উঠলো। কলিন ফোন করেছে এবার। বিজয় টেবিল ছেড়ে উঠে একটু দূরে গিয়ে ফোনটা রিসিভ করলো। কলিন মিউজিয়ামে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেলো, বিজয়ও চুপচাপ শুনলো সব।

"বুদ্ধিতো ভালোই করেছে," কলিনের বলা শেষে বললো বিজয়। "যাই হোক। অর্ডার যে অস্ত্রটার পিছনে লেগেছে সে ব্যাপারে যেটুকু সন্দেহ ছিলো তা-ও আর থাকলো না। এরকম কিছু করার মতো সামর্থ্য ওরা বাদে আর কারো নেই।"

বিজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে কলিন কিছুটা অবাক হলো। ও ভেবেছিলো গ্রেট কোর্টের ঘটনায় বিজয় আরো অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। কিন্তু ওর পুরো মনোযোগ দেখা গেলো এই মুহূর্তে অর্ডারের দিকে নিবদ্ধ। কলিন চিন্তাটা একপাশে সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এর মানে হচ্ছে আমরা যা ভেবেছিলা তার

BanglaBook.org

চাইতেও আরো অনেক আগেই অর্ডার অর্কনী দ্বীপে পৌঁছে যাবে।" বিজয়কে বললো কলিন।

"হুম," বিজয়ও সম্মত হলো। "সম্ভবত আজ-ই চলে আসবে। আমি নিশ্চিত ওরা আমার আর তোমার গতিবিধির উপর নজর রাখছে। ওরা নিজেরা নিজেরা সূত্র খুঁজে খামাখা সময় নষ্ট করবে না।"

"গুড লাক," ফোন কাটার আগে বললো কলিন। "আশা করি ওরা ওখানে পৌঁছার আগেই তোমরা জায়গাটা খুঁজে পাবে।"

BanglaBook.org

৮৪
কয়েনের মানচিত্র

"একটা কথা মাথায় রাখবেন," জুলিয়া বললেন। "এ জায়গাগুলো কোনটা হতে পারে সেটা কিন্তু আমি এখনও টিকে আছে বা আমরা জানি এমন সব জায়গার ভিত্তিতে করেছি। তাই এই জায়গাগুলো যদি এখনও না থাকে বা এখনও আবিষ্কৃত না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমার ধারণা ঠিক হবে না।"

বলে উনি একটা বিন্দুর উপর আঙুল রাখলেন। জায়গাটা মানচিত্রের নীচের দিকে। "যেমন এটা। এটা স্টেনেসের আশেপাশের যে কোনো একটা জায়গা হতে পারে। রিং অফ ব্রডগার, স্টেনেসের খাঁড়া পাথর, মায়েস হাও, বার্নহাউস গ্রাম... এগুলোর যে কোনোটাই হতে পারে। অথবা হতে পারে ব্রডগার অন্তরীপ। জায়গাটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে এটার কথা কেউ জানতো না। এটা যদি ব্রডগার অন্তরীপ হয় তাহলে আর পনের বছর আগে আমাকে ম্যাপটা দেখালে বলতে পারতাম না। বুঝেছেন আশা করি।"

এরপর উনি নীচের ডানদিকের বিন্দুটায় আঙুল রাখলেন। "এটা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তবে বিন্দুগুলো যদি এখনও বর্তমান এমন জায়গাকেই বোঝায় তাহলে। ওখানে মাত্র একটা জায়গা-ই আছে। জায়গাটা তানকার্নেসে। এটাকে বলা হয় মাইন হাও। জায়গাটা খুবই রহস্যময়। এখনপর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি যে ওটা কেন বানানো হয়েছিলো।"

"আর তৃতীয়টা?" উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলো বিজয়। "রৌজি দ্বীপেরটা?"

জবাব দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবলেন জুলি। "ওটা একসাথে লাগানো দুটো জায়গার যে কোনো একটা হতে পারে। দুটো অবশ্য দুই সময়ে বানানো। একটা হচ্ছে মিড হাও দুর্গ। ওটা লৌহ যুগে বানানো। আর একটা হচ্ছে মিড হাও সমাধিক্ষেত্র। এটা তৈরি নব্য প্রস্তর যুগে। এদুটোর একটা-ই হবে। মানে যদি আমরা শুধু জানা জায়গাগুলো আমলে নেই।"

বিজয় নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো। "এখন কি রৌজিতে গিয়ে মিড হাও দুটো ঘুরে আসা সম্ভব?"

জুলিও নিজের ঘড়ি দেখলেন। "এগারোটা পঞ্চাশে একটা ফেরি আছে। ওটা ধরতে পারবেন না। তবে পৌনে তিনটায় একটা আছে। ওটায় চাইলে যেতে পারবেন।"

BanglaBook.org

"আমরা তাহলে আগে মায়েস হাও আর স্টেনেস এর জায়গাগুলো দেখে আসি। তারপর এসে ফেরি ধরবো।" বিজয় হ্যারির দিকে তাকালো। "তারপর ওখানে ঘুরে এসে মাইন হাওটা দেখবো।"

"ঠিক আছে," হ্যারি এমন স্বরে উত্তর দিলো যে এ ব্যাপারে ওর কিছুই বলার নেই।

"অত দেরিতে একা মাইন হাওতে যেতে পারবেন না," জুলিয়া হেসে বললেন। "চাইলে আমি সাথে গিয়ে আপনাদেরকে জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। আমার আজ তেমন কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করেই রাখিনি। সল বললো যে আপনাদের সাহায্য দরকার। কিন্তু কতটা দরকার তা তো জানতাম না।"

"ওহ! বাঁচালেন," বিজয় আপ্লুত হয়ে গেলো। "আপনার সমস্যা হবে না তো? আপনি সাথে গেলে আমরা খুবই খুশি হবো। আমরা কিছুই চিনিনা। আর আপনার জ্ঞান-ও আমাদের অনেক কাজে লাগবে।"

বিজয় হ্যারিকে একটা খোঁচা দিতেই সে-ও সাথে সাথে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ। দারুণ হবে।"

"ঠিক আছে তাহলে," জুলিয়া বললেন। "চলেন যাই।"

টিংওয়াল, অর্কনী

বিজয়ের সামনে ফেরিটা এসে ঘাটে থামলো। তারপরেই ওটার সামনের অংশটা ভাজ খুলে একটা পাটতন তৈরি করলো। ফেরির গাড়ীগুলো ওটার উপর দিয়ে নামা শুরু করলো।

বিকেল জুড়ে ওরা স্টেনেসের জায়গাগুলো ঘুরে দেখেছে। সবগুলো জায়গা কেমন সম্ভ্রম জাগানিয়া। রিং অফ ব্রডগার-এ সাতাশটা পাথর খাঁড়া আছে এখনও। প্রায় ষাটটা পাথর মিলে চক্রটা গঠিত হয়েছিলো। স্টেনেসের খাঁড়া পাথর বলে যে জায়গাটা সেখানে আগে বারোটা পাথর ছিলো। এখন আছে চারটা। চক্রের মাঝে একটা ছোট গহ্বর। বার্নহাউস গ্রামটা আসলে কোনো একটা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ। মাত্র একফুট লম্বা ওটা। রিং অফ ব্রডগারের কাছেই। আর সবার শেষে ওরা গিয়েছে মায়েস হাওর সমাধি স্তম্ভে। স্থাপত্য আর জ্যোতির্বিদ্যার এক চমৎকার নিদর্শন ওটা। ওদের ভাগ্য ভালো যে আজ বেশি মানুষ ছিলো না ওখানে। ফলে আগে থেকে বুকিং না করেও ঢুকতে পেরেছে। সমাধিটার ভিতরে একটা বিশাল কক্ষ, তার একপাশে তিনটা ছোট কক্ষ। মাঝের কক্ষের চার কোণ দিয়ে চারটা বিশাল স্তম্ভ উপরে উঠে গিয়েছে। দক্ষিণায়নের দিনে সমাধির প্রবেশমুখ দিয়ে আলো প্রবেশ করে একেবারে ভিতরটা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। প্রতিটা জিনিস দেখে শ্রদ্ধায় বিজয় আর হ্যারির মনটা ভরে গিয়েছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ভ্রমণটা দারুণ হলেও, কয়েনের সাথে ওগুলোর কোনো সংযোগ খুঁজে বের করতে পারেনি ওরা। জুলি আগেই বলেছেন যে এই জায়গাগুলোর যে কোনোটাই কয়েনের একটা বিন্দু হতে পারে।

ফেরির এক লোক ইঙ্গিত দিলো যে এখন ফেরিতে গাড়ি ওঠানো যাবে। হ্যারি ল্যান্ড রোভারটাকে ফেরিতে এনে তুললো। ওখানে ওরা গাড়ি থেকে নেমে একটা কেবিনে গিয়ে বসলো।

দিগন্তে সূর্য ডুবতে বসেছে। ফেরি ঘাট ছাড়তেই অন্ধকারও ঝেঁপে আসতে শুরু করলো।

সাগরে ঢেউ ছিলো, তবুও পচিশ মিনিট লাগলো রৌজি পৌঁছাতে। ঘাটে পৌঁছাতেই ওরা ফেরি থেকে নেমে এলো ঝটপট।

মিড হাও যাওয়ার রাস্তাটা খুব সোজা। দ্বীপের চারধার জুড়ে একটা মাত্র রাস্তা চলে গিয়েছে। মিড হাও ঠিক ওটার পাশেই।

"অর্কনীর আর সব স্মৃতিস্তম্ভের মতোই মিড হাওরও কোনো ছাদ নেই। আসলে খ্রিস্টপূর্ব পচিশশো সালের দিকে সব স্মৃতিস্তম্ভের ছাদ ভেঙ্গে ফেলার একটা প্রচলন ছিলো। সব জায়গায় একসাথে কাজটা হয়নি, তবে ধরণটা একই রকম। সম্ভবত পুরনো রীতিনীতিকে সরিয়ে নতুন কোনো ধর্মবিশ্বাস তখন জন্ম নিচ্ছিলো হয়তো।" জুলি রাস্তার পাশের ছোট ছোট স্থাপনা দেখিয়ে দেখিয়ে বলে চলেছেন। "ওটা টাইভারসো টুআক-এর দুইতলা স্তম্ভ, ওটা ব্লাকহ্যামার এর সমাধিক্ষেত্র, ওটা ইয়ার্সো এর নৌই।"

অবশেষে ওরা রাস্তার ধারে সমুদ্রের দিকে মুখ করা ছোট একটা কার পার্কে এসে উপস্থিত হলো। গাড়ি থেকে ঘনায়মান অন্ধকারে নেমে আসতেই বিজয় আর হ্যারি খেয়াল করলো ওরা পাহাড়ের গায়ে প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছে। আশপাশটা হিদারের ঝোপ দিয়ে ভরা। অনেক নীচে, সমুদ্রতীরের কাছে বিমানের হ্যাঙ্গারের মতো বিশাল একটা দালান দেখা যাচ্ছে।

"আসুন," জুলিয়া বললেন। "সমাধিক্ষেত্রটা ওই দালানের ভিতরে। উইলিয়াম গ্রান্ট বানিয়েছেন ওটা। খুঁড়ে বের করার পর ওটার যা অবশিষ্ট আছে তা রক্ষা করার জন্যে বানিয়েছিলেন উনি।"

ওরা সেদিকে নামা শুরু করলো। তিনটা সোপান পার হতে হলো ওদের।

"এই সোপানগুলো প্রাকৃতিক," জুলিয়া বললেন। "এই জায়গার একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য জিনিসটা। আমাদের হাতে যদি সময় থাকতো তাহলে আপনাদেরকে পুরো দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখাতাম। এরকম আরো অনেক সোপান দেখতে পেতেন তাহলে।"

ওরা পাহাড়ের নীচে নেমে সমাধিক্ষেত্রটা বেষ্টন করা ভবনটায় প্রবেশ করলো। এই আধা অন্ধকারেও জিনিসটার বিশালত্ব একটুও ম্লান হয়নি।

BanglaBook.org

মিড হাও-র ভিতরের দৃশ্য

সমাধিটা কমপক্ষে একশ ফুট চওড়া, ওখান থেকে ওটার ভেঙে পড়া দেয়ালগুলো দেখা যাচ্ছে। দুই দেয়ালের মাঝখানে সরু একটা চলার জায়গা। আর দুপাশে পাথর বসিয়ে খোপের মতো তৈরি করা হয়েছে।

"এ জন্যেই এটাকে খোপওয়ালা সমাধি ডাকা হয়," জুলি ব্যাখ্যা করলেন। বলতে বলতে উনি সিঁড়ি ভেঙ্গে সমাধির উপরে চলে এলেন। ওখানে থেকে দর্শনার্থীদের জায়গাটা দেখার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। নীচে সমাধির ভিতরে নামার অনুমতি নেই।

BanglaBook.org

"ধারণা করা হয় যে এটা একটা গণকবর," জুলিয়া ব্যাখ্যা করলেন। "খনন করার পর পঁচিশজনের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয় এখান থেকে। আর আগেই বলেছি যে ছাদটা ভেঙ্গে ভিতরে পড়ে ছিলো। খোপগুলোর ওখানে কয়েকটা পাথরের বেঞ্চ ছিলো। সম্ভবত মাংস আলাদা হওয়ার জন্যে লাশ রাখা হতো ওখানে। তবে খননের রিপোর্টে পাওয়া গিয়েছে যে অন্তত কয়েকটা লাশ পুরোপুরি পচে যাওয়ার পর সমাধিতে রাখা হয়েছিলো।"

ওরা এখন সমাধির ঠিক মাঝ বরারবর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে খোপগুলো দেখা যাচ্ছে।

"দুই পাশে বারোটা করে মোট চব্বিশটা খোপ," জুলি বললেন।

বিজয় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জুলিয়ার দিকে তাকালো। আচমকা একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়েছে ওর।

অবশেষে ও কয়েনগুলোর সাথে স্থাপনাগুলোর সংযোগ খুঁজে পেয়েছে।

BanglaBook.org

৮৫
টিংওয়ালের ফেরি

"আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে," জুলি বললেন।

রৌজি থেকে টিংওয়াল-এ যাওয়ার ফেরিতে ওরা এখন। মিড হাও সমাধিক্ষেত্র আর সাথের দুর্গ দেখে ফিরছে।

দুর্গটা আসলে একটা গোলাকার টাওয়ারের ভগ্নাংশ। ওটার নীচের তলায় দুটো গর্ত আছে। গর্তের মুখটা বাধানো।

বিজয় পুরোটা সময় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলো। এমনকি জুলি যে পুরোটা সময় জুড়ে এই ধ্বংসাবশেষ, এগুলোর ইতিহাস, এই সমাধিক্ষেত্র আর দুর্গ নির্মাণের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক আর প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতামত নিয়ে বিশদ বিবরণ দিলেন সেটাও ও খুব একটা খেয়াল করে শোনেনি।

"না, আসলে যা দেখলাম সবই এত মনোমুগ্ধকর যে কি বলবো!" মুচকি হেসে বললো বিজয়। ও জুলির সাথে আছে অথচ ওনার কথা না শুনে নিজের মনে চিন্তা করেই যাচ্ছে- ব্যাপারটা জুলির কাছে নিশ্চয়ই অশোভন মনে হয়েছে। "এখানকার অনেক স্থাপনাই মিশরের পিরামিডের চাইতেও বয়স্ক।"

"হ্যাঁ," জুলি বললেন। "আর সবচে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এগুলো যারা বানিয়েছিলো তাদের লোহার অস্ত্রের ব্যাপারে কোনো ধারণা-ই ছিলো না। শুধু দুর্গটা বাদে। ওটা লৌহ যুগে বানানো। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতকের মাঝের কোনো এক সময়ে।"

"আসলেই মনোমুগ্ধকর," বিজয় স্বীকার করলো। "চল্লিশ পঞ্চাশ টনের একেকটা পাথর খনন করে বয়ে নিয়ে এসে নিখুঁতভাবে মাটিতে বসানো, তারপর এর উপরের কাঠামো বানানো, তাও কোনো ধরনের লোহার যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই–ভাবাই যায় না। শুধু পাথর আর হাড় দিয়ে এত বড় বড় গর্ত খুঁড়তেত কয়েক যুগ লেগে যাওয়ার কথা।"

জুলিয়া হাসলেন। "অর্কনী ঘুরে আপনার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। অবশ্য আবহাওয়াটা ভালো থাকলে আরো ভালো হতো। আজ তাও বৃষ্টি হচ্ছে না।" সারাদিন অবশ্য আকাশ মেঘলা হয়ে ছিলো, সূর্যের মুখ দেখা যায়নি।

"কষ্ট করে সব ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে আমরা আসলেই কৃতজ্ঞ জুলি," বিজয় বললো। "মায়েস হাও নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

BanglaBook.org

"আরে কি যে বলেন! সল অনেক পুরনো একজন বন্ধু। ওর অনুরোধে এইটুক করবো না! তা বলুন না কি জানতে চান!" জুলি বললেন।

"তেমন কিছু না," বিজয় বললো। "আমরা যখন মায়েস হাওতে ছিলাম তখন ওখানকার স্কটিশ ঐতিহ্যের গাইড বললো যে মাঝের কক্ষের চারপাশে যে চারটা পিলার আছে ওগুলোর নাকি কোনো ভার বহন করতে হয় না। আর আপাতদৃষ্টিতে ওগুলোর নাকি কোনো কাজ-ই নেই। কিন্তু তবুও ওগুলো ওই কক্ষের অন্য সব পাথরের চাইতে আলাদা।"

"ঠিক," জুলি জবাব দিলেন।

"আমি ভাবছিলাম যে মায়েস হাও কি আসলে শুরুতে চারটা খাঁড়া পাথরের চক্র ছিলো কিনা। মানে শুধু ঐ চারকোণার চারটা পাথর ছিলো। পরে ওর চারপাশে ওই মাঝের কক্ষটা আর পাশ দিয়ে আরো কয়েকটা ছোট ঘর বানানো হয়।"

"চিন্তার বিষয়," জুলি হাসলেন। "তবে ব্যাপারটা আপনি-ই প্রথম খেয়াল করলেন সেরকম না। এই কোণার চারটা পিলারের ব্যাপারে অনেকগুলো মতামত আছে; এর মাঝে একটা হুবহু আপনারটার সাথে মিলে যায়।"

"তাহলেতো ভালোই। ধন্যবাদ," বিজয়ও হাসলো। "এটা তাহলে মায়েস হাওর আরেকটা রহস্য।"

মায়েস হাও-র ভিতরের দৃশ্য। কোণার দুটো পিলার আর একটা পাশের কক্ষ দেখা যাচ্ছে।

মাইন হাও-র রহস্য

রাস্তার ধারের একটা কার পার্কের একপাশে ল্যান্ড রোভারটা এসে থামলো। আকাশ ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

আশেপাশের কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। একটা ছোট মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশেই। তার ওপাশে একটা ভেঙ্গের অস্পষ্ট অবয়ব চোখে পড়ছে। সেই গর্ত আর পাড়–সবসময় যা দেখা যায়।

BanglaBook.org

ওরা ফেরি থেকে নেমে জুলির অফিসে গিয়েছিলো। ওখান থেকে কনস্ট্রাকশন হেলমেট আর ইলেকট্রিক টর্চ নিয়ে এসেছে। জুলিই বারবার করে বলেছেন নেওয়ার জন্যে।

"মাইন হাও-এর পাথরে বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটান তা চাইনা," হাসতে হাসতে বললেন জুলি। তারপর হেলমেটগুলো এগিয়ে দিয়েছেন।

"একসাথে মাত্র দুজন ঢুকতে পারে ঘরগুলোতে," জুলি বললেন। "তারমানে আমার সাথে একজন একজন করে আসতে হবে।"

"সমস্যা নেই," বলে হ্যারি নিজের হেলমেট ফিরিয়ে দিলো। "আমার না দেখলেও চলবে। ওর আগ্রহ এসবে বেশি। আমি বাইরেই অপেক্ষা করছি।"

বাতাস বইছে খুব জোরে। ওদের গায়ে চাবুকের মতো বিঁধছে এখন। ওরা বাতাস থেকজে বাঁচার কাপড়চোপড় বের করে পরে নিলো।

"একটা কথা," জুলি বিজয়কে বললেন। "এরকম বাতাস বইতে থাকলে কিন্তু নীচে নামার পর সমস্যা হতে পারে। ঢোকার মুখে এরকম বাতাস থাকলে ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারে না। তখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আপনার যদি নিঃশ্বাসে কষ্ট হয় সাথে সাথে বলবেন। আমরা বের হয়ে আসবো।"

বিজয় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই ওরা ঢিবির দিকে যাত্রা শুরু করলো।

"খাতটার এই অংশটা খনন করে বানানো হয়েছে," জুলি বললেন। "জায়গাটা আসলেই অসাধারণ। গভীরতা কত দেখুন। এই পরিখাটা খনন করার নিশ্চিত বিশেষ কোনো কারণ ছিলো।"

"এটা তো লৌহ যুগে বানানো বলেছিলেন," বিজয় বললো।

"হ্যাঁ, এখানে কামারশালার আলামত পাওয়া গিয়েছে। সেই লৌহযুগের আমলের।"

ওরা ততক্ষণে ঢিবির চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। মাটিতে একটা গোলাকার গর্ত দেখা যাচ্ছে। ভিতরে অন্ধকার। একজন মাত্র মানুষ ঢোকার মতো চওড়া গর্তটা।

গর্তের মুখে একটা লোহার মই লাগানো। মইয়ের শেষ মাথা থেকে একটা পাথুরে সিঁড়ি নীচের অন্ধকারে নেমে গিয়েছে। নীচে কি আছে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

৮৬
মাইন হাও-র ভিতরে

"চলুন যাই," বলে জুলি ঘুরে দাঁড়ালেন। এখন ওনার মুখ লোহার মইটার দিকে। ধীরে ধীরে নামা শুরু করেছেন উনি। "নামার এই একটাই উপায়," বিজয়কে বললেন জুলি। "সিঁড়ি বেয়ে যেভাবে নামেন মই বেয়ে সেভাবে নামা যায় না। পাথরের সিঁড়িতেও সাবধান থাকতে হবে। ওগুলোর মাপের কোনো ঠিক নেই। পা রাখার আগে তাই দেখে শুনে রাখবেন। আর রেলিংটা সবসময় ধরে রাখবেন।" বলে উনি দেয়ালে গাঁথা একটা লোহার দণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর নিজের টর্চ জ্বেলে নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বিজয় হ্যারির দিকে তাকালো। হ্যারি দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে, 'নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ বাপু!' বিজয় হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুলিকে অনুসরণ করলো।

বিজয় পাথরের সিঁড়িতে পৌঁছাতেই জুলির কথার মর্মার্থ টের পেলো। প্রতিটা সিঁড়ি শুধু দৈর্ঘে প্রস্থেই আলাদা না, প্রতিটার আকৃতিও আলাদা। কয়েকটা চারকোণা, কয়েকটা একেবারে ত্রিভুজাকার, একদিকে সরু অন্যদিকে চওড়া।

নামতে খুব কষ্ট হলো। জায়গাটাও ছোট। দুই দিকের দেয়াল-ই ওর গায়ে স্পর্শ করছে।

একটা চওড়া জায়গায় পৌঁছাতেই স্বস্তির শ্বাস ফেললো বিজয়। নীচ থেকে জুলির হাসির শব্দ পাওয়া গেলো। উনি নীচের কক্ষে পৌঁছে গিয়েছেন।

"মাত্র প্রথম সতেরটা ধাপ পার হয়েছেন," জুলি বললেন। "পরের এগারোটা আরো বেশি মারাত্মক। কয়েকটা একেবারে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাবধান!"

বিজয় থেমে গেলো। জুলি যা বললেন তাতে কি একটা মনে আসি আসি করতে লাগলো ওর।

কি সেটা?

কিন্তু এই দুর্গম সিঁড়ি নামার পর আর সামনে আরো যে দুর্গম পথ নামতে হবে সেই চিন্তায় ও ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারছে না।

BanglaBook.org

চিন্তাটা পরের জন্যে তুলে রেখে ও নামতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মাঝেই সিঁড়ির শেষ মাথায় নেমে এলো। এবারের সিঁড়িটা শেষ হয়েছে একটা গোবরাটে। ওটা মূল কক্ষ থেকে প্রায় তিনফুট মতো উঁচু। ওখানে একটা লোহার ফ্রেম বসানো হয়েছে, যাতে সহজে কক্ষের ভিতরে ঢোকা যায়। নাহলে এই তিনফুট লাফিয়ে নামতে হতো।

কক্ষটার ব্যস চার ফুট মতো। তবে এটার আকার অনিয়মিত।

বিজয় ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ও খেয়াল করলো যে জুলিরও একই অবস্থা। এখানকার বাতাসের ব্যাপারে উনি সেসময় মজা করেননি। গর্তের মুখ খোলা, তা-ও এই অবস্থা।

জুলি কথা বলতে বলতে ওনার টর্চ কক্ষের চারপাশে ঘোরাতে লাগলেন। "ঢিবির চূড়া থেকে আটাশ ফুট নীচে এই ঘরের মেঝে। ওঠার সময় দুই সিঁড়ির মাঝখানে একটু দাঁড়াবেন, তাহলে দুটো বারান্দা দেখতে পাবেন। আসার সময় খেয়াল করেননি জানি।"

"পড়ে যাতে না যাই সেই চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম," বিজয় হাসলো। "না, কোনো বারান্দা খেয়াল করিনি। যাওয়ার সময় দেখবো।"

"অর্কনীর সমাধিক্ষেত্রগুলোর মতো এটার ছাঁদও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে," বলতে বলতে জুলি নিজের টর্চ ছাদের দিকে তাক করলেন। "ঘরটার উচ্চতা মেঝে থেকে সর্বোচ্চ জায়গায় বারো ফুট। মেঝেটা দেখতেই পাচ্ছেন মাটি খুঁড়ে বানানো। আপনাকে একটা জিনিসে দেখাই দাঁড়ান। টর্চ নিভিয়ে দিন। তারপর একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। একদম শব্দ করবেন না। তারপর কান পেতে শুনুন।"

বিজয় জুলির কথামতোই করলো। টর্চ বন্ধ করে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগলো। জুলিও নিজের টর্চ বন্ধ করে দিলেন আর দুজনেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেলো। বিজয়ের জীবনে দেখা কৃষ্ণতম কালো রঙের চাইতেও কালো এই অন্ধকার।

জুলি ওকে কি দেখতে চাইছেন সেটা ধরতে পারলো বিজয়।

শুধু অন্ধকার না।

সাথে নীরবতা।

পরম নৈশব্দ।

এমনকি কক্ষের ভিতরের বাতাসও যেন থমকে আছে।

বিজয় জীবনে এতটা নৈশব্দের অভিজ্ঞতা পায়নি কখনো। এই কক্ষের নির্মাতারা এটাকে এমনভাবে বানিয়েছে যে শুধুমাত্র আলো না, কোনো শব্দও এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

এমনকি গর্তের মুখ খোলা রেখেও লাভ নেই।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা কেমন ভৌতিক।

কেমন ভীতিসঞ্চারি।

বিজয় জানে আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে ও আতংকিত হয়ে কি করে বসবে তা জানে না।

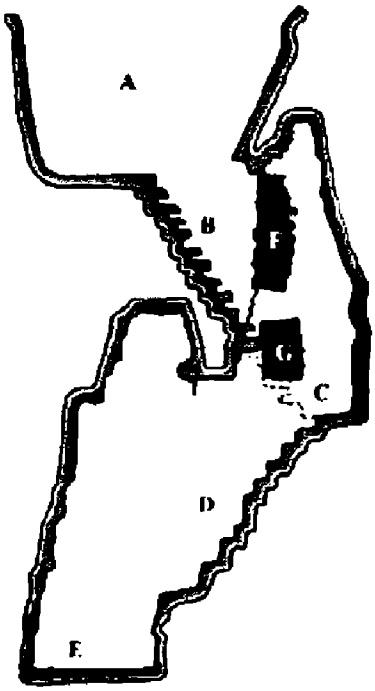

A: মাটির উপর থেকে নীচে নামার গর্ত।
লোহার মইটা এখানেই।
B: প্রথম সিঁড়ি
C: ল্যান্ডিং
D: দ্বিতীয় সিঁড়ি
E: কক্ষের নীচটা
F: উপরের বারান্দা
G: নীচের বারান্দা

মাইন হাও-র নকশা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৮৭
কার্কওয়াল এয়ারপোর্ট

ডি নিজের ব্যক্তিগত বিমান থেকে নেমে ঝড়ের বেগে এয়ারপোর্ট টার্মিনালের ভিতর দিয়ে আগাতে লাগলো। প্রচণ্ড রেগে আছে ও।

ওর পরিকল্পনা ছিলো কয়েনটা নিয়েই কার্কওয়েলে রওনা দেওয়ার। বিজয় এখন অর্কনীতে আছে তার মানে হচ্ছে কয়েনে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে সেটার পাঠোদ্ধার এখন আরো সহজ হয়ে যাবে।

সিজার নিজের ডায়রিতে একথা লিখেছেন যে কয়েনের গায়ে যে নকশা আঁকা সেটা ব্রিটেনের কোনো একটা এলাকার মনচিত্রের সাথে মিলে যাবে; তবে কোন এলাকা সেটা বলেননি। ওখানে আরও লেখা আছে যে খোঁদাই করা লাইন তিনটা আসলে একটা ধাঁধা। ড্রুইডরা তাকে এই ধাঁধাটা বলেছিলো। ড্রুইডরা বুঝিয়ে বলার আগ পর্যন্ত উনি যে অনেক চেষ্টা করেও এর মানে বের করতে পারেননি সেটাও লেখা আছে। এ কারণেই তার মাথায় অস্ত্রটার অবস্থানের বিস্তারিত বিবরণ এমনভাবে সংরক্ষণের চিন্তা আসে যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। কিন্তু উনি জিনিসটা দেখলেই মনে আসবে। উনার খুব ইচ্ছা ছিলো ব্রিটেন ফিরে গিয়ে অস্ত্রটা উদ্ধার করার। উনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে আসলেই অস্ত্রটা তার করায়ত্তে আছে। তাই আলেকজান্দ্রিয়াতে উনি কয়েনগুলো তৈরি করিয়ে নেন। আর সদ্য ফারাও হওয়া ক্লিওপেট্রা তখন সিজারের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ছিলেন। ফলে সিজারের আদেশ মানতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেননি।

কিন্তু ডি কাউকে জানতে দিতে চায়নি যে ও কিভাবে অর্কনী দ্বীপের খোঁজ পেলো। অন্তত ফন ক্লুয়েক-কে না। আর তাতেই ঝামেলা বাধে। কারণ একবার অস্ত্রটা পেয়ে গেলে সেটাকে উদ্ধারের জন্যে আলাদা পরিকল্পনা আর আয়োজনের দরকার হবে। আর এত কম সময়ে একমাত্র ফন ক্লুয়েকের পক্ষেই সব কিছু আয়োজন করা সম্ভব।

স্বাভাবিকভাবেই ফন ক্লুয়েক ডি-র এই হঠাৎ অর্কনী গমনের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

"অর্কনী কেন?" ফন ক্লুয়েক ডি-কে জিজ্ঞেস করেছিলো। "অর্কনী দ্বীপেই অস্ত্রটা আছে এ কথা কেন মনে হচ্ছে?"

BanglaBook.org

ফন ক্লুয়েক সত্যিটা জানার জন্যে চাপ দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে নিজের রক্তের দোহাই পাড়তে হলো ডি-কে।

"আমার উপর যদি সন্দেহ থাকে," ফন ক্লুয়েক-কে বললো ডি। "তাহলে আমাকে এই মিশন থেকে সরিয়ে নিন। কিন্তু আমি যা যা পেয়েছি তা রিপোর্ট করবো। আর আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে এই মিশনের ব্যর্থতার জন্যে আপনি-ই দায়ী হবেন। ভেবে দেখেন ক্রিশ্চিয়ান। আপনি কি চান আমি কাজটা করি? ব্লাডলাইনের কাউকে বিনা কারণে মিশন থেকে বাদ দেওয়াটা অর্ডার কিন্তু হালকাভাবে নেবে না।"

ফন ক্লুয়েক দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে নিবৃত করলো। কিন্তু সব কাজ সারতে ডি-র অনেক সময় বের হয়ে গেলো।

এখন সেটা পুষিয়ে নিতে হবে। তবে ভালো দিকটা হচ্ছে, দেরি হলেও ও এখন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত। চাইলেই কাজে নেমে পড়তে পারবে।

কিন্তু তবুও ওর রাগ কমছে না। ব্লাডলাইনের কাউকে এত কৈফিয়ত কেন দিতে হবে? ফন ক্লুয়েকের মতো কারো কাছে তো কখনোই না।

হার্টজ ডেস্ক (গাড়ি ভাড়ার কোম্পানি) পার হওয়ার সময় গতি একটু কমালো ডি। তারপর হার্পারকে বললো, "ঐতো। আমাদের কি লাগবে তাতো জানোই।"

হার্পার ওর দুজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করতেই তারা হার্টজ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলো।

ডি আবার নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে হাটা আরম্ভ করলো। ফন ক্লুয়েকের সাথে ঐ অপমানকর কথোপকথনের কথা মনে পড়ছে বারবার।

ও অস্ত্রটা খুঁজে বের করবেই।

তারপর ও ফন ক্লুয়েকের ব্যবস্থা করবে।

BanglaBook.org

মাটির নীচে

বিজয় নিজের টর্চ জ্বালার আগেই জুলি নিজেরটা জ্বেলে দিলেন।

"কেমন লাগলো?" জুলি জিজ্ঞেস করলেন বিজয়কে। টর্চের আলোয় তার দাঁত ঝিকমিক করছে।

"ওয়াও!" বিজয় এটুকুই বলতে পারলো। "এই জায়গাটা বানানো হয়েছে কি জন্যে? মানে এটাতো আসলে কোনো সমাধি না..."

"সেটা আসলে এখনও বের করা সম্ভব হয়নি," জুলি জবাব দিলেন। "এটা অবশ্যই কোনো সমাধি না। আসলে এটার কোনো বাস্তবিক প্রয়োগ নেই। হ্যাঁ, জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। এর চারপাশের পরিখাটা কত বড় চিন্তা করুন। এখানে লোকজনের আসা নিষেধ ছিলো নিশ্চয়ই। লোকজন যাতে এখান

থেকে দূরে থাকে সে ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। একারণেই সম্ভবত পাথরের সিঁড়িগুলো এভাবে এলোমেলো করে বানানো। যে-ই এটা বানিয়েছে সে চায়নি যে এখানে লোকজন ঢু মারতে আসুক। রেলিংটা ছাড়া অন্ধকারে এই সিঁড়ি বেয়ে নামার কথা ভাবুন একবার। আর সিঁড়িটাও একেবারে খাঁড়া।"

"আমার মনে হয় আমাদের আবার বাতাসে ফিরে যাওয়া উচিত," বলতে বলতে বিজয় আবার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু করলো।

ফেরার পথে দুই সিঁড়ির মাঝখানের ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে বিজয় জুলির বলা বারান্দা দুটো পরীক্ষা করে দেখলো।

নীচের বারান্দাটা ল্যান্ডিং থেকে দেড়ফুট মতো উঁচুতে। ওটা মাত্র একফুট চওড়া। বারান্দাটা পিছন দিকের বেঁকে গিয়েছে। দৈর্ঘ মোট আটফুট মতো।

উপরের বারান্দাটা ল্যান্ডিং থেকে সাড়ে চার ফুট উঁচু আর নীচেরটা থেকে আরো বেশি চওড়া। তিনফুট চওড়া আর নয়ফুট লম্বা। যতই ভিতরে গিয়েছে ততই এটার উচ্চতা বেড়েছে। একদম ভিতরে এটার উচ্চতা চার ফুট। এই বারান্দাটা নীচের সিঁড়ির উপর দিয়ে গিয়ে নীচের কক্ষের ভাঙ্গা ছাদে গিয়ে শেষ হয়েছে।

"এগুলোর কাজ কি হতে পারে?" জোরে জোরে চিন্তা করতে লাগলো বিজয়।

"সেটাও একটা রহস্য," জুলি জবাব দিলেন।

বিজয় আবার ওঠা শুরু করলো। কয়েকটা ধাপ উঠতেই উপরের ছাদকে ধরে রাখা চৌকাঠে মাথায় গুতো খেলো। কিন্তু হেলমেট মাথায় থাকায় কিছু হলো না। মনে মনে জুলিকে ধন্যবাদ দিলো। জোর করে হেলমেট না পরালে কেটে ছিড়ে একশেষ হতো এখন। আরো মারাত্মক কিছুও হতে পারতো।

"তো এইতো সব," গাড়িতে উঠে বললেন জুলি। "আপনার ম্যাপের তিনটা বিন্দু। লাভ হলো কোনো?"

"অবশ্যই," বিজয় জবাব দিলো। হ্যারি ততক্ষণে মাইন হাও থেকে গাড়ি বের করে নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

৮৮

আগস্ট, খ্রিস্টপূর্ব ৫৪
বর্তমান দিনের ব্রিটেন

জুলিয়ার সিজার তার প্রধান শত্রুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। কাসিভেলানাস একজন লম্বা, স্বাস্থ্যবান লোক। ঘাড় বেয়ে নেমে এসেছে লাল চুল। মুখ ভরা লাল চাপ দাড়ি। যুদ্ধের সরঞ্জাম পরা থাকলে এই লোক হতো ভয়ঙ্করতম প্রতিপক্ষ। সিজার নিজে বহু যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন, এমনকি উনি নিজেও এই লোকের বিরুদ্ধে লাগতে সাহস করতেন না।

কিন্তু তার পরেও সিজার লোকটাকে কূটকৌশলে সন্ধিস্থাপনের জন্যে আলাপ আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছেন।

ব্যাপার স্যাপার যেভাবে আগাচ্ছে তাতে সিজার সন্তুষ্ট। একদিকে সিজার ট্রাইনোভান্তে আর তাদের দোসর সেনিমাগ্নি, সেগন্টিয়াসি, আনকালাইটস, বিব্রোচি আর কাসি- সবার সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। ফলে কাসিভেলানাস ওদের কাছ থেকে যে সাহায্য পাবে বলে আশা করেছিলো সেটা আর পায়নি। এই ব্যাপারটা শান্তি চুক্তি করার ব্যাপারে এই তরুণ সর্দারকে এক প্রকার বাধ্যই করেছে বলা যায়। তবে আরো যে ব্যাপারটা প্রভাব ফেলেছে তা হলো রোমানরা টেমস পার হয়ে গিয়ে এই অভিযানের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধটা লড়ে সুস্পষ্ট বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। ফলে কাসিভেলানাসের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে শান্তি প্রার্থনা করাটাই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে।

আর আরেক দিকে, সিজার শেষ পর্যন্ত যেটা খুঁজতে এসেছেন সেটা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উনি যদি আর কোনো উপায়ে খুঁজে না পান তাহলে অন্তত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হলেও সেটা আদায় করে ছাড়বেন। উনি এই আলোচনার জন্যে এক প্রকার মুখিয়ে আছেন।

আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা শুরুর পূর্বে সিজার বলে রেখেছিলেন কাসিভেলানাসকে যেনো তার তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাথে যেন কোনো অস্ত্র বা সঙ্গী সাথী কেউ না থাকে। এই তরুল কেল্টিক সর্দারের সাথে উনি একাকী আলাপ করতে চান। তাঁবুতে আর একজন লোক ছিলো সে হচ্ছে একজন দোভাষী। কারণ সিজার বা কাসিভেলানাস কেউই কারো ভাষা জানেন না।

BanglaBook.org

"তোমার কাছে একটা জিনিস আছে যা আমার চাই," সিজার ভনিতা না করে সরাসরি কথা পাড়লেন। "ওটা যদি আমাকে দিয়ে দাও তাহলে আলাপ আলোচনা সহজ হবে। তোমার লোকেরা আমার সৈন্যদের হাতে কচুকাটা হবে কিনা সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার এখন তোমার।"

ড্রুইডদের কাছে গোপন শক্তিটা থাকা সত্ত্বেও সিজার গত বছর মাত্র একবার কেন এটার রহস্যময় প্রভাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন কিংবা এবারের অভিযানে একবারও কেন মুখোমুখি হননি তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। উনি কারণটা জানেন না, কিন্তু ব্যাপারটা তার জন্যে ভালো হয়েছে।

কাসিভেলানাস সিজারের চোখে চোখে রেখে বললো, "কি জিনিস সেটা?"

সিজার সামনে ঝুঁকে এলেন। শেষ পর্যন্ত একজন কেল্টিক সর্দারের সাথে নিজের সবচেয়ে পরম আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা নিয়ে আলাপ করতে পারছেন এ কারণে দারুণ উত্তেজিত তিনি। আর সেটা লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

"ড্রুইডদের গোপন রহস্য," আস্তে করে বললেন উনি। "গল আর এখানে আমার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে শক্তি ওরা ব্যবহার করেছে সেটা। আমি ঐ শক্তি চাই। ওটা আমার লাগবেই!"

কাসিভেলানাস সিজারের মুখের শেষ কথাগুলো শুনে আঁতকে উঠলো। সিজারের হাবভাবে যে হিংস্রতা ফুটে উঠেছে তা কেল্টিক সর্দারের দৃষ্টি এড়ায়নি। বোঝাই যাচ্ছে সিজার এই জিনিসটা মনে প্রাণে চান। আর এইটুক বোঝার বুদ্ধি কাসিভেলানাসের আছে যে এই জিনিস পেতে রোমান সেনাপতি যা করা দরকার করবেন।

"সেই শক্তি যে কি তা আপনি জানেন না সিজার," কাসিভেলানাস জবাব দিলো। "এটা এমন কোনো জিনিস না যে আপনি চাইলেই সাথে করে যেসব দেশ জয় করতে চান সেসবে নিয়ে গেলেন। শক্তিটা যদিও এখন অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা একমাত্র এখানেই খাটানো সম্ভব। হয় ব্রিটানিয়ায় নাহয় গল-এ। হাজার হাজার বছর ধরে এখানেই এটা আছে। এই পবিত্র মাটি ছেড়ে এটা সরানো সম্ভব না।"

সিজার গভীরভাবে কথাটা ভাবতে লাগলেন। "আমি যুদ্ধ জয়ের জন্যে শক্তিটা চাই না," বিদ্রূপের স্বরে বললেন সিজার। "ওটা ছাড়াই আমি যুদ্ধ জিততে পারি। তা এর মধ্যেই দেখে থাকার কথা।" তারপর প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "কিন্তু এই শক্তির ক্ষমতা কি তা আমি দেখেছি। আর আমি জানি যে এটা আমি রোম-এ ব্যবহার করতে পারবো।"

কাসিভেলানাস মাথা নাড়লো। "আপনি এটা রোম-এ ব্যবহার করতে পারবেন না সিজার।"

"কেন?" সিজার জানতে চাইলেন।

কাসিভেলানাস কারণটা তাকে বললো।

BanglaBook.org

ওর কথা শেষ হতেই দেখা গেলো সিজারের চেহারা হতাশায় ভরে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নতুন একটা চিন্তা এসেছে মাথায়।

"যা যা যন্ত্রপাতি লাগে আমি সেগুলো বানিয়ে নেবো," সিজার বললেন। "আরো যা যা লাগে সব করবো। ড্রুইডেরা আমাকে সাহয্য করবে। এখন বলো এই রহস্য আমি কোথায় পাবো?"

কাসিভেলানাস কাঁধ ঝাকালো। "শুধুমাত্র ড্রুইডেরাই সেটা জানে। কিন্তু আপনি যেহেতু আমাকে সহজ শর্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেহেতু আমি তাদের সাথে কথা বলবো। আমি কথা দিতে পারছি না। তবে এটুকু বলছি যে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।"

সিজার মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের গার্ডদের ডাকলেন। কাসিভেলানাস চলে যেতেই সিজার আবার ভাবনায় ডুবে গেলেন।

আর কতদিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে?

BanglaBook.org

৮৯

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৪ তারিখ
আয়ার হোটেল, কার্কওয়াল

হ্যারি বিজয়ের রুমের দরজায় নক করলো। হোটেলে ফিরে সেই যে বিজয় নিজের রুমে ঢুকেছে আর বের হওয়ার নাম নেই। হ্যারিকে অবশ্য বলেছে যে কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে নাকি ওর একাকী চিন্তা ভাবনা করা দরকার। রিসেপশন থেকে একটা স্কেল চেয়ে এনেছে। হ্যারি দেখে বেশ অবাক হয়েছে, কিন্তু বিজয় নিজে থেকে কিছু না বলায় আর জিজ্ঞেস করেনি ওটা আনার কারণ।

এখন বিজয় নিজেই হ্যারিকে নিজের রুমে ডেকে পাঠিয়েছে।

বিজয় দরজা খুলে দিতেই হ্যারি ভিতরে ঢুকে দেখে ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে এলিস, কলিন আর গোল্ডফেল্ড তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশেই আরেকটা উইন্ডোতে প্যাটারসন আর ইমরানকেও দেখা যাচ্ছে।

"আমি গত কয়েক ঘণ্টা অর্কনী আর এর বিশেষ জায়গাগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি আর জুলিয়া ডিকেন্সের দেওয়া পর্যটন গাইডটা পড়ে দেখেছি," বিজয় শুরু করলো। "আর এগুলোর সাথে ড্রুইডদের সম্পর্কে আমরা যা যা জেনেছি তার সাথে সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করেছি। তাতে কি কি পেয়েছি বলছি। আর এক্ষেত্রে সল আর এলিস যেমন সকালে বলেছিলো যে কম্পাসের তিনটা উঁচু বিন্দু হচ্ছে অর্কনী দ্বীপের তিনটা জায়গা সে হিসেবেই ধরে নিয়েছি।" তারপর জুলি এই তিনটা জায়গা কি হতে পারে সে সম্পর্কে ওদেরকে যা বলেছিলেন সেটা জানালো আর ও আর হ্যারি ওসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কি কি দেখেছে সেসব দ্রুত জানিয়ে দিলো।

"তুমি জায়গাটা বের করে ফেলেছ?" বিজয় থামতেই জিজ্ঞেস করলেন প্যাটারসন।

"আমার মনে হয় করেছি। আমি কিভাবে বের করেছি সেটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যাতে আমার চিন্তাধারায় কোনো ভুল আছে কিনা সেটা ধরতে পারেন। কারণ আমার ধারণা পুরোপুরি ঠিক কিনা সেটা আমি জানিনা। আমার জীবনে এখন পর্যন্ত অনেক ধাঁধার সমাধান করেছি, কিন্তু এত আজব কোনো

BanglaBook.org

সমস্যার মুখোমুখি এর আগে কখনো হইনি। আর আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে অর্ডারের আগেই আমাদেরকে যা করার করে ফেলতে হবে।"

"ঠিক আছে বলো," প্যাটারসন বললেন।

"প্রথম সূত্রটা আমি পাই মিড হাওতে," বিজয় ব্যাখ্যা করা শুরু করলো। "ওখানে চব্বিশটা খোপ আছে। আমি ভাবলাম যে কয়েনের খোদাইয়ের সাথে ওগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা 'চব্বিশ থেকে চার হচ্ছে বর্গের প্রথমটা।"

"তুমি বলতে চাচ্ছ যে খোদাইটায় মিড হাও-র কথা বলা হয়েছে?" ইমরান ব্যাপারটা ধরতে পারলো। "এখানে 'চব্বিশ' বলতে কি বোঝাচ্ছে তাতো বুঝলাম কিন্তু 'চার' দিয়ে কি বোঝাচ্ছে?"

"আমার মাথাতেও প্রথমে সেটাই এসেছিলো," বিজয় জবাব দিলো। "তারপর আমি একই যুক্তিতে আগাতে লাগলাম। যদি 'চব্বিশ' বলতে একটা বিন্দু- মানে মিড হাওকে বোঝায়, তাহলে 'চার'ও হবে আরেকটা বিন্দুর অবস্থান। আর আমরা এরকম একটা জায়গাতেও গিয়েছি যেখানে চার সংখ্যাটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

"মায়েস হাও!" উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো হ্যারি। "এজন্যেই তুমি জুলিকে চারকোণার চারটা পিলার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলে।"

"ঠিক," বিজয় বাকিদেরকে মায়েস হাও-র ভিতরের দিকটা সম্পর্কে জানালো। তারপর ল্যাপটপে একটা ছবি দেখালো যাতে সবাই বুঝতে পারে যে ও আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে।

"ব্যাপারটা দারুণ, তবে এতেই তো শেষ হলো না," প্যাটারসন বললেন। "তিন নম্বর অবস্থান কোনটা? আর এই খোদাইতে বলা 'বর্গ'-এর ব্যাপারটাই বা কি? এটার ব্যাখ্যা দাও তারপরেই তোমার যুক্তি মেনে নেবো।"

বিজয় নিজে নিজেই হাসলো। প্যাটারসন হচ্ছে দুনিয়ার চামারতম লোকদের একজন। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে সন্দেহ প্রকাশ করতেই থাকবে। মূলত এজন্যেই ও প্যাটারসনকে কল করেছে। নাহলে মিশনের এই পর্যায়েই টাস্ক ফোর্সের প্রধানকে জানানোর কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। তার মতো করে আর কেউ বিজয়ের ব্যাখ্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারবে না।

"বলছি," বিজয় জবাব দিলো। "এখানেও একই যুক্তি ব্যবহার করা যায়। তাতে স্পষ্ট যে তৃতীয় অবস্থানটা হচ্ছে মাইন হাও। জুলির মতে এই একটা জায়গাই হচ্ছে বিনা প্রশ্নে কয়েনের বিন্দুর সাথে মিলে যায়। কারণ ওখানে আর কোনো বড় কোনো স্থাপনা নেই। নেই মানে হচ্ছে থাকলেও এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি।"

"এখানকের চাবিকাঠি হচ্ছে আটাশ সংখ্যাটা," কলিন বিড়বিড় করলো। "মাইন হাও-তে কি পেয়েছ?"

BanglaBook.org

বিজয় মাইন হাও-র ছবিটা ল্যাপটপে সবাইকে দেখালো। "মাইন হাও-তে দুটো সিঁড়ি আছে। শুরুর লোহার মইটা বাদ দিলে প্রথমটায় সতেরটা ধাপ। আর দ্বিতীয়টায় এগারোটা ধাপ। এখানেও আমি শেষের কয়েকটা বাদ দিয়েছি। ওগুলো না থাকলে এক মিটার মতো লাফ দিয়ে ঐ ঘরের মেঝেতে নামতে হতো। সব মিলিয়ে মোট আটাশটা ধাপ। আসলে আমি শুরুতে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সন্দিহান ছিলাম। কারণ সবগুলো ওয়েবসাইটে মাইন হাও-তে ধাপ ঊনত্রিশটা লেখা। কিন্তু তারপর আমি নিজে গুণে দেখলাম আর ধাপ মোট আটাশটাই। এমনকি এটার সাথে মিল সম্পন্ন একটা প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টও পেয়েছি।"

"তারমানে তিনটা বিন্দু হচ্ছে মিড হাও, মায়েস হাও আর মাইন হাও," ইমরান সারাংশ করলো পুরো ব্যাপারটার। "তাহলে 'বর্গ'-এর ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? এটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে?"

"এটার একটা খুবই সরল ব্যাখ্যা আছে," মুচকি হেসে বললো বিজয়।

BanglaBook.org

৯০
বর্গ

"ভিজিটর'স গাইডে আমি একটা দরকারি মানচিত্র খুঁজে পেয়েছি," বলে বিজয় ল্যাপটপের সামনে গাইডটা তুলে ধরলো। ব্যাক কভারে মানচিত্রটা আঁকা। অর্কনীর সব বড় বড় পর্যটন আকর্ষণগুলো দেখানো আছে ওখানে। ভিডিও কনফারেন্সের সবাইও স্পষ্ট দেখতে পেলো কারণ জায়গাগুলো আলাদা আলাদা রঙে রাঙ্গানো।

"আমি মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে কয়েকটা ছবি তুলেছি। ওগুলো দেখলেই বুঝবে আমি কি পেয়েছি," বলতে বলতে বিজয় মানচিত্রের একটা ছবি বের করলো।

স্ক্রিনের ম্যাপটা জুড়ে নীল, কালো আর লাল রঙের সরলরেখা। বিভিন্ন জায়গার মাঝে সংযোগ দিচ্ছে ওগুলো।

"খোদাইয়ের সংখ্যাগুলো কি বোঝাচ্ছে সেটা বের করার আগেই আমি চিন্তা করছিলাম যে মানচিত্রে দেখানো জায়গাগুলোর মাঝে কোনো সংযোগ আছে কিনা," বিজয় ব্যাখ্যা করলো। "আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো কোনো একটা বর্গ বা ওরকম কিছু একটা এঁকে ওগুলোকে সংযুক্ত করা যাবে। সবাই দেখতেই পাচ্ছেন যে চাইলেই ওরকম জ্যামিতিক নকশা দিয়ে অনেকগুলো জায়গাকেই সংযুক্ত করা সম্ভব। আর নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে বেশিরভাগ-ই হচ্ছে ত্রিভুজ। কোনো বর্গ নেই। ব্যাপারটা দারুণ, কিন্তু তাতেত আমার কোনো লাভ হচ্ছে না। তবে যখন আমি ঐ গোটাগুলো আসলে কোন জায়গা বুঝাচ্ছে সেটা জানলাম তখন আসলেই দুর্দান্ত একটা জিনিস বের করে ফেলেছি। আমার এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না।"

বিজয় কম্পিউটারের কার্সর দিয়ে মিড হাও, মায়েস হাও আর মাইন হাও-কে সংযুক্তাকারী একটা ত্রিভুজ দেখালো।

"ত্রিভুজটা দেখেছেন? আমার কাছে ত্রিভুজটার কোণ মাপার জন্যে কোনো চাঁদা নেই, তাই আমি বাহুগুলো মেপে দেখেছি। আর তাতে কি পেয়েছি বলুন তো?" বলে বিজয় চুপ করে গেলো।

কলিন সবার আগে কথা বললো, "ও মাই গড!" মনে হলো যেন দম আটকে গিয়েছে ওর। "পীথাগোরাসের উপপাদ্য নাকি?"

BanglaBook.org

বিজয়ের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "অতিভুজের উপর অংকিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অংকিত বর্গের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান।"

প্যাটারসনের ভ্রু খানিকটা উঁচু হলো। "দারুণ তো! তার মানে কয়েনের খোদাইয়ের বর্গ কথাটার মানে বোঝা গেলো। মিড হাও থেকে মায়েস হাও পর্যন্ত বাহুটা প্রথমে বর্গ করতে হবে। মায়েস থেকে মাইন পর্যন্তটা এরপরে। আর মিড হাও থেকে মাইন হাও পর্যন্ত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ। ওটার বর্গের সমান হবে বাকি দুটোর বর্গের যোগফলের সমান। অসাধারণ!"

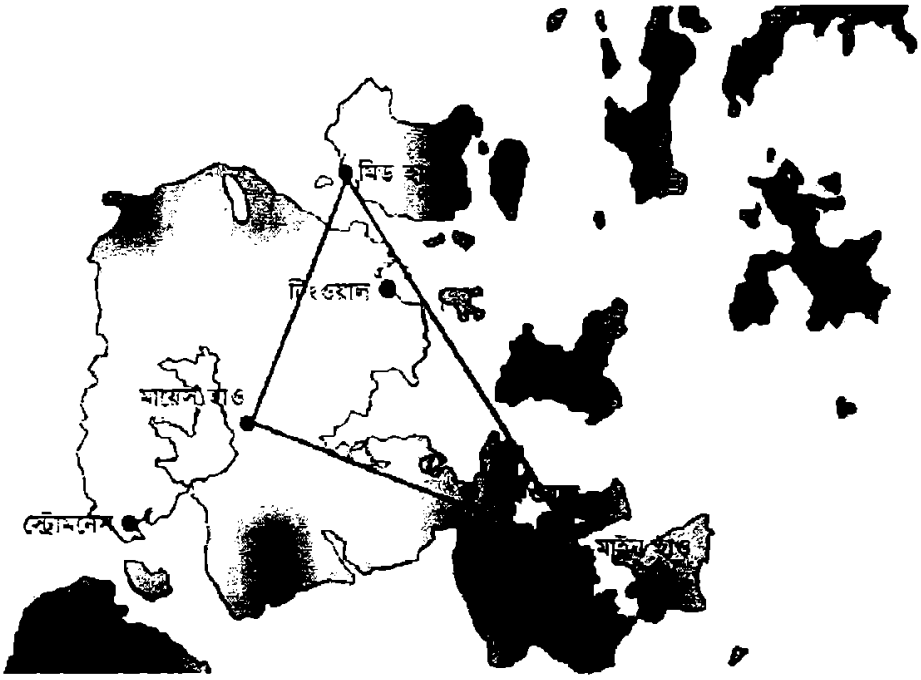

মেইনল্যান্ড আর রৌজির তিনটা প্রধান মেগালিথকে সংযুক্তকারী সমকোণী ত্রিভুজ।

"আর আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্টের মতে, পীথাগোরাস গলিক আর ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন," আরেকটা সংযোগ খুঁজে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কলিন।

"ঠিক," বিজয় বললো। "তুমি যে বলেছিলে তা মনে আছে আমার। তুমি যখন বলেছিলে তখন মনে হয়েছিলো যে এটা নিতান্ত অদরকারি একটা তথ্য। কিন্তু খোদাইগুলোর মানে বের করার পর এটার আসল গুরুত্ব বোঝা গেলো। আর ড্রুইড আর বৈদিক লোকজনের মধ্যে যে সংযোগ আমরা খুঁজে বের করেছি, তাতে মনে হয় পীথাগোরাসের আরো আগে থেকেই ওরা উপপাদ্যটা জানতো।"

"একটা কিংবদন্তি আছে," আস্তে বললেন গোল্ডফেল্ড। "পীথাগোরাস নাকি ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। অবশ্য এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে ইউসেবিয়াস

BanglaBook.org

আর ফিলোস্ট্রাটাস-এর মতো প্রাচীন লেখকেরা স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন যে পীথাগোরাস তার জ্ঞানের অনেক কিছুই ভারতের ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আত্মার দেহান্তরের ব্যাপারে তার দর্শনটাও এখান থেকে পাওয়া। ড্রুইডরাও কিন্তু এতে বিশ্বাস করতো।"

"তা অস্ত্রটা কোথায় লুকানো?" ইমরান জিজ্ঞেস করলো। "আমরা তিনটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু তাতে তো অস্ত্রটার অবস্থান জানা হলো না। কয়েনগুলোর না অস্ত্রটা কোথায় লুকানো সেটার অবস্থান দেখানোর কথা?"

বিজয় তাতে দমলো না। "আমার তা মনে হয় না। কুইন্টাস কোডেক্স মতে, ড্রুইডরা সিজারকে বলেছে যে অস্ত্রটা কোথায় লুকানো। তারতো আসলে কয়েনগুলো দরকার ছিলো না। তাহলে উনি কয়েনগুলো বানালেন কেন? আমার ধারণা সিজার ওগুলো বানিয়েছিলেন শুধু অস্ত্রটা কোথায় আছে সেই জায়গাটা মনে রাখার জন্যে। একেবারে হুবহু জায়গাটার অবস্থান দেখানোর জন্যে না। কারণ তাহলে যে কারো পক্ষেই কয়েনের খোদাইয়ের ধাঁধার সমাধান করে অস্ত্রটার অবস্থান জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতো। সিজার কখনো এতটা উত্তরে আসেননি, তাই অর্কনী দ্বীপের ভূগোল বা এখানকার মেগালিথগুলো উনি চিনতেন না। সিজার জানতেন না যে কখন উনি অস্ত্রটা উদ্ধারে আসতে পারবেন। কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। তাই মনে রাখার জন্যে একটা জিনিসের দরকার ছিলো। ঠিক এ কারণেই কয়েনগুলোতে মেইনল্যান্ড আর রৌজি দ্বীপের মানচিত্র আর তাতে তিনটা উঁচু বিন্দু। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সিজার যখন আবার ব্রিটেনে আসবেন তখন তাকে ধাঁধাটার অর্থটা মনে করিয়ে দেওয়া।"

প্যাটারসনের ভ্রু কুঁচকে গেলো। "তাহলে অস্ত্র লুকানো জায়গাটা বের করবো কিভাবে?"

"ওটা কোথায় হতে পারে সে ব্যাপারে একটা ধারণা করেছি," বিজয় জানালো।

BanglaBook.org

৯১
আয়ার হোটেল, কার্কওয়াল

"গত কয়েক ঘণ্টা যাবত আমি এই জায়গাগুলো নিয়ে গবেষণা করে কাটিয়েছি," বিজয় ব্যাখ্যা করলো। "খোদাইগুলোর একটা একটা করে দেখি আমরা। আমি বিশদ বিবরণে যাবো না। শুধু প্রধান প্রধান যা যা পেয়েছি তা বলবো। মিড হাও ছিলো একটা গণকবর। ওখান থেকে পচিশজন লোকের হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়েছে। জায়গাটায় খুব ভালোভাবে খননকার্য চালানো হয়েছে। আর কিছু থেকে থাকলে এতদিনে বের হয়ে যেত। মায়েস হাও অবশ্য খুব রহস্যময়। এটা একটা সমাধিক্ষেত্র হওয়ার কথা কিন্তু উনিশশো একষট্টি সালে যখন এটায় খননকার্য চালানো হয় তখন মাথার খুলির কয়েকটা টুকরো বাদে আর কিছু পাওয়া যায়নি। জায়গাটা রহস্যময় সন্দেহ নেই, কিন্তু ওখানে এমন কিছু নেই যাতে করে মনে হতে পারে যে ওখানে একটা অস্ত্র লুকানো আছে। তাহলে বাদ থাকলো মাইন হাও।"

বিজয় একটা লম্বা শ্বাস নিলো। "আমি মাইন হাওতে কিছুই খুঁজে পাইনি। আর তিনটা জায়গার মধ্যে এটাই ছিলো সবচাইতে জঘন্য। সত্যি কথা বলতে আমি বলবো, ব্রিটেনের সবচাইতে রহস্যময় মেগালিথ এটাই। আমার সর্বস্ব দিয়ে বাজি ধরতে রাজি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কিন্তু সবগুলো জায়গাকেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে এটা হচ্ছে মন্দির, বা ওটা হচ্ছে সমাধি- এরকম। কিন্তু ওখানকার ঐ মাটির নিচের কক্ষটার জন্যে কোনো সঠিক নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটাকে চাইলে কুয়া বলা যায়। গার্নেস দুর্গে এরকম আরেকটা মাটির নীচের কুয়া আছে। ওটার সাথে মিল রেখে বললাম। আমি আর হ্যারি অবশ্য ওখানে যাইনি। আর গার্নেস দুর্গের ঐ তথাকথিত কুয়াটাও কিন্তু একটা ধারণা মাত্র। কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে ওটা আসলেই কুয়া ছিলো কিনা।"

"তাই তোমার মনে হচ্ছে যে অস্ত্রটা মাইন হাওতে লুকানো," প্যাটারসন বললেন। "কিন্তু তুমিতো বললে যে ঘরটা খালি পেয়েছ।"

"ঘরটা খালি ছিলো," বিজয় সম্মত হলো। "কিন্তু মাইন হাও-র প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণীতে একটা বিশেষ ব্যাপার খুঁজে পেয়েছি। তিনটা জায়গার মাঝে এখানেই খোঁড়াখুঁড়ি সবচে কম করা হয়েছে। যেখানে মিড হাও পুরোপুরি খুঁড়ে দেখা হয়েছে, মায়েস হাওকে আবার নতুন করে বানানো হয়েছে, সেখানে

BanglaBook.org

মাইন হাওতে শুধুমাত্র চারপাশে পরিখা আর ঢিবিটার আশেপাশে খুঁড়ে দেখা হয়েছে। মাইন হাও-র ঢিবি- যেটার ভিতরে ঐ ঘরটা, সেটায় একদমই কোনো খননকার্য চালানো হয়নি। ম্যাগনেটোমেট্রি, রেজিস্টিভিটি আর মাটিতে বসানো রাডার দিয়ে ঢিবিটার একটা ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালানো হয়েছিলো। ওই জরিপের সময়েই মাইন হাও-র চারপাশের পরিখার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। তা থেকে ধারণা করা হয় যে ঢিবির ভিতরে আরো কক্ষ থাকার সম্ভাবনা আছে। মনে আছে কিনা যে কুইন্টাস কোডেক্সে কিন্তু লেখা আছে যে সিজার ব্রিটানিয়াতে অভিযান চলানোর বহু আগেই ড্রুইডেরা অস্ত্রটা লুকিয়ে রেখেছিলো। মাইন হাও বানানোর সময় আর অস্ত্রটা লুকানোর সময় কিন্তু কাছাকাছি। অস্ত্রটা লুকানো হয় সিজারের অভিযানের কয়েক শতাব্দী আগে। আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মাইন হাও কিন্তু লৌহ যুগের স্থাপনা। তারমানে এটা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব তিনশ থেকে একশ এর ভিতর বানানো হয়েছিলো। আর ঐ সময়েই কিন্তু ড্রুইডদের অস্ত্রটা লুকানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।"

"তোমার মনে হচ্ছে যে এই গোপন কক্ষগুলোর একটায় অস্ত্রটা লুকানো?" প্যাটারসন বললেন। "তোমার যুক্তি ঠিক আছে। কিন্তু তা-ই যদি হয় তাহলে ঐ ভূতাত্ত্বিক জরিপে অস্ত্রটা ধরা পড়লো না কেন?"

"এটার জবাব আমি দিতে পারবো," মাঝখান থেকে কলিন বলে উঠলো। "অস্ত্রটা অনেক প্রাচীন। এমনকি ড্রুইডদের চাইতেও পুরনো। এটা তো সবাই জানেন-ই। আর আমরা আমদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে তখন কিন্তু যন্ত্রপাতি আড়াল করে অদৃশ্য করে রাখার কৌশল জানা ছিলো। দুই বছর আগে ভারতে আমরা ওরকম জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। অস্ত্রটাও যদি ওরকম কোনো আবরণে ঢাকা থাকে যা ওটাকে মাইক্রোওয়েভের কাছ থেকে অদৃশ্য করে রাখে, তাহলে ভূতাত্ত্বিক জরিপ করে জীবনেও ওটার সন্ধান পাওয়া যাবে না।"

"ঠিক এই ব্যাপারটাই আমার মাথাতেও ছিলো," বিজয় বললো। "আর আমি যে রিপোর্টটা পড়েছিলাম ওখানে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত কাদামাটির আস্তরণ, এলোমেলো ফাঁকা জায়গা, আর একটা পরপর পাথরের দেয়ালের কারণে রাডারের পাল্লা নাকি খুব বেশি দূর আগাতে পারেনি। ড্রুইডরা যেহেতু চায়নি যে অস্ত্রটা কেউ খুঁজে পাক, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই ইচ্ছা করেই কক্ষগুলো এমনভাবে বানিয়েছে যাত করে কোনো প্রযুক্তি-ই অস্ত্রটার খোঁজ বের করতে না পারে।" বলে একটু থামলো বিজয়। তারপর আবার বললো, "অবশ্য এ সব-ই কিন্তু অনুমান। আসল ব্যাপার জানার কোনো উপায় নেই।"

"আমার মনে হয় একবার চেক করে দেখা যায়," ইমরান মত দিলো।

"আমি আসলে তোমাদের কথায় কোনো ভুল খুঁজে পাচ্ছি না," প্যাটারসন স্বীকার করলেন। "তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমি দেখি লন্ডনে

BanglaBook.org

কিছু করা যায় কিনা। তিন ঘণ্টার মাঝে তোমাদের জন্যে ব্যাকআপ পাঠাচ্ছি।"

"খুব ভালো। হ্যারি আর আমি গিয়ে মাইন হাওতে গিয়ে দেখবো যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় যে কক্ষগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ভিতরে ঢোকার কোনো উপায় খুঁজে বের করতে পারি কিনা।"

"ভালো বুদ্ধি," প্যাটারসন বললেন। "এতে করে সময় বাঁচবে প্রচুর। অর্ডার অস্ত্রটা উদ্ধারে কতটা মরিয়া পদক্ষেপ নেবে তা আমাদের জানা নেই। অর্কনী একদম প্রত্যন্ত একটা এলাকা। ফলে ওরা চাইলেই যে কোনো বড় ধরনের অভিযান চালাতে পারবে। কারো নজরে পড়বে না।" তারপর কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিজয়কে গেঁথে ফেলে বললেন, "সাবধানে থেকো বিজয়। এখন পর্যন্ত দারুণ কাজ দেখিয়েছ। তবে সামনে আরো বড় বড় বিপদ আসতে পারে সেটা কিন্তু মাথায় রেখো।"

"বুঝতে পেরেছি," বিজয় জানে ওকে কি কি ঝুঁকি নিতে হবে। "আমরা এখনই ওখানে যাবো না। আরো ঘণ্টাখানেক পর রওনা দেবো। ততক্ষণে আপনার পাঠানো লোকেরাও চলে আসবে। চাইলেই তখন অস্ত্রগুলো নিয়ে যেতে পারবে ওরা।"

"কলিন, অর্কনীতে যে স্পেশাল ফোর্সটা যাবে তুমি তার দায়িত্বে থাকবে। ওদেরকে খুব বেশি কিছু জানানোর দরকার নেই। শুধু বলবে যে অর্কনীতে একটা জায়গা পাহারা দিতে হবে।" প্যাটারসন বললেন।

"অবশ্যই," কলিন জবাব দিলো। মিশনের শেষে থাকতে পেরে উল্লসিত। দুই বছর আগে ভারতে যে অভিযানটা হয়েছিলো সেটার শেষভাগে ও ছিলো। কিন্তু গত বছর ও বিজয়ের সাথে থাকতে পারেনি। যদিও বিপদের আশংকা অনেক বেশি কিন্তু এত প্রাচীন একটা জায়গা ভ্রমণের লোভ সামলানো ওর জন্যে খুব কঠিন।

"ঠিক আছে, কাজে লেগে পড় সবাই," বলে প্যাটারসন লাইন কেটে দিলেন।

"গুড লাক, বিজয়," ইমরান বললো। প্রায় সাথে সাথেই বাকিরাও বললো কথাটা।

বিজয় হাসলো। তবে ভিতরে ভিতরে বুকের ধড়ফড়ানিটা সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মাইন হাওতে কি খুঁজে পাবে ও?

BanglaBook.org

৯২
খ্রিস্টপূর্ব ৪৮
আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর

জুলিয়াস সিজার প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে ওখান দিয়ে। উনি জানেন অ্যাকিলাস কি করার চেষ্টা করছে। বন্দরে সিজারের পয়ত্রিশটা রোমান যুদ্ধ জাহাজ নোঙ্গর করা। আর তার কাছে খবর এসেছে যে মিশরীয়রা নাকি আগে থেকেই নোঙ্গরে বাঁধা প্রায় পচাত্তরটা মিশরীয় যুদ্ধজাহাজ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। ওরা যদি ওদের কাজটা শেষ করতে পারতো তাহলে সিজারের বহরের অবস্থা হতো ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো।

এক মুহূর্তের জন্যে মনের মধ্যে একটা আশংকা উঁকি দিয়ে গেলো সিজারের।

মিশরীয়রা কি টের পেয়ে গিয়েছে যে উনি তাদের মহামূল্যবান সম্পদের কি দশা করেছেন?

কারণ, ওরা নিশ্চয়ই এটা ভেবে অবাক হচ্ছে যে সিজার আলেকজান্দ্রিয়ায় কি করছেন। মাত্র চার হাজার সৈন্য নিয়ে তার চাইতে প্রায় পাঁচ গুণ বড় মিশরীয় সেনাদলের সামনে এক ভয়ংকর যুদ্ধে নামার মতো বেয়াক্কেলে বুদ্ধি তার মাথায় কিভাবে আসলো।

ভাবনাটা যত দ্রুত মনে আসলো তার চাইতেও দ্রুত মিলিয়ে গেলো। ভাবনাটা বসস্তব, কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। সিজারের নির্দেশে সপ্তাহখানেক আগে দুটো রোমান জাহাজ বন্দর ছেড়ে গিয়েছে, আর এতদিনে নিশ্চিতভাবেই রোমের বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। সব ব্যবস্থা করা আছে, ওখানে পৌঁছেই রাতের আঁধারে তাদের মহামূল্যবান সম্পদটা একটা গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। জায়গাটার হদিস শুধুমাত্র সিজার আর পলিনাসের নেতৃত্বে থাকা কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্য ছাড়া কেউ জানে না।

মিশরীয়রা আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেছে কয়েক মাস হয়ে গিয়েছে। এই প্রাসাদ আর এই বন্দরের নিয়ন্ত্রণ সিজারের হাতে। এলাকাটা ব্রুশিওন নামে পরিচিত। আর বাইরের পুরো শহর মিশরীয় সেনাপতি অ্যাকিলাস-এর দখলে। টলেমি থেকে আগত দূত পথিনাসের সাথে গোপনে আঁতাত করে অ্যাকিলাস বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারে এগিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোনো পক্ষই নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করতে পারেনি।

না, মিশরীয়রা এখনও জানে না যে উনি কি করেছেন।

মিশরীয়রা রোমানদের অবরোধে বিরক্ত হয়ে বন্দরের নিয়ন্ত্রণ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নেবে, যাতে তার রসদপত্র আসার রাস্তা, বিশেষ করে তার পলায়নের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে- এমনটা কখনো হওয়ার কথা না।

"অ্যাকিলাসের মাথায় অনেক বুদ্ধি," সিজারের চিন্তামগ্নতা ভেঙ্গে দিয়ে বলে উঠলো একটা মহিলা কণ্ঠ। বলতে বলতে সে-ও সিজারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো। মহিলা অনিন্দ্য সুন্দরী। কাঁধ বেয়ে ঘন কালো চুল নেমে গিয়েছে কোমর পর্যন্ত। ফারাও-এর পোশাক পরনে তার, শুধু মাথায় আতেফ (মিশরীয় দেবতা ওসাইরিস-এর মুকুট) মুকুট-টা নেই। কারণ সেটা সে পরার উপলক্ষ্য পায়নি এখনও। আর মুকুটটার বাস্তব প্রয়োগের চাইতে এইসব আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব বেশি।

সিজার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। সিজার শুধু তার সৌন্দর্যের পিয়াসী না, দেশ এবং যুদ্ধ চালনায় যে দক্ষতার পরিচয় এই মহিলা গিয়েছে সেটারও গুণমুগ্ধ। ছেলেদের মাঝেই এই দুই জিনিসের সমন্বয় বিরল, আর একজন মহিলার মাঝে এই গুণ খুঁজে পাবেন সেটা সিজার কখনোই ভাবেননি। একজন শিকার যেমন তার শিকারকৃত জন্তুগুলো নিয়ে গর্ববোধ করে, ঠিক তেমনি সিজারও একে নিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।

"ঠিক বলেছ, ক্লিওপেট্রা," কাটা কাটা ভাবে কথাটা স্বীকার করলেন সিজার। সিজার তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পম্পেই দ্য গ্রেটকে ফার্সালাস-এ পরাজিত করেছেন। পম্পেই রোমের গৃহযুদ্ধে সংস্কারপন্থী সিনেটরদের পক্ষে ছিলেন। এই যুদ্ধে সিজারের জয়টা রোমান ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একটা ঘটনা। এরপর থেকেই রোম-এ গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরশাসনের সূচনা হয়। ফলে দীর্ঘদিন আবার সাম্রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয় দেশটা।

সিজার বিজিত পম্পেইয়ের পিছু নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু এসেই শোনেন পম্পেই মারা গিয়েছে। আর তার মৃত্যুর পিছনে নাকি পথিনাসের হাত আছে। পথিনাস হচ্ছে মিশরীয় সম্রাট ত্রয়োদশ টলেমি-র ডান হাত। মিশর নামেমাত্র রোমানদের প্রতি অনুগত। তাই সিজার ভাবলেন দুই ভাইবোন–সপ্তম ক্লিওপেট্রা আর ত্রয়োদশ টলেমির মাঝের এই যুদ্ধে নাক গলানো উচিত তার। অবশ্য ক্লিওপেট্রার প্রতি তার আকর্ষণও এর পিছনে বড় একটা ভূমিকা রেখেছে। ক্লিওপেট্রার সাথে যোগ দিয়ে সিজার তাকে টলেমির বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহায্য করতে থাকেন। তার ফলশ্রুতিতেই

BanglaBook.org

মিশরীয় সেনাবাহিনি কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ আর আজকের এই পরিস্থিতি।

তবে তার কোনো অনুতাপ নেই। ক্লিওপেট্রার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পাশাপাশি এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে তার আরো একটা স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে। এই যুদ্ধ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে একেবারে যথাযথ ছদ্মবেশের কাজ করেছে। ফলে একেবারে নিখুঁতভাবে কাজটা সম্পন্ন করতে পেরেছেন উনি। ঝুঁকির পরিমাণ ছিলো অনেক বেশি, আর সাফল্য লাভের জন্যে মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক। এর মাঝে একটা হচ্ছে আগামী প্রায় বারো মাস এই যুদ্ধে আটকে থাকতে হবে তাকে।

তবে এই অর্জনের জন্যে এইটুক করা যায়। এই কষ্টের পুরস্কার এর-ই মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। আর পলিনাসকে একদম পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে। ও সব পণ্ডিতদের জড়ো করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেবে। আর মিশরের যুদ্ধ শেষ হতে হতে সিজার যা খুঁজছেন তা পেয়ে যাবেন।

নিষ্ঠুর একটা হাসি খেলে গেলো সিজারের ঠোঁটে। যদি মিশরীয়রা ভেবে থাকে যে উনি ভয় পেয়ে যাবেন তাহলে ওরা ভুল করছে। সত্যি কথা হচ্ছে ওরা উল্টো আলেকজান্দ্রিয়ায় তার আগমনের সত্যিকার কারণটা ঢাকার আরো চমৎকার একটা সুযোগ করে দিলো।

"আবার অত বুদ্ধি না-ও থাকতে পারে," সিজারের হাসি দেখে দ্রুত মত বদলালেন ক্লিওপেট্রা। হাসিতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সিজারের মাথায় অন্য কোনো মতলব আছে। কিন্তু ক্লিওপেট্রা জানেন না যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আসলে দুটো।

প্রথমটা হচ্ছে, মিশরীয় জাহাজগুলো ধ্বংস করা।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, আলেকজান্দ্রিয়াতে তার গোপন মিশনের একমাত্র প্রমাণটা ধ্বংস করা; যাতে এই মিশন সম্পর্কে দুনিয়ার কেউ কখনো জানতে না পারে।

সিজার হাসলেন, "তুমি দেখি সব-ই বুঝে ফেলো। মিশরের রাণী হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তোমার-ই আছে। আর আমি তোমাকে সিংহাসনে বসাবোই, কথা দিলাম।"

ক্লিওপেট্রা ঘুরে সিজারকে চুমু খেলেন। "আমি জানি," মুচকি হেসে ফিস ফিস করে বললেন উনি। "আপনি পাশে থাকলে দুনিয়ার কারো শক্তি নেই আমাকে হারানোর।"

BanglaBook.org

৯৩

ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর

৪ তারিখ

নজরদারি

"ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে," হার্পার জানালো। একটা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ওরা এখন আছে ডি-র হোটেল স্যুইটে। ওখানেই ওদের যন্ত্রপাতি সব বসিয়েছে। ওগুলোর মধ্যে একটা স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট GPS ট্র্যাকিং সিস্টেমও আছে। হার্টজ থেকে হ্যারির ভাড়া করা ল্যান্ড রোভারটার GPS-এর বিস্তারিত জেনে নিয়েছে হার্পার। এরপর গাড়িটার গতিবিধি বের করা হার্পারের দলের জন্যে ছিলো পানির মতোই সহজ।

"গুড," ডি বললো। একটা পিঠ উঁচু গদি আটা চেয়ারে আরাম করে বসে একটা সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে ও। "হেলিকপ্টারে জিনিসপত্র তুলে রেডি করে ফেলো। ওরা কোথায় যায় দেখা যাক।"

ডি পিছনে হেলান দিয়ে ভাবতে বসলো। ডায়রিতে সিজার কয়েনগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। কিন্তু কয়েনের ম্যাপ আর খোঁদাই করা লেখাটার উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখেছেন। কয়েনগুলো বানানো হয়েছে অস্ত্রটার ঠিকঠাক অবস্থানটা মনে রাখার জন্যে। যাতে করে সিজার যখন সময় পান তখন আবার যখন ব্রিটানিয়াতে ফিরে এসে অস্ত্রটা চাইলে উদ্ধার করতে পারেন।

মানচিত্রটা ব্রিটেনের কোন এলাকাকে বোঝাচ্ছে কিংবা কোন মেগালিথগুলোকে বোঝাচ্ছে তা নিয়ে ডি কখনোই মাথা ঘামায়নি। ওর ইচ্ছা ছিলো যখন যেটা দরকার পড়বে সেটা করবে।

আর এখন, ভাগ্য নিজে ওকে ওর উত্তর খুঁজে দিয়েছে।

ব্যাপারটা এমন যে জয় যেন ওর কপালেই লেখা ছিলো।

"ওরা পূর্ব দিকে যাচ্ছে," হার্পার জানালো।

"তার মানে মাইন হাও," লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো ডি। "ওখানেই ওরা যাচ্ছে।"

ডি ভিতরে ভিতর চরম উত্তেজিত। কার্কওয়ালে আসতে দেরি করায় ও কয়েনে দেখানো কোনো জায়গা-ই ঘুরে দেখতে পারেনি। তবে জায়গাগুলো

BanglaBook.org

নিয়ে পড়াশোনা করেছে। পড়ার সময় জায়গাগুলোর কোনটায় অস্ত্রটা লুকানো থাকতে পারে ভেবে কাটিয়েছে। ও যদি ওগুলোতে যাওয়ার সুযোগ পেতো তাহলে কি বের করে ফেলতে পারতো?

কিন্তু বিজয় মাইন হাওতে যাচ্ছে। এর মানে কি অস্ত্রটা ওখানে লুকানো? নাকি ওখানে একটা সূত্র আছে, যা দিয়ে আরেকটা জায়গার হদিস পাওয়া যাবে?

সে যা-ই হোক, এই ইঁদুর-বিড়াল দৌড়ের শেষ করতে হবে এখন। বিজয় কি জানে ডি সেটা বের করবে এখন।

তারপর নিজে বিজয়কে খুন করে অস্ত্রটা উদ্ধার করবে।

মাইন হাও

হ্যারি মাইন হাও কার পার্কে গাড়িটা নিয়ে থামালো। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করতেই সামনের ঢিবিটা চোখের সামনে থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

গাড়ি থেকে নেমে পিছনের বুট-টা খুলে একজোড়া হেলমেট আর টর্চ বের করলো বিজয়। ও নিজের রুমে গবেষণায় বসার আগেই হ্যারিকে বলেছিলো এগুলোর ব্যবস্থা করে রাখতে। ওর কেন যেন মনে হচ্ছিলো যে আজ রাতে এগুলো লাগবে।

ঢিবির দিকে যাওয়ার গেট-টা বন্ধ। বাধ্য হয়ে দুজনকেই গেট টপকে পার হতে হলো। তারপর চূড়ার দিকে এগিয়ে নীচে নামার ম্যানহোলের মতো গর্তটার কাছে এসে থেমে দাঁড়ালো।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নীচে যে অবস্থা বেশি ভালো হবে না তা বোঝা যাচ্ছে।

বিজয় লম্বা একটা দম নিয়ে বললো, "ঠিক আছে, যাওয়া যাক।"

হ্যারি একবার চারপাশে তাকালো। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে মনে হচ্ছে ওর কাছে। মেঘের চোটে আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির প্রথম কয়েকটা ফোঁটা গায়ে এসে পড়লো ওর।

"বাহ!" সখেদে বলে উঠলো হ্যারি। "একেবারে সময়মতো।" বিজয় ততক্ষণে নামা শুরু করেছে। হ্যারি ওর টর্চের আলো গর্তের ভিতর ফেললো যাতে বিজয় ভালোমতো দেখতে পায়। "অল ক্লিয়ার। কয়েক মাইলের ভিতরে কোনো গাড়িঘোড়া নেই। কেউ আমাদের পিছু নেয়নি। মনে হচ্ছে এবার সব আমাদের পক্ষে।" বলে নিজের হাতঘড়ি দেখলো হ্যারি। "আর ঘন্টাখানেকের মাঝেই আমাদের বাহিনিও চলে আসবে।"

বলে আপন মনেই হাসলো হ্যারি। "অর্ডারের লোকজন যখন এখানে আসবে তখন যে এই মিশন চালাচ্ছে তার মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।"

BanglaBook.org

"আমি ল্যান্ডিং এ চলে এসেছি," নীচ থেকে বিজয়ের গলা ভেসে এলো। অবশ্য গর্তের ভিতরে থাকার কারণে একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে। "এদিকে আর একটু আলো দরকার।"

হ্যারি লোহার মইটা বেয়ে নীচে নেমে শেষ ধাপে গিয়ে বসলো। ওর পা নীচের পাথরের সিঁড়িতে লাগানো। এক হাত দিয়ে ও লোহার রেলিংটা আঁকড়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে বিজয়ের দিকে আলো ফেললো।

"থ্যাঙ্কস," নিজের লাইট উপরের বারান্দার দিকে ধরে বললো বিজয়। ও মাইন হাও-র ভিতরের বিস্তারিত হ্যারির সাথে আলাপ করেছে, আর দুজনে মিলে দুটো জিনিসে একমত হয়েছে।

প্রথমত, যদি অস্ত্রটা আরো গভীরের কোনো ঘরে লুকানো থাকে তাহলে ওদের পক্ষে এইদিক দিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না। কক্ষের দেয়ালগুলো যদিও কোনো সিমেন্ট বা মর্টার ছাড়া শুধু পাথর বসিয়ে বানানো, তবুও এটা এত শক্ত যে এর মাঝে কোনো ছিদ্র বের করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, ওই লুকানো কক্ষে যাওয়ার একমাত্র উপায় হতে পারে উপরের বারান্দাটা। নীচের বারান্দাটা বেশি চিকন। ওটা দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে যাওয়া খুব কঠিন হবে। তবে উপরের বারান্দাটা যা চওড়া তা দিয়ে যে কেউ চেপেচুপে চলে যেতে পারবে। আর ভিতরের দিকে নীচু হলেও হামাগুড়ি দিয়ে ওখানেও পার হওয়া সম্ভব।

দুটো বারান্দা-ই অবশ্য অন্যেরা আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু বিজয় নিশ্চিত না যে কেউ দেয়ালে কোনো দরজা বা ও ধরনের কিছু খুঁজে দেখেছে কিনা।

"ভিতরে যাচ্ছি," বলে বিজয় প্রথমে টর্চটা ভিতরে ঠেলে দিলো। তারপর নীচের বারান্দার গোবরাটে পা বাধিয়ে উপরের বারান্দায় নিজেকে টেনে তোলা শুরু করলো।

অর্ধেক উঠে পেট বাঁধিয়ে তারপর বাকিটা হাঁচড়ে পাচড়ে উঠলো কোনোরকম। তারপর চিত হয়ে শুয়ে হাফাতে লাগলো।

বাইরে বাতাসের বেগ প্রচণ্ড বেশি। ফলে ভিতরে বাতাস কম। শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো ওর।

টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আগাতে লাগলো বিজয়। বারান্দার ভিতর পুরোপুরি ঢুকে গিয়ে তবেই থামলো।

হঠাৎ একটা শীতল ভয় ওকে ছেকে ধরলো। যদি উপরের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। যদি ও আর এখান থেকে বের হতে না পারে? হয়তো এক ঘণ্টার মাঝেই সাহায্য এসে পৌঁছাবে, কিন্তু এখানে তো বাতাস বেশি নেই, ও কি ততক্ষণ টিকতে পারবে?

BanglaBook.org

এসব বাজে চিন্তা একপাশে সরিয়ে ও ভিতরের দেয়ালে মনোযোগ দিলো।

দেয়ালের একটা পাশ ধ্বসে পড়ে মাটি বেরিয়ে আছে। এই দেয়ালের ওপাশে যে কিছু নেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

"আমি ঢুকেছি," চিৎকার করে হ্যারিকে নিজের অবস্থান জানালো। হ্যারি নেমে এসে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার ঢোকার রাস্তা দিয়ে বিজয়ের জুতা দেখতে পাচ্ছে ও।

"সাবাস!" বলে হ্যারি বিজয়ের সুবিধার জন্যে বারান্দার ভিতর টর্চের আলো ফেললো।

বিজয়ের নজর তখন দেয়ালের আরেকটা অংশে। নতুন একটা কুচিন্তা উদয় হয়েছে মাথায়।

আচ্ছা এমন যদি হয় যে ওর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল আর এখান থেকে আর কোনো ভূগর্ভস্থ কক্ষে যাওয়ার কোনো রাস্তা আসলে নেই?

BanglaBook.org

৯৪
হেলিকপ্টারে

ডি-র চেহারা বাইরের কালো রাতের মতোই অন্ধকার হয়ে আছে। আর বাইরের ঝড়ের মতোই ওর ভিতরেও টেনশন পাক দিয়ে উঠছে।

থেকে থেকে বজ্রপাত পুরো আকাশটাকে চিরে দুইভাগ করে ফেলছে। এর মাঝেই পাঁচটা হেলিকপ্টার মাইন হাও-র দিকে যাচ্ছে।

পাইলট চিৎকার করে হার্পারকে কিছু একটা বললো।

ডি কিছু না বলে একটা ভ্রু উঁচু করলো।

"ঝড় মারাত্মক আকার ধারণ করছে," হার্পার ডি-কে জানালো।

"পাইলট কি বজ্রপাত নিয়ে চিন্তা করছে?" ডি জানতে চাইলো। "আমিতো জানতাম যে আমাদের হেলিকপ্টার বজ্রপাত সহ্য করার মতো করে বানানো।"

"বাতাসের ঝাঁপটা," হার্পার জবাব দিলো। "ও বললো যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নাকি ভালো না, আর আমরা অনেক ভারি জিনিস নিচ্ছি সাথে। হেলিকপ্টার সামলানো নাকি কঠিন হয়ে যাবে। পরিস্থিত আরও খারাপ হওয়ার আগেই দ্রুত কাজ শেষ করে কেটে পড়তে বলছে।"

ডি মাঠ ঝাঁকালো। "ওকে বলো যে বেশি সময় লাগবে না। আমিও কাজটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে চাই।"

বারান্দায়

বিজয় আবারো ওর ভয়কে চাপা দিয়ে টর্চটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেয়ালে কোনো আলগা পাথর আছে কিনা খুঁজতে লাগলো। সব পাথরই এত শক্ত করে এঁটে আছে যে এক ফোঁটাও নাড়ানো গেলো না।

ওর নিঃশ্বাস কমতে কমতে এখন ফোঁস ফোঁস করা শুরু করেছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু চলে যাওয়া সম্ভব না।

এখন-ই না।

এত কাছে এসে না।

একটা চিন্তা এলো মাথায়। ও টর্চটা তুলে নিয়ে দেয়ালের এপাশ থেকে ওপাশে আলো ফেলে ধীরে ধীরে দেয়ালের প্রতিটা পাথর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

BanglaBook.org

তখনই চোখে পড়লো জিনিসটা।

একটা পাথরে আঁকিবুঁকি কাটা।

উপরের বারান্দায় পাথরে আঁকা আঁকিবুঁকি

বিজয় জানে না এই নকশার মানে কি। কিন্তু আর কোনো পাথরে এরকম দাগ নেই। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ও আরও একবার সবগুলো পাথরে আলো ঘুরিয়ে আনলো।

আর কোনো পাথরে নেই।

টর্চটা নামিয়ে ও দুই হাত দিয়ে পাথরের দুই পাশে ভালো করে চেপে ধরে টান দিলো।

পাথরটা সামান্য সরে এলো। পাথরটা একেবারে দেয়ালের উপরের সারির। এরপরেই বারান্দার ছাদ।

ও পিছনে সরে এসে আবার পাথরটা ধরে টান দিলো।

আরো একটু বেরিয়ে এলো ওটা। পাথরটা আলগা নিশ্চিত।

শক্তি খরচ করে টানার পরিবর্তে ও আস্তে আস্তে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে পাশের পাথরগুলো থেকে ওটাকে আলাদা করতে লাগলো।

অনেক সময় নিয়ে হলেও পাথরটা খুলে বিজয়ের হাতে চলে এলো।

ওটার পিছনে নিকষ অন্ধকার।

বিজয় বুকটা লাফ দিয়ে উঠলো। ওখানে কোনো মাটি নেই।

ও দেয়ালের বাকি পাথরগুলোও একটা একটা করে টানা শুরু করলো। এগুলো সহজেই খুলে এলো। দাগ দেওয়া পাথরটা আসলে চাবিকাঠির মতো। দেয়ালটাকে একসাথে আটকে রেখেছিলো। ওটা সরিয়ে ফেলতেই তাই বাকি পাথরগুলোও সহজেই খুলে আসছে।

কয়েক মিনিটেই ও বারান্দায় ঢোকার জায়গাটার মতো দেয়ালেও একটা ফোঁকর বানিয়ে ফেললো।

BanglaBook.org

"একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি!" চিৎকার করে হ্যারিকে জানালো বিজয়। "এখানে ঢোকার একটা জায়গা আছে। আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে," হ্যারিও চিৎকার করে জবাব দিলো। অনেকক্ষণ পর বিজয় কথা বললো। হ্যারি দুশ্চিন্তা করতে শুরু করেছিলো।

বিজয় ফোঁকরটা দিয়ে গলিয়ে দিলো নিজেকে। ওপাশেও একটা ল্যান্ডিং।

একটা পাথরের সিঁড়ি ওখান থেকে নীচের একটা কক্ষে নেমে গিয়েছে। সম্ভবত যেটা খুঁড়ে বের করা হয়েছে হুবহু সেটার মতোই আরেকটা।

কক্ষের ভিতরের কবরের নিস্তব্ধতা। উপর থেকে এত নীচে এক বিন্দু শব্দও আসে না।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ও কক্ষের ভিতরে টর্চটা নাড়তে লাগলো। এটা মাইন হাও-র মূল কক্ষটার চাইতে বড়। মূল কক্ষ মানে জুলি ডিকেন্সের সাথে যেটায় নেমেছিলো।

কিন্তু কক্ষের আয়তন দেখে ও অবাক হয়নি।

কক্ষের ভিতরে যা আছে সেটা দেখে ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

এই জিনিস সচক্ষে দেখার মতো মানসিক প্রস্তুতি ওর ছিলো না।

BanglaBook.org

৯৫

খ্রিস্টপূর্ব ৪৬

আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর

সিজার প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন আর এই গভীর রাতে উত্তরের আকাশকে আলোকিত করে রাখা শিখাটার তিকে তাকিয়ে আছেন। উনি মনে মনে হাসলেন। তার পরিকল্পনা কাজে লাগছে। আগুন আস্তে আস্তে আরো বাড়ছে।

উনি এর মধ্যেই খবর পেয়েছেন যে জাহাজগুলোতে এই আচমকা আক্রমণ সফল হয়েছে। রোমানদেরকে কাবু করে ফেলেছে এই আত্মবিশ্বাসে মিশরীয়রা ওদের প্রহরায় ঢিল দিয়েছিলো।

ফলে অন্ধকারের ভিতর থেকে আচমকা রোমানদের আক্রমণে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মাঝে ওদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আর বন্দরের কয়েক মাইল জুড়ে আগুনের শিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে। জাহাজের আলকাতরা মারা দড়াদড়ি আর মোম মাখনো পাটাতনে আগুন ধরাতে কোনো সমস্যাই হয়নি। দূর থেকে কাঠে আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারলেই হয়েছে।

বন্দর আর গোলাঘরগুলোতেও একই ঘটনা ঘটেছে। ওগুলোতেও কোনো প্রহরী ছিলো না। কেউ কল্পনাও করেনি যে রোমানরা এই অবরুদ্ধ অবস্থাতে এই ভবনগুলোতে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করবে।

বন্দরের আগুন দ্রুত লাগোয়া ভবনগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো। সমুদ্রের নোনা বাতাস আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিলো চারপাশে। ফলে তীরঘেষা সব গোলাঘর আর জাহাজ সারাইয়ের জায়গায় একসাথে অগ্নিকান্ড চলতে লাগলো।

সেই সাথে সিজার যে ভবনটা পুড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন সেটাও পুড়ে গেলো। সেটা হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেট লাইব্রেরি।

সিজার হাতের ওয়াইনের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। পরের চালটা চালার সময় হয়ে গিয়েছে। তার সৈন্যেরা তাদের প্রথম কাজটা ঠিকঠাক পালন করেছে–জাহাজ আর তীর ঘেষা সবগুলো ভবন আগুনে জ্বলছে। এখন তারা আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত বাতিঘরওয়ালা দ্বীপটাতে জড়ো হচ্ছে। এটাই হবে তার পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা।

আর তার সাগরে প্রবেশের দরজা।

BanglaBook.org

৯৬
ফেব্রুয়ারি, চলতি বছর
৪ তারিখ
কক্ষের ভিতরে

বিজয় আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো। বাইরের চাইতে এখানে নিঃশ্বাস নেওয়া আরও কষ্ট। শত শত বছর ধরে এখানে আটকে আছে বাতাস।

বাইরের পরিষ্কার তাজা বাতাসের জন্যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে। একটু আগেও ওর মনে হচ্ছিলো যে মরেই যাবে।

"চলে এসেছি। কক্ষটা খুঁজে পেয়েছি," দেয়ালের ফোঁকর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে জানান দিলো বিজয়। "ইমরানকে ফোন করে জানাও। কলিনরা কতদূর কি অবস্থা খোঁজ নাও। এক মিনিটের মাঝে বের হচ্ছি এখান থেকে।"

"ঠিক আছে," বলে হ্যারি উপরে উঠে গেলো। বিজয় শেষবারের মতো চারপাশ একবার দেখে নিলো। এখনও সবকিছু অবিশ্বাস্য ঠেকছে ওর কাছে।

তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে নীচের ল্যান্ডিং-এ নেমে এলো।

মাইন হাও

হ্যারি লোহার মইটা বেয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে ঢিবির চূড়ায় উঠে এলো। উঠে দাঁড়াতেই টের পেলো কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

প্রবৃত্তিগতভাবেই ও টর্চ বন্ধ করে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়ান দিয়ে একপাশে সরে গেলো। কেউ গুলি করতে চাইলে যাতে লাগাতে না পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

কিন্তু কোনো গুলি হলো না।

হ্যারি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে অন্ধকারেই দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। কি হচ্ছে আশেপাশে বোঝার চেষ্টা করছে। চেঁচানো ছাড়া বিজয়কে সতর্ক করার আর কোনো উপায় ওর নেই। কিন্তু চেঁচালেই যে বিজয় শুনতে পাবে কিনা সেটা ওর জানা নেই।

BanglaBook.org

আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে এক বিশাল বপুর লোক এগিয়ে এসে ওকে একটা ইটের টুকরোর মত লাথি মারলো।

হ্যারি কয়েক ফুট উড়ে গিয়ে পিঠের উপর আছড়ে পড়লো। ঢিবি থেকে গড়ান দিয়ে নামার সময়েই ওর মাথার হেলমেটটা খসে পড়েছিলো। এখন টর্চটা-ও হাত থেকে ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

হ্যারি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মাথা কাজ করছে না। আবারো অন্ধকারে একটু আগের অবয়বটা দেখা গেলো, তবে এবার হ্যারি প্রস্তুত ছিলো। হ্যারি ভেবে পাচ্ছে না এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিভাবে লোকটা ওকে দেখছে। যেখানে ও নিজে এক ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছে না।

প্রচণ্ড জোরালো একটা ঘুষি কামারের হাতুড়ি পেটার মতো করে হ্যারির চাপার উপর আছড়ে পড়লো। তারপর মাথায়, ঠিক পরপরই পেটে। হ্যারির বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গিয়ে ও ব্যথায় দুই ভাজ হয়ে গেলো।

আক্রমণকারী লোকটা হ্যারিকে মাথার উপর তুলে কয়েকফুট দূরে ছুড়ে মারলো, যেন ও একটা তুলোর বস্তা।

হ্যারি এবারও প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়লো, তবে পড়ার সাথেই গড়িয়ে যাওয়ার ব্যথা একটু কম লাগলো। ও প্রতিপক্ষের গায়ে দারুণ শক্তি। হ্যারি জীবনেও এত মার খায়নি। লোকটার গায়ে অমানুষিক জোর।

আবারো অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রেতাত্মার মতো করে লোকটা হ্যারির দিকে ঝাঁপ দিলো, কিন্তু হ্যারি এবার সময়মতো সরে যেতে পারলো। ঘুষি আর পতন দুটোর কারণেই হ্যারির মাথা বনবন করে ঘুরছে। তবুও টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো।

আক্রমণকারী আবার তেড়ে এলো। হ্যারির চোখ ততক্ষণে অন্ধকারে কিছুটা সয়ে এসেছে। এবার ও একপাশে সরে দাঁড়িয়ে লোকটার চোখে মুখে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো।

কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু হলো বলে মনে হলো না।

শুধু হ্যারি ওর আক্রমণকারীর আকার সম্পর্কে ধারণা পেলো। লোকটা বিশাল। সাত ফুটেরও বেশি লম্বা।

লোকটা রেগে গজরাতে শুরু করলো। একটা প্রকাণ্ড ঘুষি হ্যারির মুখে আছড়ে পড়লো।

এরপর মাথায় কনুই দিয়ে একটা গুতো দিলো লোকটা। চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলো হ্যারি।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার লোকটা ওকে তুলে নিয়ে আছাড় দিলো।

হ্যারি যথেষ্ট শক্তপোক্ত একজন মানুষ, কিন্তু এত মার খুব কম মানুষ-ই সহ্য করতে পারে।

BanglaBook.org

ব্যথা সামলে ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু ধীরে ধীরে ওর চেতনা লোপ পাচ্ছে বলে মনে হলো ওর।

ওকে এভাবে মার খেলে চলবে না।

লোকটা হ্যারির চেহারা বরাবর সপাটে লাথি চালালো। নাক ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেলো ওর।

আবার লাথি দিলো লোকটা, এবার হ্যারির পাঁজরে।

লাথির চোটে হ্যারি উল্টে উপুড় হয়ে গেলো।

মাটি খামচে ধরে ব্যথা সামলালো ও।

ওর মনে হচ্ছে একটা কালো পর্দা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সেটা হতে দেওয়া যাবে না।

লোকটা আবার ওকে ওর শার্টের কলার ধরে টেনে তুললো।

তারপর দমাদম ওর মুখ আর মাথায় কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলো। হ্যারির চারপাশে পুরো দুনিয়া চক্কর দিতে লাগলো।

"মেরে ফেলো না," একটা মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। "এখনই না।"

হ্যারির মাথা কাত হয়ে একদিকে ঝুলে আছে। পুরোপুরি চেতনা নেই।

বাতিল আবর্জনার মতো লোকটা ওকে মাটিতে ছুড়ে দিলো।

সাথে সাথে একটা টর্চের শক্তিশালী আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

চোখের সামনে কালো পর্দাটা নামার আগে দুটো জিনিস টের পেলো হ্যারির। একটা হচ্ছে ওর চেহারার উপর পড়া বৃষ্টির ফোটা।

অন্যটা হচ্ছে একটা মহিলা কণ্ঠস্বর। মহিলাটা বলছে, "এ-তো সে না।"

এরপরেই প্রচণ্ড ব্যথা গ্রাস করলো ওকে সাথেসাথেই নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেলো ও।

BanglaBook.org

ফুটন্ত কড়াই থেকে...

বিজয় গর্ত থেকে মাথা বের করলো। হ্যারি কোথায়?

"হ্যারি?" ডাক দিলো ও।

প্রত্যুত্তরে প্রায় ডজনখানেক টর্চ জ্বলে উঠলো। বিজয়ের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তাতে। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করতে বাধ্য হলো ও।

একটা কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারলো ও।

আবারও ওদের লোকদের আগেই অর্ডারের লোকজন পৌঁছে গিয়েছে।

একজন তরুণী এগিয়ে এলো ওর দিকে। বৃষ্টির মাঝেও জ্বলজ্বল করছে তার চেহারা।

"আচ্ছা," বললো মেয়েটা। চোখ দিয়ে বিজয়কে গেঁথে রেখেছে। "আপনি-ই তাহলে বিজয় সিং।" মেয়েটার চোখ জিঘাংসায় চকচক করছে। তা দেখে বিজয়ের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

"বহুদিন ধরে আজকের দিনটার অপেক্ষা করছি। আমি ডি।" বলে হাসলো ডি। ঠাণ্ডা, বিষাক্ত একটা হাসি। ঠোঁট হাসলেও, চোখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। "তা নীচে কি খুঁজে পেয়েছেন?"

বিজয় কিছু বললো না। ওখানেই চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। হ্যারিকে এরা কি করেছে?

BanglaBook.org

৯৭
সিক্রেট অফ দ্য ড্রুইডস

ডি অধৈর্য পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে এলো। আর হার্পার আর ওর লোকেরা কয়েকটা সার্চলাইট বের করে চারপাশে বসিয়ে দিলো। সবগুলো ঢিবিটার দিকে তাক করা।

একটু দূরেই হেলিকপ্টারগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একদল লোক সেগুলো থেকে নেমে চারপাশে একটা নিরাপত্তা ব্যূহ তৈরি করেছে যাতে করে কেউ ওদের কাজ বিরক্ত করতে না পারে। তারপর হ্যারি বের হওয়ার আগ পর্যন্ত ওরা অন্ধকারে চুপচাপ অপেক্ষা করে ছিলো।

ডি চেয়েছিলো যে যে-ই গর্ত থেকে মাথা বের করুক তাকে যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করা যায় আর এমনভাবে আটকানো যায় যাতে সে সাথের আর কাউকে সতর্ক করতে না পারে।

সার্চলাইট সাথে থাকায় আলো নিয়ে আর চিন্তা থাকবে না।

"শেষ হয়েছে?" ডি জানতে চাইলো। ঢিবিটার গোড়ায় কয়েকটা বড় বড় কাঠের বাক্স নামানো শেষ হলো মাত্র।

হার্পার মাথা ঝাঁকালো। সবাই বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডায় কাঁপছে। কিন্তু ওরা জানে যে ডি যা চাচ্ছে সেটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না।

"গুড," সন্তুষ্ট কণ্ঠে বললো ডি। "লাইট জ্বালো।"

সার্চলাইটগুলো জ্বলে উঠতেই ঢিবিটা আলোকিত হয়ে গেলো।

"তাড়াতাড়ি করতে হবে," ডি-কে বললো হার্পার। "এবারডিন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে পুলিশের হেলিকপ্টার নাকি কার্কওয়ালের দিকে রওনা দিয়েছে। আর কার্কওয়ালে একটা প্রাইভেট বিমান এসে নেমেছে।" তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে বিজয়ের দিকে দেখিয়ে বললো, "ওর লোকজনও এসে গিয়েছে।" বিজয়কে এই মুহূর্তে পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

"এগুলোকে তুলে ফেলো," ডি নির্দেশ দিলো। "ওরা আসার আগেই কেটে পড়তে হবে। কতক্ষণ সময় আছে হাতে?"

"মিনিট বিশেক," হার্পার জানালো। "আমি সবাইকে তাগাদা দিচ্ছি। তবে কাজটা সহজ না। নীচে বাতাস একদমই কম।"

BanglaBook.org

সার্চলাইটগুলো বসাতে বসাতেই হার্পারের একদল লোক ঢিবির গর্তে নেমে পড়ে। উপরের বারান্দার দেয়ালে বিজয়ের বানানো গর্তটা সহজেই খুঁজে পায় ওরা। তারপর ওখান দিয়ে নেমে দ্বিতীয় কক্ষটায় কি কি দেখেছে সেটা এসে জানায় উপরে।

বিজয়ের মাথায় শুধু হ্যারির চিন্তা ঘুরছে। সাবেক SAS-এর সদস্যের কোনো খোঁজ-ই নেই।

অর্ডারের দলের দায়িত্বে থাকা মেয়েটা ওর চোখের সামনে সবকিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে বিজয়ের।

ও প্রথম যখন নীচের কক্ষটায় অস্ত্রগুলো দেখলো তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়নি ওর। নীচে কমপক্ষে বিশ থেকে ত্রিশটা অস্ত্র ছিলো। ঠিক সেমিরামিসের গল্পটায় যেরকম বিবরণ দেওয়া আছে, সেরকম। গদার মতো- দুই প্রান্তের তুলনায় মাঝখানটা সরু। প্রান্ত দুটো বেলুনের মতো ফোলা। ওগুলোর জন্যে বিশেষভাবে বানানো বক্সে খাঁড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিলো।

ডি-র লোকেরা গর্তটার মুখে একটা কপিকল বসিয়েছে। দেখে বিজয়ের কাছে মনে হচ্ছে যে একদল লোক বারান্দা আর দ্বিতীয় কক্ষে কাজ করছে। তারা অস্ত্রগুলো এনে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো একটা লোককে দিচ্ছে। সে কপিকলের দড়িটা অস্ত্রটার সাথে বেঁধে দিচ্ছে আর উপরে দাঁড়ানো লোকজন সেটা টেনে তুলছে।

বিজয় হতাশ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলো অস্ত্রগুলো বক্সে ভরে হেলিকপ্টারে নিয়ে তোলা হলো। ওর কাছে মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্ন বোধহয় সত্যি হচ্ছে। ঠিক ওর গত মিশনটার মতোই হচ্ছে সব। অর্ডারের লোকেরা অস্ত্রটা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাবে ঠিক যেমন ওরা গতবার অমৃত নিয়ে পালিয়েছিলো। এই মুহূর্তে কলিন যেন ওর ফোর্স নিয়ে খুব দ্রুত চলে আসে এই দোয়া করা ছাড়া ওর আর কিছু করারও নেই।

ডি ওর দিকে এগিয়ে এলো। "আপনি ভেবেছিলেন এগুলো নিয়ে কেটে পড়তে পারবেন, তাই না?" সদ্য গর্ত থেকে বের করা একটা গদার দিকে দেখালো ও। "কিন্তু এগুলো দিয়ে করতেনটা কি? আপনিতো এটা চালু করার মন্ত্রটা পর্যন্ত জানেন না।"

"আর আপনি মনে হয় জানেন," বিদ্রূপের স্বরে বললো বিজয়।

ডি হাসলো। "অবশ্যই আমি জানি। সিজার এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন।"

"সিজার মানে?" বিজয়কে কেমন বিভ্রান্ত দেখলো।

BanglaBook.org

"জুলিয়াস সিজার," পরিষ্কার করে বললো ডি। "কয়েনগুলোর খবর আমরা কোত্থেকে পেয়েছি বলে মনে হয়? সিজার একটা ডায়রিতে সব লিখে রেখেছিলেন। আমরা সেটা খুঁজে পেয়েছি। সবই আছে ওখানে- সেমিরামিসের কাহিনি, ধাঁধার দুটো অংশ যেটা আমাদেরকে তার সমাধির খোঁজ দেবে, ড্রুইডদের সাথে তার শান্তি চুক্তি, ড্রুইডদের ধাঁধা, কয়েন আর মন্ত্র। আমাদের যা যা দরকার সব।"

"এত বছর পর এগুলো সম্ভবত আর কাজ করে না," বিজয় মত দিলো।

"কাজ করার দরকার নাই," ডি জানালো। "আমরা ওগুলো দেখে বানানোর কৌশল শিখবো, তারপর নিজেদের অস্ত্র বানাবো। সম্ভব হলে আরো উন্নত প্রযুক্তি যুক্ত করবো।"

বিজয়ের ব্যাপারটা পছন্দ হলো না।

"তা অস্ত্রগুলো দিয়ে ঠিক কি করবেন আপনারা?" বিজয় জিজ্ঞেস করলো।

"কেন, দুনিয়াকে বশে নিয়ে আসবো। ঠিক সিজার যেভাবে করতে চেয়েছিলেন," ডি জবাব দিলো। তারপর বুঝতে পারলো যে বিজয় আসলে বোঝাতে চেয়েছে যে ও জানে না যে অস্ত্রগুলো আসলে কি কাজ করে। "আপনি ওগুলো কিভাবে কাজ করে তা জানেন না, তাই না?"

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "সিজার কি সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন নাকি?"

ডি আবারও হাসলো। "অস্ত্রটা কিভাবে কাজ করে সিজার সেটা বুঝতেন না। কিন্তু তার মাথায় এইটুক বোঝার বুদ্ধি ছিলো যে এই অস্ত্রগুলো অসাধ্য সাধন করতে পারবে। কেল্টদের সাথে যুদ্ধের সময় উনি নিজে এই অস্ত্রটার ক্ষমতা টের পেয়েছিলেন। তখন-ই উনি বুঝেছিলেন যে এই অস্ত্রগুলো কতটা শক্তিশালী হতে পারে।"

এত কিছুর পরেও বিজয় এখন খুব কৌতূহল বোধ করছে। অস্ত্রগুলো আসলে কি করতে পারে?

"আমি এটা জানি যে অস্ত্রগুলোর সাথে ঐ পাথরের চক্র আর সমাধিগুলোর একটা সংযোগ আছে," বিজয় বললো।

ডি এক মুহূর্ত ভাবলো। "অনুমান শক্তিতো ভালোই দেখি আপনার। আপনাকে অস্ত্রটা সম্পর্কে তাহলে আর একটু বললে ক্ষতি নেই। আপনিতো আর কাউকে বলতে পারবেন না। আমি নিজেও ঠিক জানি না যে এটা কিভাবে কাজ করে না, কিন্তু অস্ত্রটা কি কাজ করে সেটা আমি আপনাকে বলবো। এটা উদ্ধারের জন্যে এত কষ্ট করেছেন, মরার আগে এইটুক জানার অধিকার আপনার আছে।"

BanglaBook.org

ডি পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো আর বিজয় মন দিয়ে শুনলো। ও কি জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছে সেটা বুঝতে পেরে ওর মাথা ঘুরতে শুরু করলো।

ড্রুইডরা এমনি এমনি অস্ত্রটাকে এত সমীহ করতো না। মহাভারত আর অন্যান্য বৈদিক পুঁথিতে উল্লেখিত অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র এটা।

আর এখন অর্ডার অস্ত্রটা পুরো দুনিয়া শাসন করতে ব্যবহার করবে।

চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া বিজয়ের আর কিছুই করার নেই।

শুধু আসন্ন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া।

BanglaBook.org

৯৮
রাতের আঁধারে

"সব প্যাক করা শেষ," হার্পার ডি-কে জানালো। ডি বিজয়ের সাথে অস্ত্রটা নিয়ে কথা বলছিলো।

"যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে," ডি জানালো। তারপর বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার বন্ধুরা শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। কিন্তু আপনি তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে এখানে থাকবেন না। ভাবতেই খারাপ লাগছে।" তারপর হেসে সামনে এগিয়ে গেলো। হার্পার গেলো পিছু পিছু।

বিজয় ডি-র গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো। ডি ওকে কিভাবে মারবে সেটা ভাবছে। গুলি করবে? নাকি ঘাড় ভেঙ্গে দেবে? নাকি ছুরি মারবে?

হঠাৎ একটা চিন্তা এলো মাথায়। কিন্তু ও ইতস্তত করতে লাগলো।

ও কি...?

তারপর-ই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। ও এটাই করবে।

"দাঁড়ান," বিজয় ডি কে ডাকলো।

ডি থেমে ঘুরে তাকালো।

"কাজটা করবেন না," বিজয় বললো।

"কোন কাজটা করবো না," ডি কয়েক পা এগিয়ে এলো বিজয়ের দিকে।

"অস্ত্রগুলো- ওগুলোকে হেলিকপ্টারে করে নেবেন না। অস্ত্রগুলো কি করতে পারে সেটা আপনার কাছে শোনার পরে কিভাবে ওগুলো কাজ করে সেটা আমি বের করে ফেলেছি। আপনি- "

"আমি কি করবো- কি করবো না সেটা আপনার কাছ থেকে শুনতে হবে না," কড়া গলেয় বললো ডি। "আজ আপনাকে মরতে হবেই। আপনি কি করার চেষ্টা করছে সেটা আমি জানি। এগুলো আমাকে না নিয়ে যাই সে চেষ্টাই করছেন। কিন্তু আপনার সে আশা পূরণ হবে না।" তারপর হার্পারের দিকে ফিরে বললো, "এনাকে গর্তে ফেলে দাও।" তারপর হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে গেলো দ্রুত পায়ে।

দুজন লোক এগিয়ে এসে বিজয়ের পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। পিছনে এগিয়ে এলো দৈত্যাকার এক লোক। সাতফুটেরও বেশি লম্বা- বিজয়ের মনে হলো আট ফুটের কম হবে না। জামার নীচে পাকানো রশির মতো পেশি

BanglaBook.org

কিলবিল করছে। বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা এক একটুও কাবু করতে পারেনি। একটা জ্যাকেট দূরে থাক গায়ে একটা ওভারকোটও নেই।

"এর দায়িত্ব এখন তোমার, ইয়েতি," হাসি চেপে বললো একজন। দৈত্যটা আলুর বস্তার মতো করে বিজয়কে কাঁধে তুলে নিলো তারপর টিবিটার উপরে উঠে গর্তের ভিতর বিজয়কে নামিয়ে দিলো।

"নীচে নামুন," ইয়েতির সাথে আসা একটা লোক বিজয়কে বললো। "একেবারে নীচের কক্ষে।"

বিজয় আস্তে আস্তে দেয়ালের সাথে পিঠ মিশিয়ে নীচে নামতে লাগলো। কারণ ওর হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা আর একমাত্র এভাবেই ও লোহার রেলিঙটা ধরতে পারছে। ওরা কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে একটা শীতল অনুভূতি বিজয়ের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো।

ইয়েতি নামের বিশাল লোকটা একটা বিশাল কাঠের টুকরো তুলে নিলো। তারপর দড়াম করে গর্তের মুখে সেটা আটকে দিলো।

সাথে সাথে অন্ধকারে ভরে গেলো ভিতরটা। বিজয় নীচের ল্যান্ডিং এ নেমে এসেছে। উপরে কাঠের উপর ধুপধাপ শব্দ শোনা গেলো। বিজয় বুঝলো কাঠটার উপর ওরা পাথর চাপা দিচ্ছে যাতে সরে না যায়।

এই হাত বাঁধা অবস্থায় ও কাঠের টুকরোটাই সরাতে পারতো না, আর এখন আরো পাথর চাপা দেওয়া হলো। একেবারে আশাহত হয়ে গেলো বিজয়।

বিজয় জানে অক্সিজেনের অভাবে যা বিপদ হবে তার চাইতে বেশি হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কারণে। এর মধ্যেই এখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ লোকগুলো অনেকক্ষণ এখানে কাজ করেছে। বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের কারণে খুব সামান্য তাজা বাতাস ঢুকতে পেরেছে ভিতরে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড যত বেশি ঘন হয় ততই এর বিষাক্ততা বাড়তে থাকে। এক্সময় বিজয় মারা পড়বে ঠিক, তবে অক্সিজেনের অভাবে না- কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিষক্রিয়ায়।

কতক্ষণ টিকতে পারবে ও?

ল্যান্ডিং-এ বসে বসে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করলো ও। এভাবে হাত বাঁধা থাকলে ওর পক্ষে নীচে নামা সম্ভব না। লোকজন নিয়ে নিয়ে কলিন শীঘ্রই চলে আসবে। ততক্ষণ কম কম শ্বাস নিতে হবে যাতে শরীরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কম ঢোকে। আর সেটা করার সবচে ভালো উপায় হচ্ছে শ্বাসের গতি কমিয়ে দেওয়া। লম্বা দম নেওয়া যাবে না।

ওর পক্ষে নিজ থেকে এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব না। বাইরে থেকে কাউকে ওকে উদ্ধার করতে হবে।

BanglaBook.org

তবে একটা জিনিস ভেবে ভালো লাগছে ওর। ডি-র সাথে যেটুক কথা বলেছে তাতেই ও একটা জিনিস ধরতে পেরেছে। আর সেই জিনিসটা ও ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে।

নিজের যা-ই হোক বিজয় একটা জিনিস নিশ্চিত করেছে।

ওরা জীবনেও অস্ত্রগুলো নিয়ে নিরাপদে ফিরতে পারবে না।

এইবার আর অর্ডার পার পাবে না।

BanglaBook.org

৯৯
মাইন হাও-র বাইরে

কলিন চারপাশটা জরিপ করলো একবার। সার্চলাইটগুলো নেয়নি ওরা। তখনও জ্বলছে। প্রচণ্ড হতাশ লাগছে ওর। বড্ড দেরি করে ফেলেছে ওরা।

আকাশে থাকতেই ওদের হেলিকপ্টারগুলো যখন এখানে নামা শুরু করেছে তখনই ওরা এখানে সার্চলাইট জ্বলতে দেখতে পায়। তখনি বুঝেছে যে অর্ডার ওদের আগেই পৌঁছে গিয়েছে।

নামার পর এলাকাটা একটু খুঁজে দেখা হয়েছে। হ্যারির প্রাণহীন দেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে একপাশে। ভাঙ্গা ঘাড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে মারা যাওয়ার আগে ওর উপর কতটা অত্যাচার করা হয়েছে। বহু কষ্টে চোখে পানি সামলেছে কলিন। সামান্য সময়ের পরিচিয়েই হ্যারির সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো ওর।

ওরা পাথরে চাপা দেয়া একটা বিশাল কাঠের টুকরোও খুঁজে পেয়েছে। কলিনের সাথে যেসব স্পেশাল ফোর্সের লোকজন এসেছে তারা ওটা সরানোর কাজ শুরু করেছে।

বিজয়কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

অর্ডার কি বিজয়কে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছে? কলিন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মানে কি বিজয় অস্ত্রগুলো খুঁজে পেয়েছে? অর্ডার বিজয়কে এত দ্রুত খুঁজে পেলো কিভাবে?

প্রশ্ন অনেকগুলো কিন্তু কোনো উত্তর নেই।

মাটির ঢিবিটার উপর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। ওখানকার কাঠের টুকরোটা সরানো শেষ। একজন লোক গর্ত বেয়ে নীচে নেমে ল্যান্ডিং-এ বিজয়ের অচেতন দেহটা আবিষ্কার করেছে।

কলিন খবর পেয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখে মাত্রই বিজয়কে তুলে আনা হলো। হাত পা মাথা নিস্তেজ হয়ে ঝুলছে।

"ও কি বেঁচে আছে?" উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলো কলিন। আশা করা ছাড়া ওর আর কিছুই করার নেই।

BanglaBook.org

এবারডিন-এর আকাশে

ডি নিজের মনে গুনগুন করছে। ভীষণ খুশি ও আজ। এরচে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ওর সব ধারণা-ই সত্যি হয়েছে, ওর সব পরিকল্পনা-ই কাজে লেগেছে

আর সবচে বড় কথা অস্ত্রগুলো এখন ওর কব্জায়। বিজয় সিং এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। এবার ফন ক্লুয়েক-কে শায়েস্তা করতে হবে।

অবশ্য লোকটা অর্ডারের জন্যে বেশ দরকারি। এতদিন পর্যন্ত ভালোই কাজ দেখিয়েছে। কিন্তু ওর পিছনে লেগে ভালো কাজ করেনি।

আর এখন ও ঐ অমৃতের চাইতেও দামি জিনিস উদ্ধার করে এনেছে। হ্যাঁ, অমৃতের ঐ ভাইরাস দীর্ঘায়ু দান করে কিন্তু সেটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায়। এখনও কেউ ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি।

অর্ডার যখন প্রথম ভাইরাসটার দখল পায় তখন ভেবেছিলো অমরত্ব বুঝি এখন হাতের মুঠোয়।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ না। ও নিজেই তার প্রমাণ। অর্ডারের লোকজন ভেবেছিলো আসল ব্লাডলাইনের যারা আছে তারা তাদের জিন-এর কারণে এই ভাইরাস থেকে বেশি সুবিধা পাবে। ধারণাটা কিছুটা হলেও সত্যি। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে স্বেচ্ছাসেবী আহ্বান করা হয়। ডি ছিলো তাদের একজন। বয়স কম- রক্ত গরম, অমরত্বের সন্ধানে নামতে ওকে দুইবার ভাবতে হয়নি।

কিন্তু ভাইরাসের কয়েকটা স্বল্প মাত্রার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া-কে কেউ গোনায় ধরেনি। ভাইরাসের কারণেই ওর চেহারার এই অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে দশা। ভাইরাসের একটা ডোজ নেওয়ার পরেই ওর গায়ের রঙ আর গঠন পাল্টে যায়। ওর ভোকাল কর্ডেও সমস্যা হয়। এখনকার যে ঠাণ্ডা স্বর সেটা আগে ছিলো না। তবে ওর কাছে সবচে বেশি অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে অমৃত-র ডোজ নেওয়ার পর থেকেই ওর সারাক্ষণ মনে হয় যে ওর শরীরের ভিতরে কিছু না কিছু হচ্ছে। আসলেই কিছু হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত না কিন্তু সারাক্ষণই ওর কেমন যেন লাগে। কিন্তু কোনো ব্যথা, বেদনা, বা আর কোনো উপসর্গ নেই। শুধু এক ভূতুড়ে অনুভূতি। ব্যাপারটা ওর মোটেও পছন্দ না।

না, অমৃত আসলে যেরকম ভাবা হয়েছিলো সেরকম কিছু না।

এই অস্ত্রটা হচ্ছে সত্যিকার কাজের জিনিস।

অর্ডার যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে তাদের বিরোধিতা করার কেউ থাকবে না।

BanglaBook.org

আচমকা হেলিকপ্টারটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো।

ডি আশেপাশে তাকালো। "হচ্ছেটা কি? ঝড়ের এলাকা না ছাড়িয়ে এসেছি?"

ওরা নিরাপদেই ঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে চলে এসেছে। হেলিকপ্টার যথেষ্ট ঝাঁকি খেয়েছে, ইঞ্জিন আর পাখার উপর দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধকল গিয়েছে- কিন্তু শেষ পর্যন্ত খারাপ কিছু হয়নি। এখন আবার কি হচ্ছে?

"জানি না," পাইলট চেঁচিয়ে জবাব দিলো। "ইঞ্জিনে সমস্যা নেই।"

আবারও একটা ঝাঁকি দিলো হেলিকপ্টার, সাথে সাথেই শুরু হলো একটা গম্ভীর গর্জন। যেন বজ্রপাত।

ডি হেলিকপ্টারের পিছন দিকে রাখা কাঠে বক্সটার দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে যে ওখান থেকে আসছে শব্দটা।

কিন্তু কেন?

পাঁচটা হেলিকপ্টারের প্রতিটাতেই এরকম একটা করে বক্স আছে। প্রতিটা বক্সে ছয়টা করে অস্ত্র। মোট ত্রিশটা।

বলা নেই কওয়া নেই বক্স থেকে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এলো। ঠিক একটা বজ্রের মতোই আঁকাবাঁকা। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে দেখা গেলো ওটাকে তারপর উধাও হয়ে গেলো।

"কি হচ্ছে?" নার্ভাস কণ্ঠে বললো হার্পার।

কেউ কোনো জবাব দেওয়ার আগেই আর একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেলো; তারপর আর একটা; একযোগে সবদিকে ছুটতে লাগলো। একের পর এক বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো। হেলিকপ্টারে ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেটাকে আরো বেশি ভয়াবহ করে তুলছে।

অন্য হেলিকপ্টার থেকেও এরকম আলোকচ্ছটা বের হচ্ছে। ডি বুঝলো ওগুলোতেও একই ঘটনা ঘটছে।

কি হচ্ছে এসব? ডি কিছুই বুঝতে পারছে না।

"বজ্রপাত হয়েছে হেলিকপ্টারের উপর!" পাইলট চেঁচালো। "পাখায় সমস্যা হয়েছে। সামলানো যাচ্ছে না হেলিকপ্টার।"

একটা নষ্ট কারেন্টের ট্রান্সফরমারের মতো করে বক্সটা থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে আর হেলিকপ্টারের সারা গায়ে আঘাত করে চলেছে। হেলিকপ্টারটার নাক এখন সোজা নীচের দিকে।

"কারেন্ট বের হচ্ছে!" হার্পারের চেহারা থেকে রক্ত সরে গিয়েছে। ও ডি-র দিকে তাকালো। ডি-র মতো ও-ও জানে এই অস্ত্রগুলোর আসল প্রকৃতি আর এগুলো কি করতে সক্ষম।

কিন্তু ওরা ভাবেনি যে এগুলো এভাবে কাজ করা শুরু করবে। ওদের উদ্দেশ্য ছিলো অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ ওদের কাছেই এটা চালু করার মন্ত্রটা আছে। আর কেউ তো অস্ত্রটা চালু করার নিয়ম জানে না!

"তেলের ট্যাঙ্কে আগুন লাগলে..." হার্পার কথাটা শেষ করলো না। এসব কুচিন্তা মাথাতে আনতে চায় না ও। চোখে নগ্ন আতংক নিয়ে ও ডি-র দিকে চাইলো, "কি সর্বনাশ করেছি আমরা?"

ডি গালাগালি শুরু করলো। সিজার তো ডায়রিতে অস্ত্র চালু করার নিয়ম হিসেবে শুধু মন্ত্রের কথাই বলেছেন।

এগুলো থামানো যায় কিভাবে সেটা তো বলেননি।

BanglaBook.org

এবারডিন

আকাশ এখন পরিস্কার, ঝড় শেষ। কিছু মেঘ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে তবে তারা দেখা যাচ্ছে ঠিক মতোই। স্কটল্যান্ডে শীতের দিনে এরকম রাত বিরল। কিন্তু এই পরিষ্কার আকাশেও বজ্রপাতের শব্দে ভরে যাচ্ছে চারপাশ।

এলাকার লোকজন চমকিত হয়ে আকাশে দেখার চেষ্টা করছে।

আকাশের কালো ক্যানভাসে তারার ফ্যাকাশে আলোর পাশাপাশি বজ্রপাতের শিখা-ও দেখা যাচ্ছে। টুকরো টুকরো আলোর ফুলকি আর সাথে বজ্রধ্বনি।

কিন্তু বজ্রপাত আকাশে পাঁচটা ছোট ছোট জায়গাতেই হচ্ছে শুধু। আকাশ বা মাটিতে বজ্রের পতন হচ্ছে না।

নীচের প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখলো একটা বজ্রের এলাকা আচমকা একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। কুণ্ডের ঠিক মাঝখানে লাল আর কমলা শিখা লকলক করছে আর চারদিকে জ্বলন্ত টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে। মুহূর্ত পরেই বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো।

এবারডিনের অধিবাসীরা আতঙ্কে অসাড় হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। একটু পরেই আরো একটা বিস্ফোরণ হলো।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে চারদিকে আলোক রশ্মি ছুটে বেরিয়ে গেলো। ঠিক নিউ ইয়ারের প্রথম প্রহরে যেরকম আতশ বাজি ফাটানো হয় সেরকম; গলিত ধাতব টুকরোর বৃষ্টি শুরু হলো একটু পরেই। লোকজন সব দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটলো।

তৃতীয় আরেকটা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো আকাশ। একটু বিরতি নিয়েই হলো আরো দুটো।

ধ্বংসস্তূপের সর্বশেষ টুকরোটা মাটিতে আছড়ে পড়তেই সারা শহর নীরবতায় ডুবে গেলো। রাতের আকাশ আবার তার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে এলো। ধোঁয়ার পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে মিটিমিটি তারা দেখা যেতে লাগলো আবার।

BanglaBook.org

১০০

এক সপ্তাহ পর

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হেডকোয়ার্টার, নয়া দিল্লি

প্যাটারসন কনফারেন্স টেবিলের চারপাশের সবার দিকে তাকালেন। সবাই জড়ো হয়েছে সদ্য সমাপ্ত মিশনের পর্যালোচনার জন্যে।

মাইন হাও থেকে উদ্ধার হওয়ার পরে বিজয় কিছুদিন লন্ডনের একটা হাসপাতালে ছিলো। ওখানেই সুস্থ হওয়ার পর নয়া দিল্লিতে উড়ে এসেছে পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে।

ওখানে আরও আছে কলিন, শুক্লা আর ইমরান। আর টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য এলিস আর গোলদফেল্ডকেও এই বৈঠকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্যাটারসন-ও বিশেষভাবে ভারত এসেছেন এই বৈঠকের জন্যে।

একমাত্র যে লোকটা নেই সে হচ্ছে হ্যারি। প্যাটারসন নিজের বক্তব্যের মাঝে যখন এই মিশনে সাবেক SAS অফিসারের অবদানের কথা তুললেন তখন সবার মনটা আবার নতুন করে খারাপ হয়ে গেলো। মিশনের সফলতার পরেও তাই ভিতরে ভিতরে সবার মনটা বিষণ্ন।

গতবছরের মতো এবারেও ওরা দলের একজন সদস্যকে হারিয়েছে। তবে অর্ডার এবার আর সফল হতে পারেনি।

"প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে আমরা জেনেছি যে এবারডিনে নাকি পাঁচটা ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়েছে," প্যাটারসন ঘোষণা করলেন। "ওখানে বিস্ফোরণের সময় আর অর্ডারের হেলিকপ্টারগুলোর এবারডিনে পৌঁছানোর সময় একদমই কাছাকাছি। আর যেহেতু ওদেরও অস্ত্র ভরা পাঁচটা হেলিকপ্টার-ই ছিলো তাই বলা যায় যে ওদের ওগুলোই বিস্ফোরিত হয়েছে। জীবিত কাউকে উদ্ধার করা যায়নি। ভাগ্য ভালো যে নীচের কেউ মারা পড়েনি।" এইটুক বলে উনি বিজয়ের দিকে তাকালেন। "তা ওদের কি হয়েছিলো বলো তো? লোকজন নাকি বলছে যে বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট আগে থেকে ওখান থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু আকাশ তখন ছিলো ঝকঝকে পরিষ্কার। আশপাশেও কোনো ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিলো না।"

BanglaBook.org

"অস্ত্রগুলোর প্রকৃতিটাই ওরকম," বিজয় বললো। "ডি নামের মেয়েটা, যে অর্ডারের দলটার দায়িত্বে ছিলো- সে যখন আমাকে জানালো যে অস্ত্রগুলো কি কাজ করে আর কোন কোন কাজে ওটাকে ব্যবহার করা যায়, তখনি আমি বুঝতে পারি যে ওগুলো আসলে কি। অস্ত্রগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে মেয়াটার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না। কিন্তু আমি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি কিছুটা ধরতে পেরেছিলাম অস্ত্রটার কাজের কৌশল। তাই আমি মেয়েটার উপর রিভার্স সাইকোলজি প্রয়োগ করি। আমি তাকে হেলিকপ্টারে করে অস্ত্রগুলো নিতে নিষেধ করি। আমি কিন্তু সত্যি কথা-ই বলছিলাম তখন। কারণ আমি জানতাম আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে কি ঘটতে পারে। কিন্তু আমি এ-ও জানতাম যে মেয়েটা আমার উপদেশকে ভালোভাবে নেবে না। নিজের সম্পর্কে এক অদ্ভুত উচ্চধারণা ছিলো ওর। কেমন যেন মনে করতো যে কিছু একটার জোরে ও একেবারে সর্বজয়ী বা এই ধরনের একটা কিছু। ফাটকাটা কাজে লাগে। ও আমার কথা শুনতে অস্বীকার করে।"

"তার মানে অস্ত্রটার প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা ঠিক," ইমরান বললো। "তা আমাদেরকেও বলো একটু। আমারাতো অন্ধকার হাতড়ে মরছি। একেবারে গোঁড়া থেকে মানে ড্রুইডরা ওটা দিয়ে কি করতো সেখান থেকেই বলো।"

বিজয় কিছুটা লজ্জা পেলো। ও ইমরান বা প্যাটারসন কাউকেই প্রিজম সম্পর্কে বলেনি। শুধু এলিস, কলিন, শুক্লা আর অবশ্যই গোল্ডফেল্ডকে জানিয়েছে।

এখন ও বুঝলো যে সেমিরামিসের কাহিনির উৎস সম্পর্কে ওকে জানাতে হবে। কারণ প্রিজমের খোদাইতে যে কাহিনিটা ছিলো সেটা না বললে ও যা যা জানে সেববের ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

একটা লম্বা দম নিয়ে ও শুরু করলো। "আমার বাবা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে কাজ করতেন। পঁচিশ বছর আগে কিশনগড়ে এক খননকার্যের পর উনি একটা প্রাচীন শিল্পকর্ম উদ্ধার করেন।" তারপর বিজয় ওর বাবার সহকর্মী কেএস ওকে দুই বছর আগে যে কাহিনিটা শুনিয়েছিলো সেটা সবাইকে বলে। কেএস ওকে যে প্রিজমটা দিয়েছিলো সেটা সম্পর্কেও জানায় ওদের। সেটার সূত্র ধরেই লন্ডন গিয়ে দ্বিতীয়টা কিভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পায় সে ঘটনাও বলে বিস্তারিত।

"এলিস কার্ট ওয়ালেসকে বলে মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি জোগাড় করে দেয়," বিজয় জানালো। "ওয়ালেস-ই মিউজিয়ামের আরেকজন ট্রাস্টির অনুমতি জোগাড় করে দেন। তারপরেই আমরা দ্বিতীয় প্রিজমটা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাই।"

BanglaBook.org

বিজয় থামতেই রুমে নীরবতা নামলো। বিজয় প্যাটারসন আর ইমরানের দিকে তাকালো। "আমি আসলে স্যরি; আমার আরো আগেই ব্যাপারটা আপনাদের জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি যে এর সাথে অর্ডারের কোনো সংযোগ থাকতে পারে। কল্পনাতেও ব্যাপারটা আসতো না। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম যা আমার বাবা মা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন।"

প্যাটারসন বিজয়ের দিকে তাকালেন। "বুঝতে পেরেছি। আর আমিও তোমার বাবা মায়ের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার মনে হয় যে এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার যে তাদের মৃত্যুর পিছনে অর্ডারের হাত আছে। আমরা কেসটা আবার তদন্ত করে দেখবো। অবশ্য এত বছর পর নতুন কোনো সূত্র পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান, তবে চেষ্টা করে দেখবো।"

ইমরানও মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো।

বিজয় ওদের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করলো। প্যাটারসন চাইলেই এসব জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্যে ওর উপর রাগ ঝাড়তে পারতেন। এরকম পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে এরকম একটা শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক ছোট সূত্রও অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই তথ্যটাতো অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র ছিলো।

কিন্তু প্যটারসনের প্রতিক্রিয়ায় বিজয় আবেগতাড়িত হয়ে গেলো।

"তারপর," ইমরান বিজয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টালো। "বাকি সবটা বলো।"

বিজয় নিজেকে সামলে নিলো। "আমি কাহিনিটার যা বুঝেছি তা বলছি।" তারপর এলিস আর গোল্ডফেল্ডের দিকে চেয়ে বললো, "কোনো ভুল খেয়াল হলে ধরিয়ে দেবেন।"

ওরা দুজন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো।

বিজয় শুরু করলো। "লিখিত ইতিহাসের সূচনার আগে কেউ একজন- সে তুয়াহা ডে ডানান বা দানব যেটা-ই হোক- যুক্তরাজ্য আর আয়ারল্যান্ডে ছড়িয়ে থাকা পাথরের চক্র আর সমাধিগুলো তৈরি করে। ভাগ্যক্রমে এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে সারা পৃথিবী জুড়েই এরকম পাথরের চক্র বা মেগালিথ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি ভারতেও। এটা একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার। আর প্রত্নতত্ত্ববিদরা যদিও এই স্থাপনাগুলোর বয়স বের করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউই সঠিক করে বলতে পারেন না যে ওগুলোর বয়স আসলে কত। কারণ পাথরের বয়স বের করার কোনো স্বীকৃত পদ্ধতি নেই।"

"তুয়াহা ডে ডানান কারা?" ইমরান জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

বিজয় কলিনকে ইঙ্গিত করলো ব্যাখ্যা করার জন্যে। কলিন ড্রুইড আর লর্ড অফ দ্য লাইট সম্পর্কে যা জেনেছিলো সেটা সংক্ষেপে বললো। সেই সাথে তুয়াহা ডে ডানান আর বৈদিক লোকজনের মাঝে যে সম্পর্ক বের করেছিলো সেটাও জানালো।

"দারুণ তো!" ইমরান প্রশংসা করলো। "কিন্তু ওরা কেনো ওগুলো বানিয়েছিলো সেটা তো জানিনা।"

বিজয় মাথা নাড়লো। "আমরা একটা ধারণা করতে পারি, কিন্তু সঠিক করে কিছুই বলা যায় না। কারণ এরা সবাই হচ্ছে অনেক আগের মানুষ। তবে আমরা যা যা বের করেছি তা থেকে ওগুলো বানানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক একটা ধারণা করাই যায়। সল, আপনি কি কষ্ট করে প্রিজমের কাহিনিটা সবাইকে একটু বলবেন?"

গোল্ডফেল্ড খুশি মনেই সেমিরামিস আর ড্রুইডদের কাহিনিটা বর্ণনা করলেন। অস্ত্র উদ্ধারে ভারত এসে যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন আর ফিরে গিয়ে ব্রিটেনে মারা যান সেটাও জানালেন একই সাথে।

"কিন্তু আমরা এখন জানি যে উনি একটা মাত্র অস্ত্র উদ্ধার করেননি," প্যাটারসন বললেন। "এক বস্তা অস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন।"

"ঠিক," বিজয় বললো। "সময়টা হচ্ছে দুই হাজার খ্রিস্টপূর্ব। ড্রুইডদের উৎপত্তি আসলে কোথা থেকে সেটা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত এরা লর্ড অফ দ্য লাইটের উত্তরসূরি। ওরাই ড্রুইডবাদের প্রচলন করে। ওদের কাছ থেকেই ড্রুইডেরা তাদের ধর্মবিশ্বাস, দর্শন আর অস্ত্রটা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। প্রিজম থেকে এটাই জানা যায়।"

"আর অস্ত্রগুলো আসলো কোত্থেকে?" এবার জানতে চাইলেন প্যাটারসন।

বিজয় এবার শুক্লাকে অনুরোধ করলো উনি মহাভারত থেকে অস্ত্রটার উৎপত্তি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাটা ওদেরকে আগে শুনিয়েছিলেন সেটা আরো একবার শোনানোর জন্যে।

শুক্লার শেষ হলে বিজয় আবার শুরু করলো। "আমার ধারণা সেমিরামিস ড্রুইডদেরকে যে অস্ত্রগুলো এনে দেন সেগুলো সমগ্র ব্রিটেনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটা জায়গায় একটা করে অস্ত্র ব্যবহার করা হতো। তার মানে ব্রিটেনে সর্বোচ্চ তিরিশটা জায়গায় অস্ত্রগুলো বসানো ছিলো।"

"এটা কি আন্দাজে বললে নাকি কোনো প্রমাণ আছে?" ইমরান জানতে চাইলো।

"দুটোই বলা যায়," বিজয় জবাব দিলো। "ডি আমাকে অস্ত্রটার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিলো তাই আমার ধারণা সঠিক কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হাসপাতালে থাকতেই আমি কিছু খোঁজ খবর করি। এটা বোঝার জন্যে আগে অস্ত্রটা কিভাবে কাজ করে সেটার ব্যাখ্যাটা জানতে হবে।"

BanglaBook.org

১০১
অস্ত্রের কার্যপদ্ধতি

বিজয় টেবিলের চারপাশে একবার তাকালো। "আগে পায়েজোইলেকট্রিক (Piezoelectric effect) প্রভাবটা ব্যাখ্যা করি। স্ফটিক তো চেনেন? যেমন কোয়ার্টজ; তো যখন কোনো স্ফটিকের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন পুরো বস্তুটা জুড়ে তড়িৎ বিভবের সৃষ্টি হয়। কারণ যখনই চাপ প্রয়োগ করা হয় তখনই স্ফটিকের প্রতিটা পাশ বিপরীত চার্জে চার্জিত হয়, ফলে পুরো স্ফটিকের অন্যান্য জায়গায় বিভবের মান কমে যায়। কোয়ার্টজের সরাসরি পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব কয়েক হাজার ভোল্টের বিভব পার্থক্য তৈরি করতে পারে। এটাই ব্যবহারিক ব্যাখ্যা। সহজ কথায় যদি কোয়ার্টজ স্ফটিকে চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই স্ফটিক থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। আর একভাবে বলা যায় যে যদি কোনো পায়েজোইলেকট্রিক পদার্থকে বাঁকানো হয়, টেনে লম্বা করা হয়, বা অন্য যে কোনো বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এই বিদ্যুৎটা হচ্ছে উচ্চ বিভবের কিন্তু নিম্ন মাত্রার। যেমন আপনার চুলা ধরানোর লাইটার। ওখানে চুলা ধরাতে যে স্ফুলিঙ্গ ব্যবহৃত হয় সেটা কিন্তু এই পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব ব্যবহার করে উৎপাদন করা উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎ। উল্টো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদি কোনো পায়েজোইলেকট্রিক পদার্থের ভিতরে বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহলে এটা আকৃতির বিকৃতি ঘটে। লাউড স্পিকারে কিন্তু এই পায়েজোইলেকট্রিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ওখানে বৈদ্যুতিক সংকেতকে যান্ত্রিক কম্পনের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরিত করে মন মতো শব্দ উৎপাদন করা হয়।"

সবাই ব্যাপারটা বুঝেছে কিনা দেখার জন্যে বিজয় একটু থামলো। কারণ অলৌকিক অস্ত্রটার কার্যপদ্ধতি বোঝার জন্যে ব্যাপারটা জরুরি।

"বলে যাও," শুক্লা বললেন। "আমি যখন তোমার কথা বুঝতে পেরেছি তখন বাকিরাও বুঝবে।" বলে উনি হেসে দিলেন। বাকিরাও যোগ দিলো তার সাথে।

বিজয়ও মুচকি হেসে আবার শুরু করলো। "আর যে ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে অনুনাদের (Resonance) মূলনীতি। কম্পনের ফলে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। যেমন শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে

BanglaBook.org

কোনো পদার্থের যান্ত্রিক কম্পনের ফলে। আলো বা অন্যান্য তড়িৎ-রাসায়নিক তরঙ্গের উৎপত্তি হয় চার্জিত কণার কম্পনের ফলে। প্রতিটা পদার্থ, চার্জিত কণা বা যন্ত্র একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে কম্পিত হতে চায়। এটাকে বলা হয় অনুনাদ কম্পাঙ্ক। এটা হচ্ছে ওগুলোর স্বাভাবিক কম্পনের কম্পাঙ্ক। এখন যখন শব্দ বা আলোক তরঙ্গ কোনো বস্তুকে আঘাত করে তখন কি হয়? এই তরঙ্গটা কিন্তু আগে থেকেই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে কাঁপছে, যদি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বস্তুর অনুনাদ কম্পাঙ্কের সাথে মিলে যায় তাহলে অনুনাদ সৃষ্টি হয়। ফিজিক্সের ভাষায় যদি কোনো বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্ক আর তার উপর আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক সমান হয় তাহলে বস্তুটা সর্বোচ্চ বিস্তার সহকারে কম্পিত হতে থাকে- এটাই অনুনাদ। মনে করেন একটা কাচের গ্লাসের সামনে কোনো একটা গান বাজানো হচ্ছে, এখন যদি গানের সুরের কম্পাঙ্ক কাচের গ্লাসটার অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান হয় তাহলে গ্লাসটা ফেটে যাবে। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে, কানে শামুকের খোল চেপে ধরলে যে সমুদ্রের ডাক শোনা যায় সেটা। আমাদের চারপাশেই কিন্তু নানান কম্পাঙ্কের অসংখ্য শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু খুবই কম মাত্রার হওয়ার কারণে আমরা সেগুলো শুনতে পাই না। শামুকের খোলের ভিতর এই শব্দগুলো ঢুকে কম্পিত হতে থাকে। এখন আমাদের চারপাশে থাকা কোনো একটা শব্দতরঙ্গ যদি শামুকের খোলের ভিতরের বাতাসকে ওটার স্বাভাবিক অনুনাদ কম্পাঙ্কে কাঁপাতে পারে তাহলে অনুনাদ সৃষ্টি হয় আর তখন সেই কম মাত্রার শব্দগুলোই অনেক তীব্র হয়ে আমাদের কানে ধরা দেয়।"

"বুঝতে পেরেছি," বুড়ো আঙুল তুলে গোল্ডফেল্ড জানালেন। "আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একটা কম্পনশীল বল আরেকটা বস্তুকে তার অনুনাদ কম্পাঙ্কে আরো অনেক তীব্রভাবে কাঁপাতে পারে।"

"ঠিক। এখন পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব আর রেজোন্যান্সকে একসাথে চিন্তা করুন। যদি কোনো পায়েজোইলেকট্রিক পদার্থে কোনো বিভব বা কোনো যান্ত্রিক বল প্রযুক্ত হয় তাহলে পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাবের কারণে পদার্থটায় কম্পনের সৃষ্টি হয়। তার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। আর যদি কম্পাঙ্কটা হয় পদার্থটার অনুনাদ কম্পাঙ্ক, তাহলে পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাবে পদার্থটার অন্য প্রান্তে উচ্চমাত্রার বিভব সৃষ্টি হয়। আর একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে এই পদার্থগুলো একেকটা কার্যকর তরঙ্গ বিকিরক হিসেবে কাজ করা শুরু করে। ফলে চাইলে তখন এগুলোকে এন্টেনা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।" বলে বিজয় আবারও থামলো।

"আমি বুঝতে পেরেছি," ইমরান বললো। "তুমি বোঝাতে চাচ্ছ যে অস্ত্রটা পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। তাহলে এ

BanglaBook.org

কারণেই এবারডিনের লোকেরা হেলিকপ্টার বিস্ফোরণের আগে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছিলো।"

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এত আগেই উপসংহারে চলে যাচ্ছ কেন?" বিজয় হাসলো। "অস্ত্রের ব্যাপারে আসছি একটু পরেই। আমি এই মুহূর্তে অস্ত্রগুলো আর পাথরের স্থাপনাগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।"

এলিসকে বিভ্রান্ত দেখালো। "আমিতো কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না। যদি অস্ত্রগুলো থেকে কোনোভাবে বজ্র বের-ও হয় - আর স্বীকার করছি যে এই ব্যাপারটাও আমার কাছে পরিষ্কার না- একটা পাথরের চক্র আর সমাধিতে এটার কাজ কি হতে পারে?"

"অস্ত্র থেকে বজ্র বের হয় এই কথাটা আপাতত মাথায় রাখার দরকার নেই," হাত তুলে ওকে থামিয়ে বললো বিজয়। "মেগালিথগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওটা খুব বেশি জরুরি না। আগে পাথরের স্তম্ভগুলোর সাথে অস্ত্রের সম্পর্কটা দেখা যাক। এটা বোঝার জন্যে আগে পায়েজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার নামের যন্ত্রটা সম্পর্কে একটু বলি। এটা এমন একটা যন্ত্র যাতে একটা রেডিও তরঙ্গ প্রবাহিত করলে একটা নিদিষ্ট তরঙ্গে কাঁপতে পারে, ফলে একটা সুন্দর ধ্বনি বের হয় ওটা থেকে। উল্টো করে যদি এটায় কোনো ধ্বনি প্রবেশ করানো হয় তাহলে এটা সেই ধ্বনিকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিণত করতে পারে। তার মানে হচ্ছে একটা শব্দ উৎস থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করতে পারে এই যন্ত্র।"

সামনের শ্রোতাদের মুখের অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে যে এখনও তারা ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। তবে ওর ব্যাখ্যাও এখনও শেষ হয়নি।

"এটাই হচ্ছে এই ধাঁধার শেষ অংশ," বিজয় আবার শুরু করলো। "পাথরের স্তম্ভগুলোর শব্দ তৈরির ক্ষমতার সাথে এটা সম্পর্কিত। স্টোনহেঞ্জ সহ আরো বেশ কয়েকটা পাথরের স্থাপনায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সংক্রান্ত চমকপ্রদ কিছু তথ্য বের হয়েছে। আমি এতক্ষণ যা ব্যাখ্যা করলাম সেটা মাথায় রাখলেই বুঝতে পারবেন। স্টোনহেঞ্জ বা বেশিরভাগ স্তম্ভ আর সমাধির অনুনাদ কম্পাঙ্ক হচ্ছে দশ থেকে বারো হার্জ। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন মায়েস হাও-র মতো অনেকগুলো ঘরওয়ালা সমাধিক্ষেত্রের বেলায় যেখানে বড় একটা ঘর থেকে আরো অনেকগুলো ঘর বেরিয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘরগুলোর অনুনাদ কম্পাঙ্ক পচানব্বই থেকে একশ দশ পর্যন্ত। এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কম্পাঙ্কের ব্যবধান প্রায় দশ থেকে পনের হার্জ। কেন গুরুত্বপূর্ণ এখনই বলছি। তার আগে ধরুন, আপনার কাছে এমন একটা কিছু আছে যেটা দিয়ে আপনি একটা পাথরের স্তম্ভের অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবেন, তাহলে পাথরটার অনুনাদ ঘটাতে পারলে কি অবস্থা হবে একবার চিন্তা

BanglaBook.org

করুন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের ঢোল একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁজাতে পারলে এই স্তম্ভগুলোর অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব।"

বিজয় থেমে সবার দিকে তাকালো। "আর ডি আমাকে বলেছিলো যে সিজার প্রথম অস্ত্রটার ক্ষমতা সম্পর্কে টের পান যখন গল-এ রোমান সৈন্যরা গলিকদের বিদ্রোহ দমন করতে যায় তখন। প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়। সেখানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে নাকি রোমান সৈন্যরা ডমরু বাজানো শুনতে পেতো।"

কলিন ধরতে পারলো বিজয় কি বলতে চাচ্ছে। "তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছে রোমানদের এই অভিজ্ঞতার পিছনে আসলে এই পাথরের স্তম্ভগুলোর শব্দ তৈরির ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে?"

"হ্যাঁ," বিজয়ের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেলো। "এই স্তম্ভগুলো বানাতে যে পাথরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো খেয়াল করো। স্যালিসবুরিতে গ্রানিট, অর্কনীতে বেলেপাথর- এসব পাথরে প্রচুর পরিমাণ কোয়ার্টজ থেকে। এধরনের পাথরে সহজেই পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব তৈরি করা যায়।"

কলিন এবার পুরো ব্যাপারটাই ধরে ফেললো। "তারমানে, পাথরের স্ত ম্ভগুলোতে যদি ওগুলোর অনুনাদ কম্পাঙ্কের কোনো শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত করা যায় তাহলে ওগুলো পায়েজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসারে রূপান্তরিত হয়। তখন ওগুলো থেকে রেডিও তরঙ্গ বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ বের হয়?"

"একদম ঠিক," বিজয় বললো। "আর অস্ত্রগুলো তখনই কাজে লাগে। ডি আমাকে যা বলেছে সেটা হচ্ছে অস্ত্রগুলো পাথরের চক্রের ভিতরে কোথাও স্থাপন করা হতো। আর পাথরগুলোতে পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাব তৈরি করার শক্তি বা বলের উৎস হিসেবে কাজ করতো। ও অবশ্য অস্ত্রের কার্যপ্রণালির কিছুই জানতো না, আমাকে বলেছিলো যে অস্ত্রগুলো হচ্ছে পাথরগুলোর জন্যে শক্তির উৎস। আর পাথরগুলো এমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে যা দিয়ে মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।"

"কিন্তু তাতে তো রোমানদের উপর কেন ওরকম প্রভাব পড়তো সেটার ব্যাখ্যা পেলাম না," ইমরান বললো। "পাথরগুলো কিভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণকারী তরঙ্গ উৎপাদন করতো?"

BanglaBook.org

১০২
ড্রুইডদের আসল রহস্য

"এতক্ষণ যা যা বললাম তার উপর ভিত্তি করে আমি একটা অনুসিদ্ধান্তে এসেছি, সেটা বলছি," বিজয় জবাব দিলো। "আমার বক্তব্যের সমর্থনে কিছু পাইনি আমি, কারণ এখন পর্যন্ত এমন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়নি যাতে দেখা যায় যে পাথরগুলো আসলেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো সংকেত উৎপাদন করতে পারে কিনা, বা পারলেও তার কম্পাঙ্ক-ই বা কত। কিন্তু ডি যখন মানুষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা বললো, তখন ভেবে দেখলাম যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের একটাই উপায় আছে। আর সেটা হচ্ছে মনকে বশে আনার মাধ্যমে। তাই গুগলে 'রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি' আর 'হিউম্যান ব্রেইন' লিখে সার্চ করেছি। আর কি পেয়েছি জানো?"

রুমের কেউ কোনো জবাব দিলো না, সবাই বিজয়ের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে।

"অনেকগুলো নিউরন যখন একসাথে উদ্দীপিত হয় তখন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যাকে ব্রেইন ওয়েভ বলে। কোনো কোনো কাজে উদ্দীপনা বেশি হয় কোনোটায় কম- আর এটার উপরেই ঐ কাজটার তরঙ্গ দৈর্ঘ বা কম্পাঙ্ক কত হবে তা নির্ভর করে। এটাও হার্জ-এই মাপা হয়। ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি বা সংক্ষেপে EEG-র মাধ্যমে ব্রেইন ওয়েভের কম্পাঙ্ক মাপা যায়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে একটা প্রতিবেদন পড়লাম; ওখানে বলা হয়েছে কিভাবে নির্দিষ্ট ছন্দের শব্দ একদল মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে পারে। শব্দটা কিন্তু প্রত্যেকের উপর আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। প্রতিবেদন মতে, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ব্রেইনের আলফা আর বিটা তরঙ্গ বাইরের শব্দের প্রভাবে একই দশা প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ছন্দবদ্ধ শব্দ মস্তিষ্কের তরঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারে। আর এই প্রভাবটা তাৎক্ষণিক। উদ্দীপনাটা পাওয়ামাত্র মস্তিষ্কের ব্রেইন ওয়েভ ওই ছন্দের সাথে মিলে যায়।"

"আলফা আর বিটা তরঙ্গ কি?" এলিস জিজ্ঞেস করলো।

"একই প্রশ্ন আমিও আমাকে করেছিলাম," মুচকি হেসে বললো বিজয়। "ঘাটাঘাটি করে দেখলাম পাঁচ ধরনের ব্রেইন ওয়েভ আছে। গামা ওয়েভের কম্পাঙ্ক চল্লিশ থেকে একশ হার্জ। বিটা-র বারো থেকে চল্লিশ হার্জ। আলফা

BanglaBook.org

আট থেকে বারো হার্জ। থেটা ওয়েভ চার থেকে আট হার্জ; আর ডেল্টা হচ্ছে শূন্য থেকে চার হার্জ। আর অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে আলফা আর বিটা ওয়েভের কম্পাঙ্ক আর ঐ পাথরের স্তম্ভগুলোর রেজোন্যান্ট কম্পাঙ্ক একই; সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এও এটার উল্লেখ আছে। আমরা যখন জেগে থাকি, চিন্তা ভাবনা করি তখন বিটা ওয়েভ বের হয়, যেমন এখন হচ্ছে। সঠিক কম্পাঙ্কের বিটা ওয়েভ আমাদেরকে যে কোনো কাজে মনোযোগ বাড়িয়ে সেই কাজটা সহজে করতে সাহায্য করে। বিটা ওয়েভের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে মানুষ অধৈর্য হয়ে যায় বা উৎকণ্ঠায় ভোগে আর কমে গেলে হতাশায় ভোগে। আলফা ওয়েভ আমাদের চেতন আর অবচেতন মনকে জোড়া দিতে সাহায্য করে। এটা আমাদেরকে মনকে শান্ত করে রিলাক্স করতে সাহায্য করে। আলফা ওয়েভের পরিমাণ করে গেলে উৎকণ্ঠা আর টেনশনের পরিমাণ বেড়ে যায়।"

"আমি বুঝতে পারলাম কিনা ব্যাপারটা একটু বলি," প্যাটারসন বললেন। "তুমি বোঝাতে চাচ্ছ যে ড্রুইডরা ব্রেইন ওয়েভ উল্টোপাল্টা করে দিয়ে নিজেদের আশেপাশের লোকজনের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো? কারণ ব্রেইন ওয়েভ বাইরের উদ্দীপনায় প্রভাবিত হয়? আর সম্ভবত শব্দ দিয়ে যা করা সম্ভব সেটা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়েও করা যাবে।"

বিজয় মাথা ঝাঁকালো। "মনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ডি আমাকে এটাই বলেছিলো। আর দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা সত্যি। ড্রুইডদের কাহিনিতো মনে আছে আশা করি- ঐ যে ওরা সব যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলেছিলো, রাজাদের চাইতেও নাকি বেশি ছিলো ওদের ক্ষমতা- সবাই অবাক হতো যে কিভাবে এসব করতো। কারণ কেল্টরা ছিলো জাত যোদ্ধা আর ড্রুইডদেরকে সর্বোচ্চ বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিদ বলা যায়।"

"হ্যাঁ, ওরাতো খালি দুটো যুদ্ধরত দলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলেই নাকি দুই দল যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে যেত," কলিন বললো।

"আমার ধারণা," বিজয় বললো আবার, "একেকটা মেগালিথের কাজ ছিলো একেক রকম। সমাধিগুলো খেয়াল করো, প্রতিটা সমাধির অনুনাদ কম্পাঙ্ক কিন্তু আলাদা। বড় বড় কক্ষগুলোর কম্পাঙ্ক কম। কোনো কোনো জায়গা বানানো হয়েছে আলফা তরঙ্গ সৃষ্টি করে লোকজনকে ঠাণ্ডা করার জন্যে, উত্তেজনা কমানোর জন্যে। ড্রুইডরা এগুলো সম্ভবত মারামারি থামাতে বা যুদ্ধ বন্ধ করতে ব্যবহার করতো। অন্যান্য জায়গাগুলো বানানো হয়েছিলো উচ্চ কম্পাঙ্কের বিটা ওয়েভ সৃষ্টি করার জন্যে, যাতে লোকজনকে আতংকিত বা উদ্বিগ্ন করে তোলা যায়। বিটা ওয়েভ আলফা ওয়েভকে আটকে দিতে পারে, তার মানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব যেখানে একদল শান্ত মানুষ হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠবে। সম্ভবত এই কৌশলটা ওরা রোমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

BanglaBook.org

করেছিলো। যেটুকু ঘাটাঘাটি করেছি তাতে দেখলাম বিভিন্ন মাইক্রোওয়েভ আর আলফা, থিটা আর ডেলটা ওয়েভের মতো অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ-এর প্রভাব নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে যেসব লোককে বাইরের থেকে এসব অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে তাদের অবস্থা প্রায় সম্মোহিতের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তারা টের পেতো যে কিছু একটা হচ্ছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারতো না। ড্রুইডরা কিভাবে রোমানদের কাবু করেছিলো এবার বোঝেন! সিজারতো এমনি এমনি আর এটা পাওয়ার জন্যে এত পাগল হননি। এটা দিয়ে উনি যা ইচ্ছা সেটা-ই অর্জন করতে পারতেন।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও," প্যাটারসনকে একটু বিভ্রান্ত লাগলো। "তোমার যুক্তিতে একটা খুঁত আছে।"

বাকি সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো, বিজয়ের যুক্তিতে কি ভুল খুঁজে পেয়েছেন তা ভাবছে।

"যদি ড্রুইডরা মেগালিথগুলো দিয়ে সৃষ্ট তরঙ্গ দিয়ে তাদের নিজেদের লোক বা রোমানদের নিয়ন্ত্রণ করতো," প্যাটারসন ধীরে ধীরে বললেন, "তাহলে ওরা নিজেরা কেন সেই তরঙ্গ দিয়ে প্রভাবিত হতো না? কারণ ওদের ব্রেইনও ঐ আলফা বা বিটা যে তরঙ্গই হোক সেটায় প্রভাবিত হওয়ার কথা।" বলে উনি বিজয়ের দিকে তাকালেন। "রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা কেল্টদের কথা চিন্তা করো। ড্রুইডরা এমন তরঙ্গ তৈরি করলো যাতে রোমানরা আতংকিত হয়ে পড়লো। ভালো কথা। রোমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। তাও বুঝলাম। কিন্তু কেল্টদের কিছু হলো না কেন? ওদেরও কি আতংকিত হওয়ার কথা না? ওরা কিভাবে মেগালিথগুলো দিয়ে সৃষ্ট তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেলো?"

বিজয় চুপ করে রইলো। ওর উত্তরটা জানা নেই।

"অ্যা...এই ব্যাপারে আমার একটা বক্তব্য আছে," কলিন বললো। "অবশ্য এটা একটা ধারণা মাত্র। ড্রুইডদের নিয়ে যখন ঘাটাঘাটি করছিলাম তখন এসেছিলো মাথায়।"

"বলে ফেলো," ইমরান বললো।

"আমি ড্রুইডদের ব্যাপারে দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম," কলিন বললো। "আমি তখন বুঝিনি যে এটা কোনো কাজে আসবে। কিন্তু এখন ডাইরেক্টর সাহেব ব্যাপারটা ধরিয়ে দেওয়ার পরে মনে হলো যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত এটা থেকে কিছু একটা বের করা যাবে।"

কলিন নিজের নোটগুলো একটু দেখে নিয়ে সবার দিকে তাকালো। "প্রথম যে জিনিসটা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে ড্রুইডদের ব্যাপারে একটা অবাস্তব তথ্য। কি বোঝাতে চাচ্ছি বুঝেছেন আশা করি। তথ্যটার একটা অংশ ভুয়া-

BanglaBook.org

লেখকেরা কল্পনার রঙ চড়িয়ে বানিয়েছে। সত্যি কথা হচ্ছে এই তথ্যটার উৎস হচ্ছে একশ শতাব্দীর লেখক প্লিনী দ্য এল্ডার এর লেখা। ওনার কথা আগেই বলেছি। প্লিনী-র মতে ড্রুইডরা বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে চাঁদের ষষ্ঠ দিনে মিসেলটো (এক ধরনের লতা) জড়ো করতো। উনি লিখেছেন যে, ড্রুইডরা বিশ্বাস করতো যে মিসেলটোর রস খেলে যে কোনো বন্ধ্যা প্রাণী আবার প্রজনন ক্ষমতা ফিরে পায় আর এটা যে কোনো বিষের প্রতিষেধক।"

"ঠিক," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আমিও মিসেলটো এর ব্যাপারে ড্রুইডদের এই বিশ্বাসের কথা শুনেছি। ওরা খুব শক্তভাবে বিষয়টাকে মানতো।"

কলিন মাথা ঝাঁকালো। "তখন এ ব্যাপারে কিছু বলিনি কারণ এটাকে প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। তবে আমি মিসেলটো নিয়ে আরেকটা তথ্য পেয়েছি। এটা অবশ্য ড্রুইডদের নিয়ে না। প্রাচীনকাল থেকেই মিসেলটোর রস নানান অসুখ-বিসুখে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে এটা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে পারে আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও আরো শক্তিশালী করে। অন্যান্য প্রাণীর উপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে মিসেলটো কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের মতো ক্যান্সারের চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। আর মিসেলটো-র চা- আমেরিকান না, ইউরোপিয়ান মিসেলটো- অনেক আগে থেকেই স্নায়ু শীতলকারী হিসেবে মৃগী ব্যারাম আর অন্যান্য মানসিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা উচ্চরক্তচাপের নানান জটিলতা যেমন মাথা ধরা, ঝিম ঝিম ভাব, অস্থিরতা, দৌর্বল্য এসব কমাতে সাহায্য করে। অনেকে মনে করে যে ইউরোপিয়ান মিসেলটো উচ্চরক্তচাপ কমাতে আর খিঁচুনিজনিত সমস্যা দূর করতে পারে। এটা ঘুম আনতে, টেনশন দূর করতে বা মাথা ধরা বা ভয় কমাতে আর মনোযোগ বাড়াতেও ব্যবহার করা হতো।"

"তুমি বলতে চাচ্ছ যে ড্রুইডদের এই মিসেলটোর ব্যবহার আসলে এমনি এমনি না বা এটা কোনো কাল্পনিক বিষয়ও না," প্যাটারসন বললেন। "আর ওরা মিসেলটো বা ওটার পাতা থেকে তৈরি কোনো ধরনের নির্যাস ব্যবহার করতো যাতে করে রোমানরা আক্রান্ত হলেও কেল্টরা আক্রান্ত না হয়। রোমানরা যেহেতু ওষুধটার খবর জানতো না তাই ওরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারেনি।"

কলিন মাথা ঝাঁকালো। "সম্ভবত যুদ্ধে যাওয়ার আগেই ওরা সৈন্যদেরকে এটা খাইয়ে দিতো। মিসেলটোর রস সৈন্যদের স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করে দিতো ফলে মেগালিথগুলো থেকে যে তরঙ্গ আসতো সেগুলো ওদের উপর কাজ করতো না।" তারপর হাত উঁচু করে বললো, "আবারও বলছি এটার কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই।"

BanglaBook.org

"কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই কিন্তু বেশি," গোল্ডফেল্ড বললেন। "আপনিই বলেছিলেন যে ড্রুইডরা এসব পানীয় বা ওষুধ খুব ভালো বানাতে পারতো। সম্ভবত ওরা গাছ গাছড়া ভালোই চিনতো। ওরা কি এই এক প্রকার ওষুধই ব্যবহার করতো?"

"এক্ষেত্রেও কিন্তু বৈদিক লোকজনের সাথে ওদের মিল আছে," শুক্লা বললেন। "একটা বৈদিক ওষুধের কথা মনে আছে? ঐ যে শুশ্রুতা আর চারাকা মিলে বানিয়েছিলো, ওটাও কিন্তু এই গাছ গাছড়া দিয়ে। ভারতের যে আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্রের চল আছে তার পুরোটাই কিন্তু নানান ঔষধি গাছ থেকে তৈরি।"

"আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি," ইমরান বললো। "তুমি বললে যে নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতেই অস্ত্রটা বসানো যেত। আর কয়েকটা জায়গা আলফা ওয়েভ তৈরি করতো আবার কয়েকটা বিটা ওয়েভ। আমি কোনো পদার্থবিদ না কিন্তু স্কুলে যেটুক পদার্থ বিজ্ঞান পড়েছিলাম তাতে এইটুক বুঝছি যে এই কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলো খুবই বড় তরঙ্গ দৈর্ঘের। আর তরঙ্গ দৈর্ঘ বেশি হলে ট্রান্সমিটারের আকারও অনেক বড় হতে হয়। ধরে নিলাম যে কয়েকটা পাথর অনেক লম্বা, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় না যে এত দূর থেকে ওগুলো সংকেত পাঠাতে পারবে।"

"ভালো কথা বলেছ," বিজয় বললো। "এটার ব্যাখ্যা আমিই দিতে পারবো। হ্যাঁ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসলেই অনেক বড়, প্রায় পৃথিবীর পরিধির সমান। আর সেজন্যে কয়েক কিলোমিটার লম্বা একটা ট্রান্সমিটার লাগবে। তোমার কথা ঠিক আছে। কিন্তু এই স্থাপনাগুলো যে জায়গায় আছে সেটাকে একটু খেয়াল করো। যেমন স্যালিসবুরি। প্রতিটা মেগালিথ-ই একেকটার কয়েক কিলোমিটারের ভিতরেই। অর্কনীতেও ওরকম, ওয়েলসেও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো পাহাড়ে উপর বসানো আর অর্কনীতেত একেবারে মুখোমুখি। আমার যেটা মনে হচ্ছে তা হচ্ছে এখানে আসলে ট্রান্সমিটার-রিসিভার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে রিসিভার-ও ট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করতে পারে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে অস্ত্র যে মেগালিথে থাকতো সেটায় তরঙ্গ উৎপাদন শুরু হতো; আরেকটা মেগালিথে সেটা ধরা পড়তো আর পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাবের কারণে সেটাও একটা তরঙ্গ তৈরি করতো যেটা আরেকটা মেগালিথে ধরা পড়তো। এভাবেই চলতে থাকতো। এভাবে করে সংকেতটা কিন্তু অনেক দূর পাড়ি দিতে পারতো। পুরো দুনিয়া জুড়ে যদি মেগালিথগুলোর অবস্থান খেয়াল করে দেখো। কে জানে হাজার বছর আগে হয়তো সঙ্কেতগুলো হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে।"

"আমারও একটা অসঙ্গতি চোখে পড়ছে," দুঃখিত কণ্ঠে বললো এলিস। "একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে ব্যাপারটা আসলে এড়িয়ে যেতে পারছি না। প্রায়

BanglaBook.org

সবগুলো মেগালিথ-ই ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে। আর কয়েক হাজার বছর আগেও কিন্তু ওরকম থাকার সম্ভাবনা-ই বেশি। অর্কনীর সবগুলো ঢিবির ছাদ কিন্তু ভাঙ্গা। তুমি নিজেই দেখেছ। আমরা যেভাবে চিন্তা করছি অস্ত্রটা যদি সেভাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এটা কিন্তু মানানসই মনে হচ্ছে না। এরকম হতে হলে সবগুলো মেগালিথকেই একদম ঠিকঠাক থাকতে হবে।"

"আমিও ভেবেছি সেটা," বিজয় বললো। "মেগালিথগুলো ঠিক কখন পরিত্যক্ত হয়েছিলো সে ব্যাপারে কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তুমি যেগুলোর কথা বলছ সেগুলো সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে ওগুলো আড়াই হাজার থেকে দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বের মাঝে তৈরি। কিন্তু এটাই যে সঠিক সময় তার প্রমাণ কি? আমার বিশ্বাস যে সিজার যখন ব্রিটানিয়ায় অভিযান চালান তখনও এগুলো কাজ করতো। কারণ ড্রুইডরা তখন ওগুলো উদ্ধার করে রোমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চিন্তা করছিলো।"

"কিন্তু প্রতিটা মেগালিথেই একটা না একটা সমাধি ছিলো," এলিস মনে করিয়ে দিলো। "সবগুলোতেই কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এমনকি স্টোনহেঞ্জেও। তো ওগুলো যদি মন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র হিসেবেই কাজ করতো তাহলে এই লাশগুলো আসলো কোত্থেকে?"

কলিন আবার জবাব দিলো। "মনে আছে আমি যে তোমাদেরকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে পলিনাস আর এগ্রিকোলার চালানো ড্রুইডদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বলেছিলাম?"

সবাই মাথা ঝাঁকালো।

"এই এগ্রিকোলা লোকটা সম্পর্কে জানার পর থেকেই তার সম্পর্কে চিন্তা করেই যাচ্ছি। তাকে দেখে মনে হয় যে একজন আন্তরিক, বিশ্বস্ত আর কর্তব্যনিষ্ঠ রোমান যে কিনা সম্রাটের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। ভেসপাসিয়ান যতদিন সম্রাট ছিলো ততদিন সেটা মেনে নেওয়া গেলো। এরপর ডোমিশিয়ান ক্ষমতায় এলেন কিন্তু উনি এগ্রিকোলাকে পছন্দ করতেন না। আমি যা পড়েছি তাতে মনে হয়েছে যে সে এগ্রিকোলাকে ঘৃণা করতো। এগ্রিকোলা ড্রুইডদেরকে দমন করা মাত্র তাকে রোম-এ ডেকে পাঠানো হয়। আমি ভাবছিলাম যে এগ্রিকোলা-ই কি ইনভার্নেসে ঐ কয়েনগুলো ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলো কিনা? কারণ উনি ওখানে গিয়েছিলেন। ধরেন ভেসপাসিয়ান হয়তো এগ্রিকোলাকে কয়েন তিনটা আর সব নির্দেশনা দিয়ে অস্ত্র লুকানো জায়গাটা খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। সিজারের এই গোপন রহস্য রোমের সম্রাটদের কাছে গোপন ছিলো কিনা তা কিন্তু আমাদের জানা নেই। কয়েনগুলো যেহেতু রোমের বাইরে ছিলো সেহেতু ডোমিশিয়ান সম্ভবত জানতেন না যে এগ্রিকোলা আর ভেসপাসিয়ানের মাঝে কি কথা হয়েছে। আমার ধারণা এগ্রিকোলা

BanglaBook.org

অস্ত্রগুলোর অবস্থান যে অর্কনীতে সেটা বের করতে পেরেছিলেন আর সে জন্যেই কয়েনগুলো লুকিয়ে রেখে যান যাতে ওগুলো কখনোই ডোমিশিয়ানের হাতে না পড়ে।"

"কিন্তু তাতে তো কঙ্কালের ব্যাখ্যা হলো না," এলিস বললো।

"আরে শেষ করতে দাও," কলিন বললো। "আমার ধারণা ড্রুইডরা টের পেয়েছিলো যে এগ্রিকোলা অস্ত্রগুলো উদ্ধারে আসছেন। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে অর্কনীতে যতগুলো মন্দির বা সমাধি আছে সেগুলো ধ্বংস করে দেবে। কারণ ওরা জানতো যে ওদের পরিণতি কি হবে। খামাখা এই স্থাপনাগুলো শত্রুর হাতে পড়তে দেওয়ার দরকার কি। কেউই কিন্তু এই স্থাপনাগুলো বানাতে পারতো না, এমনকি ড্রুইডরাও না। এত নিখুঁত জ্যামিতিক মাপ, তারপর কাটায় কাটায় সেগুলো বসানো–এগুলো শুধু তুয়াহা ডে ডানানরাই পারতো। আর কঙ্কালগুলো কিন্তু একটা ভালো ছদ্মবেশ হতে পারে। হয়তো ড্রুইডদের সাজানো নাটক। মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বিশিষ্ট একটা মারাত্মক অস্ত্রকে ঢাকতে কয়েকটা লাশ কবর দিয়ে সমাধিক্ষেত্র বানিয়ে ফেলার চাইতে ভালো কিছু হয় না। ভিতরে লাশ পচছে আর মৃত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে একথা জেনেও কে এসব সমাধির ভিতর ঢোকার সাহস করবে বলো?"

BanglaBook.org

১০৩
সিজারের গোপন রহস্য

"তাহলে সিজার কিভাবে অস্ত্রটা ব্যবহার করতেন?" এলিস জানতে চাইলো। "রোমে এরকম মেগালিথি উনি পেতেন কোথায়? ইতালিতে কিছু খাঁড়া পাথর আর কিছু মেগালিথ আছে বলে জানি, কিন্তু উনি কিভাবে জানলেন যে কোনটা অস্ত্রটার জন্যে ঠিকঠাক কাজ করবে? আর ড্রুইডরাও যদি না জানে যে কিভাবে ওগুলো বানাতে হয়, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই সিজারকে বানানো শিখাতে পারেনি।"

"ডি আমাকে এটার জবাব দিয়েছে," বিজয় জবাব দিলো। "সিজার ওনার ডায়রিতে লিখেছেন যে উনি আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে মেগালিথ বানানোর রহস্য খুঁজতে গিয়েছিলেন।"

"কিন্তু উনিতো লাইব্রেরিটা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন," গোল্ডফেল্ড মনে করিয়ে দিলেন। "লাইব্রেরিটা নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়, এমনকি এটা আসলেই ছিলো কিনা এটা নিয়েও মতভেদ আছে, কিন্তু অনেকগুলো সূত্রেই জানা যায় যে উনি যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় মিশরীয়দের অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করেন তখন বন্দরের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেন। সেই আগুন বন্দর সংলগ্ন সব ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে লাইব্রেরিটাও ছিলো।"

"আমি মনে হয় ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছি," বিজয় হেসে বললো। "তবে আমার ধারণা হচ্ছে আপনি যদি কোনো দেশের সম্পত্তি লুট করতে চান, যেমন লাইব্রেরির বই- তাহলে সেটা করার সবচে' ভালো উপায় হচ্ছে লুকিয়ে বইগুলো পাচার করে ফেলে তারপর সেটাকে পুড়িয়ে দেওয়া যাতে কেউ কোনোদিন জানতে না পারে যে আপনি কি চুরি করলেন। আমার বিশ্বাস সিজারও সেটাই করেছিলেন। উনি লাইব্রেরির সব পুঁথি সরিয়ে ফেলেন আর অবরোধ শুরুর আগেই জাহাজে করে রোমে পাঠিয়ে দেন। আর তারপর তার এই অপকর্ম ঢাকতে জাহাজ পোড়ানোর সাথে সাথে লাইব্রেরিটাও পুড়িয়ে দেন। লোকটার বুদ্ধিতে আমি বারবার মুগ্ধ হচ্ছি।"

"সিজার সম্পর্কে আমরা যা যা জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে তুমি যা বলেছ তা অসম্ভব না," এলিস বললো।

BanglaBook.org

"আমরা কিন্তু আসল কথা থেকে সরে আসছি," প্যাটারসন মনে করিয়ে দিলেন। "লাইব্রেরি অফ আলেকজান্দ্রিয়ার রহস্য নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে। যদি সিজার ডায়রিতে লিখে থাকেন যে উনি ওখানে গোপন কলাকৌশন খুঁজতে গিয়েছিলেন তাহলে ধরে নিলাম যে উনি গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানতে চাই অস্ত্রটা কিভাবে কাজ করে। মানে এটা কিভাবে সংকেত তৈরির জন্যে দরকারি শক্তি উৎপন্ন করতো?"

"বলছি," বিজয় বললো। "অস্ত্রটা চালু করলে এটা শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করতো। তরঙ্গের কম্পাঙ্কটা হতো যে মেগালিথের মাঝে ওটাকে বসানো হয়েছে সেটার অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান। পাথরগুলোর ভিতরের কোয়ার্টজগুলো একেকটা পায়েজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার হিসেবে কাজ করে এই তরঙ্গকে কাঙ্খিত সঙ্কেতে রূপান্তরিত করতো।"

"অস্ত্রটা চালু হতো কিভাবে?" প্যাটারসন জিজ্ঞেস করলেন।

"বললাম তো যে ডি অস্ত্রটার কলাকৌশল সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমি আপনাকে যা যা বলছি তা কিন্তু ডি আমাকে যা যা বলেছে তার উপর ভিত্তি করে।"

ইমরান দাঁত বের করে হাসলো। "আমার কেন যেন মনে হচ্ছে অস্ত্রটা কিভাবে চালু করা যেত সেটা তুমি বের করে ফেলেছ।"

"তা অবশ্য ঠিক," বিজয় হাসি চাপলো। "সংকেত তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটায় শব্দের এত ব্যবহার দেখে আমার মনে হয়েছে যে শব্দই হচ্ছে মূল চাবিকাঠি। মানে শব্দ দিয়েই চালু করা হতো যন্ত্রটা। আমি সবসময়ই ভেবে অবাক হয়েছি যে মহাভারতের সব অস্ত্র মন্ত্র দিয়ে কিভাবে চালু হতো! ভাবতাম যে মন্ত্রগুলো হয়তো অস্ত্রগুলোর ভিতরের কোনো স্বর নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাসওয়ার্ড বোধহয়। এই ক্ষেত্রে মন্ত্রটা যেভাবে জপ করা হতো তাতে সম্ভবত অস্ত্রের অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান কম্পাঙ্কের একটা সুর তৈরি হতো। আর তাতেই এটা চালু হয়ে যেত। আমার ধারণা প্রতিটা অস্ত্রই বানানো হয়েছিলো সুর- মানে শব্দ তরঙ্গ- সৃষ্টির জন্যে। আর সেই শব্দটার কম্পাঙ্ক হতো যে মেগালিথে ওটা বসানো সেটার অনুনাদ কম্পাঙ্কের সমান। এজন্যেই একটা অস্ত্র নির্দিষ্ট একটা স্থাপনাতেই ব্যবহৃত হতো। ওটা চালু হলেই পাথরের মধ্যে পায়েজোইলেকট্রিক প্রভাবের ফলে কাঙ্খিত সংকেতটা উৎপন্ন হতো।"

"হুম, তাহলে হেলিকপ্টারে কি হলো? সেটাতো বুঝলাম না।" ইমরান জানতে চাইলো।

"আসলে কি হয়েছে বলা মুশকিল," বিজয় বললো। "তবে প্রিজমে লেখা খোদাইয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা ধারণা করতের পারি। মনে আছে

BanglaBook.org

অস্ত্রটাকে কিন্তু 'শব্দের চাবুক' না বরং 'আলোর চাবুক' বলা হয়েছিলো। হয়তো এটা শব্দের মতো আলোও তৈরি করতে পারতো। আর আলো যেহেতু শব্দের চাইতে ভালো দেখা আর অনুভব করা যায় তাই ঐ নামটাই হয়তো বেশি ব্যবহার করা শুরু হয়। কয়েকদিন আগে শব্দ থেকে বিদ্যুৎ বিভব তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকেই আমার মাথায় ধারণাটা আসে। এজন্যে তোমার এমন একটা যন্ত্র লাগবে যেটায় শব্দকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে চুম্বকের সাহায্যে চলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বিদ্যুৎটাকে যদি চলবিদ্যুৎ সনাক্ত করতে সক্ষম ধাতু দিয়ে তৈরি কোনো পরিবাহীতে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে বিপরীত হল প্রভাব ব্যবহার করে এই চলবিদ্যুৎটাকে বিভবে পরিণত করা যাবে। যদি নিম্ন মাত্রার উচ্চ বিভব সৃষ্টি করা যায় তাহলে তা থেকে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। অবশ্য সেটা সাথে সাথেই মিলিয়ে যায়, অনেকটা বিদ্যুৎচমকের মতো। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে অস্ত্রটা একই সাথে শব্দ তরঙ্গ আর বিভব দুটোই সৃষ্টি করতে সক্ষম। তারমানে কি দাঁড়াচ্ছে? ঐ মন্ত্র আর তার সাথে আর কোনো সুর সৃষ্টিকারী কোনো উৎস যেমন ডমরু বাজালে সম্ভবত একদম প্রথমিক বিভবটা তৈরি হতো। তারপর সেটাকে অস্ত্রটার পায়েজোইলেকট্রিক পদার্থের ভিতরে দিয়ে চালনা করা হতো ফলে সেগুলো একটা চলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতো- এভাবেই ক্রমাগতো চলতে থাকতো। আর ক্রমাগৎ বিভব উৎপন্ন হতে থাকার ফলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকতো। সেখান থেকেই এটার নাম 'আলোর চাবুক' করা হয় সম্ভবত।"

"আর সেজন্যেই ওরা অস্ত্রগুলো লুকানোর জন্যে মাইন হাওকে বেছে নিয়েছিলো," এলিস বললো। ও মাইন হাওর ছবি দেখেছে আর বিজয় ওখানকার অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার গল্প করেছে। "ওখানকার নকশাই এমনভাবে করা যে যন্ত্রটায় কোনোভাবেই কোনো শব্দ পৌঁছাতো না। লুকানোর জন্যে একেবার ঠিকঠাক জায়গা।"

"আমার ধারণা ওগুলো প্রথমে মাটির নীচের প্রথম ঘরটাতেই রাখা হয়েছিলো। মানে যখন ওগুলো ব্যবহার করা হতো তখন আরকি," বিজয় বললো। "তবে ওরা যখন ওগুলো স্থায়ীভাবে লুকানোর সিদ্ধান্ত নিলো তখন পাশের কক্ষে লুকিয়ে রাখে।"

"অর্ডার যে অস্ত্রটার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলো তাতে এখন আর অবাক হচ্ছি না," কলিন বললো। "এই প্রযুক্তি দিয়ে ওরা পুরো দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। যদি পুরনো পাথরের চক্রগুলো কাজ না-ও করতো তাহলেও সমস্যা ছিলো না। ওরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো ভালো জিনিস দিয়ে নতুন করে বানিয়ে নিতে পারতো।"

BanglaBook.org

"আমি এখনও ধরতে পারছি না পৌরাণিক আমলের কোন অস্ত্রটাকে 'আলোর চাবুক' বলা হতো," ইমরান বললো। "আমি নিশ্চিত পুরনো কোনো না কোনো পুঁথিতে এটার উল্লেখ আছেই।"

বিজয় কাঁধ ঝাঁকালো। "আমার কোনো ধারণা-ই নেই। এটার সাথে মেলে এরকম কোনো কিছুর কথা-ই আমি শুনিনি কখনো।"

"আমি বোধহয় বলতে পারবো," শুক্লা আস্তে করে বললেন। বিজয় অস্ত্রটার কলাকৌশল বলা শুরু করা মাত্রই উনি চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। "প্রাচীন পুঁথিতে একটা অস্ত্রের উল্লেখ আছে যার সাথে এটার বর্ণনা মেলে। আর এটা কিভাবে কাজ করে সেটা শোনার পরে মনে হচ্ছে যে ওটা-ই হবে।"

সবগুলো চোখ ওনার দিকে ঘুরে গেলো। কি অস্ত্র সেটা?

BanglaBook.org

১০৪
দেবতাদের অস্ত্র

"অস্ত্রটার কথা মহাভারতে অনেকবার উল্লেখ আছে," শুক্লা বললেন। "ঋক বেদ-এও এটার কথা আছে। মহাভারতে এটাকে একটা ছয় মুখী অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঋক বেদ-এ বলা হয়েছে একশ সন্ধিযুক্ত বা একশ মাথাওয়ালা অস্ত্র হিসেবে। বলা হয়েছে এটা উজ্জ্বল, কঠিন আর- ঋক বেদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে লোহা দিয়ে বানানো।" শুক্লা তার সামনের উৎসুক মুখগুলোর দিকে তাকালেন। "এটাকে বলা হতো বজ্র। এটা হচ্ছে ইন্দ্রের অস্ত্র। আর মহাভারতে বলা হয়েছে যে অর্জুনকে বজ্রসমূহ দেওয়া হয়েছিলো। তার মানে ওনার কাছে একাধিক অস্ত্রই ছিলো।"

কথাটা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ছিলো সবার কল্পনার-ও বাইরে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা-ই বেশি। প্রায় প্রতিটা মিথোলজিতেই বজ্রবিদ্যুৎকে অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"মেয়েটার বাঁচার কোনো উপায়ই ছিলো না," দুঃখী কণ্ঠে বললো বিজয়। "পাথরের স্থাপনাগুলোতে উৎপন্ন শব্দ নিয়ে করা কয়েকটা পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বজ্রপাত কক্ষগুলোর ভিতরের বাতাসেও অনুনাদ সৃষ্টি করতে পারতো। এটাকে বলা হয় হেমহোলজ রেজোন্যান্স। একটা বোতলের মুখে ফুঁ দিলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেটাও একই কারণে হয়। সম্ভবত ঝড়ের আওয়াজ, হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের শব্দ সেই সাথে পাখার ভটভটানি মিলে বজ্রগুলোর অনুনাদ কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করে ফেলেছিলো।"

ব্যাপারটা হজম করতে সবার কষ্ট হলো, হেলিকপ্টারের আরোহীদের করুণ পরিণতির জন্যে সবার আফসোস লাগছে। বিজয়ের কথাই ঠিক। কিংবদন্তির ঐ বজ্রাস্ত্রের সামনে ওদের কোনো আশা-ই ছিলো না।

"ঠিক আছে তাহলে," প্যাটারসন বললেন, "সবাই-ই দারুণ কাজ দেখিয়েছো। এবারে আমরা-ই জিতলাম। কিন্তু আমাদের আরও বেশি সাবধান থাকতে হবে। অর্ডার কিন্তু ঘুমিয়ে থাকবে না। ওরা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝে ফেলেছে যে ওদের বিরুদ্ধে একটা সুসংগঠিত শক্তি খাঁড়া হয়ে গিয়েছে। যা আগে ছিলো না। দ্য নাইন খুব বেশি সক্রিয় ছিলেন না আর তারা সরাসরি অর্ডারের বিরুদ্ধে কিছু করেন-ও নি। তারা আক্রমণের চাইতে আত্মরক্ষা-ই বেশি পছন্দ করতেন।"

BanglaBook.org

ইমরান মাথা ঝাঁকালো। "আমরা এর মধ্যেই অনেকগুলো অপারেশন শুরু করেছি। টাস্ক ফোর্সও একটা পুর্ণাঙ্গ গোপন সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে অপারেশনগুলো সম্পর্কে জানাতে পারছি না। তবে সময়মতো জানানো হবে।"

"আর," প্যাটারসন বললেন, "আমি মি. গোল্ডফেল্ড, মিস টার্নার আর অবশ্যই মি. শুক্লাকে আমাদের নতুন সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলাম। কারণ আমাদেরকে এক বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্যের সাগরে ঝাপ দিতে হবে। তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক সাহায্য করবে। আর অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে তারা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।"

নিজয় আর কলিন সংবাদটায় খুশি হয়ে উঠলো। গত একবছর ধরে এরা সবাই একসাথে এতকিছু করেছে যে সবাই খুব কাছে বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ওরা সবাই এখন একসাথে একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে সেটা স্বাভাবিকভাবেই সবার জন্যে আনন্দের কারণ।

খুব শীঘ্রই আবার বসবেন বলে কথা দিয়ে প্যাটারসন সভার সমাপ্তি টানলেন। অনেক কাজ বাকি, তাই ওরা যত তাড়াতাড়ি কাজে নামতে পারবে ততই মঙ্গল।

বিজয়ের মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। এবার অর্ডারকে হারাতে পারায় খুশি লাগছে, কিন্তু একই সাথে খুব দুঃখবোধও হচ্ছে। ও জেনে বুঝে একজন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। অর্কনী থেকে সরানোর সময় হেলিকপ্টারে কি হতে পারে সেটা ও জানতো। ও নিজেকে এই সান্ত্বনা দিতে পারে যে ও ডি-কে যথাসময়েই বিপদটা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলো। কিন্তু একই সাথে ওর বারবার মনে পড়ছে যে ভেবেচিন্তেই এই কাজটা করেছিলো যাতে ডি ওর কথা না শোনে।

একদম ঠাণ্ডা মাথার সিদ্ধান্ত ছিলো সেটা। আর কাজটা করায় নিজের প্রতি খুব বিরক্তি লাগছে ওর।

বিজয় নিজেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। গত বছর রাধা আর এবছর হ্যারিকে অর্ডার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। আর ও রাধার লাশটা অর্ডারের হাত থেকে উদ্ধার করে আনার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সেটাও রক্ষা করতে পারেনি।

কিন্তু তাতে কি ও যা করেছে সেটা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে?

বিজয় জানে যে গত দুই বছরে ওর ভিতরে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

বিজয় শুধু চায় ও যেন অর্ডারের ওদের মতো না হয়ে যায়। খুন করতে যাদের হাত কাঁপে না। যারা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করে না। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের জীবন যাওয়ার পরোয়া করে না।

কিন্তু আবার মনে হচ্ছে, ওর কি আর কিছু করার ছিলো?

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

খ্রিস্টপূর্ব ২০০২

সিন্ধু নদীর কাছে, বর্তমান দিনের পাকিস্তান

নাইনাস মারা যাওয়ার আগে সেমিরামিসকে অ্যাসিরিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারি মনোনীত করে যান। নাইনাসের ছেলে তখনও খুব ছোট। দায়িত্ব নিয়ে সেমিরামিস এত দক্ষ হাতে সব সামলাতে লাগলেন যে তা নাইনাসের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গেলো।

তবে এই কাজ করতে গিয় উনি নিজের কামনা লালসার যে নগ্ন রূপ দেখান তা স্থাভারাপতিকে স্তম্ভিত করে দেয়। তবে সেটা এ জন্যে না যে সৈন্যদের মধ্যে যাকেই সেমিরামিসের আকর্ষণীয় মনে হতো তার সাথেই উনি বিছানায় যেতেন। স্থাভারাপতি জানতেন যে সেমিরামিস আর বিয়ে করবেন না, কারণ তাতে তার ক্ষমতা হারাতে হতে পারে। আর এই সব সৈন্যকেই নিজের ভোগের পরে যে হত্যা করা হতো এই খবর পেয়েও উনি খুব বেশি অবাক হননি।

উনি অবাক হয়েছেন সমাজের নিয়ম নীতির উর্ধ্বে ওঠার যে দীর্ঘদিনের বাসনা ছিলো সেটা সেমিরামিস যে শেষ পর্যন্ত পূরণ করতে পেরেছেন সেটায়।

লোকমুখে শোনা যাচ্ছে যে অ্যাসিরিয়ার লোকজন নাকি নাইনাসকে ঈশ্বর হিসেবে পূজা করা শুরু করেছে। সবাই নাকি বিশ্বাস করে যে সেমিরামিসের গর্ভধারণ হয়েছে নাইনাস মারা যাওয়ার পরে তার আত্মার সাথে মিলনার ফলে। আর তাতে সবার ধারণা যে নাইনাস আবার তার সন্তানের মাধ্যমে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। একই কারণে সেমিরামিসও দেবী হিসেবে পূজ্য হচ্ছে। কারণ সে হচ্ছে ঈশ্বরের মাতা- তার মানে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের চাইতেও শক্তিশালী। সেমিরামিসের জন্মের ব্যাপারে একটা কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সেমিরামিস নাকি ডারকেটো নামের এক দেবী আর এক সিরিয়ান পুরুষের অবৈধ মেলামেশার ফসল। জন্মের পর ডারকেটো তাকে ফেলে চলে যান, তখন দুটো ঘুঘু পাখি তার দেখাশোনা করতে থাকে। পরে সিম্মাস তাকে খুঁজে পান। আক্কাডিয়ান দেবী ইস্থার এর সাথেও তার সম্পর্ক স্থাপন করে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থাভারাপতি খুব ভালো মতোই জানেন যে সেমিরামিস সম্প্রতি পার্সিয়া, মিশর আর ইথিওপিয়াতে

BanglaBook.org

যে বিজয় অর্জন করেছেন তার সবচে বড় কারণ হচ্ছে যে তার সৈন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা একজন দেবীর হয়ে লড়ছে। সেমিরামিসের কামুক আচরণের কারণে আগেই সবাই তার মধ্যে প্রেম আর উর্বরতার দেবী ইস্থারের ছায়া দেখতে পেতো।

আর এখন একের পর এক যুদ্ধে জয়ের কারণে সেই ধারণা আরো পোক্ত হচ্ছে। কারণ ইস্থার যুদ্ধেরও দেবী।

চন্দ্র এখন সেমিরামিসের প্রতীক। আর স্থাভারাপতি জানেন যে পনের বছরের যে বালিকাটি সিন্ধু নদীর কোল ছেড়ে চলে গিয়েছিলো সে শেষ পর্যন্ত নিজের সারা জীবনের স্বপ্নটা সফলভাবেই পূরণ করেছে।

এরপর থেকে তার বিশ্বাস ছিলো যে সেমিরামিসের কিছুই তাকে আর অবাক করবে না।

কিন্তু আজ সেই ভুল ভেঙ্গে গেলো।

সেমিরামিসের দূত যখন তার সাথে দেখা করার প্রস্তাব নিয়ে এলো তখন উনি অবাক হয়েছেন। খুবই অবাক!

সেই সাথে খানিকটা দিশেহারাও বটে। হচ্ছেটা কি? সেমিরামিস গত এক সপ্তাহ কোথায় ছিলো? আর এখন সে কি চায়?

স্থাভারাপতি জানতেন যে সেমিরামিস শান্তি আলোচনা বা আত্মসমর্পণের জন্যে তার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে না। কিন্তু উনি কোনো ভাবেই সেমিরামিসের উদ্দেশ্য ধরতে পারছিলেন না। কারণ সেমিরামিস যে অলৌকিক অস্ত্রটা খুঁজতে এসেছিলেন সেটা আসলেই খুঁজে বের করেছেন তা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

তাই উনি যখন একদল সৈন্যসমেত সেমিরামিসের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন যে সেমিরামিসের সৈন্যদল আশেপাশে নেই তখন বুঝলেন যে তার কাছে আরো শক্তিশালী কিছু আছে। যা তাকে শক্তি দিচ্ছে, সেই সাথে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাস।

সেমিরামিস নাটকীয়ভাবে তার গাড়িতে যা আছে তা উন্মোচন করলেন। ভিতরের জিনিস দেখে স্তাভারাপতি আর তার পরিষদের সবাই বাক্যহারা হয়ে গেলেন।

সেমিরামিস শুধু প্রাচীন কিংবদন্তির সত্যতাই প্রমাণ করেন নি, তিনে সেটা খুঁজেও বের করেছেন।

এ এমন এক অলৌকিক অস্ত্র যা এর মালিককে একেবারে দেবতাদের সমান ক্ষমতাশীল বানিয়ে দেবে।

এ হচ্ছে বজ্র।

আর এখন এটা অ্যাসিরিয়ান রাণীর দখলে।

BanglaBook.org

সেমিরামিস স্থাভারাপতির অবস্থা দেখা হাসলেন। কিন্তু হাসিটা কেমন বিষন্ন। স্থাভারাপতি তাতে কোনো আনন্দের ছোঁয়া দেখতে পেলেন না।

"এগুলো রেখে যাও," স্থাভারাপতি অনুরোধ করলেন। "এগুলো আমাদের জিনিস। এই দেশ এর মালিক।" ছলছল চোখে উনি অনুরোধ করলেন। "এগুলো তোমার জিনিস। কিন্তু তুমি এই মাটির সন্তান।"

সেমিরামিস মাথা ঝাঁকালেন। "আমি আর এখানকার কেউ না।" তার চেহারা থেকে হাসি মুছে গিয়ে সেখানে দুশ্চিন্তা খেলা করছে। সেই সাথে প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। "আর এগুলোকে এখানে রেখে যাওয়াও সম্ভব না। আমি আজ নিনেভে ফিরে যাবো। এগুলোকে আমার সাথেই নিয়ে যাবো। কিছুই করার নেই। আমি নিয়ে যাবো বলে কথা দিয়েছি।"

"তোমার জন্মভূমির প্রতি তোমার আনুগত্যের চাইতে কাকে না কাকে দেওয়া কথার দাম তোমার কাছে বেশি?" স্থাভারাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

সেমিরামিস রাজার চোখের দিকে চাইলেন, "খবর পেয়েছি যে নিনেভে নাকি আমার ছেলে আমাকে সিংহাসন থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে। আমি এর আগেও দুটো ছেলের বিদ্রোহ দমন করেছি।" সেমিরামিসের চোখে বিষাদ ছেয়ে গেলো। "ঐ খোজা সাতিবারাস এর বুদ্ধিতে ওরা আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলো। ওদেরকে ফাঁসি না দিয়ে উপায় ছিলো না। কিন্তু এবারেরটার সাথে একটা ভবিষদ্বাণীর মিল আছে। আমাকে ফিরে গিয়ে স্বেচ্ছায় আমার ছেলের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে।" সেমিরামিস ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবেগ সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

"এখানেই থেকে যাও তুমি," স্থাভারাপতি প্রস্তাব দিলেন। "তোমার সৈন্যদলকে নিনেভে পাঠিয়ে দাও। ওরা তোমার ছেলেকে জানিয়ে দেবে যে তুমি তোমার জন্মভূমিতেই থাকতে চাও।"

"আর আমার তিলে তিলে গড়ে তোলা সবকিছু এভাবে ধ্বংস করে দেব?" সেমিরামিসের তেজ এখনও কমেনি। "না, এত কষ্ট করে সব পেয়েছি। এভাবে সব ছেড়ে দেবো না। একমাত্র উপায় হচ্ছে ফিরে যাওয়া। তারপর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে গায়েব হয়ে যাবো।" একটা হাসির রেখা তার ঠোঁটে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেলো। "তাহলেই আমি সত্যিকার কিংবদন্তিতে পরিণত হতে পারবো। একজন দেবীর মর্যাদা পাবো যে কিনা দেবতাদের রাজ্যে ফিরে গিয়েছে। মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকবো আমি।"

"তাহলে নিনেভে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসো," স্থাভারাপতি হাল ছাড়লেন না। সাথের পরিষদেরা অবাক হচ্ছিলেন এটা ভেবে যে উনি কেন এত জোরাজুরি করছেন। পুরো কথোপকথনটা-ই তাদের কাছে এলোমেলো মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে। এই দুই পরম শত্রু এমনভাবে আলাপ করছে যেন তারা সারা জীবনের পরিচিত।

"সম্ভব না," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সেমিরামিস।

"কেন না?" স্থাভারাপতি জানতে চাইলেন।

"এখানে থাকলে আমি হবো রক্তমাংসে গড়া সাধারণ একজন মানুষ। একজন ব্যর্থ সম্রাজ্ঞী যাকে তার ছেলে সিংহাসনচ্যুত করেছে। এক উড়নচণ্ডী যে কিনা জীবনে কিছু অর্জন করতে পারেনি।" সেমিরামিস সামনে হাত বাড়িয়ে এক পা এগিয়ে এলেন, যেন উনি স্থাভারাপতির হাত ধরবেন। তারপর আচমকা নিজেকে সামলে নিলেন। হাত সরিয়ে আবার পিছিয়ে গেলেন। "আর সবচে বড় কথা হলো আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি। ঐ দ্বীপের পুরোহিতেরা আমাকে এত বছর সাহায্য করে এসেছে। এখন তাদের উপকারের ঋণ শোধ করতে হবে। ওদের এটা দরকার।" সেমিরামিস ঠেলাগাড়ির জিনিসগুলো ইঙ্গিতে দেখালেন। "আমি এগুলো নিয়ে যাবো বলে কথা দিয়েছি। আমি ওদের সাথে ওদের দ্বীপে চলে যাবো। সেখানে ওদের নীতি অনুযায়ী আমাকে আজীবন একজন দেবী হিসেবে পূজা করবে ওরা। আর যখন মারা যাবো তখন ওরা আমাকে গোপন কোথাও কবর দেবে। তাতে করে আমার কিংবদন্তি আর আরাধনা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে।"

স্থাভারাপতি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কথাটা। "বুঝেছি," অবশেষে বললেন উনি। "তোমার আশা পূরণের পথে আমি বাধা হবো না। ঈশ্বরেরা তোমার সহায় হোন।" আরো একবার গাড়িটার দিকে চাইলেন উনি। "তুমিতো সবই জানো, তবুও সাবধান করে দেই। এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই ভয়ংকর। এটা যেন শুধুমাত্র ঐ পুরোহিতেরাই ব্যবহার করে, আর অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে।"

"জানি,"সেমিরামিস জবাব দিলেন। "ওদের সাথে যাওয়ার এটাও একটা কারণ।" বলে উনি চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরলেন।

"আর একটা কথা," বলতে বলতে স্থাভারাপতি এক হাত বাড়িয়ে দিলেন যেন সেমিরামিসকে আটকাবেন। "তোমার হয়তো নিজের দেশে মরার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তোমার সমাধি কোথায় এটা জানতে পারলে আমাদের ভালো লাগবে। তুমি আমাদের রাজ্যের মেয়ে এটা আমাদের জন্যে গর্বের বিষয়।"

সেমিরামিসের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

ওকি অশ্রু নাকি? স্থাভারাপতি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

"আমার কোথায় কবর হবে সেটা হয়তো কেউ কখনো জানবে না," সেমিরামিস বললেন। "তবে এই কথা দিচ্ছি যে সেটা কোথায় হবে তার অর্ধেক আপনাকে জানানো হবে। আর বাকি অর্ধেক থাকবে ওখানকার

BanglaBook.org

পুরোহিতদের কাছে। আর যে ভাষায় সেটা লিখা থাকবে সেটা আপনারা কেউই পড়তে পারবেন না।"

সেমিরামিস সামনে এগিয়ে এসে স্থাভারাপতির কানে কানে কিছু একটা বললেন। তারপর ঘুরে সোজা নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। পিছনে গেলো তার সৈন্যরা।

স্থাভারাপতি অশ্রুসজল চোখে বিদায়ী দলটার দিকে চেয়ে রইলেন। পরিষদের সবাই উৎসুক চোখে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেমিরামিস স্থাভারাপতির কানে কানে কি বলে গেলেন?

কি এমন গোপন সংবাদ উনি জানিয়ে গেলেন?

কিন্তু স্থাভারাপতি তাদেরকে কিছুই বললেন না। এই পরিষদের খুব কম লোকই সেমিরামিসের আসল পরিচয়টা জানে। আর শুধুমাত্র তারাই বিদায় লগ্নে সেমিরামিসের বলা কথাটা অনুমান করতে পারছে।

সেমিরামিস বলেছেন, "আসি, বাবা।"

BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একটা বই কখনোই শুধুমাত্র একজনের পরিশ্রমের ফসল হতে পারে না। একজন লেখক হয়তো মূল পরিশ্রমটা করেন কিন্তু অন্যদের সাহায্য ছাড়া সেটা করা কখনোই সম্ভবপর হয় না।

আমি খুব ভালো করেই জানি যে আমার স্ত্রী শর্মিলা আর আমার কন্যা শ্যানায়ার অকুণ্ঠ ভালোবাসা আর সমর্থন ছাড়া আমার কোনো বই-ই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখে দেখতো না। বিশেষ করে এই বইটার ক্ষেত্রে সেটা বিশেষভাবে বলতে হবে। এটা লিখতে গিয়েই প্রথমবারের মতো আমাকে রাতের পর রাত জাগতে হয়েছে। দেখা গিয়েছে পরেরদিন সকাল পর্যন্ত আমি আমার গবেষণা আর পড়াশোনা করেই গিয়েছি। তাতে নিত্যদিনকার রুটিনের মারাত্মক হেরফের হয়েছে। ওরা আমার গবেষণায় কাজে লাগবে এরকম ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গা খুঁজে বের করে দিয়েছে, শুধু তা-ই না অনেকগুলো জায়গায় আমার সাথেও গিয়েছে। আবার আমি যখন একা একা আরো কিছু জায়গায় প্রায় এক সপ্তাহের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি তখনও ওরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে।

সবসময়ের মতো এবারেও শর্মিলা আর আর্তিকা বক্সি ছিলো আমার খসড়ার প্রথম পাঠক। তারা আগাগোড়া পড়ে সব তথ্য, জায়গা আর ঐতিহাসিক যত কিছু উল্লেখ আছে তা সঠিক আর প্রাসঙ্গিক কিনা তা চেক করে দিয়েছে যাতে বইতে কোনো ভুল না থাকে।

আমার বাল্যবন্ধু, মিনেসোটার কার্লেটন কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর আর্জেন্দু পট্টনায়েকের কাছেও অসীম কৃতজ্ঞতা। এই বইতে উল্লেখিত সকল বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের ব্যাপারে তার কাছেই দ্বারস্থ হয়েছিলাম। সে আমার সব বোকা বোকা প্রশ্নের ধৈর্য ধরে উত্তর দিয়েছে আর আমি যে যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলাম তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ধরে দিয়েছে। ফলে বইয়ে উল্লেখিত সব বৈজ্ঞানিক বিষয়-ই হয়েছে একদম যথাযথ। তার সাহায্য আর এই বইতে উল্লেখিত সকল বিষয়ে তার অনুমোদনের মানে এই না যে সে এমনি এমনিতেই পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আমার সব ব্যখ্যা বা এর সাথে মহাভারতের সম্পর্কের ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে।

বিভিন্ন মেগালিথগুলো ঘুরে দেখার সময় যেসব গাইড আর প্রত্নতত্ত্ববিদ আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। সবগুলো জায়গা অবশ্য

BanglaBook.org

বইয়ের কাহিনিতে স্থান পায়নি (ব্রিটেনে চল্লিশটা জায়গা ঘুরেছি) কিন্তু অভিজ্ঞতাটা দারুণ কাজে লেগেছে। কার্কওয়ালের অর্কনী আর্কিওলজিক্যাল ট্যুরসের মালিক ডেভ লরেন্স-এর কথা না বললেই নয়। ডেভ অর্কনীতে থাকেন। উনি একজন পেশদার প্রত্নতত্ত্ববিদ। আর ওনার কোম্পানীও একেবারে খাঁটি প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকে। উনি খুশি মনে এক বৃষ্টিভেজা দিনে অর্কনী জুড়ে আমার সাথে খানা-খন্দ, সুড়ঙ্গ আর বইতে উল্লেখিত মাইন হাও-এর রহস্যময় গর্তটাতে সময় কাটিয়েছেন আর ধৈর্য ধরে ওখানকার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। অর্কনী সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় সব-ই জানেন উনি। ব্রিটেনে আরো দুজন আমার সাথে কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছেন। তারা হচ্ছেন হেরিটেজ হলিডেজ-এর ডেভিড হাচিসন আর রৌজি ট্যুরস-এর প্যাট্রিক ম্যাকগুয়ের। ডেভিডের সাথে আমি গিয়েছিলাম উইল্টশায়ারের জায়গাগুলো ঘুরতে। এসব জায়গা সম্পর্কে তার সমৃদ্ধ জ্ঞান আমাকে গবেষণায় দারুণ সাহায্য করেছে। প্যাট্রিকও রৌজি দ্বীপে আমার সাথে পুরো একটা দিন পাহাড়ে পাহাড়ে সমাধিক্ষেত্র চষে বেড়িয়েছেন।

আমার দুর্দান্ত প্রতিভাবান ডিজাইনার বন্ধু আনন্দ প্রকাশ আবারও আমার বইয়ের জন্যে চমৎকার একটি প্রচ্ছদ করে দিয়েছে। বইয়ের মূল ব্যাপারটা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে এতে। সে জন্যে কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদ দিতে চাই জ্যাকুলিন শ্যুমান, হাম্বার্তো ই. রিক্কি জুনিয়র, প্যাট্রিসিয়া ম্যাকওয়েন, এলিজাবেথ গিলিগান, বেরি কেরচেভাল, ফিলিস আইরিন র‍্যাডফোর্ড, ক্রিস্টি মার্ক্স এবং জন সি. বানেলকে। এরা সবাই আমার রাইটার্স রিসার্চ গ্রুপের সহকর্মী। যেসব বিষয়ে গবেষণা করেও কিছু পাওয়া যায়নি সেসবে এরা আমাকে সাহায্য করেছে।

প্রিয়াঙ্কার গুপ্ত বইয়ের সুন্দর অলঙ্করণ করেছেন। বইয়ের সব বর্ণনাই তার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ফলে পাঠকেরা যেন আমার চোখ দিয়েই সব জায়গা দেখতে পাচ্ছেন।

ওয়েস্টল্যান্ডের সব লোকজন, বিশেষ করে গৌতম পদ্মনাভন, কৃষ্ণ কুমার নায়ার, সারিতা প্রসাদ আর বর্ষা বেনুগোপালকে অনেক বড় করে ধন্যবাদ। গত এক বছরে আমার সকল কর্মকাণ্ডে তারা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমার লেখার সম্পাদক সঙ্ঘমিত্র বিশ্বাস আমার লেখাটাকে সুন্দরভাবে ঘষে মেজে দিয়েছেন। ফলে বইয়ের বর্ণনা হয়েছে আরো বেশি সাবলীল আর কাহিনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাইরে ঘোরাঘুরির পাশাপাশি আমি এই বই লিখতে প্রচুর পড়াশোনা করেছি। কয়েকশ বই, প্রতিবেদন পড়েছি। ইতিহাস, মিথোলজি আর বৈজ্ঞানিক নানান সূত্রের উপর প্রচুর ভিডিও দেখেছি। এসব উৎস থেকে যে অমূল্য তথ্যাবলি আমি

BanglaBook.org

পেয়েছি সেগুলো ছাড়া আমার পক্ষে আমার ধারণাগুলোর পক্ষে তথ্যপ্রমাণ হাজির করা সম্ভব ছিলো না। এগুলো ছাড়া এই বইতে ইতিহাস, মিথোলজি আর বিজ্ঞানের মাঝে যে সংযোগ সাধন করেছি তা করতে পারতাম না।

আমার বাবা-মাকে ধন্যবাদ না দিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তারাই আমার মধ্যে একজন পাঠক হওয়ার স্পৃহা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আর সবসময় বইয়ের যোগান দিয়ে তাকে সজীব রেখেছিলেন। এই ভিত্তিটা না থাকলে আমি কখনোই বড় হয়ে লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারতাম না।

সবশেষে, আমাকে যারা যারা-ই সাহায্য করেছে তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আর এই বইয়ের যাবতীয় ভুল এবং অসঙ্গতির দায় আমি নিজে মাথা পেতে নিচ্ছি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG